আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) জীবন কর্ম ও চিন্তাধারা

ড. আবুল আ'লা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা

ড. আবুল আ'লা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) : জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা

ড. আবুল আ'লা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন

[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৪০

ইফা প্রকাশনা : ২৮১৮

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৫

ISBN : 978-984-06-1614-8

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১৮

জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

রমযান ১৪৩৯

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান

প্রকল্প পরিচালক

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ

ঝিঙেফুল

মুদ্রণ ও বাঁধাই

ঝিঙেফুল

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯৫৭৪০২৪

মূল্য : ২২৮.০০ (দুইশত আটাশ) টাকা

ALLAMA SAYED ABUL HASAN ALI NADWI (R) : JIBON, KORMO O CHINTADHARA [ALLAMA SAYEED ABUL HASAN ALI NADWI (R) : LIFE, WORKS AND THOUGHT] Written by Dr. Abul *Ala* Mohammad Hosamuddin and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, *Islamic* Books Publication Project-2nd Phase, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla *Nagar*, Dhaka-1207. Phone: 8181538 May 2018

Website : www.islamicfoundation.gov.bd

E-mail : publicationifa@gmail.com

Price Tk. 228.00, U.$ Dollar 10.00

মহাপরিচালকের কথা

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) ১৯১৪ খ্রি. মুতাবিক ৬ মুহাররম ১৩৩৩ হিজরী জুমাবার ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু ও খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষে সমগ্র বিশ্ব এক বিস্ময়কর ও করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। পুরো মুসলিম দুনিয়া বহুবিধ বিশৃঙ্খলা, ব্যাপক বিপর্যয়, ঘোর দুর্দিন ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছিল। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বলতে কিছুই ছিল না। সর্বত্র দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনাসহ ওলামা, শিক্ষিত সমাজ ও জাতির নির্দেশকগণের মধ্যে বিরাজ করছিল হীনমন্যতা। কালক্রমে উদ্ভূত নিত্য-নতুন সমস্যাবলির যথাযথ সমাধানপূর্বক সামনে অগ্রসর হওয়ার শক্তি তারা ক্রমশ হারাতে বসেছিল। এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে এ ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্ম হয়। তিনি তাঁর প্রতিভা, শিক্ষা ও মেধার স্ফূরণ ঘটিয়ে এক সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি একদিকে একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও অপরদিকে একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁর তৎপরতার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আলোকিত মানুষ গড়া। ইসলামের বৈশ্বিক ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতার দৃঢ়মূল বিশ্বাসই ছিল তাঁর কর্মতৎপরতার চালিকা শক্তি। তাই তাঁর দাওয়াতী কর্মের ক্ষেত্র কেবল উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি; ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন মহাদেশে, তাঁর কর্মতৎপরতার অপর পটভূমি ছিল স্বদেশে সব ধর্মাবলম্বীর মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির আন্দোলন 'তাহরীকে পয়গামে ইনসানিয়াত'। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার ভিত্তিতে সকল মানুষের মাঝে সংহতি বিধান করতে চেয়েছিলেন। আরবী ও উর্দু ভাষায় তিনি দু'শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি অনূদিত ও সমাদৃত হচ্ছে।

বাংলাভাষায় তাঁর জীবনীর উপর উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন বাংলাভাষায় আল্লামা নদভী (র)-এর জীবনীর উপর গবেষণা করায় আমরা তা সাদরে গ্রহণ করি এবং

প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আশা করি, গ্রন্থটি পাঠে পাঠক সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে সার্থক করুন ও ইহ-পরকালীন সফলতা লাভের তৌফিক দিন। আমীন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

যুগে যুগে এমন অনেক ক্ষণজন্মা ব্যক্তির এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন ঘটে যাদের নাম ও অবদানের কথা মানুষ আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখে। তারা জাতির খিদমতে এতই নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করেন যে, তারা একেবারে তাদের মন-মগজে ঢুকে যান। তাঁরা জাতির খিদমতে যে অনন্য অবদান রেখে যান তাই তাদের অমর করে রাখে। তাদের কীর্তিমালা ও উপদেশবাণী জাতিকে অনন্তকাল ধরে পথ প্রদর্শন কওে, দিক-নির্দেশনা দেয়। এমনি এক ক্ষণজন্মা পুরুষ আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। তিনি কেবল একজন দীনের মুবাল্লিগই নন; বরং একজন অনন্য সাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষক, লেখক ও গবেষক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সাহিত্যিক, জাদুকরী বাগ্মিতার অধিকারী, অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ইতিহাস ও সীরাত রচয়িতা। তিনি ছিলেন দীনের দায়ী, মুবাল্লিগ, সংস্কারক, আধ্যাত্মিক সাধক ও মুসলিম উম্মাহর একজন অতন্দ্র প্রহরী অভিভাবক। তিনি মুসলিম উম্মাহকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন একজন ইতিহাসবিদ ও সীরাত প্রণেতা হিসেবে। তাঁর প্রতিটি কর্ম দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষত আরব বিশ্বের বিদ্বান সমাজ ও সাহিত্যিকগণ তাঁর সাহিত্য প্রতিভাসহ বহুমুখি প্রতিভার সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি সে দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসাসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত ও সমাদৃত হচ্ছে। আল্লামা নদভী (র) একাধারে একজন অধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালে আল্লামা আহমদ আলী লাহোরী এবং দেশ বিভক্তির পর শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (র)-এর খলীফা আব্দুল কাদের রায়পুরীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। আল্লামা নদভী তাঁদের কাছ থেকে যথারীতি আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জন করেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর ও তাঁর তারবিয়্যাতি কাজ থেকে খুবই উপকৃত হন। তিনি যথারীতি তাদের খিলাফত লাভে ধন্য হন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বহুদেশে তাঁর খলীফা রয়েছে, যাঁরা অহর্নিশ আধ্যাত্মিক দীক্ষা দানে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

আল্লামা নদভী (র) সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অন্যান্য মাযহাবের প্রতি তাঁর উদারতাও ছিল লক্ষণীয়। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আংশিক গবেষণা হলেও বাংলাদেশে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর কোন গবেষণা কর্ম চোখে পড়ে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. আবুল আ'লা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন এ বিষয়ে তাঁর গবেষণা কর্মটি জমা দিলে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করি ও প্রকাশের উদ্যোগ নিই। আশা করি, বাংলাভাষাভাষী পাঠক ও গবেষকগণ এ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াস কবুল করে পরকালে নাজাতের উসীলা করুন। আমীন ॥

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা
অধ্যক্ষ-মুহাদ্দিস দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া আলিয়া মাদরাসা,
কোলকাতা, ভারত, নাযিমে আ'লা (রেক্টর) চুনতি হাকিমিয়া
কামিল মাদরাসা ও আরবী, বাংলা, উর্দু, ফার্সি ভাষার
স্বভাবকবি এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা, বরেণ্য 'আলিমে দীন–
আল্লামা ফজলুল্লাহ (র) ও মহীয়সী মাতা
রহিমা খাতুন (র)– যাঁদের দিকনির্দেশনা
ও দু'আ আমাদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ
সফলতার পাথেয় হয়ে রয়েছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা ১৯

১.১ বৃটিশ শাসনামল ১৯
১.২ ভারতীয় শাসনামল ২৭
১.৩ ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ৩২
১.৪ দরসে নিযামিয়া ৩৭
১.৫ দারুল উলূম দেওবন্দ ৩৮
১.৬ মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ৪৪
১.৭ ওল্ড স্কীম মাদরাসা শিক্ষা ৪৫
১.৮ আলিয়া মাদরাসা ধারা ৪৮
১.৯ আধুনিক ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা: নদওয়াতুল উলামার প্রবর্তিত ধারা ৫৮
১.১০ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭
১.১১ জামিআ' মিল্লিয়া দিল্লী ৮৯
১.১২ জামি'আতুল উসমানিয়া হায়দারাবাদ ৯১
১.১৩ দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ ৯১
১.১৪ দারুল মুসান্নিফীন আযমগড় ৯২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর জীবনকথা

২.১ আল্লামা নদভী (র)-এর বংশপরিচিতি ৯৩
২.২ আল্লামা নদভী (র)-এর জন্ম ও জন্মস্থান ৯৭
২.৩ রায়বেরেলী ও আশপাশের প্রদেশ এবং শহরসমূহ ১০০
২.৪ পূর্বপুরুষের ভারত গমন ১০৬
২.৫ বংশগত ঐতিহ্য ১১১
২.৬ বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা ১২৬
২.৭ উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষকবৃন্দ ১৩৩

২.৮ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় যোগদান ১৩৯
২.৯ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা: বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারা ১৪১
২.১০ আল্লামা নদভী (র)-এর উপর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ১৪২
২.১১ কাদিয়ানী বিরোধী সম্মেলনে ভূমিকা ১৪৩
২.১২ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় সিলেবাস প্রণয়ন ১৪৩
২.১৩ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি গ্রহণ ১৪৪
২.১৪ মদিনা ও দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরের সম্মান লাভ ১৪৪
২.১৫ ড. আম্বেদকরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে মুম্বাই সফর ১৪৫
২.১৬ তাবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ততা ১৪৬
২.১৭ দীনি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা ১৪৭
২.১৮ আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ ১৪৯
২.১৯ আধ্যাত্মিক সাধনা ১৫০
২.২০ হজ্জ পালন ও বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের বিরল সম্মান লাভ ১৫৩
২.২১ সংস্কারমূলক কর্ম ১৫৪
২.২২ আল্লামা নদভী (র)-এর ইন্তেকাল ১৫৬
২.২৩ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৫৭
২.২৪ বিশ্বব্যাপী শোক পালন ১৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর রচনাকর্ম

৩.১ কুরআন ও হাদীস গবেষণায় আল্লামা নদভীর অবদান ১৬৫
৩.২ নবী চরিত ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ১৭০
৩.৩ সাহিত্য চর্চায় আল্লামা নদভীর অবদান ১৭৯
৩.৪ শিশুসাহিত্যে আল্লামা নদভীর অবদান ১৮১
৩.৫ সংকলন সাহিত্যে আল্লামা নদভীর ব্যুৎপত্তি ১৮৩
৩.৬ দা'ওয়াতে দীনে আল্লামা নদভীর অবদান ১৮৬
৩.৭ আল্লামা নদভীর বর্ণনারীতি ও ভাষাশৈলী ১৯৪
৩.৮ অন্যান্য বিষয়ে আল্লামা নদভীর রচিত গ্রন্থাবলি ১৯৫
৩.৯ আল্লামা নদভীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির সামগ্রিক পর্যালোচনা ২১৩
৩.১০ বিভিন্ন ভাষায় আল্লামা নদভীর রচনাবলি ২৮৮
৩.১১ আল্লামা নদভী (র) সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ৩০৭

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আল্লামা নদভী (র)-এর স্থান

৪.১ আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব প্রদান ৩২১

৪.২ বিশ্ব ভ্রমণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ ৩২২

৪.৩ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণের সাথে আল্লামা নদভী (র)-এর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ৩৩১

৪.৪ সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে আল্লামা নদভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি ৩৪৭

৪.৫ মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সাথে আল্লামা নদভীর সাক্ষাৎ ৩৫১

৪.৬ আল্লামা নদভীর ইন্তেকালে বিশ্বের মনীষীগণের অভিব্যক্তি ৩৫১

৪.৭ আল্লামা নদভীর একটি সাক্ষাৎকার ৩৫২

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর চিন্তাধারা

৫.১ আল্লামা নদভীর (র) পথনির্দেশনামূলক বাণীসমূহ ৩৫৯

৫.২ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আল্লামা নদভীর রূপরেখা ৩৬৪

৫.৩ আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা ৩৭৪

৫.৪ ভারতীয় মুসলমানদের অভিভাবকের ভূমিকায় আল্লামা নদভী ৩৭৮

৫.৫ আল্লামা নদভীর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের অংশ বিশেষ ৩৮৮

উপসংহার ৪০২

গ্রন্থপঞ্জি ৪০৫

পরিশিষ্ট

গ্রন্থটিতে অনুসৃত আরবী অক্ষরের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

ا (আলিফ)= অ/া		ظ (যোয়া)=য
ء (হামযা:) =অ/' (ঊর্ধ্ব কমা)		ع (আইন) = 'আ/ উল্টো কমা
ب (বা) = ব		غ (গাইন) = গ
ت (তা) = ত		ف (ফা) = ফ
ث (ছা) = ছ/স		ق (ক্বাফ) = ক
ج (জ্বীম) = জ		ك (কাফ) = ক
ح (হা) = হ		ل (লাম) = ল
خ (খা) = খ		م (মীম) = ম
د (দাল) = দ		ن (নূন) = ন
ذ (যাল) = য		و (ওয়াও) = ওয়া/উ/ও/ভ
ر (রা) = র		ه (হা) = হ
ز (যা) = য/জ		ة (তা/হা) = ত/হ
س (সীন) = স		ي (ইয়া) = য়
ش (শীন) = শ		ـَ (যবর) া/আ
ص (সোয়াদ) = স		ـِ (যের) = ি/ই
ض (দোয়াদ) = দ/জ		ـُ (পেশ) = ু উ
ط (ত্বোয়া) = ত্ব		و = ঊ/ু
إي = ী / ঈ		ـً = আন / অন
ـٍ = ইন		ـٌ = উন
ـّ = দ্বিত্ব বর্ণ / ্য		ا = হ্রস চিহ্ন
بُ = বু		بُو = বো /বু

গ্রন্থে সাধারণভাবে উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও হয়েছে। যেমন নামের প্রথম অক্ষর ع (আঈন) হলে তাতে আ/উ ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে যেসব আরবী শব্দ বাংলা ভাষার অংশে পরিণত হয়েছে, সেসব শব্দের বানানে প্রচলিত নিয়ম (বাংলা ভাষার) রক্ষা করা হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপণ

১. অনু.=অনুবাদ
২. আ.= আলাইহিস সালাম / আলাইহাস সালাম
৩. আনু.= আনুমানিক
৪. ই.ফা.= ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৫. খ্রি.= খ্রিস্টাব্দ
৬. ড.= ডক্টর
৭. ডা.= ডাক্তার
৮. তা.বি.= তারিখবিহীন
৯. দ্র.= দ্রষ্টব্য
১০. নং= নম্বর
১১. পৃ. স.= পৃষ্ঠা সংখ্যা
১২. বা.এ.= বাংলা একাডেমি
১৩. মৃ.= মৃত
১৪. র= রাহমাতুল্লাহি আলাইহি / রাহমাতুল্লাহ আলাইহা
১৫. রা= রাদিয়াল্লাহু আনহু / রাদিয়াল্লাহু আনহা
১৬. হি.= হিজরী
১৭. সা= সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
১৮. সা.= সাল
১৯. স.= সন
২০. P.= পেইজ/Page
২১. Vol = ভলিউম/ Volume

ভূমিকা

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) (১৯১৪-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ) কেবল একজন ব্যক্তি নন, একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি জ্বলন্ত ইতিহাস। তিনি বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের একজন অনন্যসাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষক, লেখক ও গবেষক, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, স্বকীয় ধারা প্রবর্তক ও স্বতন্ত্র আঙ্গিকস্রষ্টা সাহিত্যিক, জাদুকরী বাগ্মিতার অধিকারী, অনন্য বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল ইতিহাস ও সীরাত রচয়িতা ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন দাঈ', মুবাল্লিগ, সংস্কারক এবং সজীব প্রাণের (যিন্দা দিল) শুদ্ধ পুরুষ, আধ্যাত্মিক সাধক ও মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক। যে পারিবারিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন এর বুনিয়াদই ছিল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, শাশ্বত বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণাঙ্গতার প্রতি অবিচল বিশ্বাসের পটভূমিকায় গঠিত। তাঁর বংশের যেসব কৃতিসন্তান ইসলামের এই মহান খিদমতগুলো আঞ্জাম দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদের নাম অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আল্লামা নদভী (র)-এর অগ্রজ ও পৃষ্ঠপোষক, মুরুব্বী ডা. আবদুল আলীও এই বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বহন করেন। বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী এ ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা ও পর্যবেক্ষণে সমসাময়িক সমস্যাবলি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হত। আল্লামা নদভী (র)-এর দৃষ্টির প্রসারতা, চিন্তার বহুমাত্রিকতার সূচনা ডা. আবদুল আলীর সান্নিধ্যেই। তিনি সমকালীন বিশেষজ্ঞ আলিম ও অনন্যসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের কাছে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় ও শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয় যাকে তাঁর প্রখর প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি তাঁর চিন্তাধারা ও দাওয়াতি তৎপরতায় উক্ত তিন বিষয়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারে বিপুল পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এ ছাড়া হাদীসশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুস্থ ও পরিশুদ্ধ সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান হিসেবে হাদীসে-রাসূল (সা)-এর গুরুত্বের তিনি কেবল প্রবক্তাই ছিলেন না, রীতিমত সেই আন্দোলনের আহবায়ক ও সদা সক্রিয় কর্মযোদ্ধাও ছিলেন। আধুনিক যুগের চাহিদা, উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও ইসলামী বিধি-বিধানের কার্যকর সমাধানের বাস্তব প্রেক্ষিত অনুধাবন এবং

ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীগণের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সব সময় উদ্বুদ্ধ করতেন।

তাফসীরের পরিভাষা সামনে এলেই তাফসীরের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় রীতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অথচ তাফসীরের মূলকথা হল কুরআন বোঝা। তাফসীরগ্রন্থগুলো এক্ষেত্রে কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আল্লামা নদভী (র) সাধারণভাবে একজন ইতিহাসবিদ ও সীরাত প্রণেতা হিসেবে সমধিক পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে এ যুগে তাঁর সমতুল্য লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এর দু'টি প্রধান কারণ হল, প্রথমত আরবী ভাষা, সাহিত্য, আরবীর অলঙ্কার-সৌকর্য, কুরআনের অলৌকিক রচনাশৈলী বিষয়ে আল্লামা নদভী (র)-এর বিস্তৃত জ্ঞান ও দৃষ্টির গভীরতা; দ্বিতীয়ত সেসব ব্যক্তির সান্নিধ্য যাঁদের জীবন পবিত্র কুরআনের মূর্তিমান ব্যাখ্যা। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু সব বিষয়েই তাঁর রচনাবলিতে কুরআনী আমেজ-আবহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য ও ইতিহাসের রুচি ছিল তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। তাঁর পিতা আল্লামা আবদুল হাই হাসানি ছিলেন একাধারে ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক। তাঁর পিতামহ ফার্সি ভাষার উঁচুমাপের কবি ও শক্তিমান সাহিত্যিক ছিলেন।

আরব বিশ্বের বিদ্বান সমাজ ও সাহিত্যিকগণ কর্তৃক তাঁর সাহিত্য প্রতিভার সপ্রশংস স্বীকৃতি, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি সে দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসাসমূহে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া আল্লামা নদভী (র)-এর অনন্যতার প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়াও সাহিত্যে আল্লামা নদভী (র)-এর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য হল, তিনি আপন সাহিত্যপ্রতিভাকে নিজের দাওয়াতি ময়দানে পূর্ণ দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছেন। মুজাদ্দিদ বা ধর্মীয় সংস্কারকগণের জীবনী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তা হল, তিনটি বৈশিষ্ট্য তাঁদের জীবনে সম্মিলিতভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'মহান আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা' হবার ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যগুলো কার্যকারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এক. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশগত বৈশিষ্ট্য; বিশেষত তাকওয়া, হালাল-হারাম এমনকি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পর্যন্ত অধিকতর সতর্কতা ও সংবেদনশীলতা। বংশপরম্পরায় এর প্রভাব একটি স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা। দুই. আত্মগঠন ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তি। এমন শিক্ষক ও পথনির্দেশকের সান্নিধ্য লাভ, যাঁরা নিজেরাও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। তিন. নিজস্ব চেষ্টা, শ্রম ও সাধনা যা লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম নিয়ামক ও বলিষ্ঠ সঞ্চালক শক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারে। আল্লামা নদভী (র)-এর জীবনে উক্ত তিন

বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বহু সংস্থা, সংগঠন ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওগুলোর সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন। আল্লামা নদভী (র)-এর আসল ময়দান 'দাওয়াত'। তাঁর তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু সীরাত গবেষণা ও আলোকিত মানুষ গড়া। আত্মার জাগরণ ও মুসলিম উম্মাহর প্রগতির লক্ষ্যে পূর্বসূরিদের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করা। তাঁর মধ্যে খানকাহ ও আত্মশুদ্ধি, জিহাদ আর বিপ্লবের ধারা সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। ইসলামের বৈশ্বিক ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতার দৃঢ়মূল বিশ্বাস, এর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয়ে স্থির বিশ্বাসই ছিল তাঁর বিরামহীন কর্মতৎপরতার চালিকাশক্তি। ফলে তাঁর দাওয়াতি কর্মের ক্ষেত্র উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বিস্তৃতি লাভ করেছে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন ও মিসর তথা মধ্যপ্রাচ্যসহ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত। তাঁর কর্মতৎপরতার অপর পটভূমি ছিল স্বদেশে সব ধর্মাবলম্বীর মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির আন্দোলন 'তাহরীকে পয়গামে ইনসানিয়াত'। সম্পদ, পদমর্যাদা কিংবা পার্থিব কোনো বস্তুর লোভ বা ভয় তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারেনি। অত্যন্ত সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সাথে তিনি যেকোনো অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যমান প্রশাসন এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিকেও দায়ী করতেন। মৌলিকভাবে আরবী ও উর্দূ ভাষায় তিনি দু'শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত ও সমাদৃত হচ্ছে। জন্মগতভাবে তিনি ভারতীয় হলেও ইসলামের জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতার কারণে মুসলিম বিশ্বে তিনি বহুল পরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। বিশেষভাবে আরবদের কাছে তিনি অত্যন্ত বরণীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাতা পিতা উভয় সূত্রেই তিনি মহানবীর (সা) অধস্তন বংশধর। তাঁর পিতা হাকীম মাওলানা আবদুল হাই হাসানিও (র) একজন প্রাজ্ঞ আলিম ও দক্ষ লেখক ছিলেন। আট খণ্ডে সমাপ্ত *নুযহাতুল খাওয়াতির* তাঁর অমর কীর্তি। এটিকে জীবনীবিশ্বকোষও বলা চলে। আল্লামা নদভী হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি অন্যান্য মাযহাবের ব্যাপারেও অত্যন্ত উদার ছিলেন। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় আহলে-হাদীসসহ অন্যান্য মাযহাবের অনুসারী অনেক শিক্ষার্থীও রয়েছে। তাদের সকলের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লামা নদভী সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর পরিচিতি আরব বিশ্বের মতো ব্যাপকতর নয়। তাছাড়া আরবের বিভিন্ন

দেশে তাঁর কর্মের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে আংশিক গবেষণা হলেও বাংলাদেশে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর কোনো গবেষণা হয়নি। এ কারণে আমি তাঁর 'জীবন ও কর্মের' উপর বাংলা ভাষায় গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, যাতে বাংলা ভাষাভাষীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন এম. এ'র ছাত্র তখন চট্টগ্রামস্থ জামি'আ দারুল মা'আরিফে আল্লামা নদভী (র)-এর সাথে সাক্ষাৎলাভে ধন্য হই। তিনি আমার ডায়েরীতে শুভেচ্ছাবাণীও লিখে দেন। আমার এ গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে সম্পাদিত। কিন্তু এ গবেষণাই যে চূড়ান্ত গবেষণা তা দাবি করা সমীচীন হবে না, বরং এ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে এর উপর আরো ব্যাপকভাবে গবেষণা হতে পারে।

মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা

খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্বের অবস্থা : হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু এবং খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের শেষে বৈশ্বিক পরিসরে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এক বিস্ময়কর ও করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। পুরো মুসলিম দুনিয়া বহুবিধ বিশৃঙ্খলা, ব্যাপক বিপর্যয়, ঘোর দুর্দিন ও বুদ্ধিবৃত্তিক নৈরাজ্যের ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছিল। সর্বত্র জড়তা ও বন্ধ্যাত্বের আলামত ছিল স্পষ্ট। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বলতে কিছু ছিল না। তারা ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। মুসলিম শাসকবর্গ ভোগ-বিলাস, চিত্ত বিনোদন, শখ-আহ্লাদ, আমোদ-প্রমোদে ছিল আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সর্বত্র চলছিল দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও রক্তপাতের মহোৎসব। ওলামা, শিক্ষিত সমাজ ও জাতির দিক-নির্দেশকগণ হীনমন্যতার শিকার। যুগের উদ্ভূত নিত্যনতুন সমস্যাবলির যথাযথ সমাধান করার এবং ঐতিহ্য পরম্পরায় লব্ধ বর্ণনা-উপাত্ত সংরক্ষণ করে সম্মুখে অগ্রসর হবার শক্তি তারা ক্রমশ হারাতে বসেছিল।

পক্ষান্তরে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শনৈ শনৈ উন্নতির পথে অগ্রসরমান ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের অবস্থান ছিল অগ্রগতির প্রতিটি ধাপেই সুসংহত। তারা সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আয়ত্ত করার নিরন্তর গবেষণায় রত ছিল।[১]

১.১ বৃটিশ শাসনামল

সমগ্র বিশ্বের দৃশ্যপটে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা ছিল বিশেষভাবে শোচনীয়। এখানে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল পশ্চাৎপদ। ইংরেজদের আগমনকালে

১. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, *নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মিযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিকহী খিদমাত*, আল-মা'আহাদুল আলি আল-ইসলামী, পৃ. ৪৫-৪৬, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, হায়দারাবাদ।

ভারতে মুসলমানদের শাসন চলছিল। নিজেদের সবকিছুতেই ছিল সর্বেসর্বা। মুসলিম শাসকদের পরস্পরের মধ্যকার অন্তর্ঘাতমূলক লড়াই, অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শিতার কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদীপ নিভে যায়। ইংরেজরা ভারতের 'ভাগ্যবিধাতা' ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক বনে যায়। মুসলমানদের অন্তরে মুসলিম শাসনের পতন ও দাসত্বের পীড়াদায়ক অনুভূতিটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাদের হৃদয় ছিল তখনো ব্যাকুল ও অস্থির। এ কারণে তারা ইংরেজদের প্রতিটি পদক্ষেপের বিপরীতে সম্ভাব্য প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। পদে পদে তাদের মোকাবিলায় তারা বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেছে। শাহ্ আবদুল আযীয (র)-এর বৈপ্লবিক ফাত্ওয়া, বালাকোটের শহীদাইন (সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ) কর্তৃক শুরু করা আন্দোলন, টিপু সুলতানের[২] দুঃসাহসী লড়াকু পদক্ষেপ, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম খিলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ইত্যাদি গোলামির শিকল ভেঙে মাতৃভূমির আযাদী পুনরুদ্ধারে একেকটি অক্ষয় মাইলফলক। ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল। প্রতিশোধের উন্মত্ততাও তাদের জন্য টেকসই সফলতা বয়ে আনেনি। হত্যা, লুটতরাজ, জ্বালাও-পোড়াও, সর্বপ্রকার মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বর্বরতার চরম সীমায় পৌঁছেও রক্তপিপাসু ইংরেজদের জিঘাংসা মেটেনি। তারা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খতম করতে তাদের জীবনকে সামগ্রিকভাবে কোণঠাসা করার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। মুসলমানদের আয়-রোজগারের পথ রুদ্ধকরণ, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব থেকে ছাঁটাই, ওয়াক্ফ সম্পত্তি যা দিয়ে তাঁদের মসজিদ-মাদরাসা পরিচালিত হতো তা বাজেয়াপ্ত করে।

---

২. টিপু সুলতান : তাঁর প্রকৃত নাম ফতেহ আলি টিপু। তিনি ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানে হল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭ ডিসেম্বর ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে পিতা হায়দারের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরঙ্গমওমে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি স্টুয়ার্টের হাতে পরাজয় ও শাহাদাত বরণ করেন । সমসাময়িক ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে টিপু সুলতানের মর্যাদা সর্বোচ্চে। পিতা হায়দার আলির শাসনামলে দ্বিতীয় মহীশুর যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শত্রুতা এবং নিজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও নিহত হন । তিনি ছিলেন ''ভারতের আশার শেষ রশ্মি'' হাসান আলি চৌধুরী; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬-৫৫৮

ড. এম আব্দুল কাদের; টিপু সুলতান; ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৮০, পৃ. ৯ ও ১১।

এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি ফরমানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হতো, 'অমুক অমুক পদে কেবল হিন্দুরাই নিয়োগ পাবে'।[৩] স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন, "মুসলমানগণ এখন এত নিম্ন অবস্থানে চলে গেছে যে, তারা নিজের যোগ্যতাবলে সরকারি চাকরি পাবার উপযুক্ত হলেও পৃথক ঘোষণার মাধ্যমে বিশেষ সতর্কতায় তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।"[৪]

ভারতের খিলাফত আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁর আত্মজীবনী *কারওয়ানে যিন্দেগী*তে এ প্রসঙ্গে আল্লামা নদভী বলেন, "তখন সবেমাত্র আমি কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছি; আমার বয়স তখন ৮ বছর। ভারতজুড়ে খিলাফত আন্দোলনের তপ্ত লাভা আছড়ে পড়ছিল। শুধু আলিম সমাজ বলে কথা নয়, নব্য শিক্ষিত, সচেতন কোনো কোনো ভারতীয় হিন্দুর ঘর পর্যন্ত বাকি ছিল না, যেখানে এই আন্দোলনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়নি। সমগ্র ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছিল এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে। মসজিদ, সভা-সমিতি, বৈঠক-আড্ডা, ঘর, দোকানপাট, লোকালয়ে-নির্জনতায় সর্বত্র আর কোনো প্রসঙ্গ নেই; আলোচনার বিষয় একটাই। আমাদের লক্ষ্ণৌ শহর যা বেশ আগে থেকেই রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে—এই আন্দোলনেও যথারীতি সামনের কাতারে তার অবস্থান। এই আন্দোলনের একজন বড় মাপের নেতা মাওলানা আবদুল বারী এই শহরেই থাকতেন। হিন্দু-মুসলিম নেতৃবর্গ লক্ষ্ণৌ এলে তাঁর বাসগৃহ 'সরাই ফিরিঙ্গি মহলে' উঠতেন। খোদ গান্ধীজি[৫] পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতেন।

---

৩. নদভী; মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত, আল-মা'আহাদুল আলি আল-ইসলামী, পৃ.৪৮, জুলাই, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

৪. নদভী; মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত, আল-মা'আহাদুল আলি আল-ইসলামী, পৃ. ৪৮, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

৫. মহাত্মা গান্ধী : তাঁর পূর্ণ নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, তবে তিনি মহাত্মা গান্ধী, বাপু এবং গান্ধীজি নামে বিখ্যাত। গান্ধীজি বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান নেতা। তিনি ভারতীয় জনগণের স্বাধিকার ও দেশের স্বাধীনতা আদায়ে অহিংস আন্দোলনে যুগপৎ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় মুসলমান এবং হিন্দুদের স্বাধিকার আদায়ে সংগ্রামের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দারিদ্র্য হ্রাস, নারীদের অধিকার বৃদ্ধি এবং আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক স্থাপনে জাতীয়ভাবে প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আইন বিষয়ে লন্ডনে ট্রেনিং নেন। তিনি 'ইংলিশ ব্যারিস্টার' ছিলেন এবং ভারতের জাতির পিতা ছিলেন। গান্ধীজি ২ অক্টোবর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গুজরাটের কোস্টাল এরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৭৮ বছর বয়সে গুপ্তঘাতকের গুলিতে তিনি নিহত হন।

* www.mahatamagandi.net।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী[৬] ও মাওলানা শওকত আলীর[৭] তো তিনি পুরোদস্তুর পীর-ই ছিলেন। দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মুখে একটাই রব উঠেছিল– 'মুহাম্মদ আলী ডাক দিয়েছে খিলাফতের তরে দাও জীবন।' শহরে মনে হতো, ইংরেজ শাসনের অবসান হয়েছে; এখন বরং মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও গান্ধীজির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[৮]

খিলাফত আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য : ১৯১৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের বেশ চমৎকার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা ও তুর্কি খিলাফত দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সমগ্র হিন্দুস্থান জুড়ে বইতে শুরু করে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রবল হাওয়া। এই আন্দোলনের ফলে হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। দেশপ্রেম ও ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। গান্ধীজি পূর্ণ উদ্যম ও দৃঢ় উদ্দীপনা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে সমগ্র ভারত

---

৬. মাওলানা মুহাম্মদ আলি জওহর ছিলেন ভারতের একজন রাজনৈতিক মুসলিম নেতা, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং কবি। তিনি 'খিলাফত আন্দোলন'-এর অন্যতম নেতা। মাওলানা আলি ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেসের' ৬ষ্ঠ মুসলিম সভাপতি এবং 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। Mohammedan Anglo Oriental College -কে Anglo Mohammedan University (AMU) তে উন্নীত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া'র যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মাওলানা শওকত আলি জওহর ও জুলফিকার আলি তাঁর ভ্রাতা ছিলেন। তিনি যথাক্রমে দারুল উলূম দেওবন্দ, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আলি ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ ভারতের রামপুর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে জেরুসালেমে দাফন করা হয়।

* www.mahatamagandi.net।

৭. মাওলানা শওকত আলি জওহর ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং খিলাফত আন্দোলনের নেতা। গান্ধীজি তাকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এর আগ পর্যন্ত তিনি আউধ ও আগ্রায় সরকারি চাকুরীতে ছিলেন। তিনি তদীয় ভ্রাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলির প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা *হামদর্দ* এবং ইংরেজি পত্রিকা *কমরেড* প্রকাশে সহযোগিতা করতেন। তিনি 'খিলাফত' কনফারেন্স-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থনের অপরাধে বন্দী হন এবং ১৯২১-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেল খাটেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর সাথে যুক্ত হন এবং মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর হয়ে প্রচারাভিযান চালান। তিনি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রামপুর প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশ তথা লক্ষ্ণৌ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

* www.moulanamohammadali.net।

৮. নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, মাকতাবায়ে ইসলাম, পৃ. ৭২, আগস্ট ১৯৮৩; গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ।

চষে বেড়াতে লাগলেন। এমন বড় বড় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যার চেয়ে বড় ও উত্তপ্ত সমাবেশ ভারতবর্ষে এর পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। মানুষ তাদের নেতৃবৃন্দকে নজীরবিহীন, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অবর্ণনীয় আবেগভরে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলো। জনতার স্লোগানে প্রকম্পিত হতো আকাশ-বাতাস।[৯]

অসহযোগ আন্দোলন : ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ[১০] বিদেশি পণ্য বর্জন ও অসহযোগ (Non Co-operation) আন্দোলনের কর্মসূচি দিলেন। এটি স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে একটি শক্তিশালী উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ প্রশাসন এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করে। এতে পুরো সরকার ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, এমনকি সমগ্র ভারতে গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি যেন ইংরেজ সরকারের পতনেরই পূর্বাভাস দিচ্ছিল। পুরো ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার দূরপ্রাচ্যের এই জনপদে দীর্ঘ সময়ের জন্য এক জটিল অস্থিরতার আবর্তে নিপতিত হয়।[১১]

---

৯. নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (অনু. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন) ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮, কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; পৃ. ১২৪–'২৫, জানুয়ারি ২০০৪।
নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, মুসলমানো কে খুন ছে লহু-লাগান হে জঙ্গে আযাদী, *নয়ী দুনিয়া*; মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা; ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৮

১০. আযাদ, আবুল কালাম, মাওলানা : নাম : আবুল কালাম মুহিউদ্দীন আহমদ আযাদ। কবিনাম 'আযাদ'। তাঁর পরিবারে তিনটি ধারা প্রবাহিত আর তা হলো হিজায, তদানীন্তন ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও পীরবংশ। মাওলানা আযাদ ১৩০৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে হারাম শরীফের বাবুস সালাম সংলগ্ন মক্কার কাদওয়াহ্ মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পৈতৃক আবাস দিল্লীতে। মাতৃকূল মদিনার। তিনি মাত্র এগার বছর বয়সে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। " أرمغان فروغ" তাঁর জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ যা মুম্বাই থেকে এবং *খদঙ্গে নযর* লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি لسان الصدق পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। আল্লামা কবি হালী এতে অবাক হন। শিবলী নু'মানী মাওলানা আযাদের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হন যে, তিনি তাঁকে *'আন্ নাদওয়া* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। মাওলানা আযাদ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্স'-এর সভাপতি ছিলেন। দু'বার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ও ১৯৪৭ সালের পর ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি জীবনে বহুবার কারারুদ্ধ ও গৃহবন্দী হন। বহু পত্রিকা, মাসিক পাক্ষিক ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখেন ও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন সময়ে পুলিশ বাসায় তল্লাশি চালিয়ে নষ্ট করে ফেলে। ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আযাদ ইন্তেকাল করেন। দিল্লী জামে মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে তাঁকে দাফন করা হয়। * সংক্ষিপ্ত ইসলামীবিশ্বকোষ : ইফাবা, ১৯৮৬। পৃ. ৬২-৬৪ (সমপা)

১১. নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা; ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৮।

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ভারত মনীষা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর এক আত্মজীবনমূলক লেখায় উল্লেখ করেন, "এরপর শুরু হল দেশময় ঘুরে ঘুরে অসহযোগ কর্মসূচির প্রস্তুতিপর্ব। গান্ধীজী ব্যাপকভাবে সফর করলেন। তাঁর সাথে অধিকাংশ সময় আমি ছিলাম। মুহাম্মদ আলী আর শওকত আলী প্রায়ই ছিলেন আমাদের সঙ্গী। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হল নাগপুরে। এর মধ্যে দেশের অবস্থার হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন । শ্রীযুক্ত সি. আর. দাস এ সময় খোলাখুলিভাবে অসহযোগের কর্মসূচি সমর্থন করেন। লালা লাজপাত রায়[১২] গোড়াতে কিছুটা আপত্তি করলেও যখন দেখলেন পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা সকলেই গান্ধীজীকে সমর্থন করছে, তখন তিনিও আমাদের সাথে যোগ দিলেন। এ অধিবেশনেই জিন্নাহ সাহেব চূড়ান্তভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।"[১৩]

ভাগ করো; শাসন করো নীতি : তূণীরের শেষ তীর

এ পর্যায়ে ঔপনিবেশিক ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠি তাদের রাজনীতির সর্বশেষ চাল বা তূণীরের শেষ তীরটি ছুঁড়ে দেয়, যা সচরাচর প্রাচ্যের দেশগুলোতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এটি ছিল জাতিগত বিভেদ-বিভাজনকে উস্কে দেয়া ও অন্তর্বিরোধঘটিত নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেবার কূটচাল। জনৈক ভাইসরয় এক হিন্দু নেতাকে একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, 'সমগ্র ভারতে হিন্দু ধর্মের প্রচার-প্রসার বাড়িয়ে দেয়া হোক; এদেশের যেসব নাগরিক হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে তাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি; পাশাপাশি হিন্দু

---

১২. শ্রী লালা রাজপাত রায় একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। ভারতকে বৃটিশ শাসনমুক্তকামী একজন যোদ্ধা হিসেবেই তিনি বহুল পরিচিত। তিনি "পাঞ্জাব কেসান" বা 'লালা ভাই পাল" নামে বেশি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি 'আরিয়া গেজেট'র সম্পাদক ছিলেন। 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক'র অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের সাথেও যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া ইন্ডিয়ান স্বাধীনতা আন্দোলন, "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" "আরিয়া সমাজ"-এর নেতৃত্বে ছিলেন। "লাহোর ন্যাশনাল কলেজের"ও প্রতিষ্ঠাতা। যারা বৃটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুক্ত হতে চান না তাদের জন্য এ প্রতিষ্ঠান। শ্রী লালা লাজপাত রায় ২৮ জানুয়ারি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বৃটিশ শাসনাধীন পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশস্থ 'মোগা' জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের নেতৃত্বদানকালে পুলিশ কর্তৃক গুরুতর আহত হয়ে ৩ সপ্তাহেরও কম সময়ে ১৭ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।
* www.moulanaabulkalamazad.net।

১৩. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *ভারত যখন স্বাধীন হল, ইতিহাস সংকলন*, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, বাংলা বাজার, ঢাকা; পৃ. ১৮, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করা উচিত। কেননা স্বাধীনতা ও খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উদ্দীপিত চেতনা আর শক্তিশালী সাংগঠনিক তৎপরতার মূলে রয়েছে খিলাফত প্রতিষ্ঠার নেপথ্য উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বও তাদের হাতে ছিল। বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পেছনে যে মন্ত্র প্রেরণা যোগাচ্ছে তাও ইসলাম থেকে উৎসারিত। এর সাথে সরাসরি সম্পর্কটা কেন্দ্রীয় খিলাফত ব্যবস্থার। এই সূত্র শুদ্ধি আন্দোলনের সূচনা।'[১৪] এভাবে ভারতের জনগণের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে বিভেদকে উস্কে দিয়ে তাদের যথেচ্ছ শাসন-শোষণ চালানোর পথ নির্বিঘ্ন-নিষ্কণ্টক করা হয়। এটা ছিল ঔপনিবেশিক গোষ্ঠির দখলদারিত্বের পরিচিত কৌশল।

ইসলামী দুনিয়ায় পশ্চিমা আগ্রাসন : প্রতিরোধের প্রাথমিক প্রয়াস

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইসলামী বিশ্বে পাশ্চাত্যের বহুমুখী আগ্রাসন জোরালো হয়। বেশ কয়েক শতক আগে ক্রুসেড[১৫] যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ হাতে আসার পর তারা সর্বশক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইসলামী বিশ্ব স্বীয় নৈতিক দুরবস্থা, পারস্পরিক বিভাজন, অন্তর্বিরোধ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে ছিল ক্ষতবিক্ষত। তুর্কি সাম্রাজ্যও (যা দীর্ঘকাল ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র ছিল) কালের পরিক্রমায় আত্মপরিচয় ও আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল। অপরদিকে পশ্চিমা সভ্যতা ছিল নতুন সংস্কৃতি আর নতুন শক্তিতে বলীয়ান,

---

১৪. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত *সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম*; সাইয়িদ আহমদ একাডেমী, পৃ. ৩৮।

১৫. একাদশ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ বিক্ষুব্ধ খ্রিস্টান জগৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করে তা-ই ক্রুসেড। ধর্মের নামে বর্মে ক্রুস চিহ্ন ধারণ করে অসংখ্য হতভাগ্য খ্রিস্টান যুবককে এ ঘৃণ্যযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করা হয়। এ ধর্মযুদ্ধে আফ্রো-এশিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় ইউরোপের আজন্ম ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ ধর্মযুদ্ধের মূলে ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। পোপ ও ধর্মযাজকগণ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধতার বশবর্তী হয়ে সামন্ত রাজপুত্রদের সামরিক দক্ষতাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। ১০৯৫-১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ ক্রুসেডের প্রথম যুগ; ১১৪৪-১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রুসেডের দ্বিতীয় যুগ এবং ১১৯৩-১২৯১ পর্যন্ত ক্রুসেডের তৃতীয় যুগ ছিল। মাহমুদুল হাসান, ড. সৈয়দ; *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লি. মুদ্রণ মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ৫০৫, ৫০৬ ও ৫০৮।

নতুন উদ্যম-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত। তাদের এই উত্থান ছিল প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পুষ্ট, যা ক্রমবর্ধমান গতিতে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে তারা ইসলামের হৃদপিণ্ডতুল্য 'হিজাযে মুক্কাদ্দাস' বা পবিত্র আরব ভূমিতেও থাবা বসানোর পাঁয়তারা শুরু করে দেয়। এই পরিস্থিতি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এর মুকাবিলায় চিন্তার যে প্রসারতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা, অমিত শক্তি ও অকুতোভয় সাহসের প্রয়োজন, সমকালীন মুসলিম নেতৃত্বের মাঝে তার ঘাটতি ছিল।[১৬]

এ ক্ষেত্রে যেসব আলেম সমাজ সঙ্কট উত্তরণ ও পরিস্থিতি মুকাবিলার চিন্তা ও চেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে সাইয়িদ জামালুদ্দিন আফগানী[১৭]'র নাম অনন্য বিশিষ্টতায় দীপ্তিমান। কিন্তু তিনি নিজের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ মেধা ও বলিষ্ঠ বাগ্মিতা সত্ত্বেও লক্ষ্যের শেষ মনযিলে পৌঁছতে পারেননি। উপরন্তু তাঁর কর্মকৌশলে রাজনীতির রঙ-ছাপ ছিল সমধিক দৃশ্যমান। তাঁর বেশিরভাগ কর্ম-প্রয়াস ইসলামী বিশ্বের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক উন্নতি, মুসলিম জাহান থেকে অমুসলিম ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলদারিত্বের অবসানের লক্ষ্যে নিবেদিত ছিল, তাঁর সাধনার সিংহভাগ এ-পথেই ব্যয় হয়েছে।

---

১৬. প্রাগুক্ত, নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, পৃ. ৩৮।

১৭. জামালুদ্দিন আফগানী। পূর্ণ নাম আস সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবন সাফদার। তিনি উনিশ শতকে মুসলিম বিশ্বের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। একাধারে দার্শনিক, গ্রন্থকার, বাগ্মী ও সাংবাদিক। পাশাপাশি তিনি এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাকে বিরোধীপক্ষ বিপজ্জনক আন্দোলনকারী জ্ঞান করতো। তিনি মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্যের প্রভাব, প্রভুত্ব ও শোষণ হতে মুক্ত করতে এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধন করতে শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব গড়তে আন্দোলন চালিয়েছেন। তাঁর যোগ্য শিষ্য মুহাম্মদ আবদুহুর মতে জামালুদ্দিন আফগানী ছিলেন উচ্চতম আদর্শ, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অসীম সাহসের অধিকারী। তিনি পারিবারিক সূত্রে ইমাম তিরমিযীর মাধ্যমে ইমাম হুসাইনের বংশধর। তিনি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের 'আসআদাবাদে' ১২৫৪/১৮৩৮-৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী জ্ঞানাহরণের পর ভারতে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ক্ষমতাসীন স্বার্থান্বেষী, ঈর্ষাপরায়ণ আলিম শ্রেণি ও ইংরেজদের চাপ ও রোষানলে পড়ে তিনি বিভিন্ন সময় ভারত, মিসর, মক্কা, তুরস্ক, ইরান, রাশিয়া ও লন্ডনে কাটান। তিনি বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন। ফার্সী ভাষায় রচিত তাঁর رَدّ دَاهرِين (রদ্দে দাহরিয়্যিন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মার্চ ৯, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ তিনি চিবুকের কর্কট রোগের ইনফেকশনে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন। নিশানাতাশের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯২-৩৯৫।

উপমহাদেশে যেসব ব্যক্তি পশ্চিমা সংস্কৃতির সমালোচনায় মুখর ছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি আকবর ইলাহাবাদী[১৮] অন্যতম। তিনি নিজস্ব রম্য ভঙ্গিতে, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ধারালো ভাষায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সফলভাবে কলম চালিয়েছেন। এ কাজে তাঁর ভূমিকা বেশ গ্রহণযোগ্যতাও পায়। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঔপনিবেশিক স্রোতের শানিত প্রবাহ ঠেকানো সম্ভব হয়নি। এর কারণ ছিল বিদ্রূপাত্মক, প্রতিবাদমূলক সাহিত্য ও সংস্কারের আবেদন কেবল একটি সীমিত সময় পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে। সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় নাম ড. মুহাম্মদ ইকবাল, যাকে আধুনিক প্রাচ্যের সর্বাধিক দূরদর্শী চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়, তিনি পশ্চিমা জীবনধারাকে ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে এর সমালোচনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর কর্মসাধনার ব্যপ্তি উপমহাদেশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল[১৯]।

১.২ ভারতীয় শাসনামল

আল্লামা নদভী (র)–র জীবদ্দশায় দু'দুটি মহাযুদ্ধ[২০] সংঘটিত হয়েছে। গোটা বিশ্ব এগুলোর প্রভাবে জর্জরিত হয়েছে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে[২১] আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে লাখ লাখ লোক হত্যা করা হয়েছে। জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি

---

১৮. তাঁর নাম আকবর হুসাইনী রিজভী তবে তাঁর জনপ্রিয় নাম হচ্ছে আকবর ইলাহাবাদী। তিনি ১৬ নভেম্বর ১৮৪৬ ক্রিস্টাব্দে ভারতের ইলাহাবাদ রাজ্যের সুন্নী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি মাদরাসায় এবং পরে আইন বিষয়ে তাঁর পড়ালেখা মেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি সর্বশেষ ইলাহাবাদ হাইকোর্ট হতে সেশন জজ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত উর্দু কবি ও গজলকার ছিলেন। তিনি কোলাহলপূর্ণ জীবনযাপন করতেন যা তাঁর কাব্যের স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তিনি কবি ইকবালের ন্যায় কবিতার মাধ্যমে ঘুমন্ত জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তবে তাঁরা দুজনের কবিতার স্টাইলে বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধীজির শান্তি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যক্ষ ও সাক্ষী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ইলাহাবাদে ইন্তেকাল করেন।

*www.akbarelahabadi.net।

১৯. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম; সাইয়িদ আহমদ একাডেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২০. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যা ১৯১৪ হতে ১৯১৮ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ হতে ১৯৪৫ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। সেলফ কনফিডেন্স ১৫শ' বি.সি. এস প্রিলিমিনারী গাইড পৃ. ৪৯২ গুরুগৃহ প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।

২১. হিরোশিমা ও নাগাসাকি জাপানের প্রধান শহরগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ও সীমাহীন দুঃখভোগের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে এর খেসারত দিতে হয়েছে। সীমাহীন দানবীয় ঔদ্ধত্য গোটা বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছে। আল্লামা নদভী বৃটিশের সেই শাসন, শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর চোখের সামনে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে। হয়েছে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও তার অংশ পূর্ব পাকিস্তান। অবশেষে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিন দেশ, তিন পতাকা ও তিন শাসন তিনি দেখেছেন। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাইকারি হারে হরিজন নিধন, বাংলাদেশি ও বিহারি নিধন, বাবরি মসজিদসহ বহু সংখ্যক মসজিদের ধ্বংসযজ্ঞ তিনি দেখেছেন। কীভাবে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েও এ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটেনি। উপমহাদেশে মুসলমানদের দুর্দশা ক্রমে বেড়েই চলেছে, শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই। এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে পাক-ভারত যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ, পাক-বাংলাদেশ যুদ্ধ[২২], ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলি নির্যাতন ও গণহত্যা।[২৩]

দেশ ভাগের ভারতীয় শাসনামলের যে চিত্র স্বয়ং আল্লামা নদভীর কলমে উঠে এসেছে তা হলো : 'মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান নামক একটি আলাদা রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর ভারতীয় মুসলমানগণ ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি বহুমুখী মনস্তাত্ত্বিক নিগ্রহের শিকার হন। জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে দেশে ফিরে এখানকার বদলে পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে দেখতে পেলাম। যেসব মুসলমান ভারতে থেকে গেছেন (আর সংখ্যায় তাঁরাই ছিলেন বেশি) অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশই হীনমন্যতা ও হতাশার শিকার।

---

২২. ১৯৪৭ সালে বৃটিশ/ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলেও বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত হয়। তাই বাঙালি জাতি '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৮-এর ৬ দফা আন্দোলন ও '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যায়।
বাঙালি জাতি স্বাধিকার সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০-'৭১ এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের প্রায় সকল প্রার্থী বিজয় লাভ করেন। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিবর্তে তা ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের দিবাগত রাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বাঙালি জাতির উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে গণহত্যা চালায়। তাই ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন । দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। উপক্রমণিকা পৃ. ১ মে ৩১,২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

২৩. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, *শতাব্দীর এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা*; ধর্মদর্শন বিভাগ, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ আগস্ট, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

মুসলিম ভারতের জাতীয় নেতারা তাদেরকে অসহায় ও একা ছেড়ে চলে গেছেন। বিপুল সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসরমান বিশ্বজনীন বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ ইসলাম– যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে–যেন তার চলার পথে সমগ্র ভারতের বুকে সামান্যটুকু আশার আলোও তারা দেখতে পাচ্ছিল না। এটি ছিল এক হতাশার মহাসমুদ্র, আঁধারঘেরা পৃথিবী।

অন্যদিকে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি যারা ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, তারা এমন সব বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক 'সুপরামর্শ' দিচ্ছিলেন; তা শুনে মনে হতো পুরো ভারতের সব মুসলমান যেন অবোধ বালক। কখনো তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে ঠাট্টা করা, কখনো তাদের বহির্মুখী মনোভাব (মক্কা ও মদিনার প্রতি ধর্মীয় অনুরাগ) সম্পর্কে নাক ছিঁটকানো, কখনো উর্দু লেখার জন্য হিন্দি বর্ণ ব্যবহারের পরামর্শ, কখনো ভারতের রত্ন-গৌরব প্রাচীন যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নিজেদের পরিচয় না দেয়া ও সন্তান-সন্ততির নাম না রাখার কারণে খোঁচা-টিপ্পনি, যেমনটি ভারত ও পারস্যে পূর্ববর্তী যুগের বীরপুরুষ (সোহরাব, রুস্তম, হাতেম তা'য়ী) দের নামে নিজেদের সন্তান-সন্ততির নাম রাখার মতো একটি কৃত্রিম প্রবণতা লক্ষণীয়। কখনো যমযমের পানি ও খেজুর (যা আরবের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল) দিয়ে ইফতার করাকে ফজিলত ও বরকত মনে করার কারণে বিদ্রূপ করা হতো। বলা হতো এদেশের পবিত্র নদ-নদী ও সুস্বাদু ফল-ফুলকে অনুরূপ পবিত্র মনে করা হয় না কেন? স্বাভাবিক ও নিরুপদ্রব পরিস্থিতিতে এর যুৎসই ও ঠাণ্ডা জবাব দেয়া সম্ভব হলেও তখনকার মতো মুসলমানদের সামগ্রিক বিধ্বস্ত অবস্থায় এটা ছিল কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো।

হুমায়ুন কবীরের অনুলিখনে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের আত্মজীবনীমূলক রচনায়ও প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়–'দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু মুক্তি আর জয়ের স্বাদ পাওয়ার আগেই লোকে চোখ খুলে দেখল স্বাধীনতার অনুসঙ্গী হয়ে এসেছে এক মহাদুর্যোগ। আমরাও উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আয়েস করে বসে মুক্তির ফল আস্বাদন করার জন্য সুদীর্ঘ পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে।[২৪] ১৫ আগস্ট অরুণোদয় পালনের জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হয়। মধ্যরাতে গণপরিষদ বসে এবং ভারত এখন থেকে স্বাধীন আর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে

২৪. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (অনুলিখক–হুমায়ুন কবীর), *ভারত যখন স্বাধীন হল*, ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭০।

ঘোষণা দেয়া হয়। জনগণ আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। কিন্তু এর আয়ু ৪৮ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়নি। ঠিক এর পরের দিনেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গোলযোগের খবরে রাজধানীতে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। এল খুন মৃত্যু আর নৃশংসতার খবর। জানা গেল, পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু আর শিখদের উচ্ছৃঙ্খল জনতা মুসলমানদের গ্রামে হামলা করেছে। তারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে আর নিরীহ নারী পুরুষ আর বাচ্চাদের মেরে ফেলছে। অবিকল এই খবর আসতে লাগল পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে। মুসলমানেরা হিন্দু আর শিখ সম্প্রদায়ের নরনারী শিশুদের নির্বিচারে খুন করছে। পূর্ব আর পশ্চিম গোটা পাঞ্জাব হয়ে উঠেছে ধ্বংস আর মৃত্যুর লীলাভূমি।[২৫]

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট দল আসতে শুরু করতেই দিল্লীতে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। শহরে তাড়া করে বেড়াতে লাগল খুন। পশ্চিম পাঞ্জাবের নৃশংসতার খবর দিল্লীতে এসে পৌঁছায় শহরের মুসলমানদের উপর চড়াও হল উচ্ছৃঙ্খল জনতা। দিল্লীর এ জিঘাংসার অভিযানে নাটের গুরু ছিল শিখ সম্প্রদায়।[২৬]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর থেকে শুরু হওয়া সেই মুসলিম নিগ্রহের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে যুগের পর যুগ। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ভারত উপমহাদেশ বরং গোটা মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক আল্লামা নদভী (র)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এই চিত্রই ছিল প্রায় অপরিবর্তিত।[২৭]

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা নদভীর মার্জিত মূল্যায়ন এখানে প্রণিধানযোগ্য, "ভারতীয় মুসলমানরা ইদানীং পরীক্ষার এক দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁরা বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন। এসব সঙ্কটের মধ্যে কিছু তাঁদের ভুলের ফসল, কিছু অতীতের উত্তরাধিকার আর এমনসব দুর্ঘটনার সৃষ্টি যা কয়েক বছর আগে সংঘটিত হয়েছে।[২৮]

---

২৫. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (অনুলিখক–হুমায়ুন কবীর), ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭৩।

২৬. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (অনুলিখক–হুমায়ুন কবীর), ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭৩।

২৭. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (অনুলিখক–হুমায়ুন কবীর), ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭৩-'৭৪।

২৮. নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনুবাদ- ড. অধ্যাপক আ.ফ.ম খালিদ হোসেন), সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬২।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফ্যাসাদ যদিও আজ স্বাধীন ভারতের জন্য রীতিমত এক ট্রাজেডি, তারপরেও আমাদের মতে এ সংকট সাময়িক। কেননা রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিগণ দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্য সচেতনতার পরিচয় দিলে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি সময় লাগবে না। তবে আসল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে সেসব সমস্যা যা তুষের আগুনের ন্যায় ধীরে ধীরে মুসলমানদের আদর্শিক অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[২৯]

আল্লামা নদভী (র) ভারতীয় শাসনের অন্ধকার দিক ও মুসলমানদের সঙ্কট ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আরো বলেন, "ভারত বিভক্তি সঠিক ছিল কি না, অথবা সমস্যার কোনো বিকল্প সমাধান ছিল কি না অথবা এ সমাধান গ্রহণযোগ্যতা পেতো কি না– এসব বিষয় আমরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস লেখকদের জন্য সংরক্ষিত রেখে দিলাম যাঁরা স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ করবেন। আমরা কেবল এটুকু বলতে চাই তৎকালীন ঘটনাবলি ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। অথবা ভারত উপমহাদেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একটিকে গ্রহণ করেছে। ফলে দু'টি পৃথক জাতি গোষ্ঠির মাঝে পারস্পরিক বিপরীতমুখী সন্দেহ ও অমিমাংসিত তিক্ততার সৃষ্টি হলো এবং একে অপরকে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো।"[৩০]

গণতান্ত্রিক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস, ধর্মমত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের দৃষ্টিতে দেশের প্রতিটি নাগরিক ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমান অধিকার পাওয়ার দাবিদার। এ সংবিধান এমন একটি দেশের জন্য প্রণীত হয়েছে যেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারীরা বসবাস করেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে সংবিধানের ধারা উপধারা ও সরকারি ঘোষণা অনেকটা কেবল কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।[৩১]

---

২৯. নদভী; মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া *নাশরিয়াতে* ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৯২ (২য় মুদ্রণ) পৃ. ১৮২।

৩০. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৩১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬৬।

ঘটনাবলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণে এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অতি ক্ষিপ্রতার সাথে ভারতীয়দের চারিত্রিক স্খলন ঘটছে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, আত্মহননের দিকে ধাবিত হচ্ছে। চারিত্রিক মূল্যবোধ নির্মমভাবে পদদলিত হচ্ছে। স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিকতার মোহ সবাইকে প্রভাবিত করছে। (সেসব ব্যক্তি ব্যতিরেকে, যাদের উপর সভ্যতা ও চরিত্র কোনো কারণে বন্দি হয়ে আছে।) মানুষের জান-মাল, মান-মর্যদা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিদায় নিচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সমাজ ও জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে। কাজে ফাঁকি, দায়িত্বহীনতা, ঘুষের লেনদন, চোরাকারবারী মজুতদারিসহ সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড এক বৃক্ষেরই ফসল। এসব কারণে মানুষের জীবনটাই অভিশপ্ত হয়ে উঠলো এবং স্বাধীনতার সুফল ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেলো। ফলে বিশাল এ দেশের সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাসের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার গদি দখল ও রক্ষার প্রতিযোগিতা জাতীয় চরিত্র গঠনের সুযোগ দেয়নি। অবশ্য গুটিকয়েক নেতা ছাড়া বাকি সব রাজনৈতিক নেতার অন্তরে রাষ্ট্রের সঠিক ব্যবস্থাপনার কোনো গুরুত্বই ছিল না।[৩২]

তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সামনে রাখলে পরোক্ষভাবে হলেও আমাদের সামনে ভারতীয় শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রধান চিত্র ফুটে উঠে।

১.৩ ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন

হিজরী প্রথম শতকের শেষের দিকেই ইসলামের সুশীতল ধারার ছিটেফোঁটা হিন্দুস্থানের সর্বত্র বর্ষিত হতে শুরু করেছিল। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় সিন্ধু ও পাঞ্জাব পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয়ীর বেশেই প্রবেশ করেছিল। হিন্দুস্থানের দক্ষিণে মালাবার[৩৩] ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত আরব বণিকেরা পৌঁছে কেবল বসতই গড়ে তোলেনি বরং এসব এলাকার বাজার ও বাণিজ্যের স্থানগুলোতে তারা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত হিন্দুস্থানে ইসলামের পয়গাম পৌঁছা ও তার আধ্যাত্মিক বিজয়ের যুগ, দিগ্বিজয়ী মুসলমানদের বিজয়ী বেশে এখানে প্রবেশের বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল।

---

৩২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ, পৃ. ২১০-২১১।

৩৩. মালাবার ভারতের একটি শহর, বর্তমান নাম তামিলনাড়ু।

সিংহল[৩৪], মালদ্বীপ[৩৫], ত্রিবাংকুর, বায়োমন্ডল, গুজরাট,[৩৬] মালাবার[৩৭] ইত্যাদি এলাকায় ব্যাপক হারে আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এসকল এলাকায় মুসলমানদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।[৩৮] আরব বণিকেরা সাধারণত ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হতেন এবং সুফী-দর্শনের অনুসারী হতেন। তাঁরা হাটে-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং জনসাধারণের সাথে মেলামেশা করতেন। ফলে নিজেদের মার্জিত স্বভাব ও সহজ-সরল জীবনের বাস্তব নমুনা তুলে ধরে মানুষের জীবনধারা ও তাদের চিন্তাচেতনার গতি তাঁরা পাল্টে দিতেন। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক প্রফেসর ডব্লিউ আর্নল্ড একথাটি এভাবে প্রকাশ করেছেন : "হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে নও-মুসলিম ও তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি। তবে তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনোরূপ বল প্রয়োগ বা জোর জবরদস্তির সামান্যতম স্থান নেই; বরং সুফী সাধকদের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার প্রভাবই এই প্রচারকার্যে এককভাবে কাজ করেছে।"[৩৯]

ভারতের কেরালা[৪০] রাজ্যের কুদুংগালুর তালুকের মেথালা গ্রামে অবস্থিত 'চেরামন জামে মসজিদ'টি[৪১] ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন

---

৩৪. সিংহল, বর্তমান শ্রীলঙ্কার প্রাচীন নাম।

৩৫. ভারত সাগরের উপকূলবর্তী একটি দ্বীপাঞ্চল, এটি বর্তমানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

৩৬. গুজরাট ভারতের একটি প্রদেশ, এটি ভারতের পশ্চিমাংশে পকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। এর উত্তর-পূর্বে রাজস্থান প্রদেশ। আহমদাবাদ গুজরাটের রাজধানী। সূত্র: সর্বশেষ আপডেট ২০১১। www.guzarat.net

৩৭. ভারতের মদ্রাজ বা তামিলনাড়ু জেলার নাম মালাবার বা মা'বার। এই মালাবার আরবদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবসাকেন্দ্রিক ঘাঁটি ছিল।

৩৮. কাজী ফজলুল করিম, হকের পতাকাবাহী দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস; *মাসিক মেহরাব*, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯, বাংলাদেশ পারসপেক্টিভ রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাড়ি # ২২, রোড # ১১২, গুলশান, ঢাকা; পৃ. ২০।

৩৯. কাজী ফজলুল করিম, হকের পতাকাবাহী দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস; প্রাগুক্ত, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯, বাংলাদেশ পারসপেক্টিভ রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাড়ি # ২২, রোড # ১১২, গুলশান, ঢাকা; পৃ. ২০।

৪০. কেরালা ভারতের একটি রাজ্য; এটি ভারত মহাসাগর ও আরব মহাসাগরের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা।

৪১. চেরামন জামে মসজিদ ভারতের কেরালা রাজ্যের কুদুংগালুর তালুকের মেথালা গ্রামে অবস্থিত। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মসজিদ। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদে আরব ঐতিহ্য ও ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। মুহাম্মদ ইবন কাসিম, মুহাম্মদ ঘূরী ও সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আগমনের বহু পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে এ মসজিদ নির্মিত হয়।

কাসিম[৪২], মুহাম্মদ ঘুরী[৪৩] ও সুলতান মাহমুদ[৪৪] গজনভীর ভারত আগমনের বহু পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই এ মসজিদটি নির্মিত হয়। সুপ্রাচীন কাল হতে কেরালার সাথে আরবের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরবদের সাথে সম্পর্ক কেরালার সর্বশেষ রাজা চেরামন পেরুমলকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি মক্কা নগরীতে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন এবং তাজুদ্দিন নাম ধারণ করেন। পরবর্তী জীবনে মৃত্যু অত্যাসন্ন বুঝতে পেরে চেরামন পেরুমল ইসলাম প্রচারের জন্য কেরালায় তার আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে পত্র লিখেন। এর অব্যবহিত পরে তাঁর মৃত্যু হলে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মালিক ইব্ন দীনার (রা) এবং চেরামন পেরুমলের সমসাময়িক একজন প্রতিনিধি পত্রটি কেরালায় নিয়ে আসেন। কেরালার শাসকগণ প্রতিনিধিদ্বয়কে সম্মানের সাথে বরণ করেন এবং ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন। হযরত মালিক ইব্ন দীনার (রা) হচ্ছেন এ মসজিদের প্রথম ইমাম এবং তত্ত্বাবধায়ক। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র হাবিব ইব্ন মালিক ইমাম এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।[৪৫]

---

৪২. মুহাম্মদ বিন কাসেম (ডিসেম্বর ৩১, ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ–জুলাই ১৮, ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) উমাইয়া শাসনামলে সৌদি আরবের তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণনাম মুহাম্মদ ইবনু কাসিম আল-সাকাফী। ১৭ বছর বয়সে উমাইয়া খলিফা সুলাইমানের শাসনামলে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে তৎকালীন ভারতের সিন্ধু ও মুলতান (বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ) বিজয় করেন। তিনি একজন সুদক্ষ সেনাপতির পাশাপাশি সুযোগ্য শাসকও ছিলেন। কঠোর ইসলামপন্থী ছিলেন কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না তাঁর মধ্যে। পরমতসহিষ্ণু ও উদার ছিলেন। www.mohammadibnqashem.net ইন্টারনেট সর্ব শেষ সম্পা : ডিসেম্বর ১৫, ২০১১ ও হাসান আলি চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (১৯৯৩) পৃ. ২৩ ও ২৫।

৪৩. মুহাম্মদ ঘুরী : ১১৫০– মার্চ ১৫, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ তাঁর প্রকৃত নাম মুঈজুদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম। কিন্তু তিনি শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে ঘুরে (বর্তমান আফগানিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। ১১৭৩ থেকে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি গজনীর শাসক এবং তাঁর ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি ঘুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আমৃত্যু এ পদে ছিলেন। তিনি ঝিলামে (বর্তমান পাকিস্তান) এ পদে ছিলেন। বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে অধিকার করেন। মার্চ ১৫, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ তিনি সিন্ধুনদের 'দামায়াকা' নামক স্থানে মাগরিবের নামাজরত অবস্থায় গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। হাসান আলি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮,৬৮ ।* www.sultanmohammad ghuri.net

৪৪. সুলতান মাহমুদ (৯৯৭–১০৩০ খ্রিস্টাব্দ) : তিনি সুলতান মাহমুদ গজনভী হিসেবে বিখ্যাত। মাত্র ২৬ বছর বয়সে গজনীর (বর্তমান আফগানিস্তান) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০০০-১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট ১৭ বার সফল ভারত অভিযান পরিচালনার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। প্রত্যেক অভিযানে তিনি জয়লাভ করলেও শুধুমাত্র পাঞ্জাবকেই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করে 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেন। হাসান আলি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৪৫. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, চেরামন জামে মসজিদ : ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ; *মাসিক আত-তাওহীদ*, ৫ম সংখ্যা, মে-২০১০ খ্রি. চট্টগ্রাম।

নবী করীম (সা)-এর সময়েই খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসরাইল, আফগান ও নিজের গোত্রের লোককে পত্র দিয়ে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদের (সা) বাণী ও কুরআনের কথা জানান–'আমি নিজে এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি; আপনারাও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা করছি। স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করাকে ইসলাম ধর্ম নিষেধ করেছে। সংশোধিত, সভ্য, চরিত্রবান ও উন্নত হয়ে বেহেশতের অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পদ্ধতি লাভ করে আমরা উপকৃত হয়েছি। তাই আপনাদেরও কল্যাণ কামনায় এই পত্র প্রেরণ।' [তারিখে জাহাঁকুশ ও মাজমাউল আনসার][৪৬]

ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশস্থ মাদ্রাজের মালাবার বন্দরের উপর দিয়ে আরবরা বাণিজ্যের জন্য চীন দেশে যাতায়াত করত। অবশ্য সারা পৃথিবীতে ইসলাম পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তাঁদের ছিল। মালাবার স্থানটিকে আরবরা 'মা'বার' বলতেন, আরবীতে এর অর্থ পারঘাট। আরব বণিক, মুবাল্লিগ ও নাবিকেরা এই ঘাটের উপর দিয়ে মাদ্রাজ, মক্কা, হেজায, মিসর ও চীন দেশে যাতায়াত করতেন। বলা বাহুল্য, মা'বার নাম তাঁদেরই রাখা।[৪৭] 'পরাবৃত্ত' পড়ে জানা যায় যে, ভারতের 'চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরামন পেরুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কানগরীতে গমন করেন।[৪৮] এছাড়াও একজন মুসলিম লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়–'একজন হিন্দু রাজার মক্কা গমন এবং মুহাম্মাদের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়া রাজা কিছুকাল হযরতের নিকট অবস্থান করে প্রত্যাবর্তনের সময় 'শহর' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।[৪৯] 'মালবার রাজাদের মধ্যে চেরামন পেরুমলই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা। শুধু নিজে ধর্মান্তরিত হয়েই চেরামন পেরুমল ক্ষান্ত হননি, প্রজাদের মধ্যেও ইসলাম প্রচারে তিনি সচেষ্ট হন। তারও অনেক আগে ভারতে ইসলাম ধর্ম এসেছিল, তা না হলে কী করে জানলেন তিনি ইসলাম ও হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কথা? কেনই বা তাঁর মক্কা যাওয়ার আকর্ষণ হল?[৫০]

---

৪৬. মোর্তজা, গোলাম আহমাদ, *চেপে রাখা ইতিহাস*; বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, মদিনা মার্কেট মেমারী, বর্ধমান ৭১৩১৪৬ (প.ব.) পৃ. ৩৩-৩৪, অষ্টম সংস্করণ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

৪৭. মোর্তজা, গোলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪।

৪৮. মোর্তজা, গোলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪।

৪৯. মোর্তজা, গোলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪।

৫০. মোর্তজা, গোলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪।

ভারতে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ধারণা করা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের কয়েক বছর পর হতেই ভারতে ইসলামের আগমন ঘটতে থাকে।

সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা

দরসে নিযামিয়া

ধর্মীয় পরিস্থিতির সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কটা নিবিড়ভাবে বিজড়িত। মানুষের চিন্তা, মানস গঠন ও চেতনা নির্মাণে শিক্ষা সমধিক কার্যকর ও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একটি উপাদান। সমাজের ধ্যান-ধারণা, অভিরুচি, অগ্রাধিকার, প্রশাসনের আঙ্গিক ও কাঠামো সবকিছুই এই শিক্ষাব্যবস্থা আর পাঠ্যসূচির অনুগামী ও প্রভাবে চালিত হয়। পাঠ্যক্রম একটি জাতির সামগ্রিক অবস্থার আয়নাস্বরূপ, যে দর্পণে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের পথরেখা প্রতিবিম্বিত হয়।[৫১]

উপনিবেশ যুগে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো, সেটি ছিলো পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা– শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে বিজ্ঞান-সম্মত জীবনধারা আয়ত্ত করে নিত।

ইংরেজি বিদ্যালয়, ইংরেজি কলেজ এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা এমন প্রজন্ম তৈরি করে যারা দেশাত্মবোধ ও ধর্মানুভূতি থেকে অনেক দূরে সরে আসে এবং মাতৃভূমি সংস্কার করার চিন্তাধারা তাদের কাছ থেকে লোপ পায়। লর্ড মেকলের উক্তিতেই এর প্রমাণ মিলে : "বর্তমানে আমাদেরকে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে, যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা আকৃতি ও বর্ণে ভারতীয় হবে বটে কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।"[৫২]

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈরী তুফানের টালমাটাল সে প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দীন, ঈমান, জাতীয় চেতনা ও বিশ্বাসের প্রদীপকে প্রজ্বলিত রাখতে দৃঢ়মূল ও গতিশীল ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল স্বীকৃত বাস্তবতা।

---

৫১. নদভী, মনসূর সুলতান, *নদওয়াতুল উলামা কা ফিক্‌হী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্‌হী খিদমাত*; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৮

৫২. আস্ সাফতী, মুহাম্মাদ সাইয়িদ সাইয়িদ, প্রাগুক্ত, সৈয়দ আলি আশরাফ ইনস্টিটিউট অব হাইয়ার ইসলামিক লার্নিং, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৬।

সমকালীন আলিম সমাজের দূরদৃষ্টি এবং জাতীয় চেতনার দর্পণে এ বিষয়টি যথাসময়ে উদ্ভাসিত না হলে এবং নিযামুদ্দিন সাহালভীর 'দরসে নিযামিয়া' চালু না হলে হয়তো উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতে পারতো।

১.৪ দরসে নিযামিয়া

মোল্লা নিযামুদ্দিন সাহালভী দরসে নিযামী[৫৩] (প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাপদ্ধতি) এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একাধারে দীনের ব্যুৎপত্তিশীল আলিম, ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ, দার্শনিক, ভাষ্যকার এবং বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১০৮৮–৮৯ হিজরী মুতাবিক ১৬৭৭–৭৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান উত্তর প্রদেশের ভারতের সাহালী শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৪] মোল্লা নিযামুদ্দিন তাঁর পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দিন শহীদের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১১০৩ হিজরী/১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে সাহালীর শাইখযাদাগণ মোল্লা কুতুবুদ্দিনকে হত্যা করে তাঁর গ্রন্থাগারসহ সমুদয় সম্পদ ও বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিক্ষা বিস্তারে এই অবদানের কথা বিবেচনা করে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে এক সরকারি আদেশবলে লক্ষ্ণৌর এক প্রসিদ্ধ কুঠি ফিরিঙ্গি মহল তাঁদেরকে দান করেন।[৫৫]

পরবর্তী যুগের আলিমদের মধ্যে মোল্লা নিযামুদ্দিন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় অবদান এই যে, ইলমে দীনের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিন্যস্ত করেন যার ফলে আরবী শিক্ষা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।"[৫৬]

---

৫৩. লক্ষ্ণৌর অধিবাসী মোল্লা কুতুবুদ্দিন শহীদ (১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ) "দারস-এ নিযামী" সিলেবাস উদ্বোধন করেন। তাঁর পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দিন (মৃ. ১৭৪৮-এর সময়কালে এ সিলেবাস অধিকতর উন্নতি ও প্রসার পায়। তাই তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আলোচ্য সিলেবাস "দারস-এ নিযাম" নামে অভিহিত হয়। এ সিলেবাস বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক প্রসারতা পেয়েছে। এটি প্রণয়নের পূর্বে এদেশের মাদরাসাসমূহে ভারতীয় লেখকদের কোনো বই পাঠ্যভুক্ত ছিল না। দারস নিযামীতে এর ব্যতিক্রম ঘটে, এদেশীয় লেখকদের বই এ-সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত আছে। ড. এ.এফ.এম আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩০৯।

৫৪. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., (সম্পা), মোল্লা নেজামুদ্দিন সাহালভী ও দরসে নেযামী, *কওমী মাদরাসা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান জঙ্গিবাদ কওমী মাদরাসা এবং আকাবিরদের ভাবনা*, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, জুন ২০০৯, পৃ. ৫৮।

৫৫. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., (সম্পা), প্রাগুক্ত, মোল্লা নেজামুদ্দিন সাহালভী ও দরসে নেযামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৫৬. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., (সম্পা), প্রাগুক্ত, মোল্লা নেজামুদ্দিন সাহালভী ও দরসে নেযামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

দরসে নিযামী সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা নদভীর মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি "*উপমহাদেশে মাদরাসাসমূহের শিক্ষাক্রম*' শীর্ষক দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী এক সেমিনারে বলেন, উপমহাদেশে যে শিক্ষাক্রম শত শত বছর ধরে চালু ছিল এবং যার সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ দরসে নিযামী আকারে রয়েছে, তা উস্তাযুল উলামা মোল্লা নেজামুদ্দিন প্রণীত।[৫৭]

বর্তমান পাঠসূচি, যা মোল্লা নিযামুদ্দিনের মাধ্যমে শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমীর ফাতহুল্লাহ্ সিরাজীর লালিত বা প্রণীত ও বিন্যস্ত এবং তা মূলত ইরানী মানসিকতার প্রতিচ্ছবি ছিল– চিন্তার দিক দিয়েও, সাহিত্যের দিক দিয়েও। এর প্রমাণ 'শেআরুল আযম'। উপমহাদেশের মানুষ এই নেসাব মেনে নেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, যা দরসে নিযামী রূপে বিদ্যমান রয়েছে। দরসে নিযামী এ যুগের আলিমদের মানসিক উন্নতির উত্তম নমুনা এবং বস্তুত বলা যেতে পারে যে, হিজরী দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর যেখানে শিক্ষায় এত গভীরতা এসেছিল, এত ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাতে ফসল ফলানোর উপযোগিতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যদি চোখ বন্ধ করে বলা হয় যে, দরসে নিযামী একেবারেই অসম্পূর্ণ, তাহলে তা খুবই অযৌক্তিক অবিদ্বানসুলভ চিন্তাধারা হবে।[৫৮]

১.৫ দারুল উলূম দেওবন্দ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জিহাদের (যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) বিপর্যয়ের পর বিশেষত মুসলমানদের মাঝে হীনমন্যতা, পরাজয়ের গ্লানি এবং ব্যাপক হতাশা পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ সরকারের সফলতার প্রেক্ষিতে (যারা ধর্মত খ্রিস্টান ছিল) খ্রিস্টান মিশনারী ও ধর্মযাজকদের সাহস বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে থাকে অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির প্রভাবে চারিত্রিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।[৫৯]

---

৫৭. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড. (সম্পা), প্রাগুক্ত, নিসাবে তা'লীম : জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের দর্পণ, প্রাগুক্ত, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল–জুন ২০০৯, পৃ. ৭৬।

৫৮. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., (সম্পা), নিসাবে তা'লীম : জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের দর্পণ, প্রাগুক্ত, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল জুন ২০০৯, পৃ. ৭৬।

৫৯. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ, প্রাগুক্ত*।

প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট : এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের উলামায়ে কিরাম ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সম্পদের সুরক্ষা এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বন্ধন হিফাযত এবং চেতনাবোধের সংরক্ষণকল্পে এমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন আবশ্যক মনে করলেন যা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর ধর্মীয় ও চারিত্রিক পতনকে রুখতে সক্ষম হবে এবং এসব শিক্ষাঙ্গন থেকে এমন সব সুদক্ষ ইসলামী পণ্ডিত সৃষ্টি হবেন যাঁরা ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবেন। যাঁদের মধ্যে একই সাথে দাওয়াতী হৃদয়, সৈনিকসুলভ খিদমত এবং ইসলামী জ্ঞানের বিকাশ ও মানসিকতা বিদ্যমান থাকবে পূর্ণমাত্রায়।[৬০]

মাওলানা কাসিম নানুতুভীর (র) জীবনী আলোচনায় মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী লিখেন–'৫৭ সালের সংগ্রামে ব্যর্থতার পর তিনি ছিলেন লড়াইয়ের নতুন ময়দানের খোঁজে চিন্তামগ্ন; দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি সেই চিন্তাধারার কেন্দ্রভূমি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়। শামেলীর যুদ্ধে[৬১] পরাজয়ের পর চিন্তাশীলরা চিন্তা-ভাবনার যেমন ইতি টানেন নি; তেমনি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার পাত্র তাঁরা ছিলেন না। বরং ইসলামের অস্তিত্ব ও ধর্মকে সুরক্ষার পরিকল্পনাকে সামনে এগিয়ে নেবার চিন্তায় কাটতো তাঁদের প্রতিটি প্রহর। পাশাপাশি বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য সাহায্য কখন দৃশ্যপটে আসবে সে অপেক্ষায় ছিলেন সর্বক্ষণ।[৬২]

এ ধারাবাহিকতায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ছিল সর্বপ্রথম এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশস্থ সাহারানপুরের দেওবন্দ

---

৬০. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ, প্রগুক্ত, পৃ. ১৩২।

৬১. শামেলী, ভারতের আম্বালা অঞ্চলের থানাভবন জেলার একটি থানা। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময়কালে এখানে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে তৎকালীন শীর্ষ উলামার নেতৃত্ব স্বাধীনতাকামী ভারতীয় মুসলমানদের একদল মুজাহিদের মুখোমুখী যুদ্ধ হয়। যাদের পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব দেন–মাওলানা কাসেম নানুতুভী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ্ মুজাহিরে মক্কী, হাফেজ যামেন শহীদ, জাফর থানেশ্বরী (র) প্রমুখ। এখানে ইংরেজদের একটি সেনাক্যাম্প ছিল। সিপাহী–জনতার–উলামার মিলিত মুজাহিদ বাহিনীর সর্বসম্মতিক্রমে শামেলীকে প্রথম যুদ্ধের ময়দান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এখানে ইংরেজ প্রশাসনের একটি থানাও ছিল। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের কিছু লোক নিহত হয়। হাফেজ মুহাম্মদ যামেন শহীদ সে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মাওলানা কাসেম নানুতুভী ও তাঁর সাথীবর্গ ইংরেজ সৈন্যদের মুকাবিলায় বিজয়ী হয়ে থানা দখল করে নেন। কেল্লাতে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যার্থে বাইরে থেকে কোনো সৈন্য আসল না। মুজাহিদরা বিজয়ী বেশে ফিরে যান। উল্লেখ্য, কিছুসংখ্যক লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। আদরবী ; নিজামুদ্দিন আসীর, একটি জীবন একটি আন্দোলন হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুভী : জীবন ও কর্ম, আল আবরার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, মে, ২০০৯; পৃ. ৭৬।

৬২. মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী, *সাওয়ানেহে কাসেমী*; খণ্ড ২, পৃ. ২২৩।

নামক জনপদের ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গণে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা অবস্থিত। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল সীরাতে মুহাম্মদীর (সা) তা'লীম ও বাস্তব জীবনে তা অনুশীলনে সচেষ্ট একটি কাফেলা তৈরি। যে শিক্ষা ও তা'লীমের সারনির্যাস হবে পরকাল সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, কল্যাণের প্রতি গভীর আকর্ষণ, অন্যায়-অনাচারের প্রতি বিরাগ, সততা, আমানতদারি, সহমর্মিতা ও সেবাপরায়ণতা। মোটকথা বিশ্বনবীর (সা.) আদর্শে সামগ্রিক জীবনকে আলোকিত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নদভী বলেন, "এ বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, মতবিরোধপূর্ণ নানা মাসআলার পরিবর্তে এ প্রতিষ্ঠান তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছে তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর। এই বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সুন্নাহ অনুসরণের আবেগ সৃষ্টি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কায়েমের চিন্তা- ফিকির ও আত্মনিবেদন এবং আমল ও ইহতিসাবের প্রেরণা। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার আবেগ, প্রয়াস, চেতনা ও মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা।

ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এই দারুল উলূমটি। প্রাথমিক অবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দ একটি ছোট্ট মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, যার তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না কিন্তু মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক-কর্মচারীদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও আন্তরিকতার ফলে এটি দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হয়। বর্তমানে দারুল উলূম[৬৩] দেওবন্দ বড় মাপের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তথা পুরো এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১২৮৩ হিজরীতে (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) সাহারানপুরে এক পল্লী দেওবন্দ জেলার নামক (দিল্লী হতে ১০০ মাইল দূরত্বে) এলাকার একটি ছোট্ট মসজিদের চত্বরে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৬৪]

শুরুতে এটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের মাদরাসা ছিল, যা দেওবন্দের জনৈক বুযুর্গ হাজী মুহাম্মদ আবেদ (র) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এর যাবতীয় উন্নয়ন,

---

৬৩. উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশস্থ সাহারানপুরের দেওবন্দ নামক জনপদের ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গণে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা অবস্থিত। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৬৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনুবাদ- ড. অধ্যাপক আ.ফ.ম খালিদ হোসেন), সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৮ ও কাসেমী, মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আসআ'দী, দারুল উলুম দেওবন্দ, মাদরাসাহ ফিকরিয়্যাহ তাওজীহিয়্যাহ,শাইখুল হিন্দ একাডেমী, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত, ২০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৫-৭৬।

খ্যাতি, সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা মাওলানা কাসিম নানুতুভী (র)-এর অনুপম নিষ্ঠা, উঁচু মাপের লিল্লাহিয়্যাত, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস, দূরদৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনার পবিত্র ফসল।[৬৫] তিনি ছিলেন শাহ্ ওলীউল্লাহ পরিবারের সদস্য মাওলানা রশীদুদ্দিনের ছাত্র মাওলানা মামলুক আলী নানুতুভীর সুযোগ্য শিষ্য।[৬৬]

পরিবেশ ও প্রভাব

ভারতীয় মুসলমানদের জীবনধারায় দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদের সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট। বিদআত-কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, আকিদা-বিশ্বাসের সংস্কার, তাবলীগে দীন ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের সাথে জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ইত্যাদি তাঁদের ঐতিহাসিক অবদানের স্বর্ণালী অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব রাজনীতির ময়দানে এবং প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা সত্যোচ্চারণ ও নির্ভীক ভূমিকা পালনেও পূর্বসূরি উলামায়ে কিরামের দৃষ্টান্তকে নবরূপে জাতির সামনে উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ইসলামের উপর অবিচল-দৃঢ়পদ, হানাফী মাযহাবের উপর বলিষ্ঠ ও অনড় অবস্থান, পূর্বসূরিদের বর্ণনা পরম্পরার সযত্ন সংরক্ষণ এবং সুন্নাহ বিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিরোধ দারুল উলূম দেওবন্দের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।[৬৭]

১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী অল্প সময়ের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে তার শাখা-প্রশাখার দ্রুত বিস্তার ঘটে। বিশেষ করে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের শহরে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গড়ে উঠেছে এ ধারার অসংখ্য মাদরাসা। হাজারো অপ্রাপ্তি আর সংকীর্ণতার মাঝেও ওলামায়ে দেওবন্দ আত্মনিবেদিত হয়ে এ মাদরাসাগুলো পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তাই এসব মাদরাসার অপার্থিব আকর্ষণে দূরদেশ থেকে দীনি জ্ঞান পিপাসুদের কাফেলা ছুটে এসেছে। আজ দারুল উলূমের সীমানা ভারত ছাড়িয়ে অনেক দূর, আফ্রিকায়ও ব্যাপক হারে

---

৬৫. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৮। ও কাসেমী, মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আসআ'দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

৬৬. আমীনুল হক ড. এ এফ এম, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩১৬।

৬৭. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৯।

গড়ে উঠেছে এ ধারার মাদরাসা। এমনকি পাশ্চাত্যের অন্ধকার ভূমিতেও আজ দারুল উলূম সগৌরবে তাঁর আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। খোদ লন্ডন শহরে এ পর্যন্ত প্রায় বারোটি শুধু দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বময় এভাবেই এগিয়ে চলছে দারুল উলূমের নীরব যাত্রা।[৬৮] এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, ধর্মীয় অবস্থার পুনর্গঠন এবং ধর্ম প্রচারে দারুল উলূম দেওবন্দ ও দেওবন্দ ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পরিচালিত এসব মাদরাসার প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে।[৬৯]

'দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর পরিচালনা, পাঠদান ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরিচালনা ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও নিশ্চিত করার জন্য দারুল উলূমে আটটি বিশেষ মূলনীতি অনুসৃত হয়। উক্ত মূলনীতিসমূহ 'উসুলে হাশ্‌তেগানা' নামে অভিহিত। এগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১। মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে উৎসাহ দান।

২। শিক্ষার্থীদের পানাহারের সংস্থান করার প্রতি নযর দেয়া এবং যথাসম্ভব তাঁদের আহার্যের মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকা।

৩। ব্যবস্থাপক ও শূরা (পরামর্শ সভা) সদস্যগণ সদা-সর্বদা মাদরাসার শৃঙ্খলা বিধান ও সৌন্দর্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সচেতন ও সচেষ্ট থাকবেন। তাঁরা হবেন পরমতসহিষ্ণু। যদি তাদের কেউ নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন তাহলে মাদরাসার মূল ভিত্তিরই ক্ষতি সাধিত হবে।

৪। মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী সমচিন্তা ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন এবং তাঁরা পার্থিব স্বার্থান্বেষী আলিমের মতো স্বার্থপর ও পরমুখাপেক্ষী হবেন না। তাহলে মাদরাসার ভাগ্যে কোনো কল্যাণই জুটবে না।

৫। বছর শেষে নির্ধারিত নিসাব (পাঠ্যসূচি) সমাপ্ত করা আবশ্যক।

৬। আয়, আমদানি, নির্মাণ ও ইমারত প্রভৃতি কাজে একপ্রকার নিঃস্বতা বজায় রেখে চলতে হবে এবং ধনীর চেয়ে গরিবের অনুদানকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া বাঞ্ছনীয় হতে হবে।

---

৬৮. কাসেমী, মুফতি মীযানুর রহমান, *দারুল উলূম দেওবন্দ, উলামায়ে দেওবন্দ : কর্ম ও অবদান*; দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; প্রথম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি, পৃ. ৩৯। ও কাসেমী, মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আসআ'দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৬৯. আমীনুল হক ড. এ এফ এম, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩১৯।

৭। সব রকমের সরকারি অনুদান অথবা সাহায্য সার্বিকভাবে পরিহার করা হবে।

৮। সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মুখলিস (নিঃস্বার্থ) ব্যক্তির দান ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। যারা চাঁদা দানের মাধ্যমে সস্তায় নাম কিনতে ইচ্ছুক এবং অসৎ উদ্দেশ্যে দান করে থাকে, তাদের অনুদান বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে। কাসিমী, মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আসআ'দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

শিক্ষাক্রম (নিসাবে তা'লীম)

নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ রেখে 'দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার;

২। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি;

৩। মহানবী (সা)–এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা;

৪। হানাফী ফিক্‌হ–এর ব্যাপকতা দান;

৫। 'মাতুরীদী' মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা;

৬। সব ধরনের বিদ'আতের[৭০] মূলোৎপাটন; এবং

৭। বিদেশি বিজাতীয় শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্র সৃষ্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনটি বিশেষ মাদরাসা দিল্লীর রহিমিয়া মাদরাসার হাদীস ও তাফসীর, লক্ষ্ণৌ মাদরাসার ফিক্‌হ ও কালাম শাস্ত্র এবং খায়রাবাদ মাদরাসার মানতিক ও হিকমার তথা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের সমন্বয়ে এ পাঠ্যক্রম প্রণীত। শতাব্দীকাল ব্যাপী এ সিলেবাস অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে যুগের চাহিদানুসারে এর মূল কাঠামো বহাল রেখে সময় সময় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। উপমহাদেশের সকল কওমী মাদরাসায় এ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়।[৭১] এ শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণি অপেক্ষা অধিক গ্রন্থ বেশি গুরুত্ব পায়। পাঠ্যপুস্তকের পাঠ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেয়া হয়। গোটা শিক্ষাকাল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর, তাকমীল– এ চারটি স্তরে বিন্যস্ত।[৭২]

---

৭০. বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন আবিষ্কার, নতুনত্ব ও নতুন মত। ড. মু. ফজলুর রহমান আল মু'জাম আল ওয়াফী (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান) প্রকাশনী ২০০৫, পৃ. ১৭১। পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের কর্ম ও আচরণভুক্ত ছিল না এমন বিশ্বাস ও কর্ম সৃজনকে বিদ'আত বলা হয়। এর কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই বিধায় সুন্নাহ বিধ্বংসী তৎপরতারই শামিল। আমিনুল হক ড. এ.এফ.এম প্রাগুক্ত (২০০২), পৃ. ২২৩।

৭১. আমীনুল হক ড. এ এফ এম, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩১৭।

৭২. আমীনুল হক ড. এ এফ এম, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩১৭।

১.৬ মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর

অপর বৃহৎ ইসলামী শিক্ষা নিকেতন মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম[৭৩] সাহারানপুরে অবস্থিত। ছাত্রসংখ্যা এবং ইসলামী শিক্ষার নিবিড় পরিবেশ বিচারে দারুল উলূম দেওবন্দের পরই এর অবস্থান। ১২৮৩ হিজরী সালে মাওলানা শাহাদাত আলী সাহারানপুরীর পবিত্র হস্তে এর ভিত্তি স্থাপিত। মাওলানা মুযহির নানুতুভীর নামে (সামান্য পরিবর্তনসহ) এর নামকরণ করা হয় মাযাহিরুল উলূম। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী এবং মাওলানা আশরাফ আলী[৭৪] থানভী (র)-এর পবিত্র পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিকভাবে ধন্য এ প্রতিষ্ঠান।[৭৫]

বৈশিষ্ট্যঃ মাদরাসা মাযাহিরুল উলূম তার বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য, মূলনীতি, আকীদা-বিশ্বাসের বিবেচনায় দারুল উলূম দেওবন্দের অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী। এখান থেকেও বিপুল সংখ্যক নিষ্ঠাবান আলিম সৃষ্টি হয়েছেন, যাঁরা হাদীস শাস্ত্রের খিদমতে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য অবদান রেখেছেন এবং একাধিক হাদীস বিষয়ক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এখানকার বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক তাঁদের জীবনধারা, অল্পেতুষ্টি এবং ধর্মের উপর অবিচলতায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[৭৬]

ভারতবর্ষে দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরুল উলুম ছাড়াও এ পদ্ধতির অনুসারী বিপুল সংখ্যক দীনি মাদরাসা রয়েছে। যেখানে উক্ত মাদরাসাদ্বয়ের সিলেবাস (দরসে নিযামী) অনুযায়ী শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব

---

৭৩. সাহারানপুর উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত। ১২৮৩ হিজরী সালে মাওলানা শাহাদাত আলি সাহেব সাহারানপুরীর পবিত্র হস্ত মুবারকে এর ভিত্তি স্থাপিত। মাওলানা মাযহার নানুতুভী এ মাদরাসায় আসার পর এর অভূতপূর্ণ উন্নতি হয়। তাঁর অবদানের দিকে লক্ষ করে এর নাম মাযাহির উলূম রাখা হয়।

৭৪. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী (মৃত্যু : ৯ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) তিনি ভারত উপমহাদেশের বহুমাত্রিক প্রতিভাধর একজন আলিমে দীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষস্থানীয় রাহবার, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর সুযোগ্য খলিফা, খানাকায়ে ইমদাদিয়ার পীর ও দারুল উলূম দেওবন্দের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষের সর্বস্তরের উলামার কাছে তিনি বিশেষ সম্মানীয় ছিলেন।

৭৫. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনুবাদ- আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড.), সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮০।

৭৬. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; (অনুবাদ- আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড.,) সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. প্রাগুক্ত।

প্রতিষ্ঠানের সাথে দারুল উলূমের শিক্ষাসংক্রান্ত সম্পর্ক রয়েছে। এসব মাদরাসা ইসলামের প্রসার, জ্ঞানের বিকাশ, ঈমান আকীদার সংস্কার এবং মুসলমানদের ধর্মীয় খিদমত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে।[৭৭]

১.৭ ওল্ড স্কীম মাদরাসা শিক্ষা

ভারতে মুসলমানদের আগমনের পর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এখানকার মসজিদগুলোও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৭৮] দিল্লী কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়লে শুধু রোহিলাখণ্ডের জেলাসমূহে ছোট-বড় মাদরাসার পত্তন করে প্রায় পাঁচ হাজার আলিম শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই উপমহাদেশের সকল জেলা এবং ক্ষুদ্র দেশের রাজ্যসমূহের শিক্ষাব্যবস্থার রূপ প্রায় একই ধরনের ছিল।[৭৯]

সারা পাক-ভারতে কতগুলি প্রাইমারী বিদ্যালয় (মক্তব) ছিল তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে ম্যাক্সমুলারের এক সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলায়ই আশি হাজার মক্তব ছিল।[৮০] তৎকালীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। এ সম্পর্কে 'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া'তে বলা হয়েছে :

সেকালের উচ্চশিক্ষার চাবিকাঠি ছিল আলিমদের হাতে। তাঁরা ছাত্রদের শিক্ষাদানে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।[৮১] এসব শিক্ষায়তনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে ভিড় জমাতো। এ সময় এসব মাদরাসার শিক্ষা বিষয়ের সূচিতে ইলমে ছর্‌ফ, নাহু, বালাগাত, মানতিক (তর্কশাস্ত্র), কালাম শাস্ত্র, তাসাওউফ, আদব (সাহিত্য), ফিক্‌হ এবং ফালসাফা (দর্শন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।[৮২]

---

৭৭. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; (অনুবাদ- আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. প্রাগুক্ত।

৭৮. আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (অনুবাদ মোস্তাফা হারুন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০

৭৯. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০।

৮০. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২১।

৮১. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২।

৮২. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২।

১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (চারশ' বছর) মুসলিম উম্মাহর উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল উপমহাদেশে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেই শিক্ষার্থীগণ এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। বৃটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকেছিল।[৮৩]

৬২২ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন[৮৪] বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বাংলাদেশে দীনি মাদরাসার ব্যাপক প্রসার ঘটে, এমনকি প্রতি আশিজনের জন্য একটি করে মাদরাসা ছিল। ৬৬৮ হিজরী সনে শাইখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা[৮৫] বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও[৮৬]-এ মাদরাসা স্থাপন করেন। এতে বুখারী, মুসলিম এবং

---

৮৩. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৮৪. গিয়াসুদ্দিন বলবন : তাঁর প্রকৃত নাম বাহাউদ্দিন। বলবন ছিল তাঁর উপাধি। উলুগ খান তাঁর দ্বিতীয় উপাধি। গিয়াসুদ্দিন ছিল তাঁর রাজ উপাধি। তিনি ছিলেনে দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাশের বিখ্যাত ৪০ জন ক্রীতদাসের একজন। পরে সুলতান নাসির উদ্দিনের শ্বশুর। সুলতান নাসির উদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি ৬০ বছর বয়সে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১২৬৬-১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ। হাসান আলি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।
নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (আবু সাঈদ ওমর আলি অনূদিত), ৩য় খণ্ড, (২০০৩) পৃ. ১৭১।

৮৫. শাইখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা : একজন অতি উঁচুস্তরের পীর ও বুযুর্গ ছিলেন। দিল্লীর প্রখ্যাত ওস্তাদগণের মধ্যে তিনি সুলতান আলতামাশের রাজত্বকালে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ ছিলেন। পূর্ববাংলার প্রথম মুসলিম লেখক তিনি। "তাসাউফের মাকামাত" তাঁর উল্লেখযোগ্য সংযোজন। حق نامہ নামে তার একটি বক্তৃতা সংকলনও রয়েছে। তাঁর কাছে ব্যাপক লোকের সমাগমের ফলে হিংসুকদের ঈর্ষাকাতরতায় সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের শেষ সীমান্ত শহর সোনারগাঁও হিজরত করেন। তবে তার জন্ম বুখারায়। তিনি সোনারগাঁয়ে ইন্তেকাল করেন। মোগড়াপাড়ায় তাঁর কবর আছে বলে মনে করা হয়।
নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, (অনু. আবু সাঈদ ওমর আলি), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১। ও অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউল করিম ও ড. সৈকত আসগর; (সম্পা,) সোনারগাঁয়ের ইতিহাস; উৎস ও উপাদান ১৯৯৩, পৃ. ৩৫০ ও ৪০৩।

৮৬. ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে (সুলতানী আমল) সোনারগাঁ ছিল বাংলার রাজধানী। এটি ঢাকা হতে ২৫ কিলোমিটার অদূরের নারায়ণগঞ্জ জেলার (২৩°´´ উঃ ৯০°৩৬´) ব্রহ্মপুত্র নদীর দু' ক্রোশ দূরত্বে অবস্থিত। শের শাহ্‌র গ্রান্ড ট্রাঙ্করোডের শেষ মাথা এখানে। সোনারগাঁর চারপাশে বহু মসজিদের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত গিয়াসুদ্দিন আযম শাহই সোনারগাঁয় একটি সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি তদীয় পিতা বাঙ্গালার সুলতান *সেকান্দার* শাহর রাজত্বকালে সোনারগাঁয়ে বসবাস করে (১৩৭০-১৩৯০) প্রদেশ শাসন করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে সোনারগাঁয়ের খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন কর্তৃক বিতাড়িত সুফী সাধক মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে ১২৭০ মতান্তরে ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। তিনি এখানে তাফসীর, হাদীস, সুফী সাহিত্য, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত শিক্ষা দিতেন। পূর্ববঙ্গের একমাত্র এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির পূর্বপুরুষেরা জ্ঞানার্জন করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুফী সাধক ও লেখক শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরীও এখানে আবু তাওয়ামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় ৬০০ বছর পূর্বেই এই

মুসনাদে আবি ইয়ালা'র দার্‌স চালু করেন। এরপর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, সিলেট ও চট্টগ্রামসহ বহু জায়গায় (কওমী) মাদরাসা স্থাপিত হয়। এরপর হযরত শাহ জালালের[৮৭] মাধ্যমে সিলেটে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ৭০০ হিজরী সনে বাদশাহ্ তুগলকের যুগে ভারতে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল দিল্লী শহরেই ছিল এক সহস্রাধিক দীনি মাদরাসা। এ সময়ে আল্লামা তকীউদ্দিন আরাবী রাজশাহীর মহীন্তোষে একটি কওমী মাদরাসা স্থাপন করেন। ৮৯৫ হিজরী সনে বাদশাহ্ আদিল শাহ্ শেরশাহ্ ও সিকান্দার লোদী প্রমুখ বাদশার আমলেও মাদরাসা শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে।

১১০৫ হিজরী সনে বাদশাহ্ আলমগীর লাখনৌতে ফিরিঙ্গী মহল নামক বালাখানাটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচির প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দিন (র) বালাখানাটিতে মাদরাসায়ে নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত শাহ্ আবদুর রহিম (র) দিল্লীতে মাদরাসায়ে রহিমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মক্কায় শাইখ আবু তাহের মাদানীর কাছে যাওয়ার আগে এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। ১১১৬ হিজরী সনে ঢাকাতে খান মুহাম্মদ মীর্যা মসজিদে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে। আল্লামা আলি নদভীর ছাত্র মাওলানা উবাইদুল কাদের নদভী জানান, আল্লামা নদভী তাঁর প্রাপ্ত দুবাই এওয়ার্ডের অর্থ হতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে আমার হাতে দেড় লক্ষ রুপি তুলে দিয়ে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার বিলুপ্ত মাদরাসাটি পুনরায় চালুর দায়িত্ব দেন এবং তিনি নিজেই মাদরাসাটির নামকরণ করেন– (مدرسة الشرف الإسلامية) 'মাদরাসাতুশ শরফ আল-ইসলামীয়া'। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পুনঃস্থাপিত এই মাদরাসাটি শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা এবং গিয়াসুদ্দিন আযম শাহ'র মাজারদ্বয়ের মাঝখানে মোগড়াপাড়ায় জিয়াউদ্দিন রোডে অবস্থিত। বর্তমানে হেদায়া স্তর পর্যন্ত চালু আছে। ছাত্রসংখ্যা ৪০০। উক্ত সময়ের আল্লামা নদভীর পরামর্শ অনুযায়ী ২০০২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে "জামিয়াতুয্ যাহরা" (جامعة الزهراء) নামে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৃথক একটি মহিলা মাদরাসা এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মাধবপুরে রওজাতুশ শরফ নামে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পৃথক একটি কিন্ডারগার্টেন মাদরাসা স্থাপিত হয়েছে।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

প্রফেসর ড. শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম; উপমহাদেশে ইসলাম; সম্পা; সোনারগাঁয়ের ইতিহাস : উৎস ও উপাদান, পৃ. ৩৪৯ম ৩৬৪, ৩৬৫ ও ৪০৩।

সাক্ষাৎকার : মাওলানা উবাইদুল কাদের কাসেমী নদভী, অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুশ শরফ আল-ইসলামীয়া, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

৮৭.হযরত শাহ জালাল মুজাররদ (র), তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত তুর্কী, তাঁকে ইয়ামেনী বলা হয়ে থাকে। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি একজন খোদাপ্রেমিক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ও শাইখুল্ল শুয়ুখ ছিলেন। হযরত শাহ জালাল (র) সুলতান সাইয়িদ আহমদের (র) খলীফা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে এবং যেখানেই মুসলমান সেখানে জিহাদে বিজয় লাভ করেন। যখন তিনি শ্রীহট্টে (সিলেট) পৌছেন তখন তাঁর সঙ্গী ৩১৩। এ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি লক্ষাধিক সৈন্য ও কয়েক হাজার অশ্বের মালিক রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করেন। সিলেটে তাঁর মাজার সকলের যিয়ারতগাহে পরিণত হয়েছে।

প্রফেসর ড. শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫ ও ২৫৮।

ঢাকার মাদরাসাসমূহ

১১৬০ হিজরী সনে আজিমপুর মাদরাসা স্থাপিত হয়। এগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক মাদরাসা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ী রূপ ধারণ করে।[৮৮]

আধুনিক ও ওল্ড স্কীম (পুরাতন) শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ যে পার্থক্য বিদ্যমান তা হল, পুরাকালে শ্রেণিবিন্যাস অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যে শিক্ষাই হোক না কেন শ্রেণিবিন্যাস ব্যতীত সম্ভবপরই নয়। কেননা, বেতনভোগী সীমিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষা পাওয়া এই পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান শ্রেণিব্যবস্থা সম্পর্কে যত প্রশংসাই করা হোক, এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, এ ধরনের শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের উপকারের স্থলে অপকারই হয়।[৮৯]

১.৮ আলিয়া মাদরাসা ধারা

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসাকেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষাধারাটি ওল্ড স্কীম মাদরাসা শিক্ষা নামেও অভিহিত হয়। পলাশী বিপর্যয় উত্তরকালে নব্য ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মাঝে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ছিল অন্যতম।[৯০] কলিকাতার গণ্যমান্য শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধিগণের একটি দল বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের তরুণগণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলার তৎকালীন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস-[৯১] এর নিকট আবেদন করেন। তাঁদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং ইংরেজ সরকারের এ বিশেষ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বড়লাট এ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৯২] এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বৈঠকখানার (শিয়ালদাহ স্টেশন) একটি

---

৮৮. আল-মুস্তফা মাওলানা শফিউল্লাহ, মাসিক আত্ তাওহীদ, জুলাই ২০১০ সংখ্যা, আল-জামিয়া আল ইসলামীয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৭-১৮।

৮৯. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ.২৯।

৯০. ড. এ.এফ.এম আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ.৩০৯।

৯১. ওয়ারেন হেস্টিংস : ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লেখক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে স্বীয় দক্ষতাবলে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য, ১৭৭২-'৭৪ বাংলার গভর্নর এবং ১৭৭৪-'৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কমন্স সভায় নানা অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকলে তিনি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে পদত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। হাসান আলি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪, ৫২৫ ও ৫৩৫।

৯২. আমীনুল হক ড. এ.এফ.এম; প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ.৩১০।

ভাড়া বাড়িতে প্রস্তাবিত মাদরাসার উদ্বোধন করা হয়। 'দরসে নিযামী'-র রীতি অনুযায়ী মাদরাসার শিক্ষা বিষয় প্রবর্তন করা হয়।[৯৩]

১৭৯০ সাল অবধি মাদরাসার শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাবিষয় দরসে নিযামীর অনুরূপ ছিল। কেননা, এই সিলেবাস অনুযায়ী পাক-ভারতের অন্যান্য মাদরাসায় শিক্ষাদান করা হত। কালের বিবর্তনে বর্তমানে দরসে নিযামীর মৌলিক রূপ অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। বর্তমানে এদেশের মাদরাসাগুলোতে যে দরসে নিযামী চালু আছে আসল দরসে নিযামীর সাথে এর সাদৃশ্য খুবই কম।[৯৪]

১৮২০ সাল নাগাদ কমিটি মাদরাসার জন্য আরো কিছু সংস্কার চেয়ে এক খসড়া গভর্নর জেনারেলের সমীপে পেশ করেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে প্রত্যেক দিন ক্লাস চলবে। মাদরাসার কার্যকাল সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত।

২. বিভিন্ন ক্লাসের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৩. লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সেক্রেটারির মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের বরাবর পেশ করা হবে।

৪. ভর্তির আগে ছাত্রদের যোগ্যতা যাচাই করার জন্য ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৫. ভর্তির পর ষান্মাসিক পরীক্ষাও দিতে হবে।

৬. বার্ষিক পরীক্ষা প্রতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদের নগদ পুরস্কারাদি দিতে হবে এবং এ পুরস্কারের পরিমাণ ১২ টাকা থেকে ১০০ পর্যন্ত হবে।

৭. বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি ছাত্রকে সচ্চরিত্র এবং মিতাচারের জন্য পুরস্কার দিতে হবে।

৮. যেসব ছাত্র বিশেষ সম্মানের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, যোগ্যতানুযায়ী তাদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ দিতে হবে।

---

৯৩. আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (অনুবাদ মোস্তাফা হারুন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩৬।

৯৪. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৪৩-৪৪।

৯. কোনো ছাত্র দুই মাসের বেশি মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

১০. ভর্তির জন্য ছাত্রদের লিখিতভাবে দরখাস্ত করতে হবে।

১১. কোনো ছাত্রই ২৮ বছর বয়স প্রাপ্তির পর মাদরাসায় পড়াশোনা করতে পারবে না।[৯৫]

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার পাঠক্রমের অধীন নিম্নলিখিত বিষয় পাঠ দান করা হত :

১। তাফসীর, ২। হাদীস, ৩। ফিক্হ, ৪। উসূলুল ফিক্হ, ৫। কালাম ৬। বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্র, ৭। মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), ৮। হিক্মা, ৯। নাহ্ভ (ব্যাকরণ), ১০। সার্ফ (শব্দপ্রকরণ) ও ১১। অঙ্ক। পরবর্তী সময়ে যুগের চাহিদানুযায়ী সাহিত্য, ফারায়িয (উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন বিদ্যা), আকায়িদ (ধর্মতত্ত্ব), জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, হাদীস ও ফিকহের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান, ভূগোল ও দর্শন[৯৬] প্রভৃতি যুক্ত হয়।

১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের[৯৭] নির্দেশক্রমে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা দেবার নিমিত্ত আলিয়া মাদরাসাতে একটি ইংরেজি ক্লাস খোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল আস্তে আস্তে ইংরেজি শিক্ষাকে মাদরাসার শিক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। কেননা, ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সচেতন ছিলেন।

আলিয়া মাদরাসাতে প্রবর্তিত এ ইংরেজি শিক্ষা ১৮৫১ সাল অবধি চালু ছিল। এ দীর্ঘ দু'যুগে সর্বমোট ১৭৮৭ জন ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে এই খাতে বিশেষ অর্থ ব্যয় অনেক চেষ্টার ফল তেমন সন্তোষজনক ছিল না।[৯৮]

---

৯৫. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৫০।

৯৬. ড. এ.এফ.এম আমীনুল হক; প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২, পৃ. ৩১০।

৯৭. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১২২৮-১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ) তিনি প্রথম জীবনে মাদ্রাজের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা শিক্ষা বিস্তার, বিচার ও প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন এবং জনকল্যাণের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করলেও বৃটিশ স্বার্থে ব্যতিক্রম করতেও তিনি পিছপা হননি।
হাসান চৌধুরী; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭ ও ৫৭১।

৯৮. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৫৮।

আলিয়া মাদরাসার দু'টি বিভাগ ছিল; একটি আরবী বিভাগ। এ বিভাগে আরবী বর্ণমালা থেকে শুরু করে সকল উচ্চ আরবী বিষয়ের শিক্ষা দান করা হত। মাদরাসার গোড়াপত্তন থেকেই এ বিভাগ চালু ছিল। অপর বিভাগটির নাম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। ১৮২৯ সালে এ বিভাগের পত্তন হয়। এ বিভাগের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অন্য রকম। বিভাগের ছাত্ররা মামুলী ফি দিত। এখানে ১৮৫৪ সালে ইঙ্গ-ফার্সী (Englo-Persian) বিভাগ খোলা হয়।

নিম্ন শ্রেণির মুসলমান পরিবারের ছেলেরাই বেশিরভাগ এ বিভাগে পড়াশোনা করত। ইংরেজি বিভাগকে মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রাইমারি পর্যায় বলা যেতে পারে। এ বিভাগে ইংরেজির পাশপাশি বাংলাও পড়ানো হত। ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজির সাথে বাংলা পড়তে পারত। ১৮৪৯ সালে মাদরাসায় একটি 'এ্যাংলো এরাবিক' ক্লাসের পত্তন হয়। এ ক্লাসের মাসিক ব্যয় ছিল সর্বমোট ১০০ টাকা। কিন্তু তার উপরও মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষার উন্নতির কোনো সুলক্ষণ দেখা গেল না।[৯৯]

আলিয়া মাদরাসা ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লব

মাদরাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা তাদেরকে হীন এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে গড়ে তোলে। এ সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে আলিয়া মাদরাসার ছাত্রদের বিশেষ হাত রয়েছে। অতএব আগামীতে যেন কোনো ষড়যন্ত্র বা বিপ্লব দানা বেঁধে উঠতে না পারে সেজন্য মাদরাসাকে অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করলে মাদরাসা সাধারণ শিক্ষায় রূপান্তরিত হবে এবং চিরতরে মাদরাসার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কিন্তু ভারত সরকারের অসহযোগিতার ফলে এসব ইচ্ছা কাজে পরিণত হতে পারেনি।[১০০]

আজমীরের মাদরাসাসমূহ

আমীর শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী হিজরী ৫৮৭ সালে আজমীর জয় করেন। *তাজুল মাআছির* গ্রন্থের রচয়িতা হাসান নিযামী নিশাপুরীর বর্ণনা থেকে জানা

---

৯৯. আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (অনুবাদ মোস্তাফা হারুন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩৬।

১০০. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮৮।

যায় যে, শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী আজমীরে অনেকগুলো মাদরাসা স্থাপন করেন। এসব মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকাল সঠিকরূপে নিরূপণ করা যায় না। অবশ্য অনুমান করা যায় যে, আজমীর বিজয়ের অব্যবহিত পরই সেখানে এসব মাদরাসা স্থাপিত হয়ে থাকবে। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, এসব মাদরাসা ছিল তদানীন্তন হিন্দুস্তানের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র।[১০১]

দিল্লীর মাদরাসাসমূহ

এ যাবত ভারতবর্ষে শাসনকার্য পরিচালিত হয় গজনি থেকে। আমির শিহাবুদ্দীন ঘুরীর পর হিজরী ৫৮৯ সালে কুতুবুদ্দীন আইবেক ভারতের রাজধানী লাহোরে স্থানান্তর করেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের পর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ দিল্লীতে হিজরী ৬০৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খাস রাজধানী দিল্লীতেই অনেকগুলো মাদরাসা স্থাপন করেন বলে নিশ্চিত করে বলা না গেলেও আলামত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দিল্লীর মশহুর মুইযযী মাদরাসা ছিল এ যুগের স্মৃতিবাহী শিক্ষাকেন্দ্র। সুলতান ইলতুত্‌মিশ বদায়ুনেও একটা মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন মুইয্‌যী নামক মাদরাসাটি স্থাপন করেন।[১০২]

দিল্লীতে এ সময়কার আর একটি মাদরাসার সন্ধান পাওয়া যায়। এ মাদরাসার নাম ছিল মাদরাসা-ই-নাসিরিয়া। সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ-দুন্‌য়া ওয়াদ্দীন-এর নামে মাদরাসাটি স্থাপিত হয়। *তাবাকাত-ই-নাসিরীর* রচয়িতা সিরাজুদ্দীন আফিফ ছিলেন এ মাদরাসারই মুহতামিম বা অধ্যক্ষ।[১০৩]

এ মাদরাসাটি ছিল মসজিদ-ই কুওয়াতুল ইসলাম এবং মসজিদ-ই কুতুব সাহেব এর ইট প্রস্তরাদির উঁচু স্তূপের নিকটে। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির ইন্তেকাল হয় হিজরী ৭১৫ সালে। এরপর সুলতান কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ খিলজী আনুমানিক হিজরী ৭১৭ সালে এ মাকবারা বা সমাধিভবনটি নির্মাণ করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁর শাসনামলে মসজিদ, মাদরাসা এবং মাকবারার সংস্কার সাধন করেন।[১০৪]

---

১০১. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৩।

১০২. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৩।

১০৩. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৩।

১০৪. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৪।

মাদরাসা-ই-ফিরুজশাহী

দিল্লীর এ মাদরাসাটি ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং সে যুগের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। সুলতান ফিরুজ শাহ দিল্লীর ফিরুজাবাদে হিজরী ৭৫৩ সালে এ মাদরাসাটি স্থাপন করেন।

ইংরেজ ঐতিহাসিক জর্জ স্টিফেন লিখেছেন, মসজিদের উত্তর দিকে ছিল শিফাখানা। এখানে গরিব মিসকিনদের চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা ছিল। বিনামূল্যে তাদের চিকিৎসা করা হতো এবং ঔষধ দেয়া হতো। মসজিদের দক্ষিণ দিকে ছিল শাহী মাদরাসা। আনুমানিক ১০৬০ হিজরী সালে এ মাদরাসাটি নির্মাণ করা হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধেও অনেক মাদরাসা কালের করালগ্রাসে বিরান হয়ে যায়। এ সময়ে বিখ্যাত মাদরাসাটির নাম ছিল দারুল বাকা।[১০৫]

পাঞ্জাবের মাদরাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে পাঞ্জাবের রাজধানী ছিল লাহোর। মুসলমানদের শাসনামলে শহরটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পৌনে দু'শ বছর পর্যন্ত লাহোর ছিল গজনবী খান্দানের শাসকদের রাজধানী। শহরটি ছিল জ্ঞানী-গুণীদের পীঠস্থান। দুঃখের বিষয়, এ শহরের মাদরাসাগুলোর নাম সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। অবশ্য, শহরটিতে জ্ঞানের উন্নতি এবং উৎকর্ষের নিদর্শন প্রমাণ করে যে, ইলমের চর্চায় এ শহরটি দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পীঠস্থান ছিল।[১০৬]

আগ্রার মাদরাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে এ শহরটি নানা দিক থেকে প্রভূত উন্নতি লাভ করে, যা অন্য কোনো শহরের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে শহরটি দীর্ঘকাল ধরে গর্বের ধন ছিল। আগ্রায় ছিল অনেকগুলো মাদরাসা। এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে ইরানের শীরায থেকে শিক্ষকদের আনা হতো। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পরও বেঁচে ছিলেন– এমন একজন হিন্দু লেখক লালা সায়ল তাঁর গ্রন্থ *তাফরীহুল ইমারাত*-এ লিখেন যে, তাঁর সময় আগ্রায় একটা বড় মাদরাসা ছিল। এ মাদরাসা অধ্যাপনার জন্যে শীরায থেকে 'আলিম আনীত হন।[১০৭]

---

১০৫. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৭ ও ২৮।

১০৬. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩১।

১০৭. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৪।

মথুরা ও নরওয়ার মাদরাসাসমূহ

সিকান্দর লোদী তাঁর শাসনামলে দেশে অনেক সরাইখানা, মসজিদ এবং মাদরাসা নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন শরী'আতের অত্যন্ত পাবন্দ এবং বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্তা। তাঁর শাসনকাল থেকেই হিন্দুরা ফার্সী ভাষা শিক্ষা করা শুরু করেন। এসব মাদরাসার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।[১০৮]

বদায়ুনের মাদরাসাসমূহ

প্রাচীনকাল থেকে এ শহরটি পাঠান আমীর- উমরা এবং শাহজাদাগণের নিবাসস্থান ছিল। এ শহরের শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস দিল্লী আগ্রার মতই উজ্জ্বল, কিন্তু আজ এর ঐতিহাসিক বিবরণ অজ্ঞাত! এসব সত্ত্বেও সেখানে সর্বদা আলিম-ফাযিলের উপস্থিতি এবং ভিড় তার অতীতের গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মি. ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক প্রকাশিত *শাহ আলমের ইতিহাস (তারীখু শাহ আলম)* গ্রন্থে লিখিত আছে : 'বদায়ুনের প্রাচীন ইমারতসমূহের ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। মূলত সেগুলো হচ্ছে বাগান, মসজিদ, খানকা এবং প্রাচীন মাদরাসাসমূহের ধ্বংসাবশেষ।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের শাসনামলে হিজরী ৬২০ সালে বদায়ুনের জামে মসজিদ নির্মিত হয়।[১০৯]

মাদরাসা দারানগর

আমরোহা একটি প্রসিদ্ধ এলাকা। নজীবুদ্দৌল্লা এখানে একটা বিরাট মাদরাসা স্থাপন করেন। অসংখ্য ছাত্র এ মাদরাসা থেকে জ্ঞান লাভ করে। এ মাদরাসার শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন ফিরিঙ্গি মহলের শিক্ষাপ্রাপ্ত।[১১০]

পেলিভেত মাদরাসা

হাফিয রহমত খান শাহজানপুর এবং বেরিলির মতো এখানেও একটা মাদরাসা স্থাপন করেন। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামে মসজিদ নির্মাণ উপলক্ষে তিনি মাদরাসার ইমারতও নির্মাণ করেন। এখানে ছাত্রদের জন্যে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। ছাত্ররা শিক্ষা সমাপ্ত করলে নবাব সাহেব নিজ হাতে ছাত্রদের মাথায় ফযিলতের

---

১০৮. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৬।

১০৯. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৭।

১১০. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৮।

পাগড়ি বেঁধে দিতেন এবং সাথে সাথে তাদের জন্যে শাহী কোষাগার থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিতেন।[১১১]

অযোধ্যার মাদরাসাসমূহ

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অযোধ্যা ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অন্তর অভিজাতদের বসতি ছিল। দেশসেরা 'আলিম-ফাযিলগণ এসব স্থানে দরস দিতেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে এসব দরসে শরীক হতো। বাদশাহর পক্ষ থেকে এসব মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের জন্যে গ্রামসমূহ নিষ্কর করে দেয়া হত। *মা'আসিরুল কিরাম* গ্রন্থে মওলভী গোলাম আলী আযাদ লিখেন:

'জ্ঞানের ধারক-বাহকদের অস্তিত্বের জন্যে যদিও হিন্দুস্তানের সকল প্রদেশ গর্ব করতে পারে, কিন্তু অযোধ্যা ও ইলাহাবাদের কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য প্রদেশের নেই। কারণ অযোধ্যা প্রদেশের সর্বত্র এবং ইলাহাবাদের অধিকাংশ স্থানে পাঁচ-দশ ক্রোশ পরপরই অভিজাত শ্রেণির নিবাস রয়েছে। তারা সুলতানদের তরফ থেকে মাসিক বৃত্তি, কৃষিজমি এবং আর্থিক সুবিধা লাভ করেন। মসজিদ মাদরাসা এবং খানকা নির্মাণ করে সেগুলোতে তিনি সেকালের সেরা শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করেন। এঁরা সর্বত্র জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে তুলে ধরেন।

দলে দলে তাঁদের কাছে ছাত্ররা আগমন করে জ্ঞান লাভের জন্যে। তারা অভিনিবেশ সহকারে জ্ঞান লাভে ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেক এলাকার বিত্তবানরা এসব ছাত্রদের প্রতি লক্ষ রাখেন। তাঁরা ছাত্রদের খিদমতকে নিজেদের জন্যে বড় সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন।[১১২]

সাহালী

সাহালীও সেসব প্রসিদ্ধ কসবার অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্ণৌ থেকে এর দূরত্ব ২২ মাইল। শাইখ নিযামুদ্দীন আনসারী নামে একজন মশহুর আলিম এ কসবায় এসে বসবাস করতেন। তিনিই সেখানে দরস তাদরীসের সিলসিলা শুরু করেন। তাঁর

---

১১১. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪০।

১১২. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪০-৪১।

প্রপৌত্র শাইখ হাফিজ বাদশাহ আকবরের শাসনকালে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন।[১১৩] মোল্লা কুতুবুদ্দিন শহীদ ছিলেন শাইখ হাফিজের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ।

লক্ষ্ণৌ

সর্বপ্রথম শাইখ আযম জৌনপুর থেকে শিক্ষা লাভ করে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। তাঁর পীর মুহাম্মদ দীর্ঘ দিন ধরে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে শিক্ষার আসর সরগরম রাখেন। তাঁর পরে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মোল্লা গোলাম নকশবন্দি (র) জ্ঞানের এ আসরে ততোধিক জ্ঞানের আলো বর্ষিত করেন। সাহপীর মুহাম্মদ (র) যে স্থানে তালীম দিতেন, সে স্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। খুব সম্ভব বর্তমানে সাহপীর মুহাম্মদের টিলা নামে যে স্থানটি বিখ্যাত, শিক্ষার আসরের কারণে তার এ নামকরণ করা হয়েছে।[১১৪]

জৌনপুরের মাদরাসাসমূহ

মুসলিম শাসনামলে জৌনপুর শিক্ষার জন্য এতটা বিখ্যাত ছিল যে, তাকে শীরাযে-হিন্দ বা ভারতবর্ষের শীরায নগরী বলে অভিহিত করা হতো। বাদশাহ শাহজাহান গর্ব করে বলতেন– 'আমাদের প্রাচ্য শীরায'। বিশেষ করে জৌনপুরকে তিনি 'শীরাযে হিন্দ' 'খেতাব দিয়েছিলেন। শেরশাহের মতো ভারতবর্ষের বিখ্যাত শাসক জ্ঞানের এ পুণ্যভূমিতেই প্রতিপালিত হন। *সিকান্দরনামা, গুলিস্তাঁ, বুঁস্তা* ইত্যাদি গ্রন্থ শেরশাহের কণ্ঠস্থ ছিল। দর্শন সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ছিল। তাঁর আরবী পড়াশোনা সম্পর্কে 'কাফিয়া' শরহে কাফিয়া এবং 'তাযকিরায়ে শাইখ শিহাবুদ্দীন'-এর নাম জানা যায়। তিনি প্রাচীন রাজা-বাদশাহগণের ইতিহাসের ভক্ত পাঠক ছিলেন। অধিকন্তু আলিম-ওলামা এবং শাইখগণের সঙ্গে মাদরাসা এবং খানকাহসমূহে যেতেন। আলিম-ওলামাগণের জন্যে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য বরাদ্দ করেছিলেন। বিবি রাজা বেগম হিজরী ৮৪৫ অথবা '৫৬ সালে জৌনপুরে একটা মাদরাসা স্থাপন করেন। তাঁর নামেই মাদরাসাটির নামকরণ করা হয়।[১১৫]

---

১১৩. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪০-৪১।

১১৪. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪, পৃ. ৪১-৪২।

১১৫. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪৪।

জৌনপুর ছিল মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল, 'আলিমগণের মিলনকেন্দ্র। এ শহরটি ছিল হিন্দুস্তানের শীরায বা মধ্যযুগের প্যারিস। জৌনপুরের প্রত্যেক শাহজাদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকরূপে গর্ব করতেন। জ্ঞানী-গুণীগণ এ শাহী রাজধানী নগরীর শান্তিপূর্ণ ভূমিতে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। মুহাম্মদ শাহ-এর সময় পর্যন্ত জৌনপুরে ২০টি মাদরাসা বর্তমান ছিল। এখন শুধু এগুলোর নামই অবশিষ্ট আছে। এসব মাদরাসার মধ্যে একটির প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইন্তেকাল করেন। আর অপরটির প্রতিষ্ঠাতা ইন্তেকাল করেন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে।[১১৬]

বিহারের মাদরাসাসমূহ

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী সর্বপ্রথম বিহার এবং বাংলায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও *তাবাকাত-ই নাসিরী* এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে এতটুকু জানা যায় যে, ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী বিজিত এলাকার কোনো কোনো শহরে একাধিক মাদরাসা স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন কুতুবুদ্দীন আইবেকের বিশ্বস্ত সেনাপতি। তাঁর বিজয় অভিযানের ফলে বাংলা বিহারে ইসলামী শরীআ'তের প্রচার-প্রসার হয়েছে। ঐতিহাসিক ফিরিশতা লিখেন, 'মুসলিম বাদশাহের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এসব অঞ্চলে ইসলামী আদর্শের প্রচলন করেন তিনি হচ্ছেন ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী।'

বিহারে শিক্ষার বর্তমান অগ্রগতি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্পষ্ট প্রমাণ। দীর্ঘদিন থেকে সেখানে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হচ্ছে। সব যুগে এখানে সৃষ্টি হয়েছেন বড় বড় আলিম।

আজ থেকে প্রায় চার'শ বছর আগে সুলতান সলীম শাহ-এর শাসনামলে মাহদবীয়্যা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আলায়ী এবং সেকালের অন্যান্য আলিমের মধ্যে মাহদী সম্পর্কে বিতর্কের অনুষ্ঠান হলে তাতে সালিস বা বিচারক নিযুক্ত করা হয় বিহারের একজন 'আলিম শাইখ তাইয়্যেবা বুধনকে। এ ছাড়া মোল্লা মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ এবং গোলাম ইয়াহ্ইয়া ছিলেন তাদের সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বিখ্যাত ওস্তাদ। সাধারণ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের

---

১১৬. নদভী আবুল হাসানাত, প্রাগুক্ত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪৫।

দরসের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত, 'দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে আসত এবং বিদ্যাভ্যাস করত। এঁরা সেখানে দরস দিতেন, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো মাদরাসা ছিল, নাকি বিশেষ কোনো ইমারতে তাঁরা দরস দিতেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য, এটা সবাই স্বীকার করেন যে, জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে এ বুযুর্গগণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে । পাঠ্যপুস্তকে তাঁদের রচিত পুস্তকাদির পাল্লা যে কত ভারী তা' সর্বজনবিদিত।[১১৭]

মাদরাসা–ই- রহিমিয়া

এ মাদরাসাটির কল্যাণ সুদূরপ্রসারী। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস-ই দেহলভীর পিতা *ফতোয়া-ই-আলমগীরীর* অন্যতম সংকলক শাহ আবদুর রহীম দেহলভী এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। শাহ ওলীউল্লাহ, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, শাহ ইসহাক, শাহ আবদুল কাদির (র) প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম এ মাদরাসায়ই শিক্ষালাভ করেন এবং পর্যায়ক্রমে এর মুদাররিসের পদেও নিযুক্ত হন। ফয়েযের এ ঝর্ণধারা থেকেই ভারতে হাদীস-ই-নবভীর ইলম ও বরকত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লীতে এ মাদরাসার ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।[১১৮]

১.৯ আধুনিক ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা: নদওয়াতুল ওলামার প্রবর্তিত ধারা

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা

দারুল উলূম দেওবন্দ ও মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল আলিগড়ের পর নদওয়াতুল ওলামা আন্দোলনের সূচনা হয় এমন এক সময়ে যখন দারুল উলূম দেওবন্দ তার প্রতিষ্ঠার ২৬ বছর অতিবাহিত করেছিল আর আলিগড় স্কুল তার প্রতিষ্ঠার আঠারো বছরে পা রেখেছিল। প্রতিষ্ঠার পর পুরো যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল উভয় শিক্ষাকেন্দ্রেরই। অভিজ্ঞতার সিকি শতক পূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রতিষ্ঠান দু'টিই। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শুরুতে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ঢেউ কেবল বস্তুগত, কারিগরি প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও যান্ত্রিক সভ্যতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি; বরং তা খুব স্বল্প সময়ে সর্বব্যাপী

---

১১৭. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৪৭।

১১৮. নদভী আবুল হাসানাত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩০।

এক নতুন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। সে তার ব্যাপক চিন্তা-দর্শন ও বিস্তৃত ভাবধারায় আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাচেতনা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানশাস্ত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটায়– জাতীয় উন্নতির বিভিন্ন ধাপে পশ্চিমাগণ যার মুখোমুখী হয়েছিল। পশ্চিমাদের এ বিপ্লব ছিল সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবনবোধ, দর্শনভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ, যা নতুন প্রজন্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল; বরং পুরো বিশ্ব বিশেষভাবে মুসলিম দুনিয়ায় এক অপ্রতিরোধ্য তুফান বইয়ে দিয়েছিল। বস্তুত এটা ছিল ইসলামী ও পশ্চিমা দর্শনের এক সর্বাত্মক সংঘাত। এতে পুরো মুসলিম জাহান প্রায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হতে যাচ্ছিল। এই আক্রমণ সব ক'টি আবহমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দেয়। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সভ্যতা অনেক নীরবেই এই বিপ্লবের সামনে নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল। ইসলামের জন্য এটা ছিল এক নাজুক ও কঠিন যুগ। ইসলামের ধারক-বাহক ও নেতৃত্বস্থানীয় চিন্তাশীলদের জন্য এক মহাপরীক্ষার সময়।[১১৯]

অন্যদিকে ভারতবর্ষের মাদরাসাসমূহের সমকালীন পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতির সাধারণভাবে তুলনা চলে সেই ব্যক্তির সঙ্গে, যার নিজস্ব তাহযীব-তামাদ্দুনের সাথে চিরস্থায়ী সম্পর্কটা অত্যন্ত শিথিল ও নড়বড়ে অবস্থার শিকার। নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যেন কোনোক্রমেই তার সমন্বয় ও বনিবনা হচ্ছে না। ফলে এসব মাদরাসার সমুদয় চিন্তা, গবেষণা ও জ্ঞানগত শক্তি নিজেদের অন্তর্বিরোধ, পারস্পরিক কলহ, দার্শনিক যুক্তি-তর্ক, বাকশাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতা আর ফিকহী মতানৈক্যের মধ্যে অবধারিতভাবে ব্যয় ও মানস-লক্ষ্যে নিবেদিত হচ্ছিল। ঠিক যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা তার রূপ–ঐশ্বর্য ও চোখধাঁধানো ভ্রান্তির তাবত উপাদান নিয়ে ভারতের মুসলিম সমাজের উপর ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছিল এবং এ সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় মেধাবী, প্রতিভাবান, সচেতন প্রজন্মের মানসজগতে এক অস্থিরতা বিরাজ করছিল, তখনো 'সুল্লাম'–এর মতো তর্কশাস্ত্রের দার্শনিক গ্রন্থ মুখস্থ করার প্রথাগত প্রবণতায় সামান্যটুকু ছেদ পড়েনি।[১২০]

---

১১৯. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, *নদওয়াতুল উলামা কা ফিক্‌হী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্‌হী খিদমাত*; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৪

১২০. সাইয়িদ মুহাম্মদ আল হাসানি, *সীরাতে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলি মুঙ্গিরী (র)*; মাকতাবায়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্মৌ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬৪, পৃ. ৭৯।

সারসংক্ষেপ হল, এ শেষ যুগে এসে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক পতন ও জ্ঞানগত দৈন্যের শিকার হয়। দরসে নিযামীতে যুগের পর যুগ কোনো কালানুক্রমিক পুনর্বিন্যাস বা ফলপ্রসূ সংস্কার আসেনি। যখনই কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তাও কোনো গভীর চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে হয়নি। ফলে মৌলিক গ্রন্থের পরিবর্তে এমন সব পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা নেহাতই টীকা ও ব্যাখ্যাসর্বস্ব। সৃষ্টিশীল রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়নের ময়দানে ব্যাখ্যা আর টীকা-টিপ্পনী ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো রচনাকর্ম হচ্ছিল না।[১২১]

সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের এই বন্ধ্যত্বের দ্বিতীয় প্রধান ক্ষতি ছিল, এই পাঠ্যক্রম চিন্তা-গবেষণা ও কাজের নতুন ময়দান সৃষ্টিতে ছিল অক্ষম। ফলে নিজের যেটুকু প্রতিভা, যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল তা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, অপ্রয়োজনীয় কূটতর্ক, পরস্পরের প্রতি বিষোদগার এবং দার্শনিক ঝগড়ায় নিয়োজিত করা হয়েছিল।[১২২]

নদওয়াতুল ওলামা ও দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা: হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী[১২৩] মুঙ্গিরী (র) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের উপমহাদেশীয় ওলামা সমাজ, দীনি মাদরাসা এবং বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নৈরাশ্যজনক অবস্থা কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিদ্বেষী আগ্রাসনের ঢেউ ভারতের মুসলমানদের ঈমানী চিন্তা-চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে চলছিল। এ আগ্রাসনের মুকাবিলায় যে ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরির প্রয়োজন ছিল তৎকালীন দীনি প্রতিষ্ঠানগুলো সে ধরনের যোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজ আঞ্জাম দিতে হিমশিম খাচ্ছিল। এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য তিনি বিখ্যাত ওলামায়ে কিরামের সাথে পরামর্শক্রমে উপমহাদেশীয়

---

১২১. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, *নদওয়াতুল উলামা কা ফিক্‌হী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্‌হী খিদমাত*; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬০।

১২২. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬০।

১২৩. মাওলানা মুহাম্মদ আলি মুঙ্গিরী (জন্ম : ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ ও মৃত্যু ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ; মুফতি সাইয়িদ আমীমুল ইহসান : জীবন ও কর্ম বইয়ের লেখকের মতে মৃত্যু সন ১৯৪০) তিনি রাসূলের (সা) বংশধর ও শাইখ আবদুল কাদির জিলানীর অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ বুখারা থেকে মুলতান অতঃপর মুজাফফরাবাদ, ইউপি ও বিহারসহ প্রায় সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁর জন্মস্থান ভারতের কানপুরের মুঙ্গির জেলায়। তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ'র প্রতিষ্ঠাতা রেক্টর। খোদাপ্রেম, লিল্লাহিয়্যত, সুন্নাতে রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ, নবীপ্রেমে আত্মোৎসর্গ, দূরদৃষ্টি ও উদারতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দীনি চিন্তা-চেতনা হেফাযতের উদ্দেশ্যে 'নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভারতের লক্ষ্ণৌ শহরে মাওলানা মুহাম্মদ আলী কানপুরী ১৮৯৪ সালে নদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজাহানপুরের জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গও এ প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু জমিদারি ওয়াক্ফ করেন। মহামান্য আগা খাঁন ও ভূপালের শাসকগণ বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর করেন। প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকারও এর জন্য জমি বরাদ্দ করেন।[১২৪]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী[১২৫] কানপুরী (র) ১৮৯৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নদওয়াতুল ওলামার চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যোগ্য লোক তৈরির উদ্দেশ্যে 'নদওয়া'র পক্ষ থেকে 'দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা' নামে একটি দীনি মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাযেম নিযুক্ত হন।[১২৬]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (র) দারুল উলূমের স্বীয় প্রস্তাবিত রূপরেখা তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ওলামা ও বিদগ্ধ শিক্ষাবিদগণের কাছে প্রেরণ করেন। এরপর দারুল উলূম-এর জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান শুরু হয়। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ উভয় শহরের নাম প্রস্তাবে আসে। অবশেষে দারুল উলূমের জন্য লক্ষ্ণৌকে মনোনীত করা হয়। মুন্সী ইহতেশাম আলী রইসে-কাকুরীর সাহায্যে শহরের উপকণ্ঠে একটি বিস্তৃত ভূমি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেখানে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি গোলাগঞ্জ মহল্লায় নব্বই হাজার রূপীর বিনিময়ে খাতুন মঞ্জিল নামে একটি প্রাসাদ ক্রয় করে নদওয়াতুল ওলামার জন্য হস্তান্তর করেন। অতঃপর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মুতাবিক ৯ জুমাদাল উখরা ১৩১৬ হিজরী দারুল উলূমের প্রাথমিক শ্রেণিসমূহের পাঠদানের শুভ সূচনা হয়, যা পুরোদস্তুর উদ্বোধন হয় ৪ অক্টোবর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। এ উপলক্ষে উক্ত তারিখে দেশের আলিম, শিক্ষানুরাগীদের জমায়েত রীতিমত এক বিরাট সম্মেলনে পরিণত হয়।[১২৭]

---

১২৪. আমীনুল হক ড. এ এফ এম., মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৩৪০।

১২৫. মাওলানা মুহাম্মদ আলি (মুঙ্গিরী) কানপুরী, নওদয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা, কানপুর তাঁর জন্মস্থান হওয়ায় তিনি কানপুরী হিসেবেও পরিচিত।

১২৬. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র) জীবন ও কর্ম;* মিরপুর-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, পৃ: ১১৮

১২৭. নদভী; মুনাওয়ার সুলতান, নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিকহী খিদমাত, আল মা'হাদুল ইসলামী হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯২-৯৩।

নদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে নিম্নলিখিত মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সক্রিয় ছিল :

১. প্রচলিত আধুনিক ও প্রাচ্যপন্থী এ দু'ধরনের সিলেবাস সংশোধন করা।
২. ধর্মীয় (ইসলাম) শিক্ষার উন্নয়ন সাধন।
৩. ব্যক্তিচরিত্র সংশোধন করা।
৪. প্রচলিত রীতি-নীতির সংস্কার করা।
৫. আলিম সমাজের পারস্পরিক মতবিরোধ নিরসন তথা মতদ্বৈততার মূলোৎপাটন করা।
৬. মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধান ও কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা।
৭. ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান।
৮. যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা পরিহার করা।
৯. ফাতাওয়া দানের কার্যক্রম নিশ্চিত করা।[১২৮]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় এবং ১৯০৮ সালে এ উদ্দেশ্যে বিশাল অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৮৯৯ সালে একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৯]

সিলেবাস: নদওয়াতুল ওলামার গোটা সিলেবাস পাঁচটি স্তরে বিভক্ত ও ১৭ বছর মেয়াদী। স্তর ও শিক্ষাকাল নিম্নরূপে বিন্যস্ত।

স্তর	শিক্ষার মাধ্যম	শিক্ষার মেয়াদ
১. শিশু শ্রেণি	উর্দূ	১ বছর
২. প্রাথমিক	উর্দূ	৫ বছর
৩. মাধ্যমিক	উর্দূ ও আরবী	৫ বছর
৪. উচ্চতর	আরবী	৪ বছর
৫. ফযিলত ও তাখাস্সুস	আরবী	২ বছর

পাঠ্যভুক্ত বিষয়সমূহ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় বিষয়গুলোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞানের বিষয়াবলি এবং আরবী, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা।

---

১২৮. আমীনুল হক ড. এ এফ এম., প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪১।
১২৯. আমীনুল হক ড. এ.এফ.এম., প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪১।

উচ্চতর ও ফযিলত স্তরে ফিক্‌হ, হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য ও ইসলামী সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত শিক্ষা ছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে আর তা নিম্নরূপ :

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Teacher Training)
২. দা'ওয়াহ
৩. হিফযুল কুরআন
৪. কিরআত প্রশিক্ষণ ও
৫. বিশেষ শিক্ষা।[১৩০]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘোড়ায় চড়ে নাস্তিক্যবাদ, ভ্রান্তি ও সাংস্কৃতিক ধর্মদ্রোহিতার সয়লাব ধেয়ে আসছিল, যার কারণে প্রাচ্যের প্রাসাদগুলো ঘূণেধরা খুঁটির মতো শুধু কাঁপছিলই না, বরং আপন অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে পড়ে গিয়েছিল। এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জাতির দূরদর্শী রাহবার ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিম সমাজ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির চিকিৎসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যাতে নতুন সিলেবাসের মাধ্যমে এমন একদল চৌকস আলিম সৃষ্টি হয় যারা উম্মাহর নাড়ির স্পন্দন অনুভবে পারঙ্গম ও বহুমাত্রিক যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। ধর্মীয় জ্ঞানে দক্ষতার পাশাপাশি যাদের জাগতিক বিদ্যায়ও পরিমিত দখল থাকবে, যাতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগগুলো তাদের অভিরুচি ও আঙ্গিক উপযোগী করে খণ্ডন করা যায়। জবাব দেয়া যায় জ্ঞানভিত্তিক ও যৌক্তিক পন্থায়। ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে ছড়ানো বিভ্রান্তি ও সন্দেহজাল ছিন্ন করা এবং এই আগ্রাসনের প্রথম শিকার তরুণ সমাজকে যেন রক্ষা করা যায় ঠিক এই চিন্তাধারার আলোকে নদওয়াতুল ওলামা বাস্তববাদী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পর ১১ মুহাররম ১৩১২ হিজরীতে নীতিনির্ধারণী ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভায় (পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর প্রাগ্রসর ও গতিশীল চিন্তার আলোকে উপকারী নতুন ও উপাদেয় পুরাতনের সমন্বয়ে) একটি রূপরেখা পেশ করেন। 'নদওয়াতুল ওলামা' নামক আলিমদের এই পরিষদভুক্ত প্রতিটি সদস্যই অন্তরে এ ধরনের স্বপ্ন লালন করতেন; তাই সবাই এই রূপরেখাকে সানন্দে অনুমোদন দেন।[১৩১]

---

১৩০. আমীনুল হক ড. এ. এফ.এম., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

১৩১. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯০।

নদওয়াতুল ওলামা দীনি মাদরাসাসমূহের পাঠ্যক্রম বিষয়ে যে আন্দোলনে নেমেছিল এর সবচেয়ে বড় অর্জন হল শিক্ষাক্ষেত্রে বন্ধ্যত্বের অবসান এবং যারা পাঠ্যসূচিতে ন্যূনতম পরিবর্তন নীতিবিগর্হিত ও ধৃষ্টতা জ্ঞান করতেন তাঁরা পর্যন্ত –পরিমিত মাত্রায়– পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রখ্যাত ফিক্‌হবিদ মাওলানা সাইফুল্লাহ রহমানীকে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। 'পাঠ্যক্রমের প্রশ্নে এর (নদওয়াতুল ওলামা) সবচেয়ে বড় অবদান হল, যারা পাঠ্যসূচিতে সামান্যতম পরিবর্তনকেও বৈধ মনে করতেন না, দরসে নিযামীর পাঠ্যক্রমে ছিটেফোঁটা সংস্কার-পরিমার্জনকেও বরকত পরিপন্থী এবং দীনবিরোধী কাজ ভাবতেন, তাঁদেরকে পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজনে এর কালানুক্রমিক পরিবর্তনের তাগাদা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।'[১৩২]

জ্ঞানচর্চার জগতে বিশাল শূন্যতা পূরণে নদওয়াতুল ওলামার কৃতিত্বে উজ্জ্বলতম দিক হল উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করে নদওয়াতুল ওলামার দায়িত্বশীলগণ 'দারুল উলূম নদওয়া'র মতো শিক্ষানিকেতন গড়তে প্রবৃত্ত হন এবং প্রতিষ্ঠা করেন ব্যক্তি গঠনের এমন এক কারখানা যা থেকে টাকশালের (মুদ্রাঙ্কন ছাঁচ) নিপুণভাবে হাতের যত্নে গড়া গুণীজন ও বহুমাত্রিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি হবে– যারা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা পূরণ এবং পুরো জাতির পক্ষ থেকে সেই প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব (ফরযে কিফায়া) আঞ্জাম দিতে পারে, যা এক যুগ পূর্ব থেকে বিচক্ষণ আলিমের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল।[১৩৩]

নদওয়াতুল ওলামার কৃতি সন্তান ও গৌরব বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা নদভী (র)-এর মন্তব্য হল, "প্রতিষ্ঠাকালের সূচনালগ্ন থেকেই নদওয়াতুল ওলামা ইসলামের এমন একদল দা'ঈ ও মুখপাত্র তৈরির প্রয়াস পেয়েছে, যারা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামকে পৃথিবীর মানুষের কার্যকর ও আধুনিক পন্থা হিসেবে উপস্থাপনে সক্ষম হবেন। আলহামদুলিল্লাহ্! নদওয়া তার মিশনে কৃতিত্বপূর্ণ সফলতা দেখিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন সব আলিম তৈরি হয়েছেন যারা আধুনিক বিশ্বের অনুসরণযোগ্য। তাঁরা ইসলামী সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, ইতিহাস, সীরাত প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত উঁচুমাপের গবেষণাকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন জ্ঞানসম্পদের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার।"[১৩৪]

---

১৩২. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৮।

১৩৩. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১০৮।

১৩৪. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১০৮-৯।

নদওয়া আন্দোলনের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ–এর বহু শাখা বেশ কিছু শহরে বিস্তৃত হয়েছে। তন্মধ্যে পানিপথ শাখা–খাজা আলতাফ হোসাইন হালী যাঁর পরিচালক মনোনীত হন। পাটনার ইসলামপুর শাখা পরিচালনা করছেন সেখানকার অধিকাংশ বিখ্যাত ও বরেণ্য আলিম। এ ছাড়াও শাহজাহানপুর জলন্দর শাখা, গুজরানাওয়ালাসহ আর বেশ কিছু শহরে বহু শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[১৩৫]

নদওয়াতুল ওলামার কর্মতৎপতা, চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্য

নদওয়াতুল ওলামা আলিগড় হতে উৎসারিত এবং মিসর হতে আহরিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির দু'টি ধারার মিলন-মোহনা বিশেষ। মাওলানা শিবলী নু'মানী ছিলেন এ দু'ধারার বাহক। নদওয়ায় যোগদানের পূর্বে তিনি জীবনের কিছু সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন (১৮৮৩–১৮৯৭)। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তিনি পরিচিত হন। এর পাশাপাশি প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিত (Orientalist) বর্গের গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। আর এর কল্যাণকর দিকসমূহ নদওয়ার শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করেন। তিনি একাধিকবার মিসর গমন করেন। এতে তথাকার পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিগণের সাথে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের সুবাদে সখ্যতা গড়ে তোলেন। মিসর হলো ইসলামী ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবেশতোরণ, তথায় এ দু'সভ্যতার মিলন ঘটে। আল্লামা শিব্‌লীর প্রচেষ্টায় বিখ্যাত মিসরীয় পণ্ডিতবর্গ নদওয়া পরিদর্শনে আসেন। তন্মধ্যে ১৯২৯ সালে আল্লামা রশীদ রেযার পরিদর্শনের কথা এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে মিসরীয় সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।[১৩৬]

উক্ত দু'টি ধারাসিক্ত জ্ঞানাহরণের ফলে নদওয়া হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুগসচেতন পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা এক বিশেষ নিয়মের অধীন শিক্ষা সাধনা করে মুসলিম সমাজে শিক্ষার দীনতা মোচন করেন। মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী, নাযীর আশরাফ, মওলভী আবূ জা'ফর, আল্লামা আবদুর রহমান কাশগড়ী এবং মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী প্রমুখ এ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় অবদান।[১৩৭]

---

১৩৫. সাইয়িদ মুহাম্মদ আল হাসানি, *সীরাতে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলি মুঙ্গিরী (র)*; মাকতাবায়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬৪, পৃ. ২০৪।

১৩৬. ড. এ এফ এম আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৩৪৩।

১৩৭. ড. এ এফ এম আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৩৪৫।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর নদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরীর ইন্তেকালের এক বছর পর ২২, ২৩, ২৪ এপ্রিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১৬, ১৭ ও ১৮ শাওয়াল ১৩১১ হিজরী, মাদরাসা 'ফয়যে 'আমের দস্তারবন্দীর (সমাবর্তন অনুষ্ঠান) সময়ই কানপুরে 'নদওয়াতুল ওলামার প্রথম সম্মেলনটি বড় আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ইসলামদরদি ব্যক্তিবর্গ সেদিন এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন এবং আবহমান সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একটি পথ খুঁজে পেতে চাচ্ছিলেন। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ; এখানে সাধারণ জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সাথে ওলামায়ে দ্বীন, আধুনিক শিক্ষিতদের সাথে হানাফী মাযহাবের বিশ্ববরেণ্য আলিম, আহলে হাদীসদের সাথে দুনিয়াত্যাগী, নির্জনবাসী পীর-বুযুর্গ, আমির-উমরা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আর পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধভাবে দুর্নিবার এক বিজয় কাফেলা হয়ে মজবুত প্রাচীরের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।[১৩৮]

নদওয়ার এ গ্রহণযোগ্যতার পেছনে বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। প্রথমত এটা ছিল সময়ের দাবি অনুযায়ী জাতিকে সমস্যা থেকে উত্তরণের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। নদওয়া জাতিকে দেখাচ্ছিল সফলতার রাজপথ। দ্বিতীয়ত এ নদওয়া ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিকে চাহিদাপূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উপরন্তু যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (র) ও শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (র)–র আন্তরিক দুআ' ওস্তাযুল ওলামা হযরত মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলিগড়ীসহ তৎকালীন আলিম সমাজের গৌরব হযরত মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (র)-র মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত পরিশ্রম, শাহ্ সুলাইমান ফুলওয়ারী[১৩৯]র প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতামাধুরী, মাওলানা শিবলী নু'মানীর ব্যাপক অধ্যয়ন, জ্ঞানগভীরতা, মাওলানা মসীহুজ্জামান খান সাহেবের বিচক্ষণতা ও

---

১৩৮. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র), জীবন ও কর্ম*; মীরপুর-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯,ঢাকা, ১২০-২১।

১৩৯. মাওলানা সুলাইমান ফুলওয়ারী দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রাথমিক অবস্থায় এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। নদওয়াতুল ওলামার বার্ষিক সম্মেলনে তিনি কয়েকবার সভাপতিত্ব করেন। তরিকতে মুজিবিয়া সিলসিলায় তাঁর বংশের একটি বিশেষ ঐতিহ্য ও প্রসিদ্ধি রয়েছে।

দূরদর্শিতা, মাওলানা সাইয়িদ জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মাওলানা আবু ইবরাহীম আরবীর ঐকান্তিকতা আর দরদ, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহাবাদী, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রজ্ঞা, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানীর (সহ-সভাপতি ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর) ঐকান্তিকতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, মুফতি আতহার রইসে কাকুরী ও মাওলানা খলিলুর রহমান সাহারানপুরীর শ্রম-সাধনা ও বুদ্ধিমত্তা, মাওলানা সাইয়িদ হাকীম আবদুল হাই-র ধৈর্য, সহনশীলতা এবং পাণ্ডিত্য, হুসামুল মুলক শামসুদ্দৌলা নওয়াব সাইয়িদ আল হাসান খানের মধ্যপন্থা নীতি ও বুদ্ধিগত কৌশল, মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান[১৪০] নদভীর নদওয়ার প্রতিনিধিত্ব, দীনি এবং ইলমি নির্দেশনা ও মাওলানা মাসউদ আলম নদভী সাহেবের জ্ঞান-গরিমা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাকার গুণ ঐ সংস্কার আন্দোলনের দুর্গ নদওয়াতুল ওলামায় বিদ্যমান ছিল– যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দিন দিন উদ্ভাসিত হচ্ছিল।[১৪১]

এর প্রতিষ্ঠাতাগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, প্রাচীন ও আধুনিকতার বাড়াবাড়িমূলক অবস্থান ওলামায়ে কিরামের প্রবল মতানৈক্য ও বিভক্তি, একদেশদর্শিতা ও ফিকহী মতবিরোধের তীব্রতা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনকেই ত্বরান্বিত করবে। নতুন ও পুরানোর সমন্বয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার মূলনীতির উপর নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ–এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এর দায়িত্বশীলবৃন্দের চিন্তাধারা ছিল, দীন একটি শাশ্বত ও চিরন্তন, যাতে

---

১৪০. মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর (জন্ম ১৮৮৪; মৃত্যু ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নদওয়াতুল ওলামা থেকে পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। এরপরই তিনি নদওয়াতুল ওলামার মুখপত্র *আল্ নাদওয়ার* সাব এডিটর নিয়োজিত হন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি নদওয়াতে শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০৮ সাল থেকেই পত্রিকাটির সহসম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নদওয়ায় আরবী সাহিত্যের শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেন। এক বছর পরেই তিনি প্রধান আরবী সাহিত্যিকের আসনে অভিষিক্ত হন। এছাড়াও তিনি *দুরুসুল আদব* নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন যা বহু নামিদামি প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক, শিক্ষক ও সংগঠক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতুন্নবী (সা.) তারীখু আরদিল কুরআন, আরব ওয়া হিন্দকে তাআল্লুকাত, সীরাতে আয়েশা রা., রহমতে আলম, হায়াতে ইমাম মালিক, আরবুওঁ কী জাহাযরানী , নুকুশে সুলাইমানী ও পয়গামে মুহাম্মদী (সা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৪১. মাওলানা সালমান, প্রাগুক্ত; মীরপুর-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯,ঢাকা, পৃ: ১২৪।

পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো অবকাশ নেই কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষা বরাবরই পরিবর্তনশীল– যাতে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা। নদওয়াতুল ওলামার প্রকৃত লক্ষ্য–আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতভুক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠির মাঝে (যাঁরা আকীদা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে একই বিশ্বাসের অনুসারী) ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা। সূচনালগ্ন থেকেই 'নদওয়াতুল ওলামা' ইসলামী শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তনশীল ও প্রয়োজন অনুপাতে পরিমার্জন সংস্কারের উপযোগী মনে করে।[১৪২]

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা একটি চিরন্তন বিধান ও জীবনপথের শাশ্বত গাইডবুক হিসেবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ মেয়াদি পাঠ্যসূচিতে তা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যকেও একটি জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা হিসেবে গুরুত্ববহ বিবেচনায় মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। কারণ আরবী ভাষা-ই কুরআন-হাদীস অনুধাবনের চাবিকাঠি ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের রহস্য-উন্মোচন সহায়িকা।[১৪৩]

নদওয়াতুল ওলামার সবচেয়ে বড় অবদান হল পাঠ্যক্রমের সেই নতুন রূপরেখা, যা এখানে প্রণীত হবার পর বহুসংখ্যক মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় তা সাদরে গ্রহণ করেছে। এ সিলেবাস সাম্প্রতিককালের বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলোর সর্বজনগ্রাহ্য মূলনীতিকে গ্রহণ করেই বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে এক ধারায় কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমকালীন জীবন-সমস্যার সমাধানে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংযোজন করা হয়েছে। সিলেবাসকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এ ধারাবাহিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়াদি স্বীয় কলেবরে অক্ষুণ্ন রেখে আনুষঙ্গিক পূর্ণাঙ্গ এবং চাহিদা পূরণের উপযোগী করে বিন্যস্ত করা হয়েছে।[১৪৪]

---

১৪২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনুবাদ- ড. অধ্যাপক আ.ফ.ম খালিদ হোসেন), সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮৫।

১৪৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮৪।

১৪৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮৬।

নদওয়াতুল ওলামার কতিপয় কৃতি সন্তান

নিম্নে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার কৃতি সন্তানদের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী (১৮৮৪–১৯৫৩) : আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী আল্লামা শিবলী নু'মানীর কীর্তিমান শিষ্য। নদওয়াতুল ওলামার কৃতি সন্তানদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁকে পুরো ভারতের অহঙ্কার বিবেচনা করা হয়। নভেম্বর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক হিজরী ১৩০২ সালের সফর মাস শুক্রবার বিহার প্রদেশের নালন্দা জেলার শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত এক গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম হাকীম সাইয়িদ আবুল হাসান। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বড় ভাই সাইয়িদ আবু হাবিবের কাছে তাঁর পড়াশোনার হাতেখড়ি। তাঁর কাছে তিনি ফার্সির বিষয়ে পাঠক্রম এবং আরবী ব্যাকরণ তত্ত্বের শরহে জামী পর্যন্ত পড়েন।[১৪৫]

নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি

তখন পুরো ভারতে নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষা আন্দোলন ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। সে বছর পাটনায় নদওয়াতুল ওলামার বার্ষিক মাহফিলে অংশগ্রহণ করে তিনি মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। ১৯০১ সালে লক্ষ্ণৌ এসে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার ইবতেদায়ী দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন। তিনি নদওয়ার তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মাওলানা ফারুক ছিরয়াকুটিসহ সমকালীন অন্যান্য সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করেন।[১৪৬]

আল্লামা শিবলী নু'মানীর সান্নিধ্য

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা শিবলী নু'মানী হায়দারাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ এলে কয়েক সপ্তাহ দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামায় অবস্থান করেন। ইত্যবসরে মাওলানা ফারুক ছিরয়াকুটি সাইয়িদ সুলাইমান নদভীকে আল্লামা শিবলী নু'মানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আল্লামা শিবলী নু'মানীর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জওহারীর পক্ষে 'জহরত' চিনতে বিলম্ব হয়নি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি সুলাইমান নদভীর অসাধারণ প্রতিভা আঁচ করতে পেরে তাঁকে 'সুযোগ্য মুক্তো-মাণিক' অভিধায় অভিহিত করলেন। দ্বিতীয় বছর আল্লামা শিবলী নু'মানী নদওয়া আসার পর তাঁর

---

১৪৫. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্‌হী খিদমাত; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১।

১৪৬. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্‌হী খিদমাত; পৃ. ২০২; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

হাতে গড়া কীর্তিমান শিষ্যদের মধ্যে সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর নাম প্রথম সারিতে।[১৪৭]

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতা

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী ১৯০৭ সালে নদওয়াতুল উলামা থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর নদওয়াতুল ওলামার মুখপত্র ও শিক্ষা বিষয়ক সাময়িকী *আন্ নদওয়ার* সাব-এডিটর নিযুক্ত হন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত দায়িত্বের পাশপাশি আরবী বিষয়ের শিক্ষকতাও শুরু করেন। তাঁর লিখিত *দুরুসুল আদব* দারুল উলূম নদওয়া ছাড়াও অন্য বহু দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রমভুক্ত হয়। *লুগাতে জদীদাহ* নামে আরবী অভিধান তাঁর আরেকটি অনবদ্য রচনা।

দারুল মুসান্নিফীন প্রতিষ্ঠা[১৪৮] ও সীরাতুন্নবী গ্রন্থের রচনা

আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) জীবদ্দশায় নিজের প্রতিষ্ঠিত দারুল মুসান্নিফীনকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সাইয়িদ সুলাইমান নদভী ওস্তাদের অসমাপ্ত কাজকে কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্তিতে পৌছান, যা উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে এক আলোকিত অধ্যায়। এ ছাড়াও তাঁর হাতে রচিত হয়েছে *সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*-এর মতো অত্যন্ত উঁচুমাপের সীরাতগ্রন্থ।[১৪৯]

রচনাকর্ম

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আকিদাশাস্ত্র, ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, অভিধান, সীরাত ও জীবনী বিষয়ক রচনায় অনন্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হল :

---

১৪৭. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৩।

১৪৮. দারুল মুসান্নিফীন : মাওলানা মানযূর নু'মানী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আযমগড়ে এক মানসম্মত শিক্ষা ও প্রকাশনা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যা *'দারুল মুসান্নিফীন'* নামে নামকরণ করা হয়। এর জন্য তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত বাগান ও বাংলো ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁরপর ২৫ বছরের অধিক কাল মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর (র) সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনায় ধন্য ও সমৃদ্ধ হয় এ একাডেমী। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ লেখক ও গবেষকগণ মাযহাব, ইতিহাস ও সাহিত্যের নানা বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত উর্দু ভাষায় উচ্চ শ্রেণির গ্রন্থ। বিখ্যাত শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী *'আল মারুফ'*ও দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়, যার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা সুলাইমান নদভী (র)। তাঁর পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা এ দায়িত্ব পালন করেন।

১৪৯. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৪।

(১) সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৫ খণ্ড
(২) তারীখু আরদিল কুরআন [কুরআনে বর্ণিত জনপদের ইতিহাস]
(৩) আরব ওয়া হিন্দকে তা'আল্লুকাত (আরব-ভারত সম্পর্ক)
(৪) খুতবাতে মাদারাজ (মাদরাজে প্রদত্ত বক্তব্য সমগ্র) যা 'নবী চিরন্তন' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী যা বিগত শতকের ষাটের দশকেই ধারাবাহিকভাবে ইসলামী একাডেমী পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।
(৫) খৈয়াম
(৬) সীরাতে আয়েশা (রা.) (সম্প্রতি এ পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে রাহনুমা প্রকাশনী, বাংলাজার ঢাকা)
(৭) হায়াতে ইমাম মালিক (র)
(৮) আরবুঁও কী জাহাযরানী (আরবদের নৌ-পরিবহন ব্যবস্থাপনা)
(৯) হায়াতে শিবলী (র)
(১০) নুকুশে সুলাইমানী
(১১) রহমতে আলম ও
(১২) সফরনামায়ে আফগানিস্তান

পরলোকগমন

২৩ নভেম্বর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সাইয়িদ সুলাইমান নদভী করাচীতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই আল্লামা শিবলীর আহমদ উছমানীর কবরের পার্শ্বে সমাহিত হন।

মাওলানা আবদুস সালাম নদভী (জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

স্বকীয় চিন্তা-চেতনার আলোকে জ্ঞান ও সাহিত্যের আকাশে আল্লামা শিবলী নু'মানীর হাতে গড়া নক্ষত্রতুল্য দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার আরেক কৃতি সন্তানের নাম মাওলানা আবদুস সালাম নদভী। তিনি আযমগড়ের আলাউদ্দিন পাটান নামক ছোট গ্রামে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৮ রবিউস্‌সানী ১৩০০ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়িতে অর্জন করেন। কানপুর, আগ্রা, গাজীপুর এর বিভিন্ন আলিমের সান্নিধ্যে থেকে আরবী ও ইসলামিয়্যাত বিষয়ে পড়াশোনা করে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় ভর্তি হন।[১৫০]

---

১৫০. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্‌হী খিদমাত; পৃ. ২৪৯; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২ ০০৪ খ্রিস্টাব্দ

আল্লামা শিবলী নু'মানীর বিশেষ দৃষ্টি

মাওলানা আবদুস সালাম নদভীর শিক্ষা ও সাহিত্য-জীবনের সূচনা দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকেই। আল্লামা শিবলী নু'মানীর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে আল্লামা শিবলী নু'মানী সযত্ন পরিচর্যা ও বিশেষ গুরুত্ব দেন। পরিণত বয়সে যে তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিকরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন তা জীবনের প্রারম্ভেই আঁচ করেছিলেন দূরদর্শী শিক্ষক আল্লামা শিবলী নু'মানী (র)।[১৫১]

লেখালেখির সূচনা

তাঁর প্রথম রচনাটি *আন্ নদওয়ার* মতো সাহিত্য ও গবেষণামূলক পত্রিকায় কোনও সম্পাদনা ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক আল্লামা শিবলী নু'মানী ও আবদুস সালাম নদভীর রচনার মান দেখে আপ্লুত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন এবং পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। এরপর তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে প্রকাশ পেতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই আল্লামা শিবলী নু'মানীর কাছে তিনি এতই প্রিয় হয়ে উঠেন যে, ছাত্রজীবনেই প্রথমে *আন্ নদওয়ার* সহ-সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক পদে মনোনীত হন।[১৫২]

দারুল মুসান্নিফীনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি দারুল উলূমেই আরবী সাহিত্যের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। দু'বছর পর্যন্ত এই খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর মাওলানা আবুল কালাম আযাদের আহ্বানে কলিকাতা চলে যান এবং *আল-হেলাল* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এখানেও তিনি দু'বছর অতিবাহিত করেন। আল্লামা শিবলী নু'মানীর ইন্তেকালের পর তিনি আযমগড় চলে আসেন। পরে তিনি 'দারুল মুসান্নিফীন'-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১৫৩]

---

১৫১. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৫০।

১৫২. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৫০।

১৫৩. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৫১।

জ্ঞানজগতে বিচরণ ও বিদ্যোৎসাহ

তাঁর প্রধান বিষয় ইতিহাস ও সাহিত্য। জ্ঞানের এ দু'টি শাখায়ই তিনি রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ ছাড়া ইলমে ফিক্হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রেও তাঁর গভীর দখল ছিল।[১৫৪]

এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগত গভীরতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়– ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে যখন একটি বিশেষ মহল থেকে সূদকে হালাল সাব্যস্ত করে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হতে থাকে, তখন তিনি এসব লেখার পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জবাব লিখেছিলেন। সেসব রচনায় ফিক্হী দৃষ্টিকোণের পাশপাশি মানুষের আর্থসামাজিক প্রয়োজনীয়তার আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছিল।[১৫৫]

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর পলোয়ারভী নদভী (জন্ম ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ)

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর পলোয়ারভী ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পলোয়ার শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা শাহ সুলাইমান পলোয়ারভী (র)। যিনি নদওয়াতুল ওলামার প্রাথমিক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। তাঁর বংশধরগণ দীর্ঘদিন তরিকতের সিলসিলায় সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এমন এক ধর্মীয় আবহ ও পরিবেশে তিনি জন্ম নেন এবং বেড়ে উঠেন।[১৫৬]

শিক্ষালাভ ও কর্মজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর সমাপ্তির পর তিনি সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে নিজেকে ব্যাপৃত করেন। খিলাফত আন্দোলনের উত্তাপময় দিনগুলোতে তিনি ছিলেন কলেজ-পড়ুয়া টগবগে যুবক। এক পর্যায়ে কলেজে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তিনি তাঁর অনুজ শাহ গোলাম হুসাইন-এর সঙ্গে নদওয়াতুল ওলামায় ভর্তি হন। আনুমানিক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নদওয়া থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১৫৭]

আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্যে তাঁর ভালো দখল ছিল। বক্তৃতা ও লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তাজভীদ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল অতি

---

১৫৪. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৫১-২৫২।

১৫৫. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৩; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৫৬. তা'মীরে হায়াত, ২০ এপ্রিল, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ, প্রাগুক্ত।

১৫৭. তা'মীরে হায়াত, প্রাগুক্ত।

কোমল। স্বীয় মেজ ভাইয়ের ইন্তেকালের পর তিনি 'খানকায়ে মুজিবিয়া' পাটনার সাজ্জাদানশীন হন।[১৫৮] পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হবার পর তিনি লাহোরে বসবাস শুরু করেন এবং 'ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামীয়া' (ইসলামী সাহিত্য পরিষদ) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে লেখালেখি ও গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হন। বেশ কিছুকাল *আস্ সাকাফাহ আল-ইসলামীয়া* সাময়িকীর সম্পাদনার কাজ আঞ্জাম দেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি করাচি চলে যান।

ইন্তেকাল : তিনি ৮২ বছর বেঁচেছিলেন। কয়েকবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন। শেষবারের আক্রমণে ১৬ এপ্রিল ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৫৯]

মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী নদভী (১৯১২–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)

মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী ১৯১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর চীনা তুর্কিস্থানের তদানীন্তন রাজধানী (বর্তমানে গণচীনের অন্তর্গত) কাশগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। কাশগড়ের স্থানীয় আলিমদের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর এগার বছর বয়স্ক বালক আবদুর রহমান বাংলা-পাক-ভারতের আলিম-ফাযেলদের সুনাম শুনে এদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সংকল্প করেন। তিনি পদব্রজে বরফময় ও ভয়াবহ পাহাড়ি পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করে কয়েক মাসে উপমহাদেশের সীমারেখায় উপনীত হন।[১৬০]

মাওলানা কাশগড়ী ১৯২২ সালে লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল ওলামায় ভর্তি হন এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তথায় হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। মাওলানা আবদুল হাই বেরেলভী, সাইয়িদ সুলাইমান নদভী প্রমুখ ছিলেন তাঁর শিক্ষক। শিক্ষাশেষে তিনি ১৯৩১–'৩৮ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন।[১৬১]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে নদওয়া ত্যাগ করেন এবং কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ফিক্হ ও উসূল-এর প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মাদরাসাটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে স্থানান্তরিত হয়। মাওলানা কাশগড়ী ঢাকা আলিয়া পূর্ব পদে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি এই মাদরাসায় 'এডিশনাল হেড মাওলানা'র পদে উন্নীত হন। ১৯৭১

---

১৫৮. আসারাতে পলোয়ারভী শরীফ, পৃ. ৩৭৫।

১৫৯. তা'মীরে হায়াত, ২০ এপ্রিল ১৯৮২, ওফিয়াতে মাশাহিরে বিহার (বিহারের বিখ্যাত মনীষীদের মৃত্যু) গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু তারিখ ৩ মার্চ বলে উল্লেখ করা হয়।

১৬০. আবদুস সাত্তার, তারীখে- মাদরাসায়ে আলিয়া, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ১৯৮।

১৬১. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৩০৬।

সালের ১ এপ্রিল মাওলানা কাশগড়ী ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং আযিমপুর নতুন গোরস্থানে সমাহিত হন।[১৬২]

মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম, আভিধানিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, আরবী ভাষার কবি ও সাহিত্য সমালোচক। নদওয়াতে অধ্যাপনাকালেই তিনি বিশিষ্ট আরবী কবিরূপে স্বীকৃতি পান। তাঁর রচিত ১১০ পৃষ্ঠা সংবলিত الزهرات শীর্ষক আরবী কাব্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়।[১৬৩] দামেস্কের তদানীন্তন অন্যতম খ্যাতিমান সাহিত্যিক মাহমুদ খায়রুদ্দিন নদওয়াতুল ওলামায় আগমনে তাঁকে সম্বোধন করে "إلى الشامي " শীর্ষক কবিতায় মাওলানা কাশগড়ী যে উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করেন তা নিম্নরূপ :

من طريق الغرب فاعلم أيها الشامي — "وقد حل بالهند ما قد حل بالشام

واهلها كمهاة صادها الرامي — فحاضر الهند يبكي مجد غابرها

لاالبرء يرجي لهم الابار هام — هم الرمايا ولكن فيهم رمق

قوم فيسلمهم يوما إلى السام " — لاسلط الله ذا الغرب النحيس على

"ভারত ও সিরিয়ার ন্যায় পাশ্চাত্য কোপে আপতিত : মনে রাখুন হে সিরীয় মেহমান।

ভারতবাসীও তাদের হৃত গৌরব-শোকে অশ্রুসজল। শিকারী তাদের বন্য গরুর ন্যায় করছে শিকার, কার্তুজবিদ্ধ বটে, তবুও তাদের বক্ষে রয়েছে প্রাণ। পট্টির বাঁধন ছাড়া আরোগ্যের নেই কোনো আশা। খোদা করুন! না হোক কোনো জাতির উপর হীন পশ্চিমা শক্তির এমন প্রকোপ; বয়ে আনবে এ প্রকোপ একদিন তাদের মরণ।"[১৬৪]

[তাঁর সংকলিত আধুনিক পরিভাষা সংবলিত আরবী অভিধান- যাতে শব্দগুলোর বাংলা এবং ইংরেজিও প্রদত্ত হয়েছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ– যা প্রথমে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার গবেষণা বিভাগ থেকে এবং পরে পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চিরকুমার ছিলেন। –সম্পাদক]

---

১৬২. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত,

১৬৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১), ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৬।

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৯।

মাওলানা আবদুল্লাহ নদভী (১৯০০–১৯৭২)

মাওলানা আবদুল্লাহ নদভী ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম এবং বঙ্গের বিশিষ্ট আরবী কবি। বঙ্গের আরবী কাব্যক্ষেত্রে মাওলানা কাশগড়ীর পরেই তাঁকে স্থান দেয়া যায়। তিনি ছিলেন সৃজনশীল স্বভাবকবি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব সৌদি আরবের বাদশাহ্ ইবন সউদের আগমন উপলক্ষে পূর্ব পাক সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে আরবীতে যে মানপত্রটি প্রদান করা হয় তা আবদুল্লাহ নদভীর'ই রচিত। এটি সে বছরের ১৬ এপ্রিল *আহলে হাদীস* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৬৫] ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে মিসর ও সিরিয়ার একটি বড় অংশ ইসরাঈল দখল করলে যুদ্ধ চলাকালীন মাওলানা আবদুল্লাহ নদভী আরবদেশসহ মুসলিম বিশ্বকে সম্বোধন করে সাবলীল প্রাণবন্ত ভাষায় জিহাদের প্রেরণা উদ্দীপক ও মুসলিম ঐক্যের চেতনাদায়ক দীর্ঘ যে কবিতা রচনা করেন তার কয়েকটি চরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

اي بالميادين للوغا بثررتكم ـــــ بلا انتظار المنا بغير حسبان
ثوروا أبا جمعكم وجه أولهم ـــــ وربّنا تجدوا احسان منان
موتوا على السلم في الوغا بلا خطر ـــــ فيه نجاتكم بغير حرمان
لو كنتم من موالي الوغا عربا ـــــ لم يغلبوا قوم أهل العصيان

"ঝাঁপিয়ে পড়ো ত্বরিৎগতিতে জিহাদের ময়দানে,
করো না সঙ্কোচ, করো না মৃত্যুর পরোয়া।
ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমরা শত্রুশিবিরের,
আনাগোনার আগেভাগেই,
কসম খোদার! পাবে তোমরা আল্লাহর এহসান।
হও শহীদ অকাতরে ইসলামের লাগি
যুদ্ধের ময়দানে।
হবে এতে মুক্তি, নেই ভয় বঞ্চনার।
যদি তোমরা আরবের বীর সেনানীদের সন্তান হয়ে থাক
অবাধ্য বিদ্রোহী সম্প্রদায় তোমাদের হারাতে পারবে না।"[১৬৬]

---

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১৬৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১), ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ৭৯-৮১।

আবু উবায়েদ আবদুল্লাহ নদভী[১৬৭]র জন্ম পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার নান্নুর থানাধীন গ্রামে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম শেখ আহমদ। স্থানীয় মাধবপুর স্কুলে পড়াশোনার পর তিনি কিরণহার মাইনর স্কুল থেকে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা পাস করেন। এর পর কিছুদিন অনানুষ্ঠানিকভাবে দু'-তিন জন বিশিষ্ট আলিমের নিকট আরবী সাহিত্য ও আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অতঃপর বীরভূমের ঘুরিষা মাদরাসায় আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের উচ্চ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন শেষ করেন। স্বভাবকবি ও কাব্যানুরাগী মাওলানা আবদুল মান্নান বর্ধমানীর সাহচর্যে তিনি আরবী কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। কাব্যচর্চায় এখানেই তাঁর হাতেখড়ি হয়। এ কাব্যচর্চাই তাঁকে কালে উপমহাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবিতে পরিণত করে।[১৬৮] আবদুল্লাহ নদভী দিল্লীর আলিজান মাদরাসায় আরবী সাহিত্য, উর্দু ভাষার শিক্ষা অর্জন করেন মাওলানা আহমদুল্লাহ ইলাহাবাদী ও আবদুর রহমান পাঞ্জাবীর কাছে। এখানে তিনি মাত্র এক বছর সময়ে সিহাহ-সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।[১৬৯]

দিল্লীর অধ্যয়ন সমাপ্ত করে মরহুম নদভী লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হন। আরবী ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ও আরবী সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষ করে সেখানকার শিক্ষকরা মুগ্ধ হন। তিনি সে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের অনুষ্ঠানে প্রায়শ উর্দু ও আরবীতে বক্তৃতা করতেন। এ সময় একবার তাঁকে নদওয়ার পক্ষ থেকে ছাত্র-প্রতিনিধিরূপে মাদ্রাজের কনফারেন্সে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে আরবীতে ভাষণ দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। কলিকাতার সাপ্তাহিক *মুহাম্মদী*তে এ সংবাদ প্রকাশিত হলে মাওলানা আকরম খাঁ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দিত করেন। নদওয়াতুল ওলামায় আবদুল্লাহ নদভী 'দরজা-এ তাকমীল-এ দীনিয়াত্' সগৌরবে সমাপ্ত করে মেডেলপ্রাপ্ত হন। এ পর্যায়ে তিনি আরবী সাহিত্য বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাঁর এখনকার ওস্তাদবর্গের মধ্যে সাইয়িদ সুলাইমান নদভী, আমীর আলী মলিহাবাদী ও সাঈদ আহমদ যয়নবী ছিলেন অন্যতম। এখানকার অধ্যয়ন শেষে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হবারও গৌরব অর্জন করেন।[১৭০]

---

১৬৭. প্রাগুক্ত,, ১৯৮৬, পৃ. ৭৬।
১৬৮. প্রাগুক্ত, ইফাবা, ১৯৮৬, পৃ. ৭৬।
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
১৭০. আরাফাত (সম্পাদকীয়), ঢাকা, ৫ জুন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

১৯৩৯ সালে মাওলানা নদভী কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ভারত বিভাগ পর্যন্ত সেখানেই বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কলিকাতার ঢাকায় স্থানান্তরিত আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা থেকে সিলেট আলিয়া মাদরাসায় বদলি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৬০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ঢাকার বংশাল রোডস্থ মাদরাসাতুল হাদীস ও দিনাজপুর নান্দরাইল মাদরাসায় কিছুদিন হাদীস-তাফসীর শিক্ষা দেন।[১৭১]

১৯৭২ সালের ৩১শে মে, মুতাবিক ১৩৮২ হিজরীর ১৭ রবিউস্‌সানী তথা ১৩৭৯ রোজ বুধবার ৭২ বছর বয়সে তিনি ঢাকার পার্শ্ববর্তী টঙ্গী শিল্প শহরস্থ ফয়দাবাদে ইন্তেকাল করেন এবং স্থানীয় গোরস্থানে সমাহিত হন।[১৭২]

মাওলানা সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী নদভী (র)

উর্দু সাহিত্যের অহঙ্কার, সাংবাদিক, শক্তিমান লেখক, অনুবাদক মাওলানা সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী নদভী (র) সীতাপুর (ইউপি)-এর বাসিন্দা। তাঁর জন্ম উত্তর প্রদেশের লকীমপুরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল ওলামার প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স ১১/১২ বছর।[১৭৩] তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার মেধাবী, কর্ম তৎপর ও পরিশ্রমী ছাত্রদের প্রথম সারিতে গণ্য হতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি মাদরাসার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজের সহযোগিতায় অগ্রবর্তী ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী ও মাওলানা হায়দার হাসান খানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৭৪]

সাংবাদিকতার জগতে বিচরণ

ছাত্রজীবনেই তাঁর মধ্যে লেখালেখির অভ্যাস গড়ে উঠে। অতঃপর আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর উর্বর সান্নিধ্য তাঁর এই প্রতিভাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রথম রচনা 'সীরাতে মুহাম্মদ আলী জওহার' যা তিনি ১৯৩২

---

১৭১. মুহাম্মদ আলি, আরাফাত (সম্পাদকীয়), ঢাকা, ৪ জুন, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

১৭২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৮।

১৭৩. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৯; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

১৭৪. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৯; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদীর তত্ত্বাবধানে রচনা করেন। গ্রন্থটি তাঁকে সাহিত্যের জগতে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন সহজাত প্রতিভাধর সাংবাদিক। মন-মেজাযে মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতিশীলতার প্রাধান্য ছিল। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক *খিলাফত*-এর মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয়। ১৯৩৪-'৩৯ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন।[১৭৫] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কালে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। করাচি থেকে তিনি দৈনিক *খুরশীদ* প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন আবেগনির্ভর সাংবাদিকতার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সময়টা ছিল সৃষ্টিশীলতা ও মানস গঠনের। রঈস আহমদ জাফরী নদভীর স্বভাব-প্রকৃতিতে আবেগ-উচ্ছ্বাসের আধিক্য ছিল। তাই তিনি দৈনিক *খুরশীদ* বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারেন নি।[১৭৬]

শিক্ষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান

মাওলানা জাফরী বলিষ্ঠ লেখনীর অধিকারী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাস, সীরাত, আকিদা, নৈতিকতা, উপন্যাস ইত্যাদিতেও তাঁর কলম গতি পেয়েছে।

মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (১৯১৪–১৯৯৯)

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (যার জীবন ও কর্ম বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের বিষয়) এর মতো বহুমাত্রিক প্রতিভাধর, বরেণ্য আলিম, দা'ঈ ইলাল্লাহ্ ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তাঁর জীবন ও কর্মের উপর সম্পাদিত।

মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী নদভী (জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ)

দেশ বিভাগের পর যেসব আলিমের পাকিস্তান চলে যাওয়ায় ইলমের অঙ্গনে শূন্যতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী নদভী তাঁদের অন্যতম। তিনি পাকিস্তানের শীর্ষ আলিমদের কাতারে পরিগণিত। তিনি রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রশাসনের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেন। জ্ঞানের রাজ্যে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রায় সব বিষয়ে

---

১৭৫. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬০; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

১৭৬. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬১; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাবেতায়ে আলমে ইসলামী পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন। বিহারের গয়ার মখদুমপুরে ২৬ জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি তুর্কী শাসকদের তত্ত্বাবধানে রচিত مجلة الأحكام (মাজাল্লাতুল আহকাম) এর উর্দূ অনুবাদ করেন। যা করাচীর কোর্ট চেম্বার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে (تحقيقات إسلامي) 'তাহকীকাতে ইসলামী' পাকিস্তানের তত্ত্বাবধানে ربو اور مضاربت (সূদ ও মুদারাবা) নামের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি এ প্রতিষ্ঠান-ই প্রকাশ করে। (متفق الجمار) মুত্তাফিকুল জিমার, (تقويم الإسلامي) তাকভীমুল ইসলামী (ইসলামী ক্যালেন্ডার) ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে।

মাওলানা শিহাবুদ্দিন নদভী (১৯৩১–২০০১)

মাওলানা শিহাবুদ্দিন নদভীর জন্ম ১২ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১ রজব ১৩৫০ হিজরী মুতাবিক বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে 'চক বানাওয়ার' এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর এক উর্ধ্বতন বংশধর মুহাম্মদ হায়াত জামাদার ছিলেন শেরে মহীশুর টিপু সুলতান শহীদের অফিসার।[১৭৭]

তাঁর পিতার আয়ের প্রধান উৎস ব্যবসা-বাণিজ্য হওয়ায় প্রারম্ভিক জীবনে তিনি এটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পারিবারিকভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুকূল আবহে বেড়ে উঠায় পাঠাভ্যাসবশত বিভিন্ন গ্রন্থের অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ। একটি গ্রন্থের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটে যায়। এটি ছিল ড. গোলাম জিলানীর বার্ক-এর দুই কুরআন গ্রন্থ। যাতে আল-কুরআনকে নিছক একটি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৭৮]

উক্ত গ্রন্থটি অধ্যয়নে তাঁর অন্তরে যে ঝড় উঠেছিল তা প্রশমিত করার জন্য উর্দু ভাষার বহু তাফসীরগ্রন্থ পাঠ করেও তিনি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছুতে না পারায় অবশেষে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার আশ্রয় নিলেন এবং এতে একদিকে তিনি আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন, অন্যদিকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যয়নে আগ্রহচিত্তে আত্মনিবেদন করেন। এভাবে কয়েক বছরে ইসলামী জ্ঞান-শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জনের পর শিক্ষাসমাপ্তির সনদ গ্রহণ করেন।

---

১৭৭. মেরী ইলমি যিন্দেগী কী দাস্তানে ইবরাত, পৃ. ১৫৫, নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯৯; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ–(উদ্ধৃতি) এর সৌজন্যে।

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

ফুরকানিয়া একাডেমী প্রতিষ্ঠা

কুরআনী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-উপাত্তের বিশ্লেষণ, জনমনে সৃষ্ট নানারূপ ভ্রান্তি ও জিজ্ঞাসার সমাধানকল্পে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ফুরকানিয়া অ্যাকাডেমী' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৬৯ সালে দু'জন মার্কিন নভোচারীর মহাকাশযানে চাঁদে অবতরণের ঘটনায় যখন পুরো বিশ্বে তোলপাড় চলছিল তখন তাঁর গবেষণালব্ধ, চমৎকার বিশ্লেষণসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখালেখির অঙ্গনে তাঁর আগমন ঘটে, যা উর্দু সাপ্তাহিক *সিদকে জদীদ* ও মাসিক *বুরহান* পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে এসব লেখার সংকলন হিসেবে *চন্দ্রজয় : কুরআনের আলোকে* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী এটিকে একটি 'ঈমান জাগানিয়া' গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেন।

মাওলানা শিহাবুদ্দিন নদভীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধান নিয়ে গবেষণা। তিনি আকিদা ও কুরআনভিত্তিক বিষয়াবলিতে বেশি লেখালেখির ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

১৮ এপ্রিল, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৪ সফর ১৪২৩ হিজরী তিনি ইন্তেকাল করেন।

ড. আলী আহমদ নদভী (জন্ম ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

ডা. আহমদ আলী নদভী সেসব ব্যক্তিত্বের অন্যতম ভারত উপমহাদেশের বাইরে আরব জাহানে যার জ্ঞান-গরিমার বেশ মূল্যায়ন ও প্রসিদ্ধি ছিল। লেখালেখির অভিরুচি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম আলী। মেট্রিক পরীক্ষার পর ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষার প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে ১৯৭০ সালে দারুল উলূম নদওয়াতু ওলামাকে গন্তব্য নির্ধারণ করেন। তিনি আল্লামা নদভীর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেন। আল্লামা নদভীর তাঁর নির্বাচিত বিষয়াদি শোনা ও সম্পাদনার জন্য একটি সময় বরাদ্দ রাখতেন। এ ছাড়া আল্লামা নদভীর *নবীয়ে রহমত* গ্রন্থটির অনুলিখনেরও সৌভাগ্য অর্জন করেন ড. আহমদ আলী নদভী।[১৭৯]

---

১৭৯. দৈনিক মুনসেফ, মানারায়ে নূর প্রকাশনী, হায়দারাবাদ, ১৮/২০০৪, নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪৮; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ-(উদ্ধৃতি) এর সৌজন্যে।

পরে তিনি মদিনা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (অনার্স), উম্মুল কু'রা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর সৌদি আরবে অবস্থান করে গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর শুরু করেন। তিনি আল্লামা হাসিরী কর্তৃক রচিত *আত্ তাহরীর* গ্রন্থের ফিকহী মূলনীতিকে পিএইচডির বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري (আল-কাওয়ায়িদু ওয়াদ্ দাওয়াবিত আল-মুসতাখলাছাতু মিনাত্ তাহরীরি লিল হাসিরী) নামে প্রকাশিত হয়।

বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ

ড. আহমদ আলী নদভী তাঁর ইসলামী বিশ্ব সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 'কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হন। এটি যৌথভাবে তিনি এবং সৌদি আরবের বিজ্ঞ আলিম ডা. ইয়াকুব আবদুল ওয়াহহাব অর্জন করেন।[১৮০]

মাওলানা সাইয়িদ রাবে' হাসানি নদভী (জন্ম ১৯২৯)

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার অন্যতম কৃতি সন্তান মাওলানা সাইয়িদ রাবে' হাসানি নদভী একাধারে নদওয়াতুল উলামার নাযেম (রেক্টর), মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ড, দীনি তা'লীমী কাউন্সিল উত্তর প্রদেশ, রাবেতা আল ইসলামীর (উপমহাদেশ ও প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ শাখা) সভাপতি, ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী ইন্ডিয়া এবং অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষক। তিনি ২৯ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রায়বেরেলীর দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলাঁয় জন্ম গ্রহণ করেন।[১৮১]

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামায় তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আদব (সাহিত্য) ইত্যাদি বিষয়ে যথারীতি শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র)-এর সান্নিধ্য ও তাঁর কাছ থেকে

---

১৮০. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৫০; আল-মা'হাদুল আ'লী ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

১৮১. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২৩; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (র)-এর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে রূহানী (আত্মিক) সম্পর্ক স্থাপন করেন।[১৮২]

শিক্ষাসমাপ্তির পর দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামায় আরবী সাহিত্যের শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। আল্লামা নদভীর ইন্তেকালের পর ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি তাঁকে নদওয়াতুল উলামার নাযেম (রেক্টর) মনোনীত করা হয়। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বে এ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর দায়িত্ব পালন কালে অন্যান্য শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিভাগের পাশাপাশি 'মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলামী', এর তত্ত্বাবধানে নদওয়ায় সাংবাদিকতা বিভাগ খোলা হয়। আল্লাহ তাঁকে একই সঙ্গে চমৎকার বাচনভঙ্গি, বাগ্মিতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পাশাপাশি লেখনী শক্তিও দান করেছেন। তাঁর মূল বিষয় আরবী সাহিত্য হলেও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ভালো দখল আছে।[১৮৩] ইসলামী আইন (ফিক্‌হ) শাস্ত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাবলির সুন্দর সমাধান ও আধুনিক শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সামষ্টিক গবেষণার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার পক্ষে অভিমত পোষণ করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে এ লেখকের নদওয়াতুল ওলামা সফরকালে তিনি তাঁর অতিথি হিসেবে 'বিশেষ মেহমান খানায়' গবেষকের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় ৪/৫দিন তাঁর সাথেই এ লেখক সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়াও গবেষকের গবেষণাকর্মের সহযোগিতা এবং গবেষকের পিতা আল্লামা ফজলুল্লাহ (র)-এর রচনাবলি নিয়ে আলাপের সুযোগ হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী সদরের উপকণ্ঠে জাগিরাঘোনা মহল্লার এক দীনদার পরিবারে মাওলানা সুলতান যওক নদভীর জন্ম। তাঁর পিতা আলহাজ্ব আবুল খায়ের পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রতি বিশেষ অনুরাগের সুবাদে তিনি সূফী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুলতান যওক নদভীর নানা মাওলানা মকবুল আহমদ ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর খলিফা হযরত মাওলানা যাফর আহমদ

---

১৮২. নদভী মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২৪; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

১৮৩. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২৮; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হায়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

ওসমানীর খলিফা। ধর্মীয় পরিবেশ ও আবহে বেড়ে উঠার কারণে স্বাভাবিকভাবে বাল্যকাল থেকেই ভদ্রতা, জ্ঞানপিপাসা, বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল-আখলাকের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় তাঁর কৈশোর।

নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাওলানা সুলতান যওক নদভীর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। তারপর মহেশখালীর প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসায়ে ইসলামীয়া গোরকঘাটায় ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত করেন। তারপর ইমদাদিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসার শিক্ষক হযরত মাওলানা ফজল আহমদের কাছে আলাদাভাবে পড়েন এবং ১৩৬৯ হিজরীতে ঝাপুয়া আশরাফুল উলূমে অধ্যয়নকালে বিখ্যাত বুযুর্গ আলিম হযরত মুফতি আযিযুল হক এক সফরে সেখানে গেলে তাঁর সম্ভাবনাময় সুপ্ত প্রতিভা আঁচ করে তিনি তাঁকে আল-জামিয়া আল-ইসলামীয়া পটিয়া যাওয়ার পরামর্শ দেন। ১৩৭২ হিজরীতে তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামীয়া পটিয়ায় ভর্তি হন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা সুলতান যওক নদভী প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীকালে ১৪০৪ হিজরীতে তিনি নদওয়াতুল উলামা হতে সম্মানসূচক 'আলমিয়ত'[১৮৪] ডিগ্রি লাভ করেন।

দেশ-বিদেশে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের শিষ্যত্ব এবং সান্নিধ্য লাভ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন হযরত মাওলানা আহমদ (প্রকাশ ইমাম সাহেব) মোহরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম, হযরত মাওলানা আলহাজ্ব ইউনুছ, সাবেক পরিচালক আল-জামিয়া, আল-ইসলামীয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম, হযরত মাওলানা আমীর হোসাইন, সাবেক মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া, আল-ইসলামীয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম, হযরত মাওলানা মুফতি ইবরাহিম, হযরত মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী, হযরত মাওলানা ইসহাক হালী, কক্সবাজার (প্রকাশ-সদর সাহেব)। দেশের বাইরে আল্লামা সাইয়িদ ইউসুফ বিন্নুরী (১৯৫৮ হিজরী), পাকিস্তান, আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তী (১৩৯০ হিজরী), পাকিস্তান, আল্লামা যাকারিয়া কান্দলভী (১৯৭৭ খৃ.), আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (১৪০১ হিজরী), আল্লামা মনযুর নু'মানী (১৪০১ হিজরী) দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (১৯৭৮ খৃ.), সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৩ হিজরী), হযরত মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দ শহরী (মুহাজিরে মদিনা) প্রমুখ।

---

১৮৪. 'আলমিয়ত' হাদীস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম।

কর্মজীবন: ১৯৫৯ সালে শিক্ষা সমাপনের পর চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানাধীন বশরত নগরে মাদরাসা রশিদিয়া, কিশোরগঞ্জে জামিয়া ইমদাদিয়া, ১৩৮০ হিজরী সালে মাদরাসা আরবীয়া হুসাইনিয়া বোয়ালিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ১৩৮১ হিজরীতে আল-জামিয়া আল-ইসলামীয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ শিক্ষকতা করেন।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে একটি যুগোপযোগী আদর্শ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মানসে সমমনা কতিপয় আলিমকে সঙ্গে নিয়ে 'মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজনীয় নতুন ও উপাদেয় পুরাতনের সমন্বয়' নীতিকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম শহরের চাঁদগাঁও হাজিরপুলে জামিআ' দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

রচনাবলি

বহু ভাষাবিদ, সুসাহিত্যিক মাওলানা সুলতান যওক নদভীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল:

الطريق إلى الإنشاء (আরবী রচনাশৈলী), আল্লামা নদভীর লিখিত قصص النبيين এর টীকা-টিপ্পনী সংযোজন, শিশুদের আরবী ভাষা শিক্ষা সিরিজ (১-৪ খণ্ড)।

القراءة العربية আল ক্বিরাআতুল আ'রাবিয়্যা (২ খণ্ড)।

رحلة إلى أرض الجهاد রিহলাহ ইলা আরদিল জিহাদ (মুফতি আযিযুল হকের জীবনী)।

شذرات من النصوص الأدبية শাজারাতুম মিনাননুসূসিল আদাবিয়্যা (২ খণ্ড)।

لحن الفؤاد লাহ্নুল ফুয়াদ (আরবী, উর্দু ও ফার্সি কবিতা সংকলন)।

كلمات مختارة কালিমাতুম মুখতারাহ (স্বরচিত বিভিন্ন আরবী প্রবন্ধ সংকলন) প্রভৃতি।

মাওলানা সুলতান যওক নদভী যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন

১। প্রতিষ্ঠাতা ও মুহাদ্দিস- জামিআ' দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামীয়া, চট্টগ্রাম
২। স্থায়ী বোর্ডের সদস্য ও ব্যুরো চীফ বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা
৩। সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি অ্যাফিয়ারের দা'ঈ
৪। আন্তর্জাতিক মুসলিম ওলামা সংস্থার সদস্য (মিসর)
৫। সভাপতি, আনজুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস, বাংলাদেশ।

আবু রেজা মুহাম্মদ নিযামুদ্দিন নদভী: গবেষকের অগ্রজ, পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (র) (১৮৯৮-১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) দেশের শীর্ষস্থানীয়

ওলামায়ে কিরামের একজন। মুফতি, মুহাদ্দিস ও স্বভাবকবি। তিনি কলিকাতা আকড়া আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস এবং চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা সাবেক নাযিম-ই-আ'লা (রেক্টর)। ড. আবু রেজা নদভী দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় ৮ বছর পড়াশোনা করেন। তিনি আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা সাইয়িদ রাবে' হাসানি নদভী ও ওয়াজিহ রশীদ নদভীর সরাসরি শিষ্য। তিনি সমাজকল্যাণ ও ইসলামী গবেষণামূলক বৃহত্তর সংগঠন 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন'-এর চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর বিদেশ বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর। তিনি একাধারে বিজ্ঞ আলিম, বিদগ্ধ আরবী সাহিত্যিক, আরবী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর রচিত *আল কাওয়াঈদুল ফিকহিয়্যা* গ্রন্থটি কুয়েত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তিনি দেশ-বিদেশে সুপ্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সারা দেশে তাঁর ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মতৎপরতার কারণে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। আবু রেজা মুহাম্মদ নিযামুদ্দিন নদভী সম্প্রতি ভারতের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

মাওলানা মুজিবুল্লাহ নদভী (জন্ম ১৯১৮)

মাওলানা মুজিবুল্লাহ নদভী ভারতের গাজীপুর জেলার কাসমীর খোরদ নামক এক গ্রামে ৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন দীনদার পুলিশ অফিসার ছিলেন। পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা মাদরাসা-স্কুল, অতঃপর স্কুল, আবার মাদরাসায় এভাবে পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে হাফেজ আবদুল আযিযের কাছে হিফযে-কুরআন সমাপ্ত করেন। ভারতের বেনারসে অবস্থিত মাদরাসা মাজহারুল ইসলামে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। নদওয়াতুল ওলামা অধ্যয়নের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ চলে যান। এ বছর শাওয়ালের ৫ তারিখ তিনি নদওয়ায় ভর্তি হন। ১৯৪৫ সালে ফযিলত স্তর (শিক্ষা সমাপনী) এর সম্পন্ন করে সনদ অর্জন করেন। পড়াশোনার সময়কালে তিনি নিজের পাঠক্রম অধ্যয়নের পাশাপাশি লেখালেখিতেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হন। মুতার যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর একটি লেখা আল্লামা নদভী পড়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং *বুরহান* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন।[১৮৫]

---

১৮৫. দীনি মাদারিস আওর উনকী যিম্মাদারিয়াঁ, পৃ. ৭০।

৭ মার্চ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আযমগড় শহরে 'ইদারায়ে জামিয়াতুর রাশাদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে এমএ (আলিয়া স্তর) পর্যন্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশপাশি মহিলা শাখা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলও চালু রয়েছে। শুরু থেকেই লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছাত্রজীবনেই তার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। শিক্ষাসমাপ্তির পর তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশত ছাড়িয়ে যায়। লেখার প্রধান বিষয় ছিল ইসলামী আইন বা ফিক্‌হ শাস্ত্র। এছাড়াও 'মাআরিফ'সহ বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ে তাঁর বিপুল রচনা পাওয়া যায়।[১৮৬]

১.১০ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর ভারতের আলিগড় নামক স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। ধাপে ধাপে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর তথায় কলা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও ধর্মতত্ত্ব অনুষদ খোলা হয় এবং একটি করে আইয়ুর্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও কৃষি কলেজকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।[১৮৭] নিম্নে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, আবাসিক অবস্থা ও এ দেশীয় মুসলমান সমাজে এর ভূমিকা আলোচনা করা গেল।

পাঠ্যসূচি

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নৈতিক ও বৈষয়িক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত। এ সিলেবাসের প্রথম প্রণেতা হলেন স্যার সাইয়িদ আহমদ খাঁ।[১৮৮] পরে সাইয়িদ মাহবুব খাঁ[১৮৯] এটি সংস্কার করেন। এভাবে প্রয়োজনানুযায়ী উক্ত পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়।

প্রথম সিলেবাসটি প্রণীত হয় ১৩ হতে ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে। এক বছর মেয়াদী কোর্সে ধর্ম, সাহিত্য, অঙ্ক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি অথবা উর্দূ। ধর্ম বিষয়ে মহানবী (সা)-এর জীবন ও হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ এবং সাধারণ নীতি, সাহিত্যে ভাষা, বাক্য গঠন, কম্পোজিশন, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও অঙ্কে

---

১৮৬. নদভী, মুনাওয়ার সুলতান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১৩; আল-মা'হাদুল ইসলামী, হা য়দারাবাদ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

১৮৭. ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৩৩৩।

১৮৮. স্যার সাইয়িদ আহমদ খাঁ (জন্ম; ১৮১৭ মৃত্যু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নওয়াব আবদুল লতীফের সমসাময়িক মুসলিম চিন্তানায়ক। তাঁর চিন্তাধারার বাস্তবরূপ ছিল উত্তর ভারতের আলিগড় নামক স্থানে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল, যা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয়।

১৮৯.

প্রাথমিক অঙ্ক, এলজেব্রা, জ্যামিতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে রসায়ন ও কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত।[১৯০]

উপরিউক্ত স্তর (সাধারণ) সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি হলে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে এবং ফার্সী হলে সাহিত্যে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেতেন। এ স্তরে শিক্ষার্থী উর্দূ মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করলে উচ্চতর স্তরের পরবর্তী তিন বছর তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়তে হত। যে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি লাভে আগ্রহী হতেন তাঁকে প্রকৌশল, শরীরতত্ত্ব, জীব শরীরবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন ও খনিজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় হতে কোনো একটি বেছে নিতে হত।[১৯১]

মুসলমানদের আধুনিক চিন্তা-চেতনা, জাতীয় মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সক্রিয় অংশগ্রহণে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভারতবর্ষের বৃহৎ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট মুসলিম দিকপাল ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ উত্তর ভারতের আলিগড় নামক স্থানে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল হাইস্কুল নামে এটা প্রতিষ্ঠা করেন; ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তা সাধারণ সমাজে আলিগড় কলেজ হিসেবে উন্নীত হয়।[১৯২] স্যার সৈয়দ আহমদ খান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সচেতন স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টির আয়নায় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও ক্ষমতার সূর্য অস্তমিত হবার দৃশ্য অবলোকন করলেন। মুসলমানদের এ করুণ অবস্থাদৃষ্টে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং নিজের চিন্তাধারার আলোকে এ পরিস্থিতির পরিবর্তনের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার রূপায়ণ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এই ইসলামী বিদ্যাপীঠ; যা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলিম ইউনিভার্সিটি তার লক্ষ্য অর্জনে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করে।[১৯৩]

মওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী ও পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি, পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান প্রমুখ এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন।

---

১৯০. ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৩৩৪।

১৯১. ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

১৯২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮৮।

১৯৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮৯।

১.১১ জামিআ' মিল্লিয়া দিল্লী

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির কতিপয় কৃতী ছাত্র খিলাফত আন্দোলনের সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক হয়ে যান। তাঁরা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন;[১৯৪] ১৯২৫ সালে দিল্লীর আওখোলায় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. এম. যাকির হোসাইনকে[১৯৫] উপাচার্য নিয়োগ করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়।[১৯৬] এর নামকরণ করা হয় 'জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়া।' এ প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান[১৯৭] দেওবন্দী (র)। পরে এটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার (র)। তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন হাকীম আজমল খাঁ[১৯৮] মরহুম এবং ডা. মুখতার আহমদ আনসারী। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলীর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা অনন্য ও ভাস্বর হয়ে আছে। প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ ডা. যাকির হোসাইন খানের নেতৃত্বে এবং তাঁর বিজ্ঞ নির্দেশনায় এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিকূল ও বৈরী চিন্তার ভয়াবহ ঝড় এবং জটিলতর সঙ্কট মুকাবিলা করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, শিক্ষা ও সাহিত্যের পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।[১৯৯]

পাঠ্যসূচি

জামিআ' মিল্লিয়ার শিক্ষা কাঠামো আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়া। এ পাঠক্রম প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় এ তিন স্তরে বিন্যস্ত। প্রতিটি স্তরের জন্য স্বতন্ত্র সিলেবাসও প্রণীত হয়। এ পাঠ্যসূচির সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নরূপ :

প্রাথমিক স্তর: মেয়াদকাল পাঁচ বছর। বয়সসীমা আট হতে বারো বছর।

সিলেবাস

মাতৃভাষায় অনূদিত সম্পূর্ণ কুরআন, তাহারাত, নামাযের প্রাথমিক পাঠ, অঙ্ক, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, মাতৃভাষায় রচনা শিক্ষা,

---

১৯৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, হিন্দুস্তানী মুসলমান: এক তারিখী জায়িযাহ, পৃ:১৪৫।

১৯৫. ড. এম যাকির হোসাইন, ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি (সাবেক)।

১৯৬. ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক, মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৩৩৮।

১৯৭. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম শিক্ষক, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, সমকালীন জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনীতিজ্ঞ ও বিপ্লবী পুরুষ। 'শাইখুল হিন্দ' তাঁর উপাধি।

১৯৮. হাকীম আজমল খাঁ, উপহাদেশের হার্বাল চিকিৎসার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হামদর্দ (ওয়াকফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী।

১৯৯. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৯০।

ব্যাকরণ ব্যতীত আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান, কুরআনের মূল পাঠের নিচে দেওয়া অনুবাদ দেখে এর অর্থ অনুধাবনোপযোগী আরবী জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবাহারিক ধর্ম, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেয়ার বিধানও রাখা হয়।

মাধ্যমিক স্তর

স্থিতিকাল পাঁচ বছর, বয়সসীমা তেরো হতে সতেরো বছর।

শিক্ষার মান উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের।

সিলেবাস : আবশ্যিক ধর্মতত্ত্ব, আরবী সাহিত্য, ভাষা শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যা।

মানবিক গ্রুপে এশিয়া অথবা ইউরোপীয় ভাষা, ভারত ও ইসলামের ইতিহাস, বিশ্বভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয় হতে প্রথম তিন বছর যেকোনো তিনটি এবং শেষ দু'বছর যেকোনো দু'টিকে আবশ্যিক বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও অঙ্ক হতে প্রথম তিন বছর যেকোনো তিনটি এবং শেষ দু' বছর যেকোনো দু'টি আবশ্যিক বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তর

শিক্ষার মেয়াদ তিন বছর। বয়সসীমা আঠারো হতে বিশ বছর।

পাঠ্য বিষয়

আবশ্যিক তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাস।

নৈর্বাচনিক ইসলামী শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, আইন, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র। নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ হতে যেকোনো একটি অবশ্য পাঠ্য।

জামিআ' মিল্লিয়ার বৈশিষ্ট্য

জামিআ'র এমন কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা স্বয়ং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও নেই।

১। শিক্ষকগণের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা : বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করা সত্ত্বেও বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ নামেমাত্র বেতনে জামিয়ার শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উচ্চপদ ও অধিক বেতনের লোভ ত্যাগ করে তাঁরা অসীম ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁদের ত্যাগী মনোভাব পরবর্তী সময়ে অনেককে অনুপ্রাণিত করে।

২। ছাত্র-শিক্ষকদের আড়ম্বরহীন জীবন যাপনের প্রবণতা।

৩। ব্যবহারিক শিক্ষায় কারিগরি ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকাতে কালক্রমে এ প্রতিষ্ঠান হতে উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

৪। উর্দূ একাডেমী ও প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে উর্দূ একাডেমী সাহিত্য চর্চার চারণভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এ একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুসাহিত্য, জীবনচরিত, শিক্ষামূলক রচনা ও গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি ও শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত লেখকের বহু মূল্যবান গ্রন্থ এ বিভাগ হতে উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১.১২ জামিআ'তুল উসমানিয়া হায়দারাবাদ

জামিআ' উসমানিয়া হায়দারাবাদের সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, উর্দূকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ এ প্রতিষ্ঠানে করা হয়, যেটি ভারতের জ্ঞান চর্চার ভাষা। আধুনিক জ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাসের বিশাল ভাণ্ডার অন্যান্য ভাষা থেকে উর্দূতে অনূদিত হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন শাস্ত্রগত পরিভাষার উর্দূ রূপান্তর এবং প্রণয়নের কাজ আঞ্জাম দেয়ার মহান কর্তব্য পালন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ভারতের কতিপয় দক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ শাস্ত্রবিশারদ এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার কাজ আঞ্জাম দেন।[২০০]

তাঁরা হলেন মাওলানা সাইয়িদ মানাযির আহসান গিলানী (র), চেয়ারম্যান– দীনিয়াত বিভাগ, মাওলানা আবদুল বা'রী নদভী, শিক্ষক– দীনিয়াত ও আধুনিক দর্শন, প্রফেসর ইলিয়াস বারণী, শিক্ষক– সমাজবিজ্ঞান, ডা. খলিফা আবদুল হালীম, অধ্যাপক– আধুনিক শাস্ত্র, ড. মীর ওয়ালিউল্লাহ (দর্শন), ড. হামীদুল্লাহ (রাষ্ট্রনীতি), হারুন খান শিরওয়ানী, ড. রকীবুদ্দিন সিদ্দিকী (হিসাববিজ্ঞান), ড. মুহিউদ্দীন কাদেরী জূর (উর্দূ) ড. সাইয়িদ আবদুল লতীফ (ইংরেজি) প্রমুখ।[২০১]

১.১৩ দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ

ভারতবর্ষের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ–এর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠান ধর্ম,

---

২০০. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ, পৃ. ১৪৫।

২০১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৬।

ইতিহাস ও শিক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু অমূল্য গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থাগারের অতল গহবর থেকে বের করে এনে প্রকাশনা ও পরিবেশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের শীর্ষস্থানীয় পুরোধা ব্যক্তিত্ব সাইয়িদ হুসাইন বিলগ্রামী, মোল্লা আবদুল কাইয়ুম ফদীলত জঙ্গ, মাওলানা আনওয়ার খান, হায়দারাবাদের সাবেক প্রধান ওস্তাদ মীর উসমান আলির প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। '*দায়িরাতুল মা'আরিফ*' হাদীস বর্ণনাকারীদের ইতিবৃত্ত, ইতিহাস, হিসাববিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের এমন দেড় শতাধিক কিতাব পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে, যা ইতোপূর্বে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। 'দায়িরা'-র এই কার্যক্রম শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সর্বোপরি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য এটি ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ।[২০২]

১.১৪ দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়

মাওলানা শিবলী নু'মানী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আযমগড়ে এক মানসম্মত শিক্ষা ও প্রকাশনা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যা '*দারুল মুসান্নিফীন*' নামে নামকরণ করা হয়। এর জন্য তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত বাগান ও বাংলো ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁর উপর ২৫ বছরের অধিককাল পর্যন্ত মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর (র) যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ পরিচালনায় ধন্য ও সমৃদ্ধ হয় এ একাডেমী। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ লেখক ও গবেষকগণ মাযহাব, ইতিহাস ও সাহিত্যের নানা বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন উর্দু ভাষায় প্রথম শ্রেণির গ্রন্থ। এখানে লিখিত কিছু কিছু গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় রচিত অনেক গ্রন্থ থেকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ, যেগুলো ব্যতীত কোনো গ্রন্থাগার পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। বিখ্যাত শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী *আল মাআরিফ*ও দারুল মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশিত হয়, যার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা সুলাইমান নদভী (র)। তাঁর পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা শাহ্ মুঈনুদ্দিন আহমদ নদভী, মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়ায়ী এবং মাওলানা সাইয়িদ সাবাহুদ্দিন আবদুর রহমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২০৩]

---

২০২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫০-১৫১।
২০৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৬-১৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর জীবনকথা

২.১ আল্লামা নদভী (র)-এর বংশপরিচিতি

আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর পিতা মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি এবং পিতামহ মাওলানা সাইয়িদ ফখরুদ্দিন খেয়ালী। তাঁর মায়ের নাম সাইয়িদা খায়রুন্ নিসা। তাঁর তাখাল্লুস বা কাব্যিক নাম ছিল 'বেহতর'[১] এবং নানা ছিলেন সাইয়িদ শাহ্ জিয়াউন্ নবী। তিনি সাইয়িদ শাহ্ আলামুল্লাহর[২] (ALAMULLAH) সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ।

সাইয়িদ আবদুল হাই-এর পিতা সাইয়িদ ফখরুদ্দিন খেয়ালী (র)-এর পরিবার ও সাইয়িদ শাহ্ জিয়াউন্ নবী (র)-এর পরিবার একই সাইয়িদ বংশের দু'টি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩] এ কারণে পিতা-মাতা উভয় সূত্রেই আল্লামা নদভী (র) মহানবী (সা)-এর অধঃস্তন পুরুষ।[৪]

আল্লামা নদভী দাবি করেন, ''তাঁর বংশের পূর্বসূরিগণ নিজেদের বংশের ধারাবাহিকতা, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন।'' তাঁরা সব সময় সাইয়িদগণের সাথে অথবা কোনো ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতেন এবং একে সাইয়িদগণের আভিজাত্যের প্রতীক মনে করতেন।[৫] ভারতবর্ষে সাইয়িদুনা হযরত হুসাইনের (রা) বংশধরগণ অধিক হারে বিস্তৃত। কিন্তু আল্লামা নদভী ব্যতিক্রম। তাঁর পিতৃপরম্পরা মহানবীর (সা) প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসান পর্যন্ত ব্যাপৃত। হাসান (রা)-এর পৌত্র আবদুল্লাহ্ আল মাহায,

---

১. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী, (র) সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, ১৪২২ হিজরী, পৃ. ৫৮, ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ; আউলিয়াদের জীবন; শতাব্দীর এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, *দৈনিক ইনকিলাব* ৩০ আগস্ট ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ০৯।

২. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৩. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৪. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৫. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

তাঁর পৌত্র আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মদ যুন্ নাফসুয যাকিয়্যা শহীদ, তিনি আবদুল্লাহ্ আল আশতার[৬] হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন। আল্লামা নদভীর (র) পূর্বপুরুষদের মধ্যে আহলে বাইতের[৭] তিনিই প্রথম ভারত[৮] আগমনকারী ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষে

---

৬. আল্লামা নদভীর শ্রদ্ধেয় পিতা হাকিম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি তাঁর অনন্যসাধারণ রচনা *নুযহাতুল খাওয়াতির*-এর বর্তমান নাম الأعلام بمن في الهند من اللإعلام প্রথম খণ্ডে তাঁদের বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ্ আল-আশতার'কে ''جدنا الكبير'' বলে স্মরণ করেছেন। আখতার সফীর, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৩।

৭. أهل البيت' বাক্যটি পবিত্র কুরআনে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে (১) ৭৩ : ১১ رحمة الله وبركاته، عليكم أهل البيت আহলুল বাইত দ্বারা হযরত ইবরাহিম (আ)-এর পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। (২) ৩৩:৩৩ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهر كم تطهيرا এ আয়াতে 'আহলুল বাইত' দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারকে বোঝানো হয়েছে, যাতে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণ অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বানু মুত্তালিব ও বানু হাশিমকে 'আহলুল বাইত'-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। যদিও শী'আগণ আহলুল বাইত দ্বারা সীমিত অর্থে রাসূলুল্লাহর পরিবারকে বুঝে থাকেন। ইবনু আবি হাতেম এবং আসাকির, ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীসের বরাতে ইব্ন মরদাওয়ায়হ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর হতে বর্ণিত একটি হাদীসের বরাতে ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের ৩৩ : ৩৩ আয়াতে 'আযওয়াজে মুতাহহারাত' বা পূত: চরিত্র সহধর্মিণীগণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে (ফাতহুল ক্বাদীর, খণ্ড ২৭, মিসর ১৩৫০ হিজরী)। কিন্তু অন্যরা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত আহলুল বাইত দ্বারা হযরত আলি, হযরত ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইনকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে করেন। তিরমিযী, ইবন জারীর, ইবনুল মুনযির হাকিম ইবন মরদাওয়ায়হ্ এবং বায়হাকী উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণনা করেন; ''এ আয়াতটি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছে।'' এ সময় উক্ত চারজনই আমার গৃহে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সা) এ সময় চার জনকেই কম্বলে জড়িয়ে বললেন, ''তারা আমার আহলুল বাইত।''ইমাম কুরতুবী ও হাফিজ ইবন কাছীর বর্ণনা করেন যে, 'আযওয়াজে মুতাহহারাত'-এর সাথে উক্ত চারজনও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। বুখারীতে আনাস (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়েশার গৃহে গমন করেন, অতঃপর বলেন, ''السلام عليكم ورحمة الله وبركاته'' জবাবে আয়েশা (রা) বলেন– ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সহীহ বুখারী 'কিতাবুত্ তাফসীর' আয়াত (৩৩: ৫৩) : ''لاتدخلوا بيت النبي'' –দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূলের সহধর্মিণীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম রাগিবের বর্ণনা মতে, 'آل النبي' দ্বারা রাসূলুল্লাহর নিকট আত্মীয়দের বুঝিয়ে থাকেন (অর্থাৎ আ'ল শব্দের অর্থ 'আহ্ল'। কারো মতে, আ'লুন্ নবী দ্বারা উলামাদের বোঝানো হয়েছে)। শী'আগণ 'আহলে বাইত' দ্বারা 'آل الكساء' (চাদর ওয়ালা) অর্থ মনে করেন। হিজরী ১০ সালে একদিন নাজরানের একটি প্রতিনিধি দল মদিনা আগমন করলে রাসূল (সা) ঘর হতে বেরুবার পূর্বে হযরত আলি, ফাতিমা ও হাসান, হুসাইনের নিকট আগমন করেন। রাসূল (সা) তাঁদের সকলকে গায়ে থাকা চাদরে জড়িয়ে কুরআনের এ আয়াতটি আবৃত্তি করেন–''হে আহলে বাইত! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আবিলতা থেকে পবিত্র করতে চান।'' এ কারণেই 'আহলুল বাইত' উপাধিটি উক্ত চারজনকে দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পা); ইফাবা ঢাকা ৩: ২৭৮–'৭৯ অনু. আহলুল বাইত।

৮. ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সোজা পশ্চিমে ২০° উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮০° মূল দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ হতে স্বাধীনতা লাভ করে। ২২টি প্রদেশে বিভক্ত। উত্তর প্রদেশ এর একটি। দেশটিতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। ইকবাল আলি, সৈয়দ মো. জহুরুল হক মোঃ, খায়রুল হক এনাম : (সম্পা) গ্রোফোসম্যানের ভূচিত্রাবলী, ১৯৯১, পৃ. ২২-২৩

'হাসানি' সাইয়িদ বংশের যোগসূত্র রচনাকারী প্রথম ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম আমীর কবির সাইয়িদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মাদানী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মদ যুন্ নাফসুয যাকিয়্যাহর দ্বাদশ অধঃস্তন পুরুষ। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয় কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা) ও চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইব্ন আবী তালিবের জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসান (রা)–এর ৩৯ তম অধঃস্তন হচ্ছেন মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি (র)। এ সূত্রে তাঁর রক্ত-সম্পর্ক সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ব্যাপৃত। এ কারণে ভারতবর্ষে কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মাদানীর মাধ্যমে বিস্তৃত এ সাইয়িদ বংশের লোকেরা নিজেদের নামের সাথে কেউ 'কুতবী' কেউ 'হাসানি' অথবা 'মাদানী' বা সাইয়িদ[৯] লিখে থাকেন। ইমাম হাসানের (রা) পুত্র হাসান মুসান্না (রা) স্বীয় পিতৃব্য শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন ইবন আলী (রা) কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা সুগরাকে বিয়ে করেছিলেন। এ সূত্রে এ বংশের লোকদের হুসাইনি[১০]ও বলা হয়।

উক্ত হাকিম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি চার সন্তানের জনক ছিলেন। মুফাক্কির ইসলাম আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী হাসানি নদভী ছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ[১১] সন্তান। তিনি আলোচ্য অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর মূল নাম 'আবুল হাসান আলী' কুনিয়াত (ডাকনাম) আলী। উপাধি 'নদভী।'[১২] আরববিশ্বে তিনি 'শাইখ আবুল হাসান' বা 'শাইখ নদভী' নামে প্রসিদ্ধ। ভারতে তিনি মাওলানা আলী মিয়াঁ বা আলী মিঁয়া নামে পরিচিত।[১৩] পবিত্র মক্কা-মদিনার জ্ঞানী-গুণী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ তাঁকে বারাকাতুল আসর[১৪] (যুগের বারাকাত) উপাধিতে ভূষিত করেন। আল্লামা নদভী নিজেই তাঁর খান্দানের একজন বুযুর্গ সাইয়িদ আবদুল্লাহ্ তহশীলদারের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর ঐতিহাসিক নাম 'জহুরুল হায়দার' সাইয়িদ আমের হাসানি টুংকী বলেন, 'জহুরুল হায়দার'-এর গাণিতিক সংখ্যা

---

৯. আনসারী মুহাম্মদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১১. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
১২. দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র সনদধারীগণ 'নদভী' হিসেবে অভিষিক্ত হন।
১৩. ভারতে 'সাইয়িদ'গণের নামের শেষে 'মিয়াঁ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা 'সাইয়িদ' এর পরিচায়ক। আরবদেশে উপনাম সম্মান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) : হায়াত ও আফকার কা ছন্দ পাহলো (সাইয়িদ রিদওয়ান আলি নদভীর প্রবন্ধ),ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী বায়নাল আক্বওয়ামী ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ২০০২,পৃ.৭১।
১৪. আখতার সফীর, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭১। 'বারাকাতুল আসর' অর্থ যুগের আশীর্বাদ বা সময়ের বরপুত্র।

হল ১৩৩৩ যা আল্লামা নদভীর জন্ম (হিজরী) সাল।[১৫] গবেষক তার অভিসন্দর্ভে মাওলানা মুহাম্মদ মুআ'যযম ইবন কাজী আহমদ ইবন কাজী মাহমুদ

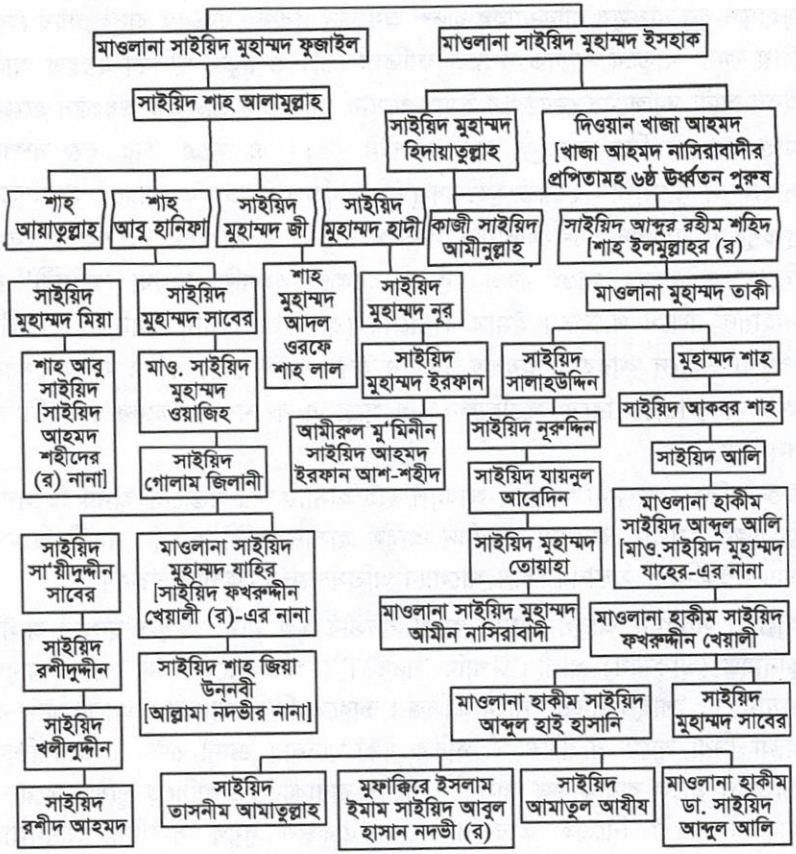

১৫. ১৩৩৩ আল্লামা নদভীর হিজরী জন্ম সন। এ নামটি তিনি তাঁর বংশের বুজুর্গ সাইয়িদ আবদুল্লাহ তহশীলদারের মুখ থেকে শুনেছেন বলে দাবি করেন। সাইয়িদ আবদুল্লাহ ছিলেন খাজা সাইয়িদ আহমদ নাসিরাবাদীর অধস্তন। তিনি একজন উঁচুমাপের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি সাইয়িদ আহমদ শহীদের (র) খলিফা এবং শাহ্ জিয়াউন্ নবী ও সাইয়িদ ফখরুদ্দিন খেয়ালীর (র) পীর ও মুর্শিদ। ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং মানবজাতির সংস্কার সাধনে রয়েছে তাঁর বিরাট অবদান। তিনি ১২৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; *কারওয়ানে যিন্দেগী*, মাকতাবায়ে ইসলাম ৩৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ১ম, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫।
আনসারী মুহাম্মদ হাসান, মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) হায়াত আউর কারনামে; মাকতাবায়ে জামিআ'তুল মু'মিনাত, দুবাগা, হারদুঈ রোড, লক্ষ্ণৌ, (তা.বি) পৃ. ২৩।
সালমান মাওলানা মুহাম্মদ আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র), জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মে ২০০২ পৃ. ৫১।
সাইয়িদ আমের হাসানি টুংকী (বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থানরত) 'জহুরুল হায়দার' হিজরী সন ১৩৩৩ কে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিম্নরূপ : যোওয়া : ৯০০, হা = ৫, ওয়াও = ৬, রা = ২০০, হা = ৮, ইয়া = ১০, দাল = ৪ এবং রা = ২০০ = ১৩৩৩।

ইবন কাজী আলাউদ্দীন ইবন আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ আছ-ছানী ইবন সদরুদ্দীন ইবন যয়নুদ্দীন ইবন আহমদ ইবন আলী ইবন কিয়ামুদ্দীন ইবন সদরুদ্দীন ইবন কাজী রুকনুদ্দীন ইবন আমীর নিযামুদ্দীন ইবন শাইখুল ইসলাম আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল মাদানী ইবন রশীদুদ্দীন আহমদ ইবন ইউসুফ ইবন ঈসা ইবন হাসান ইবন আবীল হাসান আলী ইবন আবী জাফর মুহাম্মদ ইবন কাসিম ইবন আবী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন হাসান আল আ'উয়াল আল জাওয়াদ নকীবুল কুফা ইবন মুহাম্মদ আছ- ছানী ইবন আবী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-আশতার ইবন মুহাম্মদ সাহেবুন নাফসিয যাকিয়্যাহ ইবন আব্দুল্লাহ আল মাহায ইবন হাসান মুছান্না ইবন সাইয়িদুনা হাসান সাবুতন নাবীয়্যি (সা)।[১৬]

২.২ আল্লামা নদভী (র)-এর জন্ম ও জন্মস্থান

আল্লামা নদভী (র) ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ[১৭] মুতাবিক ৬ মুহাররম ১৩৩৩ হিজরী জুমাবার প্রত্যুষে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ রায়বেরেলী জেলার কেল্লাবাজার থানাধীন ঐতিহ্যবাহী জনপদ তাকইয়াকেলাঁয় পৈতৃক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সুন্নাত অনুযায়ী সপ্তম দিবসেই তাঁর আকীকা[১৮] দেয়া হয়।

আল্লামা নদভীর জন্মস্থান রায়বেরেলী জেলার বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। 'লক্ষ্ণৌ' এলাহাবাদ রোডে প্রায় ২৪° উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখায়

---

১৬. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি; সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র), সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী। দারে আরাফাত রায়বেরেলী, ভারত, ১৪২২ হিজরী পৃ. ৪৯।

১৭. আল্লামা নদভী (র)-এর খ্রিস্টীয় জন্মতারিখ সম্পর্কে কয়েক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। (ক) বেলাল আবদুল হাই হাসানি নদভী তাঁর জন্মতারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯১৩ নির্দেশ করেছেন। নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত; পৃ. ৮০। (খ) জাফর মাসউদ হাসানি নদভীর বর্ণনামতে, তাঁর জন্ম তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ। *মাসিক বাঙ্গে দারা*; মুফাক্কির ইসলাম নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি সংখ্যা (সম্পা) মে-জুলাই, ২০০০; পৃ. ১১। (গ) মু'য়ীদ আশরাফ নদভীর বর্ণনামতে, ইনি ৫ ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে জুমাবার জন্মগ্রহণ করেন। *পাক্ষিক তা'মীরে হায়াত*, মুফাক্কির ইসলাম বিশেষ সংখ্যা (সম্পা) ১০ জুলাই-২৫ আগস্ট ২০০০; পৃ. ২২৩। (ঘ) সাইয়িদ রিদওয়ান আলি নদভী (র)-এর বর্ণনামতে তিনি ২৫ নভেম্বর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আখতার সফীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭। (ঙ) আল্লামা নিজেই তাঁর জন্ম সাল ৬ মুহাররম ১৩৩৩ হিজরী মুতাবিক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ বর্ণনা করেছেন। তবে খ্রিস্টীয় মাস ও তারিখ উল্লেখ করেন নি। নদভী মাওলানা আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫। (চ) এ ছাড়া নিম্নলিখিত আরো কয়েকটি গ্রন্থে তাঁর জন্ম সাল (তারিখবিহীন) ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। সাইয়িদ আবদুল মাজেদ গুরী; সিলসিলাতুল আ'লামিল উলামা, আবুল হাসান আলিউল হাসানিউ আন্ নাদাভী আল ইমামুল মুফাক্কিরুদ্ দাঈয়াতুল আদীব; দার ইবন কাছীর, দামিশক, বৈরুত, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫-৩৬। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩। (ছ) আল্লামা নদভী (র) এর জন্ম সম্পর্কে খৃস্টীয় সন ও তারিখের বর্ণনায়ই বিভিন্নতা থাকলেও চান্দ্রমাসের তারিখ ও সন সম্পর্কে সকলের বর্ণনায় একই রকম পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে আল্লামা নদভী (র)-এর বর্ণনা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে গবেষক মনে করেন।

১৮. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

অবস্থিত।[১৯] উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ হতে রায়বেরেলীর দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার।[২০] এ জেলার উত্তরে লক্ষ্ণৌ, উত্তর-পূর্বে অযোধ্যা, দক্ষিণে এলাহাবাদ কাড়ামানিকপুর[২১] পূর্বে জৌনপুর ও আযমগড়, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ফতেহাবাদ ও উত্তর-পশ্চিমে কানপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জেলা অবস্থিত।

ভারতের রায়বেরেলী জেলা অনেক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, পীর-মাশায়িখ ও সূফী-সাধক আলিম ও লেখকের জন্ম দিয়েছে। অনেক সিদ্ধপুরুষ স্থান হতে এখানে পদার্পণও করেছেন। তন্মধ্যে কাজী সাইয়িদ মাহমুদ ইবন আলাউদ্দীন (মৃত্যু হিজরী ৮৬৮)[২২] কাজী সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ (মৃত্যু ৮৯৫ হিজরী)[২৩] কাজী সাইয়িদ আহমদ ইবন মাহমুদ (মৃত্যু ৯৩৫ হিজরী)[২৪] সাইয়িদ ফুজাইল ইবন মু'আয্যম (মৃত্যু ১০৩২ হিজরী)[২৫] সাইয়িদ আবু হানিফা ইবন আলামুল্লাহ্ (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরী)[২৬] সাইয়িদ আহমদ ইসহাক (মৃত্যু ১০৮৮)[২৭], কাজী

---

১৯. গ্রোফোসম্যানের ভূচিত্রাবলী, বাংলাদেশ ও পৃথিবী (সম্পা) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৬।

২০. আনসারী মুহাম্মদ হাসান; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২১. Edt. P. Poovendran; The Road of India, 1995, পৃ. ৩৪-৩৫

২২. কাজী সাইয়িদ মাহমুদ ইবনু আলাউদ্দীন আল-হাসানি, আল-হুসাইনি ছিলেন কুতুবুদ্দীন হাসানির (দ্বিতীয়) পৌত্র। তিনি উঁচুস্তরের একজন বুজুর্গ। হিজরী ৭৮৭ সালে নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। নাসিরাবাদ রায়বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটি শহর। রায়বেরেলী শহর হতে এর দূরত্ব ১০ মাইল। হাসানি হাকীম সাইয়িদ মাওলানা আবদুল হাই বেরেলভী (র), নুযহাতুল খাওয়াতির, মাকতাবা দার- আল আরাফাত, দাইরা-ই-শাহ্ আলামুল্লাহ্, রায়বেরেলী, ভারত, খণ্ড ৩, ১৯৯১, পৃ. ১২৪।

২৩. কাজী সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ হাসানি ও হুসাইনি নাসিরাবাদী। তিনি সুলতান আলাউদ্দীন খাজারখানীর শাসনামলে ৮৬৮ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং সুলতান ইস্কান্দর ইবন বাহলুল লোদীর শাসনকালে হিজরী ৮৯৫ সনে ইন্তেকাল করেন। হাসানি হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

২৪. কাজী সাইয়িদ আহমদ ইবন মাহমুদ হাসানি নাসিরাবাদী একজন আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি সাইয়িদ রাজী নামে খ্যাতি লাভ করেন। হিজরী ৮৯৫ সালে নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো এক বিচার অনুষ্ঠানে এক পক্ষের কোনো লোক "শরীআ'তের এরূপ নির্দেশে আমি অসন্তুষ্ট" বললেই তিনি জন্মভূমি ছেড়ে রায়বেরেলী হিজরত করেন। তবে সন্তানগণ নাসিরাবাদেই থেকে যান। তিনি ৯৩৫ হিজরীতে রায়বেরেলীতে ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪ পৃ. ২৫-২৬।

২৫. কাজী সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুজাইল ইবন মু'আয্যম নাসিরাবাদী হাসানি রিয়াজত, মুজাহাদা ও সুন্নাত পালনে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ ও লালিত পালিত হন। তিনি ১০৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৩৩। সালমান মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

২৬. সাইয়িদ মাওলানা আবু হানিফা ইবন শাহ আলামুল্লাহ্ হাসানি (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরী) নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে রায়বেরেলী আবাস গড়েন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ। হাসানি হাকামী মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ২০।

২৭. সাইয়িদ আহমদ ইবন ইসহাক (মৃ. ১০৮৮ হিজরী) নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন তিনি একজন কামিল ইনসান ছিলেন। প্রাগুক্ত; পৃ. ৪২

সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয (মৃত্যু অজ্ঞাত)[২৮] সাইয়িদ আবদুল বাকী ইবন আবী হানিফা (মৃত্যু ১১৫৭ হিজরী),[২৯] সাইয়িদ জিয়া ইবন আয়াতুল্লাহ্ (মৃত্যু ১১৫৭ হিজরী)[৩০] সাইয়িদ নু'মান ইবন নূর (মৃত্যু ১১৯৩ হিজরী)[৩১] সাইয়িদ আবুল লাইছ ইবন আবু সায়ী'দ (মৃত্যু ১২০৮ হিজরী)[৩২] আবুল হাসান ইবন নুরাল হাসান (মৃত্যু ১২৭২ হিজরী)[৩৩] হায়দার হুসাইন ইবন্ আতা ইবন হুসাইন (মৃত্যু ১২৫৭ হিজরী)[৩৪] এবং মহারাজা রতন সিং বেরেলভী (মৃত্যু ১২৬৭ হিজরী) [৩৫] বিশেষভাবে উল্লেখেযোগ্য।

---

২৮. কাজী সাইয়িদ আবদুল আযীয হাসানি নাসিরাবাদী বেরেলভী (মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত) কাজী পীর আলি নামে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় লালিত হন। তিনি একজন বিখ্যাত ফিক্হ বিশারদ ছিলেন। প্রাগুক্ত; খণ্ড ৫; পৃ. ১৪৪-৪৫।

২৯. সাইয়িদ আবদুল বাকী ইবন আবি হানিফা হাসানি বেরেলভী (মৃ. ১১৫৭ হিজরী) ছিলেন সাইয়িদ আহমদ ইবন ইসহাকের ভাগ্নে। তনি ১০৮৮ সালে রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাকওয়াদারী, দৃঢ়চেতা, ধৈর্য, সততা, আল্লাহনির্ভরতার তিনি এক চমৎকার উদাহরণ। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৫, পৃ. ১৪৪-৪৫।

৩০. সাইয়িদ মুহাম্মদ জিয়া (মৃ. ১১৪৬ হিজরী) তিনি সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহ্ হাসানির পৌত্র। অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন আলিমে দীন ছিলেন। রায়বেরেলীতে জন্ম। তিনি স্বীয় পিতা সাইয়িদ আয়াতুল্লাহ্র খিলাফতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাওয়াত, আত্মশুদ্ধি এবং জ্ঞান বিতরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। হাসানি হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই; প্রাগুক্ত; খণ্ড ৬, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

৩১. সাইয়িদ নু'মান ইবন নূর হাসানি (মৃ. ১১৯৩ হিজরী) একজন আলিম, নকশবন্দিয়া সিলসিলাভুক্ত ছিলেন। নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন, পরে লক্ষ্ণৌ চলে যান এবং পরবর্তীকালে রায়বেরেলী ফিরে আসেন। তিনি বায়তুল মাকদিস জেরুসালেমে ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭-৯৮।

৩২. সাইয়িদ আবুল লাইছ আবী সায়ী'দ (মৃ. ১২০৮ হিজরী) রায়বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং লালিত-পালিত হন। তিনি একজন খ্যাতিমান ফিক্হবিদ ছিলেন। নকশবন্দিয়া সিলসিলাভুক্ত ছিলেন। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭, পৃ. ২৩,২৪।

৩৩. শাইখ সাইয়িদ আবুল হাসান ইবন নুরুল হাসান নাসিরাবাদী (মৃ. ১২৭২ হিজরী) প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। সুন্নাতের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। শাইখ মুরাদুল্লাহ্ নকশবন্দির হাতে বায়'আত গ্রহণ করে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। 'كما في مهر جان تاب' প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭, পৃ. ১৫

৩৪. শাইখ হায়দার হুসাইন ইবন আতা হুসাইন হুসাইনি (মৃ. ১২৫৭ হিজরী) ছিলেন শাইখ মাখদুম আদিলুল মালিক জৌনপুরীর বংশধর। তিনি রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাগুক্ত, খণ্ড-৭ পৃ. ১৭০, '৭১।

৩৫. মহারাজা রতন সিং বেরেলভী (মৃ. ১২৬৭ হিজরী)। তিনি বালক রাম বেরেলভীর পুত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি শাস্ত্র, গ্রন্থ রচনা এবং কবিতা চর্চায় তিনি সেরা আলিমদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অনেক রচনার মধ্যে 'حدائق النجو' এবং ফার্সী ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থের ভলিউম অন্যতম। তাঁর শে'র এর মান ছিল উচ্চাঙ্গের। নমুনা নিচে দেয়া হল :

بخدا گرم جاں دم بسل عجبے نیست
آب راست دگر جنجراں عہد شکن را

২ .৩ রায়বেরেলী ও আশপাশের প্রদেশ এবং শহরসমূহ

অনেক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্ম দিয়ে রায়বেরেলী শহর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, কাড়া মানিকপুর, ফতেপুর, জৌনপুর, আযমগড় ও কানপুর অন্যতম। সেগুলো নিম্নরূপ:

লক্ষ্ণৌ[৩৬] ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্রথমে নওয়াবদের শাসনকেন্দ্র, পরে প্রাদেশিক রাজধানীতে উন্নীত হয়। মলীহাবাদ, কাকোর ও আমেথী জেলার প্রধান শহর। বৃটিশ-ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুক্ত প্রদেশ, ১৯৫০ সালে এ শহরগুলোর সমন্বয়ে উত্তর প্রদেশ হিসেবে নামকরণ হয়। লক্ষ্ণৌ এ প্রদেশের রাজধানী। কিংবদন্তী অনুসারে অযোধ্যার রাজা রামের ভাই লক্ষণ কর্তৃক নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক সুরক্ষিত আশ্রয়কেন্দ্র লক্ষণটিলা নামের একটি স্থানীয় পৌরাণিক টিলা হতে লক্ষ্ণৌ ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়। সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকালে এটি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দণ্ডায়মান সোনালি গম্বুজ ও শোভামণ্ডিত মিনারগুলি লক্ষ্ণৌকে এক চমৎকার জাঁকজমকপূর্ণ নগরীতে পরিণত করেছে। এখানে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক পুরুষ ও মহিলা কলেজ, বেসরকারি ও কারিগরি বিদ্যালয়, সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাদেশিক জাদুঘর, ২টি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ড্রাগ ইনস্টিটিউট ও জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত।[৩৭] ভারতের যুগোপযোগী ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র অবস্থান এখানেই। [৩৮] ১৩শ' শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে এখানে মুসলিম সাধকগণ পদার্পণ করে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। বহু সংখ্যক ওলামা ও মনীষী যাঁরা ইসলামের

প্রাগুক্ত; খণ্ড-৭, পৃ. ১৯২-'৯৩

৩৬. লক্ষ্ণৌ শহরটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং জেলা ও বিভাগীয় সদর দফতর নয়াদিল্লী হতে ২৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ২৬°৫২´ উত্তর অক্ষরেখা ও ৮০°৫২ পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত। ভারতের ১১শ ও রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। আয়তন ৯৭৬ বর্গমাইল ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পা) ইফাবা ২৩ শ খণ্ড, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬-৫৭।
C.E. BOSWORTH E. van Danzel,
W.P. Heinrichs and the Late C. H. Pellath (Edited) The Encyclopadia of Islam. Vol. 7, Leiden-New York.
E.J. Brill. 1993, Page : 874-'75.

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. প্রাগুক্ত।

ব্যাপক খিদমত করে অতীত হয়ে গেছেন এ জেলায়'[৩৯] তাঁদের মধ্যে মাওলানা ওহীদুজ্জমান লক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১৩৩৮ হিজরী),[৪০] ফাতাহ মুহাম্মদ (মৃ. ১৩২৮ হিজরী),[৪১] সাইয়িদ আমীর আলী (মৃ. ১৩৩৭),[৪২] তাফাজ্জল হুসাইন (মৃ. ১২১৫),[৪৩] আবদুল হালীম শারার (মৃ. ১৩৪৫),[৪৪] আশরাফ ইবন নিয়ামতুল্লাহ্ (মৃ. ১২৪৪) এবং বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী (মৃ. ১২১৫)[৪৫] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অযোধ্যা : উত্তর প্রদেশস্থ ফৈজাবাদ জেলার ফৈজাবাদ অযোধ্যা মিউনিসিপাল শহরের অংশ। অযোধ্যা "অবধ" বা "আউধ" নামেও পরিচিত। ২৬°৪৮ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮২°১৪ পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত। এ শহরটি লক্ষ্ণৌ গোরখপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর অবস্থিত হিন্দুদের ৭টি পবিত্র নগরীর অন্যতম। রামের জন্মস্থান ও রামমন্দির।[৪৬]

এলাহাবাদ : ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীনতম শহর। এ প্রদেশের হাইকোর্ট এখানে অবস্থিত। এ শহর গঙ্গা ও যমুনার মোহনায় অবস্থিত। শেরশাহ্ সড়ক (গ্রান্ড ট্রাংক রোড) এর মধ্য দিয়ে চলে গেছে। পূর্বে এ শহরকে 'প্রয়াগ' বলা হত। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এটি হিন্দু রাজাদের তত্ত্বাবধানে স্বায়ত্তশাসিত ছিল। দিল্লী সালতানাতের নিকটতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

---

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.

৪০. মাওলানা ওহীদুজ্জমান লক্ষ্ণৌভী একজন প্রখ্যাত মুফাসসির এবং সাহিত্যিক। *তাফসীরে ওহীদী*, *আনওয়ারুল লুগাহ* এবং *নুরুল আবসার* তাঁর অনন্য রচনা। *তা'মীরে হায়াত* (সম্পা) মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা, ১০ জুলাই-২৫ আগস্ট ২০০০, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৩৩৫,৩৩৭,৩৪৬।

৪১. ফাতাহ মুহাম্মদ লক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১৩২৮ হিজরী) ভারতের একজন প্রসিদ্ধ তাফসীরকার। خلاصة التفاسير তাঁর অন্যতম রচনাকীর্তি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

৪২. মাওলানা তাফাজ্জল হুসাইন লক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১২১৫ হিজরী), তিনি গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। 'شرح مخروطات رسائل حبيرو مقابلة' তাঁর উন্নতমানের রচনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

৪৩. আবদুল হালিম শারার লক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১৩৪৫ হিজরী) তিনি ভারতের সেরা ইতিহাসবিদদের একজন। 'تاريخ معذرات تيمورية' তাঁর উচ্চাঙ্গের রচনাকীর্তি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

৪৪.মাওলানা আশরাফ ইবন নি'য়ামতুল্লাহ্ লক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১২৪৪ হিজরী) একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। উলুম আকলিয়া, দর্শন এবং বিজ্ঞানে উঁচুমাপের জ্ঞানী ছিলেন। 'الأصول الراسخة' তাঁর অমর রচনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

৪৫.বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলি লক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১২২৫ হিজরী) একজন বিখ্যাত আলিমে দ্বীন। শিক্ষাদানে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পাঠ্যভুক্ত অনেক গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী এবং ব্যাখ্যা লিখেছেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।

৪৬. ভারতকোষ (সম্পা) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৯১, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭।

সেনাছাউনি কাড়া'তে ছিল যা এলাহাবাদ শহর হতে ৪৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর যখন তাঁর সালতানাতকে নতুনভাবে প্রশাসনিক রূপ দেন তখন এ শহর এলাহাবাদ নামেই প্রদেশের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। এবং কাড়া ও জৌনপুরের তুলনায় এলাহাবাদের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ : এতে রয়েছে সম্রাট আকবর নির্মিত কিল্লা, খসরূবাগ এবং মুঘলযুগের অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি। এ শহর হতে ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দূ ভাষায় বেশ কিছু দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৪৭] আকবর এলাহাবাদী (মৃ. ১৩৪০ হিজরী)[৪৮] আলী কবীর এলাহাবাদী[৪৯] (মৃ. ১২৮৫), আসাদুল্লাহ্ এলাহাবাদী (মৃ. ১১৬৩ হিজরী) এবং সাইয়িদ সিবগাতুল্লাহ্ ইবন রাশেদ[৫০] (মৃ. ১৩৩৬ হিজরী) প্রমুখ এ শহরের কৃতি সন্তান।

মানিকপুর : এ শহর কাড়া বা কাড়া মানিকপুর নামেও পরিচিত। এটি উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটি এলাহাবাদ হতে ৪৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। দিল্লী সালতানাতের নিকটতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনী ছিল কাড়াতেই। আফগানীদের অভ্যুত্থানের ফলে প্রয়াগ ও জাহ্সীর মধ্যবর্তী সামরিক ঘাঁটির (কাড়ার) গুরুত্ব বেশি অনুভূত হলে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর এখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। ফলে, এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সালতানাতকে নতুন প্রশাসনিক রূপ দিলে এলাহাবাদ প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় কাড়ার গুরুত্ব কমে যায়।[৫১] সাইয়িদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আল মাদানী বাগদাদ হতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের[৫২] এ স্থানে এসে বসবাস করেন এবং এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫৩]

---

৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পা), ইফাবা, টীকা, ১৯৮৯, খণ্ড ৬, পৃ. ১৯৬।

৪৮. তা'মীরে হায়াত (পাক্ষিক) মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা, ১০ জুলাই–২৫ আগস্ট ২০০০ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৩৪৮।

৪৯. প্রাগুক্ত, ৩৩৬।

৫০. প্রাগুক্ত, ৩৩৫।

৫১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

৫২. ভারতবর্ষ : এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষ বা ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ ভারতীয় ইউনিয়ন একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। একেই 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া' বলা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (সম্পা); ভারতকোষ, কলিকাতা ১৯৯১, খণ্ড-৫ পৃ. ২১৫।

৫৩. প্রাগুক্ত, ৩৩৫।

ফতেহপুর : রায়বেরেলী শহর হতে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরত্বে এর অবস্থান। আকবরের প্রাচীন রাজধানী, মুসলমানদের তীর্থকেন্দ্র, কিল্লা, প্যালেস মসজিদ এবং সৌধ ইত্যাদির জন্য ফতেহপুর বিখ্যাত।[৫৪] প্রসিদ্ধ ফকীহ ও আলিমে দীন আহমদ হাম্মাদ ইবন জান দওলতুল আনসারী ফতেহপুরী এ শহরের একজন কৃতিপুরুষ ছিলেন।[৫৫]

জৌনপুর : ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি জেলা, থানা ও শহর। এর আয়তন ৩৮৮৭ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৭,২৭২৬৪ প্রায়।[৫৬] জৌনপুর শহরটি জেলার প্রধান শহর। শহরটি গোমতী নদীর তীরে ২৫°৪৫´ উত্তর ৮২°৪১´ পূর্বে অবস্থিত। এর আয়তন ২০৬ বর্গ কিলোমিটার। এটি একটি বড় রেলওয়ে জংশন। দিল্লিতে তুঘলক বংশের রাজত্বকালে এ শহরের পত্তন হয়। ফকির উদ্দিন মুহাম্মদ জুলাখাঁ ওরফে মুহাম্মদ ইবন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে এর নাম দেন জৌনপুর। শা'র্কী বংশের রাজত্বকালে জৌনপুর ইসলামের বিরাট শিল্প ও সাহিত্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুলতান ইবরাহীমের সময় শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান জৌনপুরকে 'ভারত জ্যোতি' বলা হত। বিখ্যাত আটালা মসজিদ, ঝানঝারি মসজিদ, জামি' মসজিদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক মসজিদ এ শহরের ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।[৫৭] এ জেলায় অনেক ইসলামী গবেষক ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন। মা'শুক আলী আলী জৌনপুরী (মৃ. ১২৬৮ হিজরী) গোলাম হোসাইন জৌনপুরী (মৃ. ১২৬৯ হিজরী), গুলশান আলী জৌনপুরী (মৃ. ১২৯১ হিজরী) শাইখ মোল্লা মাহমুদ জৌনপুরী, আবুল ফাতাহ ইবন্ আবদুল হাই জৌনপুরী[৫৮] (জন্ম ৭৭২ খি., মৃ. ১০৬২ হিজরী দিল্লিতে, মৃ. ৮৫৮ টি) প্রমুখ এ জেলাকে ইসলামী গবেষণায়[৫৯] সমৃদ্ধ করেছেন।'

আযমগড় : উত্তর প্রদেশের গোরখপুর বিভাগের একটি জেলা ও শহর। রায়বেরেলী জেলা হতে প্রায় ১৮৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। জেলার

---

৫৪. P. Poovendran(edited), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৫৫. প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ৩৫
৫৬. আদমশুমারী ১৯৬১
৫৭. প্রাগুক্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ৫৬১।
৫৮. প্রাগুক্ত, মুফাক্কির ইসলাম সংখ্যা ১০ জুলাই ২৫ আগস্ট ২০০০; পৃ. ৩৩৫–৩৪৯।
৫৯. প্রাগুক্ত, হাসানি, আবদুল হাই, খণ্ড ৩, পৃ. ৪।

আয়তন ৫৭৫৫ বর্গ কিলোমিটার। এর অবস্থান ২৬°৩ উত্তর অক্ষরেখা ৮৩°১৩ পূর্ব দ্রাঘিমারেখায়। এ জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না[৬০]; তবে এ জমিনেও অনেক কামিল বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শাইখ আবদুল ওয়াদুদ ইবন্ আবদুল গফুর আযমগড়ী (১৩৭৬ হিজরী) একজন উঁচু মাপের আলিম ছিলেন। সত্যপরায়ণতায় তিনি ওলামাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।[৬১] সাইয়িদ হামেদ হাসান আলভী আযমগড়ী বিংশ শতকের মাঝামাঝি ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত পীর ছিলেন, বাংলাদেশে তাঁর বেশ ক'জন খলিফা রয়েছে, যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬২]

কানপুর : সাবেক Cawnpore, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ প্রশাসনিক জেলা। এটি গঙ্গা, যুমনা ও দোয়াবের নিম্নভাগে অবস্থিত। যার অক্ষাংশ ২৬°২৮ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮০°২০ পূর্ব। এর উত্তর সীমারেখা গঙ্গানদী, দক্ষিণে যমুনা, দক্ষিণ-পূর্বে ফতেহপুর ও পশ্চিমে ইটাওয়া। ১৯৭১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী নগরীর লোকসংখ্যা ১১,৫১,৯৫৫ জন এবং জেলার লোকসংখ্যা ২৯,৯২,৫৩৫ জন।[৬৩] নগরীর আয়তন ৬২১০ বর্গ

---

৬০. প্রাগুক্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা (সম্পা) ১৯৯১, খণ্ড ১, পৃ. ২২১।

৬১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড-৮, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩৬।

৬২. বাংলাদেশে তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খলিফাদের মধ্যে মাওলানা শাহ্ নযির আহমদ (র), তিনি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে, (সিনিয়র খলিফা) মাওলানা শাহ্ আবদুল মজিদ (র) সাতকানিয়া উপজেলার গারাঙ্গীয়া গ্রামে এবং শাহ্ হাফেজ মুনির আহমদ চট্টগ্রামের হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ড. অধ্যাপক আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, ০২/০৫/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

৬৩.প্রাগুক্ত, ইফাবা, (সম্পা) জন ১৯৮৯, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৩৫।

৬৩. গোলাম রাসূল কানপুরী; তিনি ভারতবর্ষের সেরা আলিমদের অন্যতম। তিনি একাধারে ভাষাবিদ, তার্কিক এবং অপরিসীম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর চেহারা, তাঁর জ্ঞান, ভাষণ এবং লেখনীতে তিনি বিস্ময়কর। কানপুরে তাঁর জন্ম। নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-'৩৮

৬৩. মাওলানা মুহাম্মদ আলি মুঙ্গিরী; নদওয়াতুল উলামা'র প্রতিষ্ঠা অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৩. তিনি একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ফিক্হ এবং উসূল ফিক্হে শ্রেষ্ঠ উলামাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১২৪১ হিজরীতে তিনি এলাহাবাদের নারায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাইখ আবদুল আযীয কাদেরী দেহলভীর হাতে বায়'আত হয়ে তার তরিকতের সিলসিলাভুক্ত হন। অত:পর কানপুর ফিরে গিয়ে সেখানে শাইখ সালামতুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিক্ষাদান এবং ফতোয়া চর্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ১৩২৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত; *নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*, ১৯৯৩, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৬২-'৬৩।

৬৩. এ যুদ্ধে ইমাম মুহাম্মদ যুন্ নাফসুয যাকিয়্যা এবং তাঁর ভ্রাতা পরাজিত এবং শাহাদাত বরণ করলে যাকিয়্যার চাচাত ভাইয়ের বংশধরেরা আফ্রিকা ও আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। এ বংশে পরবর্তী প্রসিদ্ধ ইমাম ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ঘটে। সালমান মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, ৩৯।

কিলোমিটার এবং জেলার আয়তন ২৯,৬৬৫ বর্গ কিলোমিটার। সম্রাট আকবরের সময় কানপুর কনৌজ, কালপি ও কোরা এ তিন শহরে বিভক্ত ছিল। কানপুর সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম নেতা নানা সাহেবের কর্মক্ষেত্র। জেলার অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু, প্রধান ভাষা হিন্দি। এটি জেলার কেন্দ্রীয় শহর।[৬৪] এ জেলায় উপমহাদেশ খ্যাত অনেক আলিম ও মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে শাইখ মুহাম্মদ আদিল ইবন মহিউদ্দীন হানফী কানপুরী (মৃ. ১৩২৫ হিজরী)[৬৫], শাইখ আবদুল হক ইবন গোলাম রাসূল নকশবন্দী কানপুরী (মৃ. ১৩১০ হিজরী) [৬৬]এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী[৬৭] কানপুরী[৬৮] (১৩৬৪/১৯৪৪) উল্লেখযোগ্য।

---

৬৩. আখতার সফীর; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৬৩. খান আব্বাস আলি : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃ. ২৬৫। আখতার সফীর; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৬৪.প্রাগুক্ত, ইফাবা, (সম্পা) জন ১৯৮৯, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৩৫।

৬৪. গোলাম রাসূল কানপুরী; তিনি ভারতবর্ষের সেরা আলিমদের অন্যতম। তিনি একাধারে ভাষাবিদ, তার্কিক এবং অপরিসীম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর চেহারা, তাঁর জ্ঞান, ভাষণ এবং লেখনীতে তিনি বিস্ময়কর। কানপুরে তাঁর জন্ম। নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-'৩৮

৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ আলি মুঙ্গিরী; নদওয়াতুল উলামা'র প্রতিষ্ঠা অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৪. তিনি একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ফিক্হ এবং উসূল ফিক্হে শ্রেষ্ঠ ওলামাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১২৪১ হিজরীতে তিনি এলাহাবাদের নারায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাইখ আবদুল আযীয কাদেরী দেহলভীর হাতে বায়'আত হয়ে তার তরিকতের সিলসিলাভুক্ত হন। অত:পর কানপুর ফিরে গিয়ে সেখানে শাইখ সালামতুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিক্ষাদান এবং ফতোয়াচর্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ১৩২৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত; নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, ১৯৯৩, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৬২-'৬৩।

৬৫.প্রাগুক্ত, ইফাবা, (সম্পা) জন ১৯৮৯, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৩৫।

৬৬. গোলাম রাসূল কানপুরী; তিনি ভারতবর্ষের সেরা আলিমদের অন্যতম। তিনি একাধারে ভাষাবিদ, তার্কিক এবং অপরিসীম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর চেহারা, তাঁর জ্ঞান, ভাষণ এবং লিখনীতে তিনি বিস্ময়কর। কানপুরে তাঁর জন্ম। নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-'৩৮

৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ আলি মুঙ্গিরী; নদওয়াতুল ওলামা'র প্রতিষ্ঠা অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৮. তিনি একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ফিক্হ এবং উসূল ফিক্হে শ্রেষ্ঠ ওলামাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১২৪১ হিজরীতে তিনি এলাহাবাদের নারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাইখ আবদুল আযীয কাদেরী দেহলভীর হাতে বায়'আত হয়ে তার তরিকতের সিলসিলাভুক্ত হন। অত:পর কানপুর ফিরে গিয়ে সেখানে শাইখ সালামতুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিক্ষাদান এবং ফতোয়া চর্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ১৩২৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত; *নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*, ১৯৯৩, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৬২-'৬৩।

২.৪ পূর্বপুরুষের ভারত গমন

আল্লামা নদভীর বংশে সর্বপ্রথম ভারত আগমনকারী ব্যক্তি হলেন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আল-আশতার ইবন মুহাম্মদ যুন নাফসুয যাকিয়্যা। আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল-মানসূরের বিরুদ্ধে মদিনা এবং বাসরায় আন্দোলনরত নাফসুয যাকিয়্যা খলীফার হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচাতে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ আল আশতারকে আহলে বাইতের অনুসারী সিন্ধু প্রদেশের আব্বাসীয় গভর্নরের নিকট প্রেরণ করেন এবং সিন্ধুর গভর্নর তাঁকে কুচের রাজার নিরাপত্তা হিফাজতে প্রেরণ করেন। কিন্তু মানসূরের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ব্যর্থ হলে নাফসুয যাকিয়্যা মদীনায় শাহাদাত বরণ করেন।[৬৯] এরপর খলিফা সিন্ধুর গভর্নরের নিকট আবদুল্লাহ্ আল-আশতারকে গ্রেফতারের জন্য লিখেন। গভর্নর ব্যর্থ হলে তিনি তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য একজন গভর্নর প্রেরণ করেন। নতুন গভর্নরের সাথে সংঘর্ষে নাফসুয যাকিয়্যা সিন্ধুর তীরে শাহাদাত বরণ করেন। লাশের অসম্মানের ভয়ে তাঁর সাথীগণ লাশ সিন্ধু নদীতে ভাসিয়ে দেন। আল্লামা নদভীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণকারী।[৭০] ভারতবর্ষে এ বংশের শাহাদাত বরণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)। তিনি ৬ মে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কাগান উপত্যকায় শাহাদাত বরণ করেন।[৭১]

কিন্তু যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে হাসানি সাইয়িদ বংশের পত্তন হয় তিনি হলেন আমীর কবির শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ কুতবুদ্দীন[৭২] মুহাম্মদ আল মাদানী আল

---

৬৯. এ যুদ্ধে ইমাম মুহাম্মদ যুন্ নাফসুয যাকিয়্যা এবং তাঁর ভ্রাতা পরাজিত এবং শাহাদাত বরণ করলে নাফসুয যাকিয়্যার চাচাত ভাইয়ের বংশধরেরা আফ্রিকা ও আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বংশে পরবর্তী প্রসিদ্ধ ইমাম ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ঘটে। সালমান মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, ৩৯।

৭০. আখতার সফীর; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৭১. সাইয়িদ আহমদ শহীদ জীবন দ্রষ্টব্য।

৭২. তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পৌত্র হযরত হাসানের (রা) দৌহিত্র মুহাম্মদ যুন নাফসুয যাকিয়্যার দ্বাদশ অধস্তন পুরুষ। পিতা শাইখ সাইয়িদ রশীদুদ্দিন। সাইয়িদ কুতুবুদ্দিন আল-হাসানি শাইখ সাইয়িদ আবদুল কাদির জিলানীর (র) আপন ভাগ্নে। তিনি প্রথমে মামার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পরই সরাসরি খলীফা শাইখ নাজমুদ্দিন কবরার হাতে বায়'আত এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হন। *বাহরুল আনসাব* গ্রন্থকার সাইয়িদ কুতবুদ্দিনের জন্ম ৫৮১ হিজরী উল্লেখ করেছেন। ৩ রামাদান ৬৭৭ হিজরীতে তিনি ৯৬ বছর বয়সে কাড়ায় ইন্তেকাল করেন। নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (অনু) ইফাবা, খণ্ড ১, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ৭২; *ঈমান যখন জাগল* : ২০০২; পৃ.২৬।

হাসানি। তিনি একজন উঁচুমাপের আলিম, আধ্যাত্মিক সাধক ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাতারী ফিতনার[৭৩] অব্যবহিত পর ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষ হতে শির্‌ক ও কুফর দূরীভূত করার জিহাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান গমনের জন্য তিনি রাসূল (সা) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং বিজয়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত হন।[৭৪] সেমতে তিনি হিজরী ৬০৭ সালে সহস্রাধিক মুরিদ এবং ভক্ত-অনুরক্তদের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে বাগদাদ থেকে গজনী হয়ে দিল্লী এসে পৌঁছান।[৭৫] তখন ছিল সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক[৭৬] বা সুলতান শামসুদ্দিন

---

৭৩. হিজরী ৭ম শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের উপর তাতারী ফিতনাবাজদের যে দুর্বার আক্রমণ হয়েছিল তা-ই তাতারী ফিতনা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারিজম শাহর একটি নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ভুলের জন্য মুসলিম জগতে এমন মারাত্মক দুর্যোগ নেমে এসেছিল বলে মনে করা হয়। সুলতান বাণিজ্যোপলক্ষে আগত একদল তাতারী বণিককে হত্যা করলে (কারণ অজ্ঞাত) চেঙ্গিসখাঁন (৫৯৫ হিজরীতে তাঁর রাজত্বকাল আরম্ভ, ৬২৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়) এর কারণ জানতে দূত প্রেরণ করেন। সুলতান এ দূতকে হত্যা করেন। অথচ মুঘল দূত হত্যা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ; যার প্রতিশোধ নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব সম্রাট চেঙ্গিসখাঁন বিক্ষুব্ধ হয়ে ৫১৬ হিজরীতে প্রথমে সুলতান খাওয়ারিজম শাহর সালাতানাত আক্রমণ করেন এবং ক্রমান্বয়ে গোটা মুসলিম জাহানকেই তার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বন্য ও বর্বর আক্রমণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল তাতারী আক্রমণ। তারা পিপীলিকা ও পতঙ্গের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয়ে গোটা মুসলিম দুনিয়া ছেয়ে ফেলে। এর ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। ৬৫৬ হিজরীতে চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতারী বাহিনী মুসলিম দুনিয়ার রাজধানী বাগদাদ আক্রমণ করে ৪০ দিন পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এর অস্তিত্ব ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর বলেন, "এটি এমন এক দুর্ঘটনা এবং বিপদ, দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজীর পাওয়া যাবে না। এর সম্পর্ক গোটা মানবতার সঙ্গে। কেউ যদি দাবি করে যে, আদম (আ)-এর পর আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে এমন নির্দয় ঘটনা আর ঘটেনি তবে তা ভুল হবে না। তাদের পরাজিত করা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। তখন প্রবাদ ছড়িয়েছিল যে, " إذا قيل لك إنّ التترا انهزموا فلا تصدق "কেউ যদি বলে তাতারী পরাজিত হয়েছে, তবে তুমি তা বিশ্বাস করবে না।" এ প্রবাদ অসত্য প্রমাণ করে ৬৫৮ হিজরীর ২৫ রামাদান মিসরের সুলতান আল মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দিন কুতুয এর সেনাবাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে তাতারীদের চরম পরাজয় ঘটে। অবশ্য কতিপয় মুসলিম দাঈ'র চেষ্টার ফলে ৬৯৪ হিজরীতে তাতারীদের তৎকালীন বাদশাহ্ চেঙ্গিস খাঁর প্রপৌত্র কা'যান ইবনু আরগুন আমীর তুযুন-এর হাতে বেশিরভাগ প্রজাসহ প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে 'মাহমুদ' নাম ধারণ করেন। নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি; ইনসানী দুনয়া পর মুসলমানোঁকে উরুজ ওয়া জাওয়াল কা আছর, মজলিশ-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ (১৯৯৬), পৃ. ১৭৫-'৭৮।

৭৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮। প্রাগুক্ত, খণ্ড ১ম, পৃ. ৭২।

৭৫. আখতার, সফীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৭৬. কুতবুদ্দিন আইবেক ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী সালতানাতের প্রথম সুলতান। জাতিতে তুর্কি। 'আইবেক' তুর্কি শব্দ, অর্থ চন্দ্রদেবতা। ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হেগ-এর মতে "তিনি চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় পিতামাতা

সে সকল অঞ্চল জয় করে ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করতে থাকেন। ৩ রামাদান ৬৭৭ হিজরী সনে ৯৩ বছর বয়সে তিনি কাড়ায় ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ সাইয়িদ কুতবুদ্দিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বকালেও রাজ্যের গর্ব ছিলেন। সকল ঐতিহাসিক ও সমালোচক তাঁর বংশলতিকার বিশুদ্ধতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, সাইয়িদ কুতবুদ্দীন আল হাসানি, আল হুসাইনির বংশলতিকা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে আমাদের পর্যন্ত এসেছে।[৮১]

আমীর সাইয়িদ কুতবুদ্দিনের বংশধরগণ পূর্ণ এক শতাব্দীকাল সুনামের সাথে কাড়ায় বসবাস করেন। এরপর তাঁর দশম অধস্তন পুরুষ আমীর সাইয়িদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ আছ ছানী (দ্বিতীয়) জাইসের কাজী নিযুক্ত হলে তিনি কাড়া ত্যাগ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর দৌহিত্র (কাজী সাইয়িদ আলাউদ্দিনের পুত্র) কাজী সাইয়িদ মাহমুদকে (৭৮৭–৮৬৮ হিজরী) কাজী নিযুক্ত হয়ে জাইস থেকে চার মাইল অদূরে নাসিরাবাদে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এটি ছিল অভিজাত শ্রেণির লোকদের প্রাচীন আবাসিক এলাকা। সাইয়িদ মাহমুদের সময় হতে নাসিরাবাদ এ বংশের স্থায়ী অধিবাস হিসেবে পরিগণিত হয়। তাঁর পুত্র কাজী সাইয়িদ আহমদ ওরফে সাইয়িদ রাযী জন্মভূমি নাসিরাবাদ ত্যাগ করে রায়বেরেলী চলে আসেন এবং সেখানেই তিনি স্থায়ী বসতি গাড়েন। তাঁর পুত্র সাইয়িদ মুহাম্মদ মু'আজ্জম স্বনামধন্য দু'জন পুত্র সন্তান রেখে যান। তাঁরা হলেন সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসহাক (মৃ. ৯৯৮ হিজরী) ও সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুজাইল (মৃ. ১০৩২ হিজরী)। সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসহাকের তিন পুত্র। দেওয়ান খাজা আহমদ, মাওলানা সাইয়িদ হেদায়েতুল্লাহ্ এবং সাইয়িদ তাজুদ্দিন।[৮২]

---

৮০. এর পূর্ব নাম ছিল 'দারুল ইসলাম মুহাম্মদাবাদ'। এ এলাকাটি বাহরাম শাহ্ সাইয়িদ কুতবুদ্দিনকে জায়গীর প্রদান করেছিলেন। বর্তমানে এলাহাবাদ হিসেবে পরিচিত। সাইয়িদ কুতবুদ্দিনের বংশধরগণ পূর্ণ এক শতাব্দীকাল অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে এখানে বসবাস করেন। সুলতান কুতবুদ্দিন আইবেক সাইয়িদ কুতবুদ্দিনের হাতে বায়'আত গ্রহণকারী শিষ্য ছিলেন। প্রাগুক্ত; সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ, (১ম খণ্ড) পৃ. ৭৪, প্রাগুক্ত, আবদুল মজীদ গুরী; পৃ. ৩০। প্রাগুক্ত, নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, পৃ. ৪৮, নদভী মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; *ঈমান যখন জাগল*, পৃ. ২৬।

৮১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ* (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৮২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি: *সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)*; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

সাইয়িদ হেদায়তুল্লাহ্‌র দু'পুত্রের মধ্যে সাইয়িদ আবদুর রহিম ছিলেন সাইয়িদ শাহ্ আলামুল্লাহ্‌র আত্মীয়। তাঁর পুত্র মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ তাকী। তাঁর দু'পুত্র সাইয়িদ মুহাম্মদ শাহ্ ও সাইয়িদ সালাহুদ্দিন। সাইয়িদ সালাহুদ্দিনের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীন (মৃ. ১৩৪৯ হিজরী) নাসিরাবাদী (ইসলামী চিন্তাবিদ) আর সাইয়িদ মুহাম্মদ শাহ'র পঞ্চম অধঃস্তন হচ্ছেন মুফাক্কির ইসলাম, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর (র) পিতা হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি (র)।[৮৩]

সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুজাইলের দু'পুত্র শাহ্ দাউদ ও শাহ সাইয়িদ আলামুল্লাহ্ (র)। সাইয়িদ শাহ্ আলামুল্লাহর চাচাতো ভাই সাইয়িদ দিওয়ান খাজা আহমদ ও সাইয়িদ হেদায়তুল্লাহর বংশধরগণ নাসিরাবাদে বসবাস করতে থাকেন আর সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহর বংশধরগণ রায়বেরেলীতে। অতঃপর শাহ্ আলামুল্লাহর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ সাইয়িদ মুহাম্মদ জাহের-এর দু'কন্যাকে পর্যায়ক্রমে বিয়ে করেন তাঁর চাচাতো ভাই সাইয়িদ হেদায়তুল্লাহর ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল আলী নাসিরাবাদী। তখন থেকে তিনি নাসিরাবাদ হতে স্থানান্তরিত হয়ে দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে সাইয়িদ জিয়াউন্নবীর কন্যাকে বিয়ে করেন সাইয়িদ হেদায়তুল্লাহর অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল আলির পৌত্র হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি।[৮৪]

কুতবী সাইয়িদগণের আদি বসতি কাড়ামানিকপুর হলেও এ বংশের লোকেরা পরবর্তীকালে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রায়বেরেলী, নাসিরাবাদ, জাইস, এলাহাবাদ, ফতেহপুর, ভূপাল, হাঁসওয়া[৮৫], টুংক[৮৬], এবং পাকিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে

---

৮৩. প্রাগুক্ত, নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, পৃ. ৪৯।

৮৪. প্রাগুক্ত, সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, পৃ. ৩৯।

৮৫. হাঁসওয়া ফতেপুর জেলাধীন একটি ছোট শহর। প্রায় শত বছর ধরে এখানে হুসাইনি সাইয়িদ বংশের একটি শাখার অধিবাস। এখানে আল্লামা নদভীর পিতা মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি এবং বড় ভাই ডা. সাইয়িদ আবদুল আলির নানার বাড়ি। উল্লেখ্য সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানির প্রথম শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ ডা. আবদুল আলির নানার বাড়ি ছিল এ শহরে। এ কারণে বাল্য বয়সেও আল্লামা নদভী পিতার সাথে দু'একবার সেখানে যাতায়াত করেছিলেন। নদভী, সাইয়িদ মাওলানা আবুল হাসান আলি; *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৬৩।

৮৬. টুংক (Tonk) : ভারত বিভাগ এবং নতুন সীমানা নির্ধারণের পূর্বে রাজপুতানা ও মধ্যভারতের একটি রাজ্য ছিল 'টুংক'। এর ৬টি পৃথক জেলা ছিল। একটি জেলা থেকে অন্য জেলার দূরত্ব ছিল ২০-২৫০ মাইলের মধ্যে। ৩টি রাজপুতানায় (টুংক, আলিগড়, সাবেক রাজপুর ও নিমবাহাড়া) ১১১৪ বর্গমাইল বিশিষ্ট ৩টি মধ্য ভারতে (ছাপড়া, পাতাওয়াহ্‌ও সিরাওয়ানজ)। ১৪৩৯ বর্গমাইল বিশিষ্ট রাজ্যের মোট আয়তন ছিল ২৫৫৩ বর্গমাইল। রাজ্যের বানাস ও পাবতী

পড়েন।[৮৭] তবে এ খান্দানের সবচেয়ে বড় দু'টি শাখা বসবাস করতেন রায়বেরেলী এবং টুংকে।

২.৫ বংশগত ঐতিহ্য

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে পরিবার যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইল্‌ম এবং দীনের খিদমত করে চলেছে। অর্থাৎ সাইয়িদ কুতবুদ্দিন মাদানীর সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেক যুগে আলিম, বুযুর্গ, সুফীসাধক, লেখক ও গবেষক, ঐতিহাসিক, দা'ঈ এবং মুজতাহিদ জন্ম নিয়েছেন। অন্য কোনো বংশে কীর্তিমান মনীষীদের সমাহারের দৃষ্টান্ত মেলা দায়।[৮৮] যেমন বলা যায়–'ایں خانہ تمام آفتاب ست' এ ঘরের পুরোটাই সূর্য সমুজ্জল। বিশেষ করে এ বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হল ইতিহাসচর্চা, বংশলতিকার সংরক্ষণ, পৌরুষ ও জিহাদী জযবা, এমনকি মুজাহিদ হিসেবে তাঁদের নাম শীর্ষস্থানে থাকা। যাঁরা স্ব-স্ব যুগে জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেছেন, "শিয়ালের মতো একশ' বছর বেঁচে থাকার চেয়ে ব্যাঘ্রের মতো একদিন বেঁচে থাকাই উত্তম" এ প্রবাদের নজীর

নদী দু'টি ছিল উল্লেখযোগ্য। জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। (ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার ২৩শ খণ্ড, মুদ্রণ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৪০৭–'০৯। রাজধানীর (টুংক) নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। *তারীখে মুবারকশাহী*তে ১৪১৬ সালের ঘটনাবলির বর্ণনায় 'টুংকের' উল্লেখ আছে। *আইনে আকবরী*'র বর্ণনামতে এটি আজমীর প্রদেশের একটি পরগনা ছিল। এ শরহটি ১৬৪৩ সালের দিকে স্থাপিত হয়েছিল। এ এলাকাকে 'টুংকওয়া' নামে অভিহিত এবং ক্রমান্বয়ে তা 'টুংক' নামেই প্রচলিত হয়ে যায় (*حدیقہء راجستان ٹونک* পৃ. ৭)। হাদীকার বর্ণনামতে মুসলিম শাসনামলে 'টুংক' এর নাম ছিল 'দারুল ইসলাম মুহাম্মাদাবাদ'। উনবিংশ শতাব্দীতে 'আমীরুদ্দৌলা নবাব আমীর খানের (গভর্নর) সময় হতে এর ঐতিহাসিক কাল শুরু হয়। তিনি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে একে একটি উল্লেখযোগ্য শহরে রূপান্তরিত করেন।' টুংক শহর ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারত উপমহাদেশ দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হলে অন্যান্য আরো রাজ্যের সাথে 'টুংক'ও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি ২২টি রাজ্যের ইউনিয়নে গঠিত রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, হাসানি বংশের সবচেয়ে দু'টি বড় শাখার মধ্যে একটি তাঁদের পুরাতন পিতৃভূমি রায়বেরেলীতে বসবাস করতেন। অন্য বড় শাখাটি 'টুংকে' স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বালাকোটে সাইয়িদ আহমদ ইবন ইরফানের শাহাদাতের পর নবাব ওজীরুদ্দৌলার অনুরোধে সাইয়িদ আহমদ শহীদের কন্যার ঘরের পৌত্র সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসহাক 'টুংক' রাজপুতানা হিজরত করেন। তখন থেকেই এখানেও হাসানি বংশের বিস্তার ঘটে। ইসলামী বিশ্বকোষ; (সম্পা) প্রাগুক্ত, ১৯৯২, খণ্ড ১১, পৃ. ৭৪৫। খান, মুহাম্মদ ইবন ইরফান, হযরত মাওলানা আলি মিয়াঁ আওর টুংক, বাঙ্গে দরা, পৃ. ৪৪৯। নদভী, সাইয়িদ মাওলানা আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৮।

৮৭. প্রাগুক্ত, আনসারী মুহাম্মদ হাসান, পৃ. ১৯।

৮৮. প্রাগুক্ত, নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, পৃ. ৪৮।

রেখেছেন এ বংশের মুজাহিদ শহীদগণ।[৮৯] সাইয়িদ কুতবুদ্দিন মাদানীর পৌত্র কাজী সাইয়িদ রুকনুদ্দিন একজন বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কাজী সাইয়িদ আহমদ নাসিরাবাদীও অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কাজী সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুজাইল (মৃ. ১০৩২ হিজরী) রিয়াজত মুজাহাদা-মুশাহাদা ও সুন্নাত পালনে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর অন্য সন্তান সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসহাক (মৃ. ৯৯৮) একজন কামিল বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর পুত্র দিওয়ান খাজা আহমদ উঁচুস্তরের আলিম-ই-দীন এবং শাইখে তরীকত।[৯০] সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুজাইলের পুত্র সাইয়িদ শাহ্ আলামুল্লাহ্ (র) (মৃ. ১০৯৬/১৬৮৪ খ্রি.)[৯১] ছিলেন বিশেষ[৯২] বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর সন্তানগণের মধ্যে সাইয়িদ মুহাম্মদ জী, শাহ লা'ল, সাইয়িদ মুহাম্মদ হায়া, সাইয়িদ মুহাম্মদ সাবের, শাহ্ সাইয়িদ আবু সায়ী'দ (মৃ. ১১৯৩ হিজরী) মুহাম্মদ ওয়াজিহ, সাইয়িদ কুতুবুল হুদা মুহাদ্দিছ, সাইয়িদ মুহাম্মদ তাহের এবং শাহ সাইয়িদ জিয়াউন্নবী (র) প্রমুখ এ বংশের অত্যন্ত উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহর ৪র্থ অধস্তন পুরুষ সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব; যিনি শহীদে বালাকোট হিসেবে বিশ্বখ্যাত। তাঁর আধ্যাত্মিকতা জিহাদী কর্মপ্রচেষ্টায় মুসলমানদের প্রচুর কল্যাণ সাধিত হয়েছে। সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসহাকের অপর পুত্র সাইয়িদ হেদায়াতুল্লাহ ছিলেন বড় মাপের আলিম। সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে তিনি ধর্মীয় বিষয়ের 'প্রধান মুখপাত্র' ছিলেন। তাঁর ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ সাইয়িদ আবদুল আলী ছিলেন দুনিয়াত্যাগী সাধকপুরুষ, তিনি সাইয়িদ আহমদ শহীদের (র) মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তাঁর মধ্যে খোদাভীরুতা এমনই ছিল যে, সামনে ডাকপিয়ন এলে তিনি আমলনামার কথা চিন্তা করে কাঁদতে থাকতেন। অঙ্ক ও ক্যালিগ্রাফির প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ৪৮ বছর বয়সে তিনি পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মুখে সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্য হল "هوالرفيق الأعلى"[৯৩] (তিনিই মহত্তম বন্ধু)।

---

৮৯. নদভী মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৯০. শাহ্ আলামুল্লাহ্ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯১. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯।

৯২. তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুন্নাত পালনে তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতো না। বিস্তারিত আল্লামা নদভীর পূর্বপুরুষদের আলোচনায় অনু. দ্রষ্টব্য।

৯৩. বেলাল আবদুল হাই হাসানি নদভী ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ - ৫০।

শাহ সাইয়িদ মুহাম্মদ আদল (রহ) (মৃ. ১১৯২ হিজরী)

শাহ সাইয়িদ মুহাম্মদ আদল ছিলেন নকশবন্দীয়া[৯৪] তরীকার অন্যতম পীর ও শাইখ, বড় মাপের ফকীহ। তাকওয়া, কুরবানী, পরমুখাপেক্ষীহীনতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।[৯৫] শাহ সাইয়িদ মুহাম্মদ নূর (মৃ. ১১৪৮ হিজরী) ছিলেন অন্যতম সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন পরোপকারী, পূত-পবিত্র চরিত্র ও কারামাতের অধিকারী। তিনি মিথ্যা কথা একেবারেই শ্রবণ করতে পারতেন না।[৯৬] সাইয়িদ মুহাম্মদ হুদা (মৃ. ১১১৯ হিজরী) ইবন আলামুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তাওয়াক্কুল, জীবিকার উপর সন্তুষ্টি, দানশীলতা ও ক্ষমাপরায়ণতা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৯৭] মোটকথা হল, মহান আল্লাহ সাইয়িদ কুতবুদ্দীনের সন্তানদেরকে দীন দুনিয়ার বহু বরকত দান করেছেন। তাঁরা জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও অধিকারী হয়েছেন। তাঁর এক পুত্র সাইয়িদ তাজুদ্দীন দীর্ঘদিন অযোধ্যা ও বাদায়ুনের কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আল্লামা নদভী জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক সাধনা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত রায়বেরেলী জেলার তাকিয়াকাঁলায় জন্মগ্রহণ করে নিজ জন্মভূমির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং তার কৃতি সন্তানদের প্রভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ নেতৃত্ব, আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, গবেষণা, সাধনা ও পর্যবেক্ষণ, জিহাদী দায়িত্ব পালন এবং খোদাভীরুতা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক। নীচে তাঁর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হল।

বিশেষ করে সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহর বংশে ক্রমান্বয়ে এত বেশি সংখ্যক উচ্চপর্যায়ের মাশায়িখ ও আউলিয়ায়ে কিরাম জন্মগ্রহণ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশে মেলা কঠিন।

শাহ সাইয়িদ আলামুল্লাহ হাসানি (র)

শাহ সাইয়িদ আলামুল্লাহ হাসানি (র) ১২ রবিউল আউয়াল ১০৩৩/ খ্রিস্টীয় ১৬২১ সালের সোমবার রায়বেরেলী জেলার নাসিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর

---

৯৪. নকশাবন্দী শব্দের অর্থ কারুকার্যকরণ। পীরগণের চার তরীকা (সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা) যথা কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এবং নকশবন্দিয়া। উক্ত চার তরীকার একটি নকশবন্দিয়া খাজা বাহাউদ্দিন নকশাবন্দির প্রতিষ্ঠাতা। এ ধারার বায়'আত গ্রহণকারীগণকে (মুরীদ) নকশাবন্দী বলা হয়।

৯৫. প্রাগুক্ত; মাওলানা আবদুল হাই হাসানি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪০ - ৪১।

৯৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬৫ - ৬৬।

৯৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭১।

পিতা সাইয়িদ মুহাম্মদ ফুজাইল একজন উঁচু স্তরের বুজুর্গ ছিলেন। শাহ আলামুল্লাহ হাসানির (র) জন্মের আড়াই মাস পূর্বে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং দুই কিংবা তিন বছর বয়সে তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর মামা সাইয়িদ আবূ মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের আমলের একজন আমীর। শাহ আলামুল্লাহ তাঁর আপন চাচা ও ভ্রাতার কাছে পড়ালেখা করেন।[৯৮]

কর্মজীবন

চাকুরীর জন্য শাহ আলামুল্লাহকে তাঁর চাচা সেনাবাহিনীতে তলব করেন। কিন্তু চাকুরীতে যোগদানের পূর্বেই তাঁর অন্তর সংসারবিমুখ হয়ে পড়ে এবং দুনিয়ার সব মোহ ত্যাগ করে তিনি সেনাছাউনীতে নিজের আত্মশুদ্ধি এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধনের কাজে নিমগ্ন থাকেন।[৯৯] এরপর তিনি সাইয়িদ আদম বিন্নুরীর[১০০] হাতে বায়'আত হন এবং স্বল্প সময়েই কামালিয়াত ও খিলাফত লাভ করেন। সাইয়িদ আদম বিন্নুরী নিজের পাগড়ি স্বহস্তে খলীফাকে পরিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁর স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। সাইয়িদ আদম বিন্নুরী হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শাহ আলামুল্লাহ হাসানিও হিজরত করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। তখন সাইয়িদ আদম তাঁকে বলেন, "যাও, কিন্তু আল্লাহর কোনো বান্দা তোমাকে বাধা দিলে তুমি সেখানে থেমে যেয়ো।"[১০১] তখন তিনি মক্কা-মদীনায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে নাসিরাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে রায়বেরেলী আসেন। তখন সেখানকার এক আল্লাহ প্রেমিক মাজযুব বুযুর্গ শাইখ আবদুশ শাকুর জায়েসীর নির্দেশে শাহ

---

৯৮. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) প্রাগুক্ত, ৩০১।

৯৯. নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি; সীরতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র), পৃ. ৭৫।

১০০. সাইয়িদ আদম বিন্নুরী (র) ছিলেন মুজাদ্দিদ-ই-আলফ সানী শাইখ আহমদ সারহিন্দের প্রধান খলীফাদের অন্যতম। তাঁর জন্মস্থান কসবা মুদঃ কিন্তু তিনি বিন্নুরে বসবাস করতেন যা সারহিন্দ হতে ১২ ক্রোশ দূরত্বে অবস্থিত। তিনি মাতৃকুলের দিক দিয়ে সাইয়িদ এবং পিতৃকুলের দিক হতে পাঠান ছিলেন। কিন্তু শাহ ওয়ালীউলাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর বর্ণনা মতে সাইয়িদ আদম বিন্নুরী সাইয়িদ ছিলেন কিন্তু তাঁর মাতামহ আফগানী হওয়ায় তিনি আফগানী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সাইয়িদ আদম বিন্নুরী তাঁর *নিকাতুল আসরার* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "শাইখ আহমদ (র) তাঁকে সেরহিন্দে খিলাফত প্রদান করেন।" সুন্নতের অনুসরণে আদম বিন্নুরী অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ১৩ শাবান ১০৫৩/২৫ ডিসেম্বর ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। ইসলামের ৩য় খলীফা হযরত উসমানের (রা) পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পা) ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫, ১৬।

১০১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬।

সাহেব রায়বেরেলী[১০২] শহরের অদূরে সাই নদীর তীরে ঐতিহাসিক তাকিয়াকাঁলায় একটি ছাপড়া ঘর ও একটি মাটির মসজিদ তৈরি করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। নিকটস্থ গ্রাম লোহানীপুরের জমিদার দৌলতখান তাঁকে দশ বিঘা জমি দান করেন। এটিই পরবর্তীতে ঐতিহাসিক তাকিয়া বা দায়েরা-ই-শাহ আলামুল্লাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শাহ সাহেব ১০৮২ হিজরী সনে দ্বিতীয়বার হজ্বব্রত পালন করে আসার সময় কা'বাঘরের সঠিক ম্যাপ ও মাপ নিয়ে আসেন এবং ১০৮৩ সনে ম্যাপের মাপ অনুযায়ী আপন পুত্রদের সহযোগিতায় সাই নদীর তীরে কা'বাঘরের আদলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, মসজিদের ভিত্তিতে যমযমের পানি ঢালেন। তবে কা'বাঘরের সম্মানার্থে তাঁর মসজিদের উচ্চতা কাবাঘর হতে কয়েক ফুট কম করা হয়।[১০৩]

ইন্তেকাল

হিজরী ১০৯৬ মুতাবিক ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আলমগীরের সময় শাহ সাইয়িদ আলামুল্লাহ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১০৪]

কৃতিত্ব

সাইয়িদ শাহ আলামুল্লাহ মুত্তাকী লোক ব্যতীত কারো কাছ থেকে কোনো ধরনের হাদিয়া-তুহফা গ্রহণ করতেন না। পবিত্র মক্কা-মদীনার অধিবাসীগণ তাঁর উন্নত আমল, পূর্ণ আনুগত্য, এবং দৃঢ়তা দেখে বলতেন, "এই লোক যেন হযরত আবূ যার গিফারী (র)।" এটি সেখানে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল।[১০৫] আলামুল্লাহর ৩টি গ্রন্থ রচনার কথা জানা যায়, সেগুলো হলো[১০৬] : (১) قوة العمل (কুওয়াতুল আমল) (২) العطيات (আল-আতিয়্যাত) (৩) عناية الهادي (ইনায়াতুল হাদী)

---

১০২. হাসানি মাওলানা আবদুল হাই; *নুযহাতুল খাওয়াতির*, প্রাগুক্ত ৪, পৃ. ৩০১। গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল-হাসানি আন-নদভী ইমামুল মুফাক্কির আদ্দায়ীয়াতুল আদীবু, দার ইবন কাছীর, বৈরুত ১৯৯৯, পৃ. ২৭।
শাহ সাহেবের চার পুত্র সন্তান ছিলেন, তাঁরা হলেন : সাইয়িদ আয়াতুলাহ, সাইয়িদ মুহাম্মদ হুদা, সাইয়িদ আবূ হানিফা ও সাইয়িদ মুহাম্মদজী। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সে যুগের চন্দ্র সূর্যতুল্য।

১০৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত ১, পৃ. ৭৬। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১০৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত ১, পৃ. ৭৬।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭, হাসানি, মাওলানা আবদুল হাই; প্রাগুক্ত , ১৪ , পৃ. ৩০৩।

দায়েরা-ই-শাহ আলামুল্লাহ

দায়েরা-ই-শাহ আলামুল্লাহ রায়বেরেলী শহর হতে ৩/৪ কিলোমিটার দূরে সাই নদীর বাম তীরবর্তী একটি ছোট্ট জনপদের নাম। দশ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সাড়ে তিনশ' বছরের এ জনপদটি বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাইয়িদ শাহ আলামুলল্লাহ হাসানি (র) ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১০৫০ হিজরীতে নাসিরাবাদ[১০৭] হতে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে প্রথমদিকে শাহ আলামুল্লাহর বংশধরেরাই বসবাস করতেন। আল্লামা নদভী বলেন, "তাঁর শৈশবে সেখানে সাইয়িদ বংশের মাত্র আটটি বাড়ি ছিল। তাও পাকা ইট দিয়ে তৈরি সাদামাটা ঘর। এগুলো আবার দুটি করে বিভক্ত ছিল। গ্রামের পথে এক বিশাল তেঁতুল গাছ যার ছায়াতে বড় কাফেলা আশ্রয় নিতে পারে। এর একপাশে আল্লামা নদভীর পিতামহের বৈঠকখানা, ডাক্তারখানা ও দারুত তাসনীফ এবং তার উল্টো দিকে আল্লামা নদভীর (র) পিতা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানির ঘর।[১০৮] দুটি বাড়ির মাঝখানে খোলা মাঠ, মাঠের পশ্চিমে ১০৮৩ হিজরীতে শাহ আলামুল্লাহ কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক মসজিদ এবং দক্ষিণে পাকা সড়ক। এখান থেকে পূর্ব দিকে অনেক উঁচুতে আছে তাকিয়ার সবচেয়ে পুরাতন বাড়ি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ আলামুল্লাহ ও তাঁর আওলাদগণের বাড়িসমূহ। আর এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) এবং এখানেই তিনি লালিত-পালিত হন। বর্তমানে এখানে সাইয়িদ আহমদ হিফযখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদের বিপরীতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি দেয়ালঘেরা কবরস্থান রয়েছে। বংশের লোকেরা একে প্রাচীনকাল থেকে 'রওজা' বলে থাকেন। এতে শাহ সাহেব এবং তাঁর বংশের কয়েকজনের কবর রয়েছে। এগুলোর সবই কাঁচা। কোনো নেমপ্লেটও নেই। হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানিকেও এখানেই দাফন করা হয়। সর্বশেষ এখানে যে একটি কবরের জায়গা ছিল এতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শাহ সাহেবের বংশের ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)।[১০৯] এ জনপদটি ছোট্ট হলেও এর রয়েছে অনেক গর্বের দিক। এ গ্রাম যেসব মনীষীর

---

১০৭. নাসিরাবাদ হতে রায়বেরেলী এক দিনের পথ। হাসানি, মাওলানা আবদুল হাই; প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ৩০১।

১০৮. নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি (র); *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রাগুক্ত - ১, পৃ. ৩৫ - ৩৬। মুহাম্মদ হাসান আনসারী; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১০৯. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫ - ৪৬। গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

জন্ম দিয়েছে তা ভারতবর্ষের ইসলামের ইতিহাসে বিরল। নিখাঁদ তাওহীদ, জিহাদী জযবা এবং বিদ'আতের প্রতি ঘৃণাই ছিলো এ গ্রামের লোকদের বৈশিষ্ট্য। শাহ আলামুল্লাহর এ জনপদে বসতি স্থাপনের পর হতে আল্লামা নদভী (র) পর্যন্ত এখানে এমন সব মনীষীর আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা তাওহীদের দাওয়াত, আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজ সংস্কার, তা'লীম, তাবলীগ, বিদ'আতের বিরুদ্ধাচরণ এবং সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর বাণী বুলন্দকরণ এবং জিহাদ করার মতো মহান দায়িত্বসমূহ পালন করে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।[১১০]

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) বেরেলভী মুসলিম ভারতের সংগ্রামী ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলী জেলার শাহ সাইয়িদ আলামুল্লাহর (র) আস্তানা দায়েরা-ই-শাহ আলামুল্লাহ বা তাকিয়াকাঁলায় ১২০১ হিজরী সফর মাস মুতাবিক ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়িদ মুহাম্মদ ইরফান। তিনি শাহ সাইয়িদ আলামুল্লাহর ৪র্থ অধস্তন পুরুষ।[১১১]

চার বছর বয়সে তাঁকে মক্তবে পাঠানো হয় কিন্তু তিন বছর অতিবাহিত হলেও দেখা গেল সমবয়সী ছেলেমেয়েদের ন্যায় পড়ালেখার প্রতি তাঁর কোনো মনোযোগ নেই। মাত্র কয়েকটি সূরা মুখস্থকরণ এবং যৌগিক শব্দ লিখন ছাড়া তাঁর আর কিছুই শেখা হল না। সৈনিকসুলভ কুচকাওয়াজ এবং ক্রীড়াকলাপের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর ১৭ বা ১৮ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তখন ১২১৮-১২১৯ হিজরীর দিকে তিনি সাত বন্ধুর সাথে লক্ষ্ণৌ সফর করেন। তারপর ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি শাহ আবদুল আযীয (র)-এর[১১২] শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম

---

১১০. আনসারী, মুহাম্মদ হাসান; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

১১১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; *সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)*, প্রাগুক্ত - ১, পৃ. ৯২। ইসলামী বিশ্বকোষ; প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড।

১১২.শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী ছিলেন শাহ ওয়ালী উলাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর পুত্র। ২৫ রমজান ১১৫৭ হিজরী / ১১ অক্টোবর ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যবয়সেই তিনি কুরআন ; তাজবীদ ও ইলমে কিরআত শিক্ষা করেন। ১১ বছর বয়সে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়, মাত্র ২ বছরেই আরবী ভাষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করেন। এরপর পিতার দরসে অংশগ্রহণ করে মাত্র ষোল বছর বয়সে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকায়িদ, উসূল,

সময়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এরপর তিনি জিহাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজপুতানায় যান এবং আমীর খানের সৈন্যবাহিনীতে সাত বছর কাজ করেন। তারপর তিনি ধর্মীয় শিক্ষক ও সংস্কারক হিসেবে তাবলীগী তৎপরতা শুরু করেন। খুব অল্প সময়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের অসংখ্য মুসলমান তাঁর হাতে বায়'আত হন। তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সমধিক উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি স্বীয় অনুসারিগণকে অস্ত্র চালনা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর পত্রাবলী পাঠে জানা যায়, বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করে ভারতে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জিহাদের প্রধান লক্ষ্য। শিখগণ মুসলমানদের ঘোর বিরোধিতা এবং ইংরেজদের সহায়তা করত বলে তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাব থেকে শিখ বিতাড়ন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক বিরাট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পেশোয়ারে প্রবেশ করেন এবং "আকুড়া খটকে"[১১৩] শিখদের পরাজিত করেন। কিন্তু ইয়ার

মানতিক, জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস এবং ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু কুরআন মজিদ শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

পিতার ইন্তেকালের পর মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি পৈতৃক অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন হতে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, রচনা ও সংকলন, তাবলীগ এবং মুরীদগণের তা'লীম এবং শিষ্যদের সাধনা পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকেন। আলিম সমাজ তাঁকে سراج الهند "হিন্দুস্তানের প্রদীপ" উপাধি প্রদান করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। সে কারণে তিনি সৎ নিয়তে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তারও ফাতাওয়া প্রদান করেন।

৫ জুন ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ৭ শাওয়াল ১২৩৯ হিজরী রবিবার সকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর । পরপর ৫৫ বার তার জানাযা শেষে দিল্লীর তুর্কি দরজার বাইরে পিতার কবর বরাবর তাঁকে দাফন করা হয়।

শাহ আবদুল আযীয ছিলেন সমসাময়িক উলামা মাশায়িখদের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ বড় বড় আলিমগণের জন্য ছিল গর্বের বিষয়। তাঁর রচনাবলি পণ্ডিতজনদের কাছে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। (১) *তাফসীরে ফাতহিল আযীয*, (২) *তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া*, (৩) *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, (৪) *উজালা-ই-নাফিয়া*, (৫) *সিদরুশ শাহাদাতাইন*, (৬) *আযীযুল ইকতবাস ফী ফাজায়েলে আখয়ারিন নাস*, (৭) *মিজানুল আকায়িদ*, (৮) *ফাতওয়ায়ে আযীযী* (৯) *রাসায়েলে খামসাহ* (১০) ও *মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয* (র) তাঁর অনবদ্য রচনা।

হাবিবুর রহমান হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ; আমরা যাঁদের উত্তরসূরি (তাযকিরায়ে মাশায়িখ-ই - দেওবন্দ, আল-কাউসার প্রকাশনী ২১৭ বক-ত, মিরপুর -১২, ঢাকা ১৯৯৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২১।

১১৩. আকুড়া খটক হলো পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শহর পেশোয়ারের একটি গ্রাম। পেশোয়ার হল পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শহর এবং প্রধান নগরীসমূহের অন্যতম। সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) এ শহরের একটি গ্রাম 'আকুড়া খটকে' শিখদের পরাজিত করেন। আর 'আকুড়া খটক' 'শায়দু' গ্রামের প্রায় চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অঞ্চল।

আহমদ সোহরাব উদ্দিন, মুসলিম জাহান; ই.ফা.বা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮১-'৮২।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (অনুবাদ) ইফাবা, ১৯৯১ ২য় খণ্ড, পৃ. (পাদটীকা) ১২।

মুহাম্মদ খান দুররানী এবং তার ভাইয়ের দলত্যাগের দরুন "শায়দুর"[১১৪] যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পেশোয়ার দখলে সমর্থ হন। কিন্তু দুররানী ভ্রাতৃদ্বয় এবং স্থানীয় খানদের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি কাশ্মির গমনে মনস্থির করেন। কাশ্মিরের পথে তিনি শিখবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং বালাকোটের[১১৫] যুদ্ধে ১২৪৬/১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈলসহ শাহাদাত বরণ করেন।

কৃতিত্ব

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) কর্তৃক কয়েকটি পুস্তিকা লিখিত হয় বলে কথিত আছে। শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং মাওলানা আবদুল হাই তাঁর নির্দেশে ফারসীতে صراط المستقيم নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১১৬]

পিতামহ হাকীম মাওলানা সাইয়িদ ফখরুদ্দিন খেয়ালী (র)

জন্ম

হাকীম সাইয়িদ ফখরুদ্দিন ছিলেন আল্লামা নদভীর (র) পিতামহ। তিনিও রায়বেরেলী জেলার দায়েরা-ই-শাহ আলামুল্লাহতে ১২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাকীম সাইয়িদ আবদুল আলী একজন দক্ষ আলিম ও চিকিৎসক ছিলেন। সাইয়িদ ফখরুদ্দিনের অল্প বয়সেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করলে নানা মাওলানা সাইয়িদ যাহির-এর নিকট তিনি লালিত-পালিত হন।[১১৭]

---

১১৪. শায়দু আকুড়া থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাইয়িদ আহমদ ইবন ইরফান শহীদের (র) আমলে এ গ্রামটি বর্তমান স্থানে ছিল না, এটি পূর্ব দিকে নদীর পাড়ে অবস্থিত ছিল। গ্রামটি যখন পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল তখনই লড়াই হয়। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক দেড় মাইল দূরে যুদ্ধের ফাঁড়ি ছিল। নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

১১৫. বালাকোট পশ্চিম পাকিস্তানের হাজারা জেলাধীন এক গ্রামের উপত্যকা হল 'বালাকোট'। এটি কাশ্মিরের রাস্তায় । কাগান উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। উপত্যকাটি পাহাড়ী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কুনহার নদীর পাশে। এর প্রশস্ততা ০.৫ মাইল। কুনহার নদীর উৎস প্রবাহ ছাড়া এখানকার বিকল্প কোনো পথ নেই। পাহাড়ের প্রাচীর দু'টি সমান্তরাল রেখায় চলে গেছে। মধ্যভাগ খালি, এ খালি জায়গা দিয়েই কুনহার নদী প্রবাহিত। বালাকোটের পূর্বে কালুখানে সুউচ্চ টিলা অবস্থিত, এর শৃঙ্গের উপর কালুখান গ্রাম। পশ্চিম দিকে মাটিকোট টিলা অবস্থিত। টিলার উত্তরাংশে শৃঙ্গের উপর মাটিকোট গ্রাম। মাটিকোট সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে " মাটিকোট যার বালাকোট তার" প্রাগুক্ত, গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ; পৃ. ২৭। নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) প্রাগুক্ত, ২। পৃ. ৩৩৯।

১১৬. ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পা); প্রাগুক্ত খ- ১, পৃ. ৯৬।

১১৭. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

মাওলানা মুহাম্মদ নয়ী'ম-এর শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে ফিরিঙ্গী মহল্লীর কাছে। চিকিৎসাবিদ্যা এবং কাব্যচর্চায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

কর্মজীবন

চাকরি জীবনে তিনি দীর্ঘকাল রাজপুতানা, হায়দরাবাদ, ভূপাল এবং টুংকে কাটিয়েছেন। হায়দরাবাদের বিভিন্ন জেলার মাদরাসাগুলোতে প্রায় ৮ বছর তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি চাকরির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না বিধায় সর্বশেষ টুংক থেকে চাকরি ছেড়ে ঘরে চলে আসেন। তিনি তাঁর ফুফা খাজা আহমদ সাহেবের কাছে বায়'আত ও খিলাফতপ্রাপ্ত হন। নানা সাইয়িদ যাহিরও তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন কিন্তু কখনো তিনি পীর-মুরীদী করেন নি। সব সময় নকশবন্দিয়া তরীকায় যিকর-আযকার করতেন।[১১৮] পড়াশোনা ও লেখালেখির সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ইতিহাসের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। অতিমাত্রায় নীরবতা, ধৈর্য ও স্থিরতা ও অল্পেতুষ্টির গুণ ছিল তাঁর স্বভাবজাত।

ইন্তেকাল

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১০ রমজান ১৩২৬ হিজরীতে তিনি যিকররত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

কৃতিত্ব

ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। আরবী ভাষায়ও তাঁর কিছু গ্রন্থ রচনার কথা জানা যায়। কখনো কখনো আরবী কাব্যও রচনা করতেন। *সীরাতুস* সাদাত এবং *মেহরে জাঁহাতাব* তাঁর অনবদ্য রচনা। ফার্সী ভাষায় রচিত *মেহরে জাহাঁতাব* ৩ খণ্ডে বিভক্ত একটি ইনসাইক্লোপিডিয়া। ১ম খণ্ডে প্রায় ১৩ শত পৃষ্ঠা সংবলিত ৩ অংশে বিভক্ত শিল্প ও বিজ্ঞান, আম্বিয়া (আ), আহলে বাইত, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, মুহাদ্দিছীন ও উলামা মাশায়িখদের পৃথক পৃথক জীবনী এবং ফার্সী, উর্দু আরবী এবং অন্যান্য ভাষার কবিদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।[১১৯] ২য় খণ্ডে লেখক পৃথিবীর ভৌগোলিক ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, কিন্তু তা

---

১১৮. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১। গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজীদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১১৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫১ - ৫২ ।

তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এছাড়াও উর্দূ ভাষায় তাঁর রচিত *সীরাতে আলামিয়া, মসদসে হালীর* জবাবে *মসদসে খেয়ালী* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১২০]

মাতামহ শাহ জিয়াউন্নবী (র)

শাহ সাইয়িদ জিয়াউন্নবী (র) হিজরী ১২৪২ সালে রায়বেরেলীর দায়েরা-ই- শাহ আলামুল্লাহতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়িদ সায়ীদ উদ্দীন সাবের। তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা রায়বেরেলীতে শেষ করে দিল্লী সফর করেন এবং সেখানে মুজাদ্দেদিয়া[১২১] খানকায় দু'বছর অবস্থান করার পর লক্ষ্ণৌতে আসেন। এখানে তিনি মুফতি সা'দুল্লাহ মুরাদাবাদীসহ অনেক ওলামার কাছ থেকে উপকৃত হন। তারপর তিনি রায়বেরেলী ফিরে আসেন। রায়বেরেলীতে তিনি খাজা আহমদ নাসিরাবাদীর হাতে বায়'আত হন এবং তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর খাজা ফয়জুলাহ আওরঙ্গবাদীর কাছে তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হন। হিজরী ১২৯৩ সালে তিনি হজ্ব আদায় করেন। হজ্ব থেকে ফেরার প্রাক্কালে তিনি অনেক ওলামা ও বুযুর্গ ব্যক্তি সাক্ষাত ও দু'আ লাভে ধন্য হন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবুল খাইর মক্কী, মাওলানা ইবরাহীম আরভী এবং মাওলানা আমীন নাসিরাবাদী উল্লেখযোগ্য।

শাহ সাইয়িদ জিয়াউন্নবী (র) সে যুগে বুযুর্গীর প্রতীক ছিলেন এবং শুধু নিজ বংশে নয় বরং তিনি আশপাশের জেলাগুলোর গণমানুষের আস্থার স্থল ছিলেন। তাঁর দু'ছেলে, পাঁচ মেয়ের মধ্যে সাইয়িদা খাইরুন-নিসা হচ্ছেন আল্লামা নদভীর (র) মমতাময়ী মা। আল্লামা নদভীর মন ও মস্তিষ্কে তাঁর নানার প্রভাবও পড়েছিল জন্মগতভাবে। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১২২]

হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি (র)

আল্লামা নদভীর পিতা হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি একজন উঁচুস্তরের ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস এবং ফিক্‌হবিশারদ ছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১৮ রমজান ১২৮৬ হিজরীতে তিনি রায়বেরেলীর দায়েরা-ই-শাহ

---

১২০. আখতার সফীর; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১২১. মুজাদ্দিদে আলফি ছানী শাইখ আহমদ সারহিন্দি (৯৮১-১০৩৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রবর্তিত তরীকাই মুজাদ্দেদিয়া তরীকা হিসেবে বিখ্যাত।

১২২. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

আলামুল্লাহতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাকীম মাওলানা সাইয়িদ ফখরুদ্দিন খেয়ালী (র)। সাইয়িদ আবদুল হাই'র নানী সাইয়িদ আহমদ শহীদের (র) কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, অত্যন্ত ইবাদতকারী এবং মুত্তাকী ছিলেন। শৈশবের কিছু অংশ তিনি নানীর কাছে পালিত হন। এ সম্পর্কে সাইয়িদ আবদুল হাই নিজেই বলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত নসীব কর; এটি সকল ইবাদতের উত্তম ইবাদত।' এটা পড়ে পড়ে "আমার নানী আমাকে ঘুম পাড়াতেন : [১২৩]

শিক্ষাজীবন

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নানার বাড়ি হাঁসওয়াতে সম্পন্ন হয়। ফার্সী ভাষা তাঁর মামা শাহ মাওলানা আবদুস সালামের মুরীদ মুনশী মুহাম্মদ তালীক সাহেবের কাছে এবং প্রাথমিক আরবী ভাষা শাহ আবদুস সালামের কাছে গ্রহণ করেন। পিত্রালয়ে আসার পর নাহু সরফ (আরবী গ্রামার) পড়েন শাহ জিয়াউন্নবীর কাছে। কিছুদিন ইংরেজিও পড়েন রায়বেরেলীতে। এরপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এলাহাবাদ, ফতেহপুর, ভূপাল এবং লাখনৌ সফর করেন। এলাহাবাদে তিনি আবদুল হাই লাখনৌভীর শিষ্য এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর (র) খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন এলাহাবাদীর ও অন্যদের কাছে দু'বছর জ্ঞান সাধনা করেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি মাওলানা আমীর আলী, মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ তায়েব, মাওলানা ফজলুল্লাহ এবং মাওলানা নয়ীম ফিরিঙ্গী মহল্লী (র) এর কাছে পাঠভুক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করার পর ভূপালে সাইয়িদ আহমদ দেওবন্দীর কাছে গণিত এবং শাইখ মুহাম্মদ আরবের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। শাইখ হুসাইন ইবন মুহসিন ইয়ামানীর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং হাদীস পাঠদানের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি হাকীম আবদুল আলী এবং হাকীম আবদুল আযীযের নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান (ইউনানী) অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।[১২৪]

কর্মজীবন

শিক্ষা জীবন সমাপনের পরপরই সাইয়িদ আবদুল হাই শাওয়াল ১৩১৩ হিজরী থেকে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার [১২৫] সহকারী নাযিম হিসেবে যোগদান

---

১২৩. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪। খান; মাওলানা শামস তাবরীয, তারিখই নদওয়াতুল উলামা, দফতর নিযামত, পোস্ট বক্স নং ৯৩, লক্ষ্ণৌ ১৯৮৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪ । মাওলানা আবদুল হাই-এর জন্মতারিখ ২২ ডিসেম্বর, ১৮৬৯ বর্ণনা করেছেন।

১২৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৪-৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

১২৫. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা। অনু. দ্রষ্টব্য।

করেন। প্রথম দিকে এজন্যে তিনি কোনো সম্মানী গ্রহণ করতেন না। দীর্ঘদিন পর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণের চাপাচাপিতে তিনি সম্মানী গ্রহণে সম্মত হন। তখন তিনি অধ্যাপনাও করতেন এবং ফতোয়া চর্চাও করতেন। দশ বছর পর তিনি পুনরায় সম্মানী গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি চিকিৎসা পেশা আরম্ভ করেন।

১৩ এপ্রিল ১৯১৫ সালে পরিচালনা পর্ষদ অগত্যা তাঁকে নাযিম[১২৬] (রেকটর) পদে নিয়োগ দান করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

বায়'আত ও খিলাফত লাভ

সাইয়িদ আবদুল হাই ছাত্রজীবনে মাওলানা ফজল রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন। শ্বশুর শাহ জিয়াউন্নবী এবং পিতা সাইয়িদ ফখরুদ্দিন খেয়ালীর কাছেও তিনি তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। শাহ মাওলানা আমীনুদ্দীন কনতভীও, জনাব কুদরত আলির (র) কাছ থেকেও তিনি ফায়জ হাসিল করেন এবং উপরোক্ত তিনজনই তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর কাছ থেকেও আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করেন এবং বায়'আতের অনুমতিও প্রাপ্ত হন।

বৈবাহিক জীবন

সাইয়িদ আবদুল হাই দু'টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর আপন মামা ফতেহপুর জেলার হাঁসওয়ার সাইয়িদ মাওলানা আবদুল আযীযের কন্যা সাইয়িদা জয়নাবকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১৩০৯ হিজরীতে বিয়ে করেন। তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। নাম ডা. সাইয়িদ আবদুল আলী এবং ১৩১৯ হিজরী /১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তার বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা সাইয়িদা জয়নাব ইন্তেকাল করেন। এরপর সাইয়িদ আবদুল হাই তাঁর পিতার নির্দেশে শাহ জিয়াউন্নবীর কন্যা মুহতারামা হাফেজা খাইরুন্ নিসা বেহতরকে বিয়ে করেন। তাঁর দু'টি কন্যা সন্তান যথাক্রমে সাইয়িদা আমাতুল আজীজ এবং সাইয়িদা আমাতুল্লাহ তাসনীম এবং একটি পুত্রসন্তান আল্লামা নদভী জন্মগ্রহণ করেন।[১২৭]

---

১২৬. হাকীম মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার দ্বিতীয় নাযিম (রেক্টর)। এর প্রথম নাযিম ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলি মুঙ্গেরী কানপুরী (র)। সাইয়িদ আবদুল মাজিদ গুরী; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১২৭. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

ইন্তেকাল

১৫ জুমাদাল উখরা ১৩৪১ হিজরী মুতাবিক ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে সাইয়িদ আবদুল হাই ইন্তেকাল করেন। দায়েরা-ই-শাহ আলামুল্লাহ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১২৮]

কৃতিত্ব

সাইয়িদ আবদুল হাই একজন উঁচু স্তরের আলিম ছিলেন। আরবী ও উর্দূতে সমান পারদর্শী ছিলেন তিনি। তাঁর গদ্য রচনা ছিল অতুলনীয়। চরিত্রমাধুর্য ছিল অতি উন্নত। কাউকে কোনো ধরনের কষ্ট দিতেন না। মাত্র ৫৩ বছর বয়স পেয়েও তিনি বিশাল রচনাসম্ভার রেখে যান। نزهة الخواطر (*নুযহাতুল খাওয়াতির*) তাঁর অন্যতম রচনা কীর্তি। বিষয় চয়ন, ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ এবং ভাষাগত মাধুর্যের কারণে এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ৮ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থে হিজরী ১ম শতাব্দী হতে ১৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশের প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম মনীষীর জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর ৮ম খণ্ডটি আল্লামা নদভী রচনা করে পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ গ্রন্থটির ৩টি বড় আকারে দামস্ক হতে প্রকাশিত নতুন সংস্করণের নাম দেয়া হয়েছে "الإعلام بمن في الهند من الأعلام" (আল-আ'লম বিমন ফিল হিন্দ মিনাল আ'লাম)। এ রচনার কারণে তাঁকে ভারতের ابن خلّكان (ইবনে খাল্লিকান)[১২৯] উপাধিতে ভূষিত করা যায়।[১৩০] এ ছাড়া তাঁর রচিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে

---

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১২৯. ابن خلّكا আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আল-বারমাকী আল-ইরবিলী আশ-শাফিঈ আরবী জীবনীকার, ২২ সেপ্টেম্বর, ১২১১/ ১১ রবিউস-সানী ৬০৮ তারিখে ইরবীলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক, আইন বিষয়ে পারদর্শী, ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ বিচারক। সর্বোপরি তিনি ঐতিহাসিক বিষয়ের অধ্যয়ন অধিক পছন্দ করতেন। তিনি এমন ব্যক্তিবর্গের জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন যাঁরা কোনো-না-কোনো কারণে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরে তিনি তার সংগৃহীত লেখাগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত করেন। এভাবেই আরম্ভ হয় তাঁর জীবনী সংক্রান্ত অভিধান وفيات الأعيان وأنباء الزمان (ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউয যামান)। এতে শুধু এমন ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন গ্রন্থকার যাদের মৃত্যুসাল নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি সাহাবায়ে কিরাম, অল্পসংখ্যক ব্যতীত তাবেঈন এবং খলীফাগণের আলোচনা করেন নি। কারণ চরিতাভিধান এবং গ্রন্থাবলিতে এ তিন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তথ্যাদি সহজেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থখানি একটি প্রাচুর্যপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার। ২৬ রজব, ৬৮১ / ৩০ অক্টোবর ১২৮২ ইবন খাল্লিকান দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ (সম্পা) ; প্রাগুক্ত, খ-৩, পৃ. ৬২৭-'২৮।

১৩০. গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮। আল-বাছ আল-ইসলামী (البعث الإسلامي) (সম্পা), আ'দদ মমতাজ , দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, পৃ. ২৭৬।

تعبير الرؤيا، (তা'বিরুর রুয়া)

تلخيص الأخبار، (তালখীসুল আখবার)

الثقافة الإسلامية في الهند، (আচ্ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যা ফিল হিন্দ)

الهند في العهد الإسلامي، (আল-হিন্দ ফিল 'আহদিল ইসলামী)

الغناء في الإسلام، (আল-গিনাউ ফিল ইসলাম)

منتهى الأفكار شرح تلخيص الأخبار (মুনতাহিল আফকার শারহি তালখীসিল আখবার)

تهذيب الأخلاق، (তাহযীবুল আখলাক)

القانون في انتفاع المرتهن بالمرهون، (আলকানুন ফি ইনতিফাইল মুরতাহিন বিল মারহুন)

تذكرة الأبرار، (তাযকিরাতুল আবরার)

ياد أيام (ইয়াদে আইয়াম)

گل رعنا، (গুলে রা'না) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

মাতা সাইয়িদা খাইরুন নিসা বেহতর

আল্লামা নদভীর মা সাইয়িদা খাইরুন নিসা সমকালীন যুগের এক অসাধারণ মহিলা ছিলেন। তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন, আলিম ছিলেন, কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ১৮৭৮/১২৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ সাইয়িদ জিয়াউন্নবী (র) পরহেজগারী এবং তাকওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার এবং পূত-পবিত্রা মহিলা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে সমকালীন যুগের 'তাপসী রাবেয়া বসরী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন[১৩১]। সাইয়িদা খাইরুন নিসা তাঁর ছোট মামা সাইয়িদ আবদুল্লাহর নিকট কুরআন হিফজ করেন। তিনি ছাড়াও তাঁর মেজো বোন, ভাগ্নী এবং অন্য দু'বোন সহ তাঁরা পাঁচজন মহিলা হাফেজ ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট কুরআনের অনুবাদ এবং আরো অন্য কয়েকটি কিতাব অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে الداء والدواء، (আদ্দাউ ওয়াদ্দাওয়া) مآثر الصالحين (মাআছিরুস সালেহীন), قص

১৩১. মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারকগ্রন্থ (সম্পা.) প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫৮।

الأنبياء (কাসাসুল আম্বিয়া), تعبير (তা'বীর), مقاصد الصالحين (মাকাসিদুস সালেহীন), طريق النجاة (তারীকুন্নাজাত) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন এবং মুহাম্মদ ইবন সিরীনের গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন।[১৩২] ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১৩৮৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন[১৩৩]।

২.৬ বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

আল্লামা নদভীর চার বছর বয়সেই শিক্ষার সূচনা হয় রায়বেরেলীতে চাচা আজিজুর রহমানের নিকট।[১৩৪] এরপর সাত বছর বয়সে তিনি লক্ষ্ণৌ সদরের আমীনাবাদ মহল্লার বাজার ঝাউলাল[১৩৫] মসজিদের মকতবে ভর্তি হন এবং মসজিদের ইমাম হাফেয মুহাম্মদ সা'য়ীদের নিকট কুরআন মজিদের নাযেরা খতম করেন। তিনি চাচা আযীযুর রহমান নদভী ও গোলাম মুহাম্মদ শিমলাভির কাছে উর্দূ ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর এ সময়ে পঠিত গ্রন্থাবলির মধ্যে মাওলানা ইসমাঈল মিরাঠী রচিত *সফীনায়ে উর্দূ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি আল্লামা নদভী তাঁর পিতা সাইয়িদ মাওলানা আবদুল হাই রচিত *তা'লীমুল ইসলাম* এবং *নূরুল ঈমান*ও অধ্যয়ন করেন। একই সময়ে হস্তলিপি বিদ্যা অর্জন করেন মাওলানা মাহমুদ আলির কাছে। তিনি তাঁর এক চাচা সাইয়িদ মাওলানা ইসমাঈলের কাছে বোস্তাঁ[১৩৬] পড়েন এবং নিকটবর্তী গ্রাম লোহানীপুরের মাষ্টার মুহাম্মদ যামানের কাছে অঙ্ক এবং উর্দূ রচনা অনুশীলন করেন।[১৩৭]

আল্লামা নদভীর নয় বছর বয়সে হঠাৎ কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর তাঁর পিতা সাইয়িদ মাওলানা আবদুল হাই হাসানি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ১৫ জুমাদাল উখরা ১৩৪১ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। এ কারণে তিনি

---

১৩২. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৮-৫৯।

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩, নদভী; মাওলানা আবুল হাসান আলি প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯ ও গুরী সাইয়িদ আব্দুল মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯। তিনি সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানির ফুফাত ভাই, বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, দারুল উলুমের শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ শাওয়াল ১৩৭৭ হিজরী সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। নদভী, বেলাল আব্দুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

১৩৫. এ মহল্লা বর্তমানে মুহাম্মদ আলি লেইন নামে পরিচিত। এখানে সাইয়িদ আবদুল হাই'র বাসা ও ফার্মেসী ছিল। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৩৬. বোস্তাঁ শাইখ মুসলেহুদ্দিন শিরাযী সা'দীর (প্রসিদ্ধ নাম শেখ সা'দী) ফার্সি ভাষার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ; নদভী, ড. মুহাম্মদ আকরাম আ'লাম আন মুসলিমীনা আবুল হাসান আন-নদভী, দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া, ২০০৬, পৃ. ৫৪।

১৩৭. নদভী, ড. মুহাম্মদ আকরম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

লক্ষ্ণৌ হতে মায়ের সাথে তাকিয়ায় ফিরে আসেন[১৩৮]। পিতার ইন্তেকালে তিনি পিতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন বটে; কিন্তু একদিকে তাঁর পিতা ও পিতামহের কালজয়ী রচনাবলি, অন্যদিকে মায়ের মমতা, শাসন ও পরিচর্যা তাঁর জীবন গঠনে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মায়ের শিক্ষা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর উক্তি "Give me a good mother and I shall give you a good nation" "আমাকে একজন ভাল মা দেন, তাহলে আমি একটি উত্তম জাতি উপহার দেব।" আল্লামা নদভীর জীবন-গঠনে তাঁর মায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে উক্ত উক্তির বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। কারণ শৈশবে মায়ের শিক্ষা ও উপদেশ, শাসন ও মমতা আল্লামা নদভীর উন্নত জীবন গঠনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পিতার ইন্তেকালের পর শৈশবের তত্ত্বাবধান ও নৈতিকতা গঠনের সকল দায়িত্ব পালন করেন মমতাময়ী মা। এ সময় তিনি মায়ের নিকট কুরআনের বড় সূরাগুলো মুখস্থ করেন।[১৩৯]

আল্লামা নদভী বলেন, "রায়বেরেলীতে আমার মা আমার দেখাশোনা এবং ধর্মীয়, চারিত্রিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের মাঝেই ব্যস্ত থাকতেন। স্নেহ ও মায়া-মমতায় তিনি ছিলেন তুলনাহীন।

তদুপরি দু'টি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং এতে কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না। প্রথমত, কোনো সময় আমি ই'শার নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে আমায় সালাত আদায় করিয়ে নিতেন। তেমনিভাবে কনকনে শীতে ফজরের জামাআ'তে মসজিদে যেতে বাধ্য করতেন। তারপর কুরআন তিলাওয়াতে বসিয়ে দিতেন। দ্বিতীয়ত, কাজকর্মে নিয়োজিত খাদেমা (কর্মচারী) কিংবা তাদের বাচ্চাদের সাথে বা কোনো দরিদ্র শ্রেণির লোকের সাথে কখনো দুর্ব্যবহার বা অন্যায় করলে মা আমাকে তাদের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতেন। এতে করে

---

১৩৮. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭, গুরী, সাইয়িদ আব্দুল মাজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ও নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৩৯. তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর বাড়িতে অন্য কোনো পুরুষ না থাকায় তাঁর দায়িত্ব মায়ের উপর বর্তায়। তদীয় বড় ভাই ড. আবদুল আলিও তখন লক্ষ্ণৌ শহরের মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬, নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭ ও আখতার, সফীর, (সংকলন ও সম্পা.) প্রাগুক্ত, ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, পাকিস্তান, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৮।

আমি অন্যায়, দুর্ব্যবহার, যুলুম ও অহংকার প্রদর্শন করাকে ভয় করতে এবং কবীরা গুনাহ ভাবতে শিখেছি[১৪০] এবং এ কারণে আমি দু'টি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যাই; যথা যেকোনো শ্রেণির লোককে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

আল্লামা নদভী বলেন, "আমার মা আমার মাঝে অন্যান্য বালকের মতো মেধা ও প্রতিভা অনুভব করতে না পেরে খুবই অস্থির ও নিরাশ হতেন এবং আমার সাফল্যের জন্যে প্রাণ খুলে দু'আ করতেন। আমার সাফল্য কামনায় আমার মা যেসব গদ্য-পদ্য (মুনাজাত) রচনা করেছেন সাধারণত সমকালীন কোনো মহিলার মধ্যে তা দেখা যায় না। একদিন তিনি স্বপ্নে আমার নানা শাহ জিয়াউন্নবীকে দেখলেন যে, নানা মাকে সেই পুরানো স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যাতে সু-সংবাদ ছিল। "কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাঁদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"[১৪১]

অগ্রজের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ

পিতার ইন্তেকালের সময় ড. সাইয়িদ আব্দুল আলী এমবিবিএসএ অধ্যয়নরত ছিলেন। এ সময় তিনি মায়ের পাশাপাশি ছোট ভাই আল্লামা নদভীর দেখাশোনা করতেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর চিকিৎসা পেশার কাজ ভালোভাবে শুরু হলে তিনি তাঁর অনুজ আল্লামা নদভীকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে এসে তাঁর পড়ালেখার তত্ত্বাবধান করেন।[১৪২] লক্ষ্ণৌতে তাঁরা নবাব নূরুল হাসান খানের[১৪৩] বাড়িতে থাকতেন। নবাব বাড়ি হবার কারণে এটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এবং লোক সমাগমও ছিল প্রচুর। এ কারণে বড় ভাই ডা. আলী ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে দু'টি বিষয়ে কঠোর নজর রাখতেন। প্রথমত, জামা'আত সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার

---

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ও নদভী, বেলাল আব্দুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত পৃ. ৯৬-৯৭।

১৪১ আল-কুরআন আল কারিম, সূরা আস সিজদাহ, আয়াত-১৭।

১৪২. *মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯।

১৪৩. সাইয়িদ মাওলানা আবদুল হাই হাসানির ইন্তেকাল পরবর্তী আয়ের কোনো উৎস না থাকায় লক্ষ্ণৌতে ভাড়ায় তাঁর যে চেম্বার ও বাসা ছিল সেটি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ তখনো ডা. আবদুল আলি মেডিক্যাল ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। দেড় বছর পর ডা. আলি পাস করে লক্ষ্ণৌতে চিকিৎসা পেশা আরম্ভ করেন। সেখানে আল্লামা নদভীকেও নিয়ে এসে তিনি তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। এখানে তাঁরা সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানির ঘনিষ্ঠ বন্ধু নবাব নূরুল হাসান খানের বেগম আনজুমান হাসান এবং সাইয়িদ যহুরুল হাসানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাঁদের বাড়ি 'ভূপাল হাউজে' বসবাস করতেন। আখতার, সফীর প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ ও নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

বিষয়। দ্বিতীয়ত, নবাব বাড়ির কর্মচারীগণের সাথে যাতে গভীর সখ্যতা সৃষ্টি না হয়; দুশ্চরিত্র ও খারাপ শ্রেণির লোকদের সংস্রব থেকে যাতে দূরে থাকেন।[১৪৪]

আল্লামা নদভী (র) তখন তাঁর অগ্রজের তত্ত্বাবধানে লক্ষ্ণৌতে অধ্যয়নরত তখন গোটা পরিবেশই ছিল ইংরেজি শিক্ষার এবং প্রায় সকলেই এ শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। এমনকি তখন তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজনও ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে সরকারি উচ্চ পদসমূহে আসীন হয়েছিলেন। এদিকে আল্লামা নদভীর বড় ভাই ডা. আলী তাঁর জন্য তাঁর কোনো কোনো আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধব ভর্ৎসনা করে বলেন যে, ডা. আলী এতিম ভাইটিকে মোল্লা বানাচ্ছে। জবাবে ডা. সাহেব বলতেন যে, আব্বাজান বেঁচে থাকলে যা করতেন আমিও তা-ই করছি।[১৪৫]

আল্লামা নদভী বর্ণনা করেন যে, এক সময় তাঁর মনেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি তাঁর আম্মাজান তাঁর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পেরে তিনি আল্লামা নদভীকে যে শিক্ষামূলক পত্র[১৪৬] লিখেছিলেন তা থেকে তাঁর ধ্যান-ধারণা, ঈমানী শক্তি ও ধর্মের প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করা হল:

> আলী, তুমি কারো কথা শুনো না। যদি আল্লাহর রেজামন্দী চাও এবং আল্লাহর হক আদায় করতে চাও তাহলে সেসব সিংহপুরুষদের দিকে তাকাও যাঁরা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য গোটা জীবনটাই ব্যয় করেছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা কিরকম ছিল? শাহ্ ওলীউল্লাহ (র)[১৪৭], শাহ

---

১৪৪. *মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০।

১৪৫. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

১৪৬. এ পত্রটি ছিল সন তারিখবিহীন। তবে আল্লামা নদভীর বক্তব্য অনুযায়ী এটি ছিল ১৯৩০ সালের কোনো এক সময় লিখিত। নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি; যিকর খাইর (বঙ্গানুবাদ, আমার আম্মা) পৃ. ৪০।

১৪৭. শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতস্থ মুজাফ্ফরনগর জেলায় নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। নাম আহমদ, উপাধি আবুল ফয়েজ। ঐতিহাসিক নাম আযিমুদ্দিন। তবে তিনি ওয়ালিউল্লাহ নামে জগদ্বিখ্যাত। তাঁর পিতা শাইখ আবদুর রহিম হযরত উসমান (র)'র অধস্তন পুরুষ এবং মা মূসা আল কাযিমের বংশধর। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সাত বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন এবং পনের বছর বয়সের মধ্যেই তাফসীর, হাদীস, উসূলুল ফিক্হ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি পিতার হাতে বায়'আত হন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি মাদরাসা রহিমিয়াতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। বার বছর শিক্ষকতা করার পর ১১৪৩ হিজরীতে মক্কায় গমন করেন। ১১৪৫ হিজরীতে তিনি দিল্লী ফিরে এসে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।

আবদুল আযীয (র)[১৪৮], শাহ্ আবদুল কাদির (র)[১৪৯], মওলভী মুহাম্মদ ইবরাহিম (র)[১৫০] তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে খাজা আহমদ এবং মওলভী মুহাম্মদ আমীন[১৫১] যাঁদের জীবন ও মরণ সে সময় ঈর্ষণীয় ছিল। কি রকম শান-শওকত নিয়ে তাঁরা সে সময় দুনিয়াতে ছিলেন এবং কত সুন্দরভাবে তাঁরা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। এ সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে লাভ করা যেতে পারে? ইংরেজি মর্যাদাধারী তোমাদের পরিবারে সকলেই আছে। এবং আরো হবে, কিন্তু উক্ত মনীষীগণের অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী কেউ নেই– যা এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন। ইংরেজির প্রতি তাঁদের কোনোরূপ আকর্ষণ বা প্রীতি ছিল না। ইংরেজিতে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন। তাঁরপরও তাঁরা এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন?

আলী! আমার আরেকটা সন্তান থাকলে আমি তাকেও এ শিক্ষাই দিতাম। এখন কেবল তুমিই। আল্লাহ তা'আলা আমার সৎ নিয়তের পুরস্কার দিন; যেন একশত সন্তানের গুণাবলি আমরা তোমার মাঝে পেতে পারি এবং এ জগতে ও পরকালে সৌভাগ্য ও সুনামের অধিকারী হই; সুসন্তানের মা হিসেবে কথিত হই।[১৫২] আমীন! ছুম্মা আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!"

তিনি ২৯ মুহাররম ১১৭৬ হিজরীতে ৬১ বছর বয়সে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। শাহ্ আবদুল আযীয, শাহ বাদিউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদির ও শাহ আবদুল গনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান।
বিশেষজ্ঞগণের মতে, তাঁর রচনাবলি দু'শতাধিক। হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ, রাষ্ট্রনীতি এবং তাসাউফসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান রয়েছে।
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; হাফেয মাওলানা, আমরা যাঁদের উত্তরসূরি (বঙ্গানুবাদ তাযকেরায়ে মাশায়িখে দেওবন্দ), ২২১ ব্লক–৩, মিরপুর, ১২, ঢাকা। ১৯৯৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩,১৫ ও ১৯।

১৪৮. শাহ্ আবদুল কাদির (র) ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর তৃতীয় পুত্র। তিনি তরজুমানে কুরআনের প্রণেতা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম ছিলেন আহলে হাদীসের প্রখ্যাত আলিম। তিনি আল্লামা নদভীর নানা শাহ্ সাইয়িদ জিয়াউন্নবীর মুরীদ ছিলেন।

১৫০. তাঁর ওয়াযে লোক প্রভাবিত হত, কাঁদত এবং সংশোধিত হত। নদভী পরিবারের যুবকদের একটি বিরাট অংশ আমূল পরিবর্তন হয়েছিল তাঁর ওয়াযের দ্বারা। ৬ জিলহজ্ব ১৩১৯ হিজরী তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল মুআল্লায় দাফন হন। নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি, যিকর খাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১৫১. মাওলানা সাইয়িদ আমীন নাসিরাবাদী রায়বেরেলী, সুলতানপুর ও প্রতাপগড় জেলায় এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বিরাট সংস্কারমূলক খিদমত আঞ্জাম দেন। এবং শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। জুমাদাল উখরা ১৩৪৯ হিজরী তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি শাহ্ সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসহাকের বংশধর। প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১।

১৫২.নদভী; মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী।* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-'২৩।

আরেকটি পত্র নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হল :

> এখন আরবী শিখার জন্য পরিশ্রম কর। কিন্তু তা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে নয়। স্বাস্থ্যের প্রতি অবশ্যই যত্নবান হবে। শরীর ভালো থাকলে সব ভালো; যা অর্জন করতে চাও হাসিল করতে পারবে। ইংরেজির বেলায় যে পরিশ্রম তুমি করেছ, আরবীর বেলায় তা করলে এত দিনে তুমি অনেক কিছুই অর্জন করতে পারতে। এখনো যেসব কিতাব মনোযোগ দিয়ে পড়নি, পড়তে পারনি সেগুলো পড়ে ফেল। যতদূর সম্ভব আগের যুগের আলিম-ওলামার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি কর। যেগুলো শরী'আত বিরুদ্ধ নয় সেগুলো শিখতে চেষ্টা কর। ধর্মীয় মাসআলা-মাসাইল ভালোভাবে অবগত হও। এ মুহূর্তে ধর্মীয় ইলমেরই প্রয়োজন।
>
> এখানকার আলিম-ওলামা তেমন কিছুই জানে না এবং তাঁরা ফিতনা সৃষ্টি করে। আমার অন্তরের কামনা, তুমি ধর্মীয় ইলমের ময়দানে সে মর্যাদা অর্জন কর যে মর্যাদা বড় বড় আলিম–ওলামা অর্জন করেছিলেন। যাঁদের দেখবার জন্য আমার চোখও উন্মুখ, যাঁদের কথা শোনার জন্য কান অধীর আগ্রহ এবং অন্তর অস্থির। আলী! এর চেয়ে বেশি কিছু অভিলাষ আমার নেই। আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি, তিনি যেন তোমাকে সে গুণাবলি দান করেন যাতে সে যুগ আবার ফিরে আসে[১৫৩]। আমীন!

আল্লামা নদভী বলেন, "ভাইজানের এ সিদ্ধান্তের উপর আম্মাজানের প্রেরণা, উৎসাহ ও ঈমানী শক্তি এবং পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদার প্রতি অনীহা আমার জন্য সোনায় সোহাগা প্রমাণিত হয়েছে।[১৫৪]

আল্লামা নদভীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ উর্দু, ফার্সী, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে লেখাপড়া নিজ বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের হাতে সম্পন্ন হয়। তাঁর আরবী শিক্ষার হাতেখড়ি তাকিয়াকাঁলাতেই হয়। প্রথমে পুরো কুরআন নাযেরা পড়েছেন; অতঃপর লক্ষ্ণৌতে শিক্ষা অর্জনের এ ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভীর পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর বংশের লোকজন রায়বেরেলীতে স্থানান্তরিত হন। তাঁর মাতা, বড় দু'বোন এবং মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত বড় ভাই লক্ষ্ণৌতে থাকতেন। রায়বেরেলীতে আল্লামা নদভীর পড়াশোনা চলছিল

---

১৫৩. নদভী; মাওলানা আবুল হাসান আলি, যিকরে খাইর, (আমার আম্মা) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪–৪৫।
১৫৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

মায়ের তত্ত্বাবধানে। তিনি সেখানে আল্লামা নদভীকে কুরআনের কতিপয় সূরা মুখস্থ করিয়েছেন এবং অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[১৫৫]

এখানে ফার্সী শিক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি ছোট ভাইকে ইংরেজির প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করান এবং তাঁর জন্য পার্শ্ববর্তী হাঁসওয়া গ্রাম-নিবাসী মাষ্টার খলিলুদ্দিনকে তাঁর ইংরেজি শিক্ষক নিযুক্ত করেন– যিনি ইংরেজির একজন দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি ডা. আলী আল্লামা নদভীর আরবী রচনা ও অনুশীলনে ব্যুৎপত্তি অর্জনের কৌশল হিসেবে মুজাদ্দিদে আলফি ছানী, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী, সাইয়িদ আহমদ শহীদ, ইমাম ইবন তাইমিয়া এবং ইমাম ইবন কাইয়িম প্রমুখ মনীষীর লিখিত গ্রন্থাবলি আল্লামা নদভীকে দিয়ে পড়াতেন। এ গাইডলাইন পেয়ে আল্লামা নদভী ডা. আলীর তত্ত্বাবধানে সাইয়িদ আহমদ শহীদের উপর "তরজমাতুল ইমাম আসসাইয়িদ আহমদ ইরফান আস শহীদ" শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক আরবী প্রবন্ধ রচনা করেন। এটি তাঁর জীবনের প্রথম রচনা, যা তাঁর ওস্তাদ আল্লামা তাকীউদ্দিন হিলালীর মাধ্যমে মিসর হতে প্রচারিত *আল-মানার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, ডা. আলী তাঁকে দিয়ে মক্কা মুকাররমা হতে প্রচারিত *উম্মুল কুরা* পত্রিকার কিছু কিছু প্রবন্ধের উর্দূ অনুবাদ করিয়ে দৈনিক *যামিনদার* পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৫৬] এতে করে আরবীতে আল্লামা নদভীর মূলভিত্তি শক্ত হয়। তাঁর নিয়মতান্ত্রিক আরবী শিক্ষার সূচনা হয় খলীল ইবন মুহাম্মদ ইবন আরবের কাছে।[১৫৭]

আল্লামা নদভী যখন ডা. সাহেবের তত্ত্বাবধানে লক্ষ্ণৌ চলে আসেন তখনো তিনি বোঁস্তার ছাত্র; সর্বশেষে মাওলানা ফারুক চিড়িয়াকোটির নিকট এক বছর ফার্সী পড়ে তিনি তাসাউফের কিতাবসমূহ যথা; ইজালাতুল খফা এবং মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী ইত্যাদি অধ্যয়ন করার মতো যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেন, ডা. সাহেব জানতেন যে, ফার্সীর যুগ শেষ হয়ে আসছে তাই তিনি আমাকে ফার্সীতে আর বেশি দূর এগুতে দেননি। তিনি আমাকে সর্বপ্রথম 'সীরাতু খাইরিল বশর' অতঃপর 'রহমাতুল লিল আলামীন' পড়তে দিয়েছিলেন।

---

১৫৫. আখতার সফীর (সংকলন ও সম্পা), ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৭৮।

১৫৬. আখতার সফীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১৫৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৮। সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৮।

২.৭ উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষকবৃন্দ

আল্লামা নদভী (র) মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদকসহ ফাজিলে 'আদব' সনদ লাভ করেন।[১৫৮]

নদওয়াতুল উলামায়

আরবী সাহিত্যের পর তিনি ইসলামী আইন নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হয়ে শাইখুল হাদীস আল্লামা হায়দার হাসান খাঁন টুংকীর[১৫৯] কাছে পূর্ণ দু'বছর সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ অধ্যয়ন করেন। তাফসীরে বায়জাভী এবং মানতিকের কিছু অংশও তিনি আল্লামা টুংকীর নিকট অধ্যয়ন করেন।

একই সময়ে তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দিকপাল আল্লামা তাকীউদ্দিন হিলালীর[১৬০] নিকট খলীল আরবের কাছে শুরু করা পাঠের পূর্ণতা হাসিল করেন।

লাহোর গমন

আল্লামা নদভী ১৯৩০ ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দু'বার মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। প্রথমবার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে[১৬১] এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। এবার তিনি তাঁর কাছে " حجة الله البالغة" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)-ও অধ্যয়ন করেন।[১৬২] এখানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে সনদপ্রাপ্ত হন এবং এর মধ্য দিয়েই তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি নিজ শাইখ খলীল আনসারীর নিকটও নির্বাচিত সূরাসমূহের তাফসীরে শিক্ষা লাভ করেন।

দেওবন্দ গমন

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভী (র) দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন এবং সেখানে চার মাস অবস্থান করে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর[১৬৩]

---

১৫৮. নদভী; বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

১৫৯. তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খলীফা।

১৬০. তাকীউদ্দিন ইবন আব্দুল কাদির হিলালী আল মারাকাসী , আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহু - সরফ এবং বালাগাতের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৬১. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৬৩. তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, ভারতের জমিয়তে ওলামার তৎকালীন সভাপতি, দারুল উলুম থেকে ফারেগ হন এবং শাইখুল হিন্দের কাছে হাদীস পড়েন। তাঁর পিতা শাইখ

কাছে সহীহ বুখারী ও সুনান তিরমিযীর দরসে অংশ গ্রহণ করেন। একই সাথে তিনি শাইখ ই'জায আলীর নিকট ফিকহ এবং রিওয়ায়েতে হাফস অনুযায়ী তাজবীদের পাঠ গ্রহণ করেন।

আল্লামা নদভীর ইন্তেকালের পর কোনো একজন প্রাবন্ধিক তাঁর শিক্ষাজীবন আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে শুধু নদওয়া, দেওবন্দ এবং লাহোরের কাসিমুল উলূমের ছাত্র বলে বর্ণনা করেন। এ তথ্যটি সঠিক নয়। বরং আল্লামা নদভীর শিক্ষা অর্জনের সেরা ও সুবিন্যস্ত অংশটি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু হয়– যেখানে তাঁর প্রিয় ও একান্ত শিক্ষক আরবী সাহিত্যের দিকপাল খলিল আরব আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।[১৬৪]

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, আল্লামা নদভী তাঁর মহানুভব অগ্রজ ডা. আবদুল আলীর নিবিড় তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেন, যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনার আগেই নদওয়া ও দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন।[১৬৫]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আরবী সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়) সমাপ্ত করার পর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকী এবং মাওলানা শিবলী জিরাজপুরীর কাছে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল্লামা নদভী উল্লেখ করেন যে, তিনিও মাওলানা হায়দার হাসান খানের সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন। এটাকে হাদীসের শ্রেণিকক্ষ বলা যায়। মাওলানা হায়দার হাসান খানের কাছে আল্লামা নদভী অক্ষরে অক্ষরে হাদীসের বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবি দাউদ, জামে' তিরমিযীর পাঠ গ্রহণ করেন।[১৬৬]

আল্লামা নদভী এ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, "যদিও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সঙ্গে আমার বংশীয়, উত্তরাধিকারসূত্রে, চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল এবং আমার মানস গঠনের ছাঁচ সেখানে স্থাপিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের দ্বার উন্মোচিত হয় ১৯২৮-২৯

হাবীবুল্লাহ ফয়জাবাদী পরিবার নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। সাথে হুসাইন আহমদও। সেখানে তিনি ৩০ বছর হাদীসের দরস দেন। তখন থেকে তিনি 'মাদানী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১২৯৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৬৪. আখতার সফীর (সংকলন ও সম্পা), ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮১।

১৬৫. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৬৬. আখতার সফীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

খ্রিস্টাব্দে[১৬৭] দারুল উলুম নদওয়াতেই। কারণ তখন আমি নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে সেখানে ভর্তি হয়ে এ প্রতিষ্ঠানের প্রবীণতম ও সর্বজনসমাদৃত প্রিয় ওস্তাদ মাওলানা শিবলী জিরাজপুরী আজমীর ফিকহ শাস্ত্রে এবং মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকীর হাদীসের দরসে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়ন করতে থাকি।

শাইখ খলীল আরবের শিষ্যত্ব গ্রহণ

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে আল্লামা নদভী শাইখ খলীল ইবন মুহাম্মদ ইয়ামানী ভূপালীর নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। শাইখ খলীলের পরিবার আল্লামা নদভী (র)-এর পরিবারের তিন পুরুষের ওস্তাদ ছিল। খলীল আরব সাহেব লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা করতেন এবং লক্ষ্ণৌতে ডা. সাহেবের প্রতিবেশী ছিলেন।[১৬৮] এ সুবাদে ডা. সাহেবের অনুরোধে খলীল আরব সাহেব আল্লামা নদভীর আরবীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তাঁর একমাত্র সহপাঠী ছিলেন খলীল আরব সাহেবের অনুজ হুসাইন ইবন মুহাম্মদ; তাই আল্লামা নদভী খলীল আরব সাহেবের পুরো মনোযোগ পেতেন।[১৬৯] খলীল আরব সাহেব ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি দরসে নিযামী[১৭০] এবং ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির সম্পূর্ণ

---

১৬৭. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, মাকতাবায়ে ইসলাম; ৩৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, খণ্ড-১ম, পৃ. ১১২।

১৬৮. আখতার সফীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০। নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৭০. দরসে নিযামী : লক্ষ্ণৌ নিবাসী মোল্লা কুতবুদ্দিন শহীদ ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে 'দরসে নিযামী'র সিলেবাস উদ্ভাবন করেন এবং তদীয় পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দিনের (মৃ. ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে) সময়কালে এ সিলেবাস অধিকতর উন্নতি ও প্রসার লাভ করে। তাই তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আলোচ্য সিলেবাসটি 'দরসে নিযামী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সিলেবাসটি বাংলাদেশ, পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারতা পেয়েছে। এ সিলেবাস প্রণয়নের পূর্বে এ দেশের মাদরাসাগুলোতে ভারতীয় কোনো লেখকের বই পাঠ্যভুক্ত ছিল না কিন্তু দারসে নিযামীতে এদেশীয় লেখকদের বই অন্তর্ভুক্ত হয়।
দারসে নিযামীর অনুমোদিত বিষয় ও গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ :
তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরে জালালাইন ও বায়জাভী
আল-হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ
আল-কালাম : শারহে আকায়েদুন্ নাসাফী, শারহে আকায়েদুল জালালী, মীর জাহেদ ও শারহে মাওয়াকিফ।
আল-ফিক্হ : হিদায়া ও শারহে বেকায়াহ
উসূল আল ফিক্হ : নুরুল আনওয়ার, তাওজীহ, তালভীহ ও মুসাল্লামুস্ ছুবুত।
বালাগাত ; মুখতাসার আল মা'আনী ও মুতাওয়াল।

ব্যতিক্রমধর্মী নিজস্ব উদ্ভাবনী ও গবেষণামূলক পদ্ধতিতে তাঁর শিক্ষা পাঠ্যক্রম বিন্যাস করেছিলেন। সেখানে মিসরের কিছু সাহিত্যও ছিল। তাঁর কাছে পরবর্তী দিনের পাঠ আমাদেরকেই এমনভাবে উপস্থাপন করতে হতো যেমনটি সেটি পাঠদানকৃত; এবং এটি প্রস্তুত করার দায়িত্বও ছিল আমাদের যথা; বিশুদ্ধ ইবারত (Text) পড়া, নাহু সারফের কায়েদা (নিয়মকানুন) জানা, উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা এবং গোটা পাঠের মূল ভাবার্থ বুঝে নেয়া ইত্যাদি। মূলত এ পদ্ধতি আমাদের পাঠাভ্যাসের শক্তি ও সামর্থ্যবান হওয়ার মূল চাবিকাঠি।[১৭১]

আল্লামা নদভী মাত্র তিন বছরে এ পর্ব শেষ করে আরবী ভাষায় পরিপক্কতা অর্জন করেন। এ সময় তিনি 'ফাআলা (فعل)' থেকে শুরু করে 'আল মুতালাআতুল আরাবীয়া (المطالعة العربية)[১৭২]', 'মাদারিসুল কিরাআহ (مدارس القراءة)' এর দ্বিতীয় খণ্ড, 'আত তারীকাতুল মুবতাকিরাহ (الطريقة المبتكرة)-এর ৫ম খণ্ড, 'কিতাবুদ দারুরী (كتاب الضروري)', 'নাহজুল বালাগাহ (نهج البلاغة)', 'কালিলা দিমনাহ (كليلة دمنة), মাজমুআতু মিনান্ নায্‌মি ওয়ান্ নাছর (مجموعة من النظم والنثر)', 'দালাইলুল ইজায (دلائل الإعجاز))', 'দিওয়ানে হামাছা (ديوان حماسة)', 'মাকামাতে হারিরী (مقامات حريري)' এবং 'আশরু কাওয়ায়িদ (عشر قواعد)' প্রভৃতি[১৭৩] বিষয় তাঁর নিকট অধ্যয়ন করে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

হিকমাহ : মায়বুযী ও শামসে বাজেগাহ্ ও সাদরা, সুগরা, কুবরা, ইসাগুজী, তাহযীব, কিবতী, মা'মীর ও মুসাল্লামুল উলূম, নাহাভ মীর, শারহে মীআত আমেল, হিদায়াতুন্ নাহাভ, কাফিয়াহ, শরহে জামী।

সরফ : মীযান, মুনশা'য়িব, সারফে মীর, পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ, ফুসুলে আকবারী ও শাফিআহ্।

অঙ্ক : খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীর, আকলিদম, তাশরীহ, আল-আফলাক, রিসালা এ কুশজিয়া ও শারহে ছাগমনী। এএফএম আমীনুল হক; ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯। গিলানী; মানাযির আহসান, হিন্দুস্তান মেঁ ইসলামী মাদারেস কে নিসাবে তা'লিম ৩য় খণ্ড তা.বি. হাসানি মাওলানা আব্দুল হাই, হিন্দুস্তান কা নিসাবে দারস আওর উসকে তাগাইয়ুরাত, তা.বি.

১৭১. নদভী; বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১৭২. মিসরের শিক্ষামন্ত্রণালয় 'আল মুতালাআ'তুল মিসরিয়্যাহ্' নামে বইটি রচনা করেন, পূর্ব বাংলার জনৈক আরবীর প্রফেসর মিসর হতে বইটি নিয়ে আসেন এবং 'আল মুতালাআ'তুল আরবীয়্যাহ' নামে প্রকাশ করেন। বইটি আধুনিক লেখকদের স্টাইলে লেখা হয়েছে। এতে শিশু ও কচি-কাঁচাদের বয়সের দিকে লক্ষ রেখে পাঠ চয়ন করা হয়েছে। শাইখ খলীল আরবের নিকট বইটি খুবই প্রিয় ছিল এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এটি তাঁর আরবী বিষয়ের জন্য বুনিয়াদী গ্রন্থ ছিল।

১৭৩. নদভী; বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৩-৫, গুরী; সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

আল্লামা নদভী খলীল আরব সাহেবের কাছে আরবী শিক্ষার সাথে আরবী ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 'আদ্ দারুরী' অধ্যয়ন করেন মাত্র। এ ছাড়া তিনি এ বিষয়ে পুরাতন সিলেবাসভুক্ত কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন চাচা মাওলানা আযিযুর রহমানের কাছে। যদি বেশিদিন রায়বেরেলী অবস্থান করতে হতো তাহলে খলীল আরব সাহেবের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থাবলিও তিনি পড়তেন। মাওলানা আযিযুর রহমানের কাছে অধীত কিতাবের মধ্যে মীযান, মুনশায়িব, সারফেমীর, নাহ্ভে মীর ও পাঞ্জেগাঞ্জ উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আযিযুর রহমানের পাশাপাশি তিনি মাওলানা তালহা হাসানির কাছেও সারফ ও নাহাভের কিতাব অধ্যয়ন করেন। মাওলানা তালহা হাসানিকে নাহাভের ইমাম বলা হত।

একই সময় আল্লামা নদভী খাজা আবদুল হাই ফারুকীর কাছেও আমপারার শেষ কয়েকটি সূরার তাফসীর পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লামা নদভী বলেন "এটি ছিল মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধির তাফসীর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং চিন্তাধারার[১৭৪] সাথে আমার প্রথম পরিচয়, যে কারণে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর দরসের সাথে আমি অপরিচিত ছিলাম না।"

ড. তাকীউদ্দীন আল হিলালী (র)

তাঁর পূর্ণ নাম হলো ড. মুহাম্মদ তাকিউদ্দীন ইবনু আবদুল কাদির আল-হিলালী আল মাগরিবী। তিনি ছিলেন মরক্কোর অধিবাসী। আরবী ও ভাষা সাহিত্যে ছিল তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ও নৈপুণ্য। কোনো একটি বিষয়ে হিজাযের[১৭৫] শাসক মালিক আব্দুল আযীয ইবন সৌ'দের সঙ্গে ড. হিলালীর মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি হিজরত করে বেনারসে[১৭৬] তাঁর বন্ধু মাওলানা আবদুল মাজিদ হারিরির কাছে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি দারুল উলুমে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আল্লামা নদভী এখানে তাঁর কাছেও আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আল্লামা নদভী তাঁর সম্পর্কে বলেন, "সত্যি কথা হল; আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দূর-দিগন্তকে স্পর্শ করার জন্যে আমি সে-যাত্রা শুরু করেছিলাম– আমার ওস্তাদ শাইখ খলীল আরব আল ইয়ামেনী এবং ড. হিলালীকে শিক্ষকরূপে পাওয়ায় এবং তাঁদের প্রশিক্ষণই

---

১৭৪. খাজা আবদুল হাই ফারুকী ছিলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ সিন্ধির স্নেহধন্য ছাত্র এবং ডা. আবদুল আলির ক্লাসফেলো। তিনি ডা. সাহেবের দাওয়াতে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন এবং তাঁর বাসায় অবস্থান করেন। ডা. সাহেবের অনুরোধে খাজা আবদুল হাই আল্লামা নদভীকে তাফসীর পড়ান। নদভী; বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮–'৯।

১৭৫. মক্কা মদীনা ও তায়িফ এলাকা হিজায নামে প্রসিদ্ধ।

১৭৬. বেনারস ভারতের একটি প্রসিদ্ধ শহর। মহিলাদের উন্নত শাড়ি প্রস্তুতকারী এলাকা হিসেবে সারা বিশ্বে এর খ্যাতি রয়েছে।

আমাকে যৎসামান্য দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দেয়ার যোগ্য করে তুলেছে। ديوان النابغة[১৭৭] (দিওয়ানুন নাবিগাহ) এর দরসে তাঁর বলা প্রতিটি বাক্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমি খাতায় লিখে রাখতাম।[১৭৮] তাঁর সম্পর্কে আল্লামা নদভী বলেন, তিনি আরবী সাহিত্যের হাতেগোনা কয়েকজন শীর্ষ আলিমের অন্যতম ছিলেন যারা এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত"।[১৭৯]

আল্লামা শাইখ হায়দার হাসান খান টুংকী (র)

আল্লামা নদভীর আরেকজন বিশিষ্ট ওস্তাদ হলেন আল্লামা শাইখ হায়দার হাসান খাঁন টুংকী। তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার শাইখুল হাদীস ছিলেন। তাঁর কাছে আল্লামা নদভী (র) বুখারী ও মুসলিমসহ আবূ দাউদ, তিরমিযী অক্ষরে অক্ষরে পড়েন। তাফসীরে বায়জাভীও কিছুটা অধ্যয়ন করেন।[১৮০]

বিশিষ্ট মুফাসসির আল্লামা আহমদ আলী লাহোরী (র)

তাঁর কাছে আল্লামা নদভী বিশেষভাবে তাফসীর অধ্যয়ন করেন। পাশাপাশি শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর حجة الله البالغة (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)-ও পড়েছেন। ১৯৩০-'৩১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভী মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য লাহোর যান। তাঁর দরসে কুরআন অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্ররা তাঁর তাফসীর কোর্সে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতো। তাঁর প্রতিষ্ঠান ছিল মাদরাসা কাসেমুল উলূম। আল্লামা নদভী যখন প্রথমবার সেখানে যান তখন কোর্সের সময়কাল শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেবার আল্লামা নদভীকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে সূরায়ে বাকারার কিছু অংশ পড়ান এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভী حجة الله البالغة (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ) পড়ার জন্য যান এবং লিখিত পরীক্ষায় পাস করেন।[১৮১] আল্লামা নদভীর

---

১৭৭. ديوان النابغة নাবিগ আয যুবইয়ানীর কাব্য সঙ্কলন। তিনি জাহিলী যুগের একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন।

১৭৮. আল-কারজাভী, মুহাম্মদ ইউসুফ, আশ্ শাইখ আবুল হাসান আলি আন্ নদভী কামা রাআইতুহু, (অনুবাদ) ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, রাহনুমা প্রকাশনী, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯, জানুয়ারি-২০১২; পৃ. ৬১, নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, প্রথম প্রকাশ–১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১১৭।

১৭৯. নদভী মাওলানা আবুল হাসান আলি *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১৮০. আল-কারজাভী, মুহাম্মদ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১৮১. আখতার সফীর, মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি হায়াত ওয়া আফকার কে চন্দ পেহলো, ইদারায়ে তাহকীকাতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, পৃ. ৪৫।

শিক্ষকগণের মধ্যে শাইখ খলীল আরব ইয়ামানী, ড. তাকীউদ্দীন হিলালী, শাইখ হায়দার হাসান খান টুংকী, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা শিবলী জিরাজপুরী আযমীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮২] এ ছাড়া আল্লামা নদভীর চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে যে সকল মনীষীর লেখনী ও তাঁদের রূহানী প্রভাব পড়ে তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র), ইমাম ইবন তাইমিয়া, ইমাম আহমদ সারহিন্দী, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী, সাইয়িদ আহমদ ইবন ইরফান শহীদ, মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী, শহীদ হাসানুল বান্না এবং ড. আল্লামা ইকবাল অন্যতম।[১৮৩]

বৈবাহিক জীবন

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে আল্লামা নদভী নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার পর নভেম্বরে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি শাহ জিয়াউন্নবীর পৌত্রী, মুন্সী সাইয়িদ আবদুর রাজ্জাকের দৌহিত্রী এবং সাইয়িদ আহমদ সাঈদের[১৮৪] কন্যা তৈয়বুন্নিসাকে বিয়ে করেন। শাইখুল হাদীস আল্লামা হায়দার হাসান খাঁন টুংকী তাঁর বিয়ে পড়ান। পিতার অভাব যাতে অনুভূত না হয় সেভাবে বড় ভাই ডা. আবদুল আলী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তাঁর অনুজ আল্লামা নদভীর ওলীমা সম্পন্ন করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। আল্লামা নদভী নিঃসন্তান ছিলেন।

২.৮ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় যোগদান

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। শাইখ তাকীউদ্দীন হিলালী নদওয়া ছেড়ে ইরাক চলে যান। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী এক বছরের জন্য হিলালী সাহেবের সান্নিধ্যে যেতে চাইলেন এবং আল্লামা নদভীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ১৫ জুলাই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পরিচালনা পরিষদের বৈঠকে আল্লামা নদভীকে মাসিক ৪০ টাকা সম্মানীতে নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। তখন তিনি পীরের খিদমতে লাহোরে অবস্থান করছিলেন। মাওলানা মাসউদ আলম আল্লামা নদভীর বরাবর পত্র মারফত তাঁকে উক্ত পদে যোগদানের অনুরোধ জানালে তিনি আগস্টে এসে নদওয়ায় যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকার[১৮৫]

---

১৮২. নদভী; ড. মুহাম্মদ আকরাম, আ'লামুল মুসলিমীন, আবুল হাসান আননদভী, আল- আলিমুল মুরব্বী ওয়াদ্দা'য়িতুল হাকীম (১৯১৪-১৯৯৯) দারুল কলম কুয়েত, খ্রিস্টাব্দ ২০০৬, পৃ. ৭৩।

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯।

১৮৪. তিনি আল্লামা নদভীর আপন মামা এবং শাহ জিয়াউন্নবীর পুত্র।

১৮৫. *আয যিয়া* (الضياء) নামক মাসিক আরবী পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মাসউদ আলম নদভী। সুলাইমান নদভীর পরামর্শ ও নির্দেশনায় দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে ১৯৩২

সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কয়েকটি ক্লাসেরও দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ১২ জুলাই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যোগদানের পর আল্লামা নদভীর ক্লাসরুটিনে যে বিষয়গুলো দেয়া হয় ইতিপূর্বে তার অধিকাংশ মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী[১৮৬] পড়াতেন।

আল্লামা নদভী নদওয়াতুল উলামায় কুরআন, তিরমিযী, ইতিহাস, ديوان حماسة (দিওয়ান হামাসাহ), القراءة الراشدة (আল কিরাআতুর রাশিদাহ), حكايات الأطفال (হিকায়াতুল আতফাল) প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রথম বছর পাঠ দান করেন। পরবর্তীতে তিনি আরবী সাহিত্য ও এর ইতিহাস, মানতিক, حجة الله البالغة (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ) এবং বুখারী শরীফেরও দরস দেন। তিনি অধ্যবসায় ও গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠদানের জন্য সর্বোত্তম পন্থা গ্রহণ করতেন বিধায় ছাত্রদের পুরোপুরি আশ্বান্বিত করতে সক্ষম হন। আল্লামা নদভীর ছাত্রদের মধ্যে আল্লামা রা'বে হাসানি নদভী, মাওলানা ওয়াজিহ রশীদ নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ আল-হাসানি, মাওলানা সা'য়ীদুর রহমান আযমী নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ যহুর নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ তাহের মনসুরপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮৭]

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভী নদওয়াতুল উলামার নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর সমর্থনে তিনি নদওয়ার 'সহকারী শিক্ষা পরিচালক' নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর ইন্তেকালের পর ''পরিচালকের' দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অগ্রজ ডা. আব্দুল আলীর ইন্তেকাল হলে তিনি নদওয়ার 'নাযেম' বা 'রেক্টর' নির্বাচিত হন।

খ্রিস্টাব্দে এর প্রকাশনা শুরু হয়। আল্লামা নদভী (র) তার নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং মাসউদ আলম নদভীর সহযোগী হিসাবে কাজ করেন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে। তখন তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'আল আদাবুন্নবভী' এবং 'লিসানুল আসরিস- শায়েরিল আকবরিয়্যাহ'; আকবর হোসাইন ইলাহাবাদী, প্রভৃতি অন্যতম। মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১৮৬. অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন, আরবী ভাষার দক্ষ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, পরবর্তীতে কলিকাতা আলিয়া এবং দেশবিভক্তির পর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় চলে আসেন, ঢাকাতেই ইন্তেকাল করেন। বিস্তারিত আলোচনা নদওয়াতুল উলামার কৃতি ছাত্র অনুচ্ছেদে করা হয়েছে।

১৮৭. নদভী, ড. মুহাম্মদ আকরাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১।

২.৯ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা: বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারা

প্রেক্ষাপট

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী[১৮৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের উপমহাদেশীয় ওলামা সমাজ, দীনি মাদরাসা এবং বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নৈরাশ্যজনক অবস্থা নিকট থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী আগ্রাসনের ঢেউ মুসলমানদের দীনি ও ঈমানী চিন্তা চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে চলছিল। এ ধরনের আগ্রাসনের মুকাবিলা, মাদরাসা শিক্ষার পুনরুজ্জীবন, পাঠ্যসূচির সংস্কার সাধন, বিভিন্ন মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে বিরাজিত পারস্পরিক মতদ্বৈধতার নিরসন, ইসলামের শাশ্বত বাণীকে প্রতিষ্ঠা এবং দেওবন্দ ও আলীগড়ের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ/১২১১ হিজরী সালে 'নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮৯] তাতে পেছনে একদল বিজ্ঞ আলিম, বুযুর্গ, লেখক, চিন্তাবিদ, মুজাহিদ, সংস্কারক, শিক্ষক এবং ত্যাগী ব্যক্তিদের দু'আ, সহযোগিতা, সমর্থন ও অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। যে কয়টি প্রতিজ্ঞা সামনে রেখে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, নিম্নে তা বর্ণনা করা হল :

১. মুসলমানদের ঐক্য;

২. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. উচ্চতর আদর্শ ও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ;

৪. কুসংস্কারের মূলোৎপাটন;

৫, মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মাসলাকের আলিমগণের মিলিত প্লাটফরম তৈরি;

৬. ইসলামী শরী'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিলেবাসে পরিবর্তন আনয়ন, যা বর্তমান চাহিদা পূরণে সক্ষম;

---

১৮৮. সাইয়িদ মুহাম্মদ আলি আল-কানপুরী আল-মুঙ্গিরী (র) (মৃ. ১৩৬৪/১৯৪৪) ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ও সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আলি। তিনি ১২৬২/১৮৪৫ সালে কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ জীবনে মুঙ্গিরে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন এবং সমাহিত হন, তাই তিনি মুঙ্গিরী নামেও অভিহিত। তাঁর কর্মজীবন খুবই ঘটনাবহুল, তিনি দেওবন্দ ও আলিগড় শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে 'নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছোট বড় একশ'টি বই রচনা করেন। ফয়সালায়ে আরমানী এবং ইরশাদে রহমানী প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অমর সৃষ্টি।

১৮৯. আমীনুল হক, ড.এ, এফ, এম, মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান; পৃ. ২৫।

৭. আলিম সমাজের দীনি অবস্থার উন্নয়ন ও চিন্তা-ভাবনার দিগন্ত সম্প্রসারণ; এবং

৮. এমন আলিম তৈরি করা, যারা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য। এ বিদ্যাপীঠের সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বময়। আর সেতুবন্ধন ছিল আল্লামা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর বিশ্বময়-পরিচিতি। এ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, সাল্‌ফে-সালেহীন (আদর্শ পূর্বসূরি) ও আকাবিরগণের জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং উত্তরসূরিদের জ্ঞানসম্ভারের মাঝে স্বচ্ছ ও অবিকৃত আকিদা ও নির্ভেজাল তাসাউফের (আধ্যাত্মিক দর্শনের) মাঝে, ইলমে ওহী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে ইস্পাতদৃঢ় ঈমান ও আল্লাহভীতির মাঝে সুসমন্বয় সাধন।[১৯০]

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

১৮৯৩ সালে গঠিত সংগঠনের মাধ্যমে যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা সফলতার সাথে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হল যে, উদ্যোক্তাগণের সহায়তায় মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে 'দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি দীনি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। মাওলানা মুঙ্গেরী এর প্রথম নাযেম নিযুক্ত হন। এখান থেকে প্রতি বছর বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ আলিম, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট, ভাষাবিদ এবং দাঈ বের হয়ে থাকেন।

২.১০ আল্লামা নদভী (র)-এর উপর দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

দারুল উলূম নদওয়ার সঙ্গে আল্লামা নদভীর সম্পর্ক উত্তরাধিকারসূত্রেই। তাঁর পিতা ও অগ্রজ এ চিন্তাধারার ধারক বরং আহ্বায়ক ছিলেন। সেই পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও চিন্তাধারার আবহে আল্লামা নদভী বেড়ে উঠেন। কিন্তু দারুল উলুমের প্রবীণ ও সর্বজনপ্রিয় শিক্ষক মাওলানা শিবলী জিরাজপুরীর কাছে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমেই দারুল উলুমে আল্লামা নদভীর সরাসরি ও নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার সূত্রপাত হয় এবং তাঁর সামগ্রিক কর্মময় জীবনে এর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে।[১৯১]

---

১৯০. কারজাভী, মুহাম্মদ ইউসুফ, আশ্ শাইখ আন্ নাদভী কামা রাআইতুহু, (অনুবাদ) নদভী ইয়াহইয়া ইউসুফ, রাহনুমা প্রকাশনী, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯, পৃ. ২২০।

১৯১. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

২.১১ কাদিয়ানী বিরোধী সম্মেলনে ভূমিকা

১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার বিশাল ময়দানে কাদিয়ানী বিরোধী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নদওয়ার '৮৪ সালা দস্তারবন্দীর পর এটিই নদওয়াতুল উলামা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্ববিবেচনায় বৃহত্তম সম্মেলন। এ সম্মেলনের দাওয়াতনামাও তাঁর স্বাক্ষরে প্রচারিত হয়। সম্মেলনে সৌদি আরবের একটি বিশেষ বিমানে সেদেশের শীর্ষ আলিমদের একটি বড় প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। হারামাইমান শরীফাইনের প্রধান ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ আস সুবাইল, মদিনা ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ড. সালেহ আবদুল্লাহ্ আল আবুদ, রাবেতা আলমে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ নাসের আল আবুদীও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১৯২]

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সর্বকালের মুসলমানদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বাধ্যতামূলক আকিদা হল খতমে নুবুওয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল অবস্থান। কিন্তু খতমে নুবুওয়াতের এ আকিদা ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকিদা হওয়া সত্ত্বেও এটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা এবং জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রশ্নটি তখনই দেখা দেয়, যখন এর বিরুদ্ধে কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের বিধ্বংসী আকিদা নিয়ে মাঠে নামে, যে আকিদাকে আল্লামা নদভী নুবুওয়াতে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করেন। সম্প্রদায়টির এ বিধ্বংসী আকিদার বিরুদ্ধে এবং খতমে নুবুওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে النبوة والإنبياء (নুবুওয়াত ও নবীগণ) নামক গ্রন্থের النبي الخاتم والدين الكامل (শেষ নবী ও পরিপূর্ণ দীন) অধ্যায়টি তিনি প্রথমে লিখেছিলেন।[১৯৩]

২.১২ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়নে আল্লামা নদভীর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড়-এর ধর্মীয় অনুষদের চেয়ারম্যান মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান আশরাফ এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ঘোষণা প্রকাশিত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ক্লাসের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্যে এমন কিছু গ্রন্থ দরকার যাতে ধর্মীয় মৌলিক

---

১৯২. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

১৯৩. কারজাভী, মুহাম্মদ ইউসুফ, كما رأيته : الشيخ الندوي, (অনুবাদ) নদভী ইয়াহইয়া ইউসুফ, রাহনুমা প্রকাশনী, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯, পৃ. ১২৭।

বিষয় যেমন আকিদা, জরুরী মাসায়িল, সীরাতে-নুবুভীর ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় একই সঙ্গে থাকবে এবং যা উল্লিখিত স্তরের জন্য শিক্ষার্থীদের খুবই জরুরি। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে মাওলানার চাহিদা অনুযায়ী সম্ভবত মাস-তিনেকের মধ্যে গ্রন্থগুলো তৈরি করে পাঠিয়ে দিলাম এবং তা অনুমোদিত হয়।[১৯৪] অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনিয়াত বিভাগের ব্যবস্থাপক মাওলানা আবু বকরের মাধ্যমে আমাকে এ মর্মে খবর পাঠানো হল যে, কিছুদিনের জন্য আমাকে আলিগড় অবস্থান করতে হবে। গ্রন্থাদির অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা (কর্তৃপক্ষ) আল্লামা নদভীর সাথে আলোচনা করতে চান। আর কোনও সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন পড়লে সেক্ষেত্রে তা অধিকতর সহজ হবে। আমি দেড়-দুই মাসের জন্য আলিগড় গেলাম। সন্ধ্যায় মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান আশরাফের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থেকে সিলেবাস সম্পর্কিত মতবিনিময় হল। তাঁর মূল্যবান পর্যালোচনা ও পরামর্শে আমি নিজেও বেশ উপকৃত হলাম।[১৯৫]

২.১৩ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি গ্রহণ

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভীকে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ২৯ অক্টোবর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর বি. কে নেহেরু ছিলেন কনভোকেশন সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ছিলেন বিশেষ অতিথি। এ অনুষ্ঠানে আল্লামা নদভীকে এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্ডস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মাধুরী আরশগকেও সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলর ওয়াহিদুদ্দীন মালিক, জম্মু-কাশ্মীরের গভর্নর নেহেরু ও প্রফেসর আলী আহমদ সরওয়ার এ সম্মান গ্রহণের জন্য আল্লামা নদভীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সম্মতি নেন।[১৯৬]

২.১৪ মদিনা ও দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরের সম্মান লাভ

ড. মুস্তাফা সাব্বায়ী সিরিয়া পার্লামেন্টের সদস্য, দামেশক ইউনিভার্সিটির (সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) ইসলামী আইনশাস্ত্রের প্রফেসর। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি

---

১৯৪. নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

১৯৫. নদভী , মাওলানা আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

১৯৬. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম-হযরত মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সাইয়িদ আহমদ একাডেমী, তাকিয়াকাঁলা রায়বেরেলী, ইউপি; ১৪২২ হিজরী, পৃ. ৩৭৪।

অত্যন্ত গৌরব-উচ্ছ্বসিত ও আনন্দঘন ভাষায় আল্লামা নদভীকে একটি পত্র লিখেন। পত্রে তিনি জানান যে, ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডি তাঁকে দুই বা এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ্ ফ্যাকাল্টির পাঠদান এবং সেখানে অবস্থানের প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর শর্তাবলি ও চাহিদা পেশ করতে বলেন। পত্রে ১২ জুন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ২২ শাওয়াল ১৩৭৪ হিজরী তারিখে শরী'আহ ফ্যাকাল্টির প্রধান হিসেবে তাঁর স্বাক্ষর ছিল। আল্লামা নদভী পত্রের জবাবে তাঁদের এ বিভাগ খোলার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান; কিন্তু পুরোদস্তুর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া এবং টানা দু'বছর ভারতে তাঁর কর্মের বিস্তৃত ময়দান পরিত্যাগ করে সেখানে অবস্থানের অপারগতার বিষয়টি বিনীতভাবে ব্যক্ত করেন। তবে তিনি সময় বুঝে অনির্ধারিত সময়ে পাঠদানের সম্মতির কথা জানান।[১৯৭]

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে সৌদি সরকার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে আল্লামা নদভীর (র) কাছে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসরের প্রস্তাব পাঠালে আল্লামা নদভী এক্ষেত্রেও তাঁদের প্রস্তাবের জবাবে সে একই মত ব্যক্ত করেন, যেমনটি দামেশক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে করেছিলেন।

২.১৫ ড. আম্বেদকরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে মুম্বাই সফর

আল্লামা নদভীর বয়স যখন মাত্র একুশ বছর, তখন শিক্ষক খলিল আরব এবং তাঁর বড় ভাই ডা. সাইয়িদ আবদুল আলীর নির্দেশে তিনি ড. আম্বেদকরকে[১৯৮] ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুম্বাই সফর করেন। তখন ড. আম্বেদকর সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছিল, তিনি স্ব-সম্প্রদায় (দলিত, Depressed classes)-এর জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে একটি সত্য ধর্মের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। যত দ্রুত সম্ভব তিনি একটি ধর্ম কবুল করতে চান। তাঁদের নির্দেশমতো আল্লামা নদভী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই সফর করেন এবং ড. আম্বেদকরের সাথে সাক্ষাতে বিস্তারিত আলাপের পর ইসলামের সাম্য ও সমতার প্রসঙ্গ টানেন। তিনি ড. আম্বেদকরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজিতে রচিত কিছু বইও উপহার দেন। ড. আম্বেদকর গভীর মনোযোগ সহকারে আল্লামা

---

১৯৭. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮-'১৯।

১৯৮. ড. আম্বেদকর সে সময় মুম্বাই আইন কলেজের অধ্যক্ষ, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিধিতে সুপরিচিত এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু শ্রেণির নেতা ছিলেন। ধারণা করা হত যে, সে সময় তিনি যে পদক্ষেপই নেন তা ভারতের রাজনীতিতে চাপ ও গভীর প্রভাব পড়বে। বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও তাঁকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ে পেতে ফন্দি-ফিকির করতে থাকে। নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৬।

নদভীর কথা শোনেন এবং বলেন, আমরা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি না কেন তা প্রকাশ্যে সকলকে জানিয়ে দেব।[১৯৯] আল্লামা নদভী এটিকে তাকদীরের বিষয় মনে করেন এবং কুরআনের আয়াত–

إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء [200]

"আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়েত করবেন।" এ চিন্তা করে তিনি বিদায় নেন। এর পরবর্তী সময়ে তিনি ঘোষণা দিয়ে তাঁর গোটা সম্প্রদায়কে নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্তটি যে ভুল ছিল এটি তিনি এবং তাঁর সম্প্রদায় পরবর্তীকালে তীব্রভাবে অনুভব করেন বলে V.T Rajeshkar-এর *Ambedkar & his Conversion* গ্রন্থ পাঠে জানা যায়।[২০১]

২.১৬ তবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ততা

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভীর সাড়া জাগানো গ্রন্থ *সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ* প্রকাশিত হলে মাওলানা মানযুর নু'মানী তা পড়ে মুগ্ধ হন এবং একটি নতুন দীনি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নু'মানী সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজী আব্দুল ওয়াহিদসহ বিভিন্ন দীনি মারকাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য একমত হন।

এরপর তাঁরা তিনজন সাহারানপুর, দেওবন্দ, দিল্লী এবং মেওয়াত হয়ে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিল্লীর নিযামুদ্দীনে এসে হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই হযরতজী আল্লামা নদভীর সাথে এমন আন্তরিকভাবে মিলিত হন যেন তিনি তাঁর বহু বছরের পুরনো পরিচিত। এরপর থেকে আল্লামা নদভী লক্ষ্ণৌতেও মেওয়াতের নুহ এলাকার মতো করে দাওয়াতে-তাবলীগের কাজ শুরু করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মাওলানা ইলিয়াস (র) আল্লামা নদভীর কাছে ১৯৪০ সালের মার্চ হতে চিঠি লিখতে থাকেন এবং এর ধারাবাহিকতা ১৯৪৪ সালে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। আল্লামা নদভীর কাছে হযরতজীর প্রায় ৩৪ খানা চিঠি আসে। শুধু ভারতে নয়, আল্লামা নদভী দাওয়াতে তাবলীগের জন্য বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশও সফর

---

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬, ১৬২। গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ; সিলসিলাতু আ'লামিল উলামা, আবুল হাসান আলি আল হাসানি, আন্ নদভী আল ইমামুল মুফাক্কির আদ্ দাঈআতু আল আদীব, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮, দার ইবন্ কছীর, দামেশক, সিরিয়া, পৃ. ৬৩।

২০০. আয়াত ৫-৬, সূরা কাসাস।

২০১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০। প্রাগুক্ত, ৬৩।

করেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (র) আল্লামা নদভীকে তাঁর মুখপাত্র হিসেবে রেখেছিলেন।[২০২]

২.১৭ দীনি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা

(ক) দীনি তালীমী কাউন্সিল

ভারত বিভাগের পর সরকারি প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়[২০৩]। মুসলমানেরাও এ স্রোতের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বিদ্যুৎগতিতে হিন্দুয়ানী সভ্যতার দিকে ছুটে চলছিল।[২০৪] এ দুর্যোগ মুকাবিলার পদক্ষেপ হিসেবে বস্তি জেলার কাযী আদীল আব্বাসী[২০৫] মুষ্টি চাঁদার ভিত্তিতে সকাল সন্ধ্যা মসজিদভিত্তিক ইসলাম শিক্ষার সীমিত উদ্যোগ নেন, যা বেশ উপযোগী প্রমাণিত হয়। এর পর আল্লামা নদভী তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন এবং ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৯ এবং ১ জানুয়ারি ১৯৬০ কাজী সাহেবের আহবানে জেলা শহর বস্তিতে ৩ দিনব্যাপী এক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 'দীনি তালীমী কাউন্সিল' নামে এ সংস্থাটি গঠন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে আল্লামা নদভী এর সভাপতি মনোনীত হন।

(খ) রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামী

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আরব বিশ্বের উপর কম্বিং বিমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি আরবের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের এ সংস্থাটি গঠিত হয়। ১৮ জিলহজ্ব ১৩৮১ হিজরী শাহ্ সৌদ বিন আবদুল আযিযের সভাপতিত্বে মক্কায় এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তখন আল্লামা নদভী মক্কায় ছিলেন। তাঁকেও দাওয়াত দেয়া হয় এবং রাবেতার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মনোনীত করা হয়। সংস্থার সভাপতি শাইখ ইবরাহিম কোনো সভায় অনুপস্থিত থাকলে আল্লামা নদভী (র)-কেই সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হতো।[২০৬]

---

২০২. আল গুরী, আস সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।

২০৩. এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের আকিদা- বিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলা।

২০৪. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি হাসানি নদভী : "জীবন ও কর্ম" প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮: মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : *কারওয়ানে জিন্দেগী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১ - ৪৬২।

২০৫. একজন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মুসলমান, উত্তর প্রদেশ হতে এসেম্বলী মেম্বার ছিলেন, বস্তি জেলা বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য এবং দীর্ঘকাল ধরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনস্থ শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, ২২ মার্চ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

২০৬. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০।

(গ) অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার

বহু চেষ্টা সাধনার পর সাতশ' বছরের ইতিহাসে বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার খোলার সুযোগ হয়। মে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এ সেন্টার উদ্বোধনের জন্য আল্লামা নদভীকে দাওয়াতনামা পাঠান প্রফেসর খালীক আহমদ নিযামী। বহু বছর হতে আল্লামা নদভী তাঁর চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্য সমাজের সামনে তুলে ধরার সুযোগ খুঁজছিলেন[২০৭] বিধায় দাওয়াতনামা পেয়ে তিনি এ সুযোগ কাজে লাগান এবং ২১ জুলাই ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন পৌছেন। ২২ জুলাই ১৯৮৩ অনুষ্ঠানে আল্লামা নদভী সভাপতিত্ব করেন এবং সেন্টারের উদ্বোধন করেন।[২০৮] এতে তিনি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন আরবীতে, এর ইংরেজি অনুবাদ করেন ড. ফারহান নিযামী।

(ঘ) রাবেতাতুল আদব আল-ইসলামী

আল্লামা নদভী ভাষা ও সাহিত্যকে দাওয়াতী কাজের অন্যতম বাহন হিসেবে গ্রহণ[২০৯] করেছিলেন। তাই তিনি ডা. আবদুর রহমান রাফাত বাশা[২১০]-সহ কয়েক জন প্রফেসরকে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় জানুয়ারি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আলোচনার পর আন্তর্জাতিক এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে আল্লামা নদভীকে সভাপতি রেখে প্রধান কার্যালয় নদওয়ায় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঙ) শিবলী একাডেমী

মাওলানা শিবলী নু'মানী প্রতিষ্ঠিত দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমীর সাথে আল্লামা নদভীর গভীর সম্পর্ক ছিল। মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদীর পর

---

২০৭. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ড. খালীক আহমদ নিযামীর ছেলে ড. ফরহান নিযামী তখন গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ তৈরির কাজে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লন্ডন সেন্টক্রস কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. ডি.জি. ব্রাউনিং এ ধরনের সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন।

২০৮. জাফর মাসউদ নদভী; মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি মাহওয়া সালকে আয়নামে, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

২০৯. নদভী, মাওলানা সায়ীদুর রহমান আযমী: মুফাক্কির ইসলাম মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আওর ইসলামী আদব মে উনকা বুলন্দ মকাম, *মাসিক বাঙ্গে দরা*, মুফাক্কির ইসলাম মে-জুলাই সংখ্যা (সম্পা)- ২০০০ পৃ: ১৬৩।

২১০. ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌ'দ ইউনিভার্সিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, তিনি আল্লামা নদভী রচিত আরবী সাহিত্যের পাঠ্য কিতাব 'মুখতারাতের' ভূমিকা পড়ে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তিনি হলেন এ সংগঠনের আসল স্থপতি।

আল্লামা নদভীকে এ প্রতিষ্ঠানের মজলিসে আমেলার[২১১] সভাপতি বানানো হয়। আল্লামা নদভীর পিতা সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানি রচিত 'گل رعنا' (গুলে রা'না) ও 'الصفات الإسلامية في الهند' (আসসিফাতুল ইসলামিয়্যাতে ফিল হিন্দ) গ্রন্থদ্বয়ের উর্দু তরজমা এ প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হয়। আল্লামা নদভী বিভিন্নভাবে এ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা দান করেছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক প্রদত্ত ১ লক্ষ রূপীর পুরস্কারের অর্ধেক, দুবাই এবং ব্রুনাই পুরস্কারের একটি অংশও তিনি এ প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। রাবেতায়ে আলমে ইসলামী হতেও তিনি এ প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

২.১৮ আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ

আল্লামা নদভী আল্লামা ইকবালের[২১২] লেখা ও ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত প্রভাবিত ও বিমোহিত ছিলেন। তাঁর লেখায়-সাহিত্যে-কথায় বারবার ফুটে উঠেছে ড. মুহাম্মদ ইকবালের চেতনা-দর্শন। তাঁকে নিয়ে আল্লামা নদভী দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁর কবিতা। আল্লামা ইকবালকে নিয়ে আল্লামা নদভীর চিন্তাধারা ও কর্মের নির্যাস জমা হয়েছে তাঁর অমর গ্রন্থ روائع إقبال (রাওয়াইউ ইকবাল) গ্রন্থে।[২১৩] ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভী লাহোরে প্রথম দূরপাল্লার সফর করেন। সেখানে তিনি আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতোপূর্বে আল্লামা নদভী ড. ইকবালের কয়েকটি কবিতার আরবী অনুবাদও করেছিলেন। এ সফরে তিনি ড. ইকবাল ছাড়া অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

আল্লামা নদভী বলেন, আমি আল্লামা ইকবালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অন্যতম কারণ হল, সমসাময়িক লেখক, আলিম ও গবেষকদের অনুসন্ধান আর আবিষ্কারের সক্ষমতা এবং জ্ঞানগভীরতার ব্যাপারে সীমারেখা সম্বন্ধে আমি অবগত ছিলাম। কমবেশি এ সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণও ছিল। বয়স, জ্ঞান ও

---

২১১. 'মজলিসে আমেলা' কার্যনির্বাহী পরিষদ।

২১২. আল্লামা ইকবাল (১৮৭৯-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তানায়ক। হিজরী চৌদ্দ শতকটা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়।

২১৩. ড. কারজাভী, মুহাম্মদ ইউসুফ, আশ্ শাইখ আবুল হাসান আলি আন্ নদভী কামা রাআইতুহু, (অনুবাদ) নদভী ইয়াহইয়া ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

এ ব্যাপারে মিনার মসজিদে-খায়ফে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইস্তেখারা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[২১৭]

আবদুল কাদের রায়পুরীর হাতে বায়'আত ও খিলাফত লাভ

দেশ বিভক্তির পর লাহোরে গিয়ে হযরত লাহোরীর কাছ হতে ধারাবাহিকভাবে উপকৃত হওয়া কঠিন হওয়াতে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়ার (র) তাগিদে আল্লামা নদভী শাহ আবদুর রহীম[২১৮] রায়পুরীর[২১৯] খলীফা আব্দুল কাদের[২২০] রায়পুরীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। মাওলানা রায়পুরী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সফরে এলে আল্লামা নদভীর তাকিয়াকাঁলার বাড়িতে অতিথি হন। সেদিন মাওলানা রায়পুরী সাইয়িদ আহমদ শহীদের মসজিদের সামনে আল্লামা নদভীকে চার তরিকার ইজাযত প্রদান করেন।[২২১] আল্লামা নদভী তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জন করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর ও তারবিয়্যতি কাজ থেকে খুবই উপকৃত হন। তিনি যথারীতি তাঁর খিলাফত লাভে ধন্য হন।[২২২]

হযরত থানভীর সান্নিধ্যে

আগস্ট ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) লক্ষ্ণৌ আসেন। আল্লামা নদভীর অগ্রজ ডা. আবদুল আলী তাঁকে মাওলানা থানভীর (র) কাছে নিয়ে যান এবং আল্লামা নদভী বিশেষ দু'আ লাভে ধন্য হন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নদভী বলেন, এ মহান মনীষীর লক্ষ্ণৌ আগমন যে কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তা আমার বড় ভাই যথাযথ আন্দাজ করতে সক্ষম ছিলেন। বংশগত

---

২১৭. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, পৃ. ৩৫। মাকতাবায়ে ইসলাম; ৩৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, পৃ. খণ্ড- ১ম, পৃ. ৩২৪।

২১৮. তিনি হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) খলীফা।

২১৯. সাহারানপুর শহর হতে ২০/২১ মাইল দূরত্বে শুয়ালক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি বসতি।

২২০. ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম পাঞ্জাবের সারগোদা জেলার ঢুড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য সাহারানপুর, দিল্লী, পানিপথ, রামপুর ও বেরেলী সফর করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে নেন। ১৬ আগস্ট ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন।

২২১. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভী; পৃ. ৮৮ ও ৯০ প্রাগুক্ত।

২২২. কারজাভী, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ, আশ্ শাইখ আবুল হাসান আলি আন্ নাদভী কামা রাআইতুহু, (অনুবাদ) নদভী ইয়াহইয়া ইউসুফ, রাহনুমা প্রকাশনী, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ; মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯, পৃ. ৬৪।

উত্তরাধিকার চেতনার ফলে হযরত আশরাফ আলী থানভীর প্রতি অন্তরে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা লালন করতেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা থানভী নিজ আগ্রহে পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। বড় ভাইয়ের চেম্বারে কিছুক্ষণ সময় কাটান, দেওবন্দের প্রায় উলামা-মাশায়িখ সাইয়িদ আহমদ শহীদের বংশধারার বলে মাওলানা থানভী মত ব্যক্ত করেন।[২২৩]

আল্লামা নদভী (র)-এর খলীফাবৃন্দ

সারা বিশ্বের অসংখ্য আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লামা নদভীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের অনেকেই তাঁর খিলাফত লাভে ধন্য হন। তবে আধ্যাত্মিক তারবিয়তের এসব বিষয় সাধারণভাবে আল্লামা নদভী এবং তাঁর খলীফাগণও গোপন রাখতেন। মাওলানা মাহমুদ হাসানির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের খিলাফত প্রাপ্ত আল্লামা নদভীর কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফার নাম জানা যায়, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ভারত

১. আল্লামা মুহাম্মদ রাবে হাসানি নদভী, রেক্টর; দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ।
২. মাওলানা আবদুল করিম পারেখ, নাগপুর।
৩. ড. সাইয়িদ ফখরুদ্দিন আওরঙ্গবাদ।
৪. আল্লামা সাইয়িদ যহুরুল হাসান নদভী, বাদায়ুন।
৫. মাওলানা কলীম সিদ্দিকী ফুলভী, মুযাফ্ফরনগর।
৬. আল্লামা আবদুল্লাহ মুগীছী, মীরাঠ।
৭. আল্লামা মুহাম্মদ মুহীউদ্দিন, বিহার।
৮. আল্লামা মুফতী আবদুল আজীজ রায়পুরী।
৯. আল্লামা ইউনুস পালনপুরী।
১০. আল্লামা আহমদ লাট সাহেব নদভী।
১১. আল্লামা আবদুল্লাহ হাসানি নদভী।
১২. আল্লামা উমর লাদাখী, কাশ্মির।

---

২২৩. নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১ম খণ্ড, আগস্ট ১৯৮৩, পৃ. ১৭৩-'৭৪

বাংলাদেশ

১৩. মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ উমর আলী (র), সাবেক পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইফাবা।

১৪. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, পরিচালক, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা।

১৫. মাওলানা জুলফিফার নদভী।

পাকিস্তান

১৬. বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুর রশিদ নু'মানী (র)

১৭. মাওলানা আবদুল মান্নান লাহোরী।

সৌদি আরব

১৮. ডক্টর ইবাদুর রহমান, প্রফেসর উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা।

১৯. মাওলানা মুহাম্মদ ওলী নূর, জেদ্দা।

মিসর

২০. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ আবদুল করিম সুলাইমান।

দক্ষিণ আফ্রিকা

২১. মাওলানা আলী আদম নদভী।

২২. মাওলানা সাঈদ বান্নু।

কোরিয়া

২৩. শাইখ আবদুল ওয়াহ্হাব যায়েদ হালাবী নদভী, তাঁর হাতে প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

০ মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী স্মারকগ্রন্থ; সম্পার আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০১০ খৃ, পৃ: নং ৫৭১-৫৭২।

২.২০ হজ পালন ও বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের বিরল সম্মান লাভ

১৯৫০/১৩৬৯ সালে তিনি হযরত আবদুল কাদের রায়পুরীর সাথে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মুম্বাই বন্দর হতে রওয়ানা হন। এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় সফর। এবারে আল্লামা নদভী (র) বেশ কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে আরবদের মধ্যে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত হন। এ কাজে তাঁর সাথে আরো চারজন সঙ্গী

যোগ দেন।[২২৪] হজের পরবর্তী সময়ে একদিন কা'বা শরীফের চাবি সংরক্ষক হযরত শায়বী[২২৫] স্বপ্রণোদিত হয়ে আল্লামা নদভীকে (র) দাওয়াত দেন। আল্লামা নদভী (র) বলেন, "আমি বায়তুল্লাহ শরীফের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমি যাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছি তাঁরাই প্রবেশ করেছেন এবং কা'বার অভ্যন্তরে নফল নামাজ আদায় করেছেন। হযরত আবদুল কাদের রায়পুরী ও তাঁর সঙ্গী-সাথী এ সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লামা নদভী আরো বলেন, "এরকম সৌভাগ্য ইতোপূর্বে আমার জীবনে ঘটেনি।"[২২৬]

২.২১ সংস্কারমূলক কর্ম

আল্লামা নদভীর কর্মকাণ্ডের বিশেষত্ব বিচারে তাঁকে সুস্পষ্টভাবে সংস্কারক বলা যায়। তাঁর সংস্কার কর্মের তিনটি ধারা প্রতীয়মান হয়।

(১) তাঁর সবচাইতে বড় এবং মৌলিক সংস্কার হল তিনি ইসলামী বিশ্বকে পশ্চিমাদের চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা সংস্কৃতি হতে মুক্ত করে সঠিক পথে ফিরিয়ে তাদের সামনে ইসলামের বিশুদ্ধ ও বাস্তব শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেই পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেছেন এবং এর ভালো-মন্দ দিক এবং কুট-কৌশলের জরিপ চালিয়ে দুনিয়াবাসীর সামনে স্পষ্ট করেছেন। তিনি

---

২২৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩৩-২৩৪। নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি; প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

২২৫. শায়বী : উসমান ইবন্ তালহার (রা) বংশধর। মহানবী (সা) নিজে উসমান ইবন্ তালহা শায়বী (রা)কে কা'বা শরীফের চাবি প্রদান করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত খানায়ে কা'বার চাবি তাঁর বংশধরগণই সংরক্ষণ করবেন মর্মে ঘোষণা দেন। তাই বায়তুল্লাহ শরীফের তালা খোলার সৌভাগ্য তাঁদেরই হয়।

২২৬. প্রাগুক্ত, ৩৫৬ নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।
অবশ্য মাওলানা সালমান সাহেব আল্লামা নদভী (র) আরো বেশ ক'বার কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার বিষয়ে উল্লেখ করেন। সর্বশেষ ১৪১৭/১৯৯৬ সালে সৌদী সরকারের আমন্ত্রণে তিনি রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা শাখার মিটিংয়ে যোগদান করেন। মিটিং পরবর্তী একদিন রাবেতার সদস্যগণকে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। ৮ শাবান আল্লামা নদভীসহ সদস্যবৃন্দ কা'বা শরীফের নিকটে অপেক্ষা করছিলেন। তখন কা'বা শরীফের চাবি বাহক শায়বী সৌদি আরবের প্রিন্স মাশআ'ল ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ সৌদ-এর ইঙ্গিতে চাবি আল্লামা নদভীর সামনে ধরে বলেন, " أنت شيخ العالم وشيخ الحرم أيضا افتح الباب بيدك لتبرك" (আপনি দুনিয়ার নেতা হেরেমেরও , আপনার মুবারক হাতে দরজা খুলুন) তখন তিনি দরজা খুলে প্রবেশ করেন এবং দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে প্রিন্সের অনুরোধে সকলকে নিয়ে দু'আ করেন। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় খুব গুরুত্ব সহকারে এটিকে ভারতের সম্মান উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি : সাওয়ানেখে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী, (র) পৃ. ৫৫৭, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, রায়বেরেলী, ১৪২২ হিজরী।

কেবল পশ্চিমা সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রতিরোধ কিংবা সমালোচনা না করে বরং এর উপর পূর্ণ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করেছেন। সর্বোপরি তিনি পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে শুধু ইসলাম নয়, গোটা দুনিয়া যে চারিত্রিক দেউলিয়াত্বের শিকার হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ইসলামের সভ্যতা- সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যগুলো জাগিয়ে তুলেছেন।[২২৭]

(২) তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কর্ম হল আরব জাতীয়তাবাদের লাগাম টেনে ধরা। মুসলিম বিশ্বে আরবদের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল আল্লামা নদভী (র) যখনই প্রত্যক্ষ করলেন যে, জাতীয়তাবাদের হাঙ্গামায় জাঁদরেল আরব ব্যক্তিগণও এ স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন ঠিক তখনই তিনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন। তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁদের মান-মর্যাদার যে চাবিকাঠি ইসলাম ও মহানবী (সা) বাতলে গেছেন সেদিকে তাঁদের মনোযোগী করার প্রয়াস নিয়েছিলেন।[২২৮] *নেদায়ে মিল্লাত-এর* ৪ আগস্ট ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় প্রকাশিত আল্লামা নদভীর 'প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা কেন' শীর্ষক এক আরবী প্রবন্ধে আল্লামা নদভী বলেন, "প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাথে আমার বিরোধিতার কারণ হল তিনি বর্তমান আরব জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা- যা পাশ্চাত্যের আরব জাতীয়বাদ দর্শনের আরবী সংস্করণ। আমি একে আন্তর্জাতিক ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীনতার পরিপন্থী মনে করি। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নই মিসরের বর্তমান পরিবর্তনকে সমাজতন্ত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। অতএব এটি মূলত কমিউনিজমের আরবীয় সংস্করণই। এসব বিপ্লবী নেতা ও একনায়কদের কারণে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও সুদানের বিপ্লবী নেতৃত্বসমূহ (যদি আল্লাহ না করুন) সফলতা লাভ করে, তাহলে আরব বিশ্ব ইসলাম থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে যে, পুনরায় তাঁদের ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে কোনো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুজাদ্দিদের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তাই সত্যপ্রিয় সচেতন ব্যক্তির পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।[২২৯] কারণ, এরা ইসলামের চাইতে আরব জাতীয়তাবাদকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন যা মূলত সংখ্যালঘু ইহুদী-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কূটচাল।

---

২২৭. প্রাগুক্ত, নদভী, বেলাল আবদুল হাই, পৃ. ৫৫৮।
২২৭. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১৩।
২২৭. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।
২২৮. প্রাগুক্ত, নদভী, বেলাল আবদুল হাই, পৃ. ৫৫৮।
২২৯. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১৩।

(৩) আল্লামা নদভীর (র) তৃতীয় সংস্কার হল তিনি সাহিত্যের ব্যাখ্যা করে এর ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং প্রবৃত্তিপূজার উপকরণ বানানো যাবে না। কারণ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা গতি, প্রবণতা, চিন্তা-চেতনা ও মনোভাব এবং নৈতিকতা ও পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি। তাই তা যেমনটি উপকারী তেমনি ক্ষতিকারকও বটে।[২৩০] এ লক্ষ্যেই "রাবেতাতুল আদব আল ইসলামী"-এর গোড়াপত্তন। আল্লামা নদভী আমৃত্যু এর সভাপতি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নদভী বলেন, কখনো কখনো দর্শনের মাধ্যমে নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতার ঝড় উঠতো যা এখন সাহিত্যের মাধ্যমে হচ্ছে, এখনই যদি এতে বাধার প্রাচীর তৈরি করা না যায় তবে যাদের হাতে এর লাগাম তারা এর স্রোতে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে গোটা ইসলামী বিশ্বে এর কুপ্রভাব পড়ার সংশয় আছে।[২৩১] এজন্য তিনি সাহিত্য আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দান করে দেশ-বিদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এর কনফারেন্স করেছেন। এর মাধ্যমে সাহিত্যিক ও কলমসৈনিক পরিষদের বড় একটি অংশ যারা নাস্তিকতার শিকার হচ্ছিল– তাঁরা বেঁচে যায়।[২৩২]

২.২২ আল্লামা নদভী (র)-এর ইন্তেকাল

২০ রামাদান/২৯ ডিসেম্বর হতে তিনি তাকিয়াকাঁলায় অবস্থান করছিলেন। ২২ রামাদান ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ/১৪২০ হিজরী জুমাবার তিনি অন্যান্য দিনের মতো সকল কাজ-কর্ম সম্পাদন করেন। সকাল ৯.৩০টায় ঘুম থেকে জেগে নফল সালাত আদায়ের পর তিলাওয়াত কুরআন ও তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করেন। এরপর চুল কেটে গোসল সেরে জুমার নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করতে বসেন। কিন্তু এ দিন সূরা কাহাফের পরিবর্তে অকস্মাৎ সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে গিয়ে "فبشره بمغفرة وأجر كريم" "(আপনি তাদেরকে সম্মানজনক প্রতিদানের সুসংবাদ দিন)" আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে হঠাৎ বাকরুদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। তখন সময় ছিল বেলা ১১.৪৫। সেদিন-দিবাগত রাত ১০টায় মাওলানা রাবে' হাসানি নদভীর ইমামতিতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এবং শাহ্ আলামুল্লাহ

২৩০. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।
২৩১. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮।
২৩২. প্রাগুক্ত, ৫৫৯।

কবরস্থানে তাঁর জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ জায়গাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও দু'লক্ষাধিক লোক জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন।[২৩৩] এ ছাড়াও মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দু'শারজা, দুবাই ও ওমানসহ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে দাফনের পূর্বেই তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবে সরকারিভাবে খাদিমুল হারামাইন শরীফাইনের নির্দেশে হারামের চত্বরে 'লাইলাতুল কদরে' তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।[২৩৪]

২.২৩ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

(ক) দৈনন্দিন কর্মসূচি

আল্লামা নদভীর দৈহিক গঠন : তাঁর দৈহিক আকৃতি ছিল মধ্যম। উচ্চতা প্রায় ৫ ৬ ´ গোলাকৃতির মুখমণ্ডল, দেহের রং ফর্সা, কোমল হস্তদ্বয় ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

পোশাক : তিনি সর্বদা সাদাসিধে তবে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। দু'ঈদে ও সফরে শিরওয়ানী ও পায়ের গোড়ালির উপর চুড়িদার ও মাথায় শিরস্ত্রাণ জাতীয় টুপি ব্যবহার করতেন।[২৩৫]

(খ) রুটিন কাজ

আল্লামা নদভী (র) শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে যিকর করতেন। ফজর উদয় হলে উচ্চস্বরে যিকর করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরেই তা করতেন। ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াতরত অবস্থায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাটির পর সামান্য সময় বিশ্রামে থাকতেন। সকল ৭-৮টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা প্রাতঃরাশ এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীগণের সাথে সাক্ষাৎ দিতেন। তারপর চাশতের নামাজ ও তিলাওয়াতে কুরআন শেষে ২/৩ জন সঙ্গীসহ বই-পত্র রচনা ও সংকলন ও চিঠি-পত্রের জবাব লেখার কাজে ১২.৩০টা পর্যন্ত নিয়োজিত থাকতেন। যোহরের নামাজান্তে দুপুরের খাবার শেষে বিশ্রাম নিতেন। আসর নামাজের পর বাংলোয় বসে পুনরায় লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও চিঠি-পত্র লিখতেন। এ সময়ে তিনি চায়ের সাথে সাথে অন্যের দ্বারা নিজের রচিত

---

২৩৩. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪১। আনসারী, মুহাম্মদ হাসান; প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

২৩৪. নদভী; মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস, মীর কারওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

কিতাব-পত্র পাঠ করিয়ে শুনতেন ও আলোচনা করতেন। মাগরিবের নামাজের পর পরিবারের সাথে কিছুক্ষণ সময় দিতেন। তবে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইশার নামাজের পূর্বে সেখান থেকে বের হয়ে দারুল উলূমের কিতাব পত্র অধ্যয়ন করতেন। ইশার নামাজের পর রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে একটু হাঁটাহাটি শেষে নদওয়ার ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে কথা-বার্তা বলতেন এবং রাত ১০টায় শয্যা গ্রহণ করতেন। তবে রামাদানে রুটিনের কিছু পরিবর্তন করা হতো।[২৩৬] মাওলানা উবাইদুল কাদের[২৩৭] নদভীর সাথে গবেষকের এ সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি জানান, আল্লামা নদভী খুব ভালো হাফেয ছিলেন। সম্পূর্ণ কুরআন তাঁর সূরা ফাতিহার মতো মুখস্থ ছিল। তিনি প্রতি রামাদানে ইশরাকের নামাজের পর অন্য একজন হাফেযকে কুরআন শোনাতেন এবং বিকেল ৩টায় কোনো হাফেয বা ক্বারীর কাছে কুরআনের তিলাওয়াত শুনতেন। তবে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের পর বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় শারীরিক দুর্বলতার কারণে ফজরের নামাযের পর এক ঘন্টা বা তারও বেশি ঘুমোতেন। সূরা ইয়াসিনও বেশি তিলাওয়াত করতেন এমনকি কোনো কোনো দিন প্রায় ২৩ বার পর্যন্ত তা তিলাওয়াত করতেন। তাঁর স্বভাব ছিল তিনি কোনো এলাকায় প্রবেশের সময় সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামসহ সকল মৃতের জন্য দু'আ করতেন।[২৩৮]

(গ) স্বভাব-চরিত্র

আল্লামা নদভী (র) ছিলেন অন্যতম অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী। উন্নত চরিত্র সুমার্জিত, আচরণ ছিল তাঁর ভূষণ। কাউকে কষ্ট না দেয়া ও রূঢ় আচরণ না করাই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চল্লিশ বছরের খাদেম হাজী আবদুর রাজ্জাক বলেন, "আমি দীর্ঘ সময়কালে তাঁকে কখনো বকাঝকা বা কঠোরতা করতে দেখিনি। একবার তিনি কোনো কাজে চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন শুধুমাত্র "تكليف هوئي" "কষ্ট পেলাম" বাক্য দ্বারা।[২৩৯] আল্লামা নদভী ছিলেন আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ও ইসলামের মূর্ত প্রতীক। ভারতে যখন ধর্মের নামে কুসংস্কারের ফেরকাবাজির চরম অবস্থা, যাদের আকীদা-বিশ্বাসের অনেক ক্ষেত্রে

---

২৩৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯।

২৩৭. মাওলানা উবাইদুল কাদের নদভী সম্পর্কে সোনারগাঁও-এর মাদরাসাতু শরফ আল ইসলামীয়া পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩৮. নদভী, ড. মুহাম্মদ আকরাম, প্রাগুক্ত পৃ: ২০৮-২০৯।

২৩৯. আনসারী, মুহাম্মদ হাসান; প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭।

হিন্দুয়ানী প্রভাবের শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং ওলামাদের অনেকেই ফেরকাবাজি ও শিরক-বিদ'আতের রমরমা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এমনি সময়ে আল্লামা নদভী বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করতেন যাতে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের কোনো চিহ্নই ছিল না। তিনি নির্ভেজাল তাওহীদ, পরকালে গভীর আস্থা ও খতমে নুবুওয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন এবং এগুলোর দা'ওয়াত ও তাবলীগ করতেন– যার একমাত্র মানদণ্ড কুরআন ও সুন্নাহ।[২৪০] তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের মূল তত্ত্বকথাগুলো হলো – বস্তুবাদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় গভীর ঈমান, যুক্তি-বুদ্ধি নয়। শরীআ'তে ওহী, কুরআন, হাদীস ও সীরাতে-নবভীর সাথে গভীর সম্পর্ক, আধ্যাত্মিকতা, বিনাশের পরিবর্তে নির্মাণ, বিভক্তির পরিবর্তে ঐক্য, জিহাদ, বীরত্বগাঁথা ইসলামের ইতিহাসের পুনর্জাগরণ, পাশ্চাত্য মতবাদ ও বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ, পাশ্চাত্য মতবাদ ও জাহিলী সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা, খতমে নুবুওয়াত আকীদার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান, বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বস প্রতিরোধ, মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক অবদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাধীন ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, শিশু-কিশোরদের প্রতি গুরুত্ব, আরোপ, যুগসচেতন আলিম ও দাঈ তৈরি, ইসলামী আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা ও অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রতিটি বিষয়ে তিনি নিজেই কাজ করে গেছেন।[২৪১]

২.২৪ বিশ্বব্যাপী শোক পালন

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত শোকসভা

আল্লামা নদভীর ইন্তেকালে গোটা লক্ষ্ণৌতে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। লক্ষ্ণৌর মানুষ তাদের প্রিয় মানুষকে হারিয়ে যে নিদারুণ দহনে দগ্ধ হয় তার অভিব্যক্তি ফুটে উঠে এসব শোকসভায়। 'ইদারায়ে দারুল মুবাল্লিগীন লক্ষ্ণৌ'র আহ্বানে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারিতে তারিখে একটি বড় ধরনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "সত্য ও ন্যায়ের দূত"। এতে এক আবেগঘন ও হৃদয়গ্রাহী পরিবেশে আল্লামা নদভীর ইলমি, দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের উপর এবং আরব-অনারব শাসক-বাদশাহ্গণের তাঁর নিঃস্বার্থ ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া লক্ষ্ণৌ শহরের

---

২৪০. কারজাভী, ড. ইউসুফ; (বাংলা ভাষান্তর) এমন ছিলেন তিনি, রাহনুমা প্রকাশনী, মেরুল বাড্ডা,ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১৪।

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫, ১৩৯।

নিকটবর্তী "আঞ্জুমানে মুহাম্মাদিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নাযিরাবাদ"-এর আয়োজনে 'গঙ্গা প্রসাদ মেমোরিয়াল হল' আমিনাবাদেও আল্লামা নদভীর এক গুরুত্বপূর্ণ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৪২]

আলীগড়ের আলোচনা সভা

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগ ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি দু'দিনব্যাপী 'মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) হিন্দুস্থানের আরবী ও ইসলামী সাহিত্যের অগ্রনায়ক' শিরোনামে এক বিরাট আলোচনা সভার আয়োজন করে।

জমি'আতে শাবাবুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় জামিয়া সাইয়িদ আহমদ শহীদ আহমদাবাদে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮-৩০ মার্চ 'দা'ওয়াত ও চিন্তাধারার দর্পণে হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী' শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মসজিদে-আকসার ইমাম শাইখ মুহাম্মদ মাহমুদুস সিয়ামসহ ভারতবর্ষের সেরা মনীষীগণ উপস্থিত ছিলেন।[২৪৩]

ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের উক্ত আলোচনা সভার কিছুদিন পর ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আরও একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। দুই দিনব্যাপী এই আলোচনা সভায় আল্লামা নদভীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।[২৪৪]

মুম্বাই

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ তারিখে আঞ্জুমানে শাবাবুল ইসলাম মুম্বাই'র উদ্যোগে 'সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৪৫]

দিল্লী

'পয়ামে ইনসানিয়ত'-এর উদ্যোগে এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বাবু কৃষ্ণকান্তির সভাপতিত্বে দিল্লীতে আল্লামা নদভীর স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভি.পি. সিং ও অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিনিধি হিসেবে

---

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪।
২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।
২৪৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪৩।
২৪৫. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪৪।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবু রাজ নাথ সিং বক্তব্য রাখেন। তবে এর কোনো সন তারিখ উল্লেখ নেই।[২৪৬]

আওরঙ্গাবাদ

জামি'আ কাশেফুল উলূম আওরঙ্গাবাদে ২৯ এপ্রিল, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে অনুরূপ এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।[২৪৭]

রায়বেরেলী

রায়বেরেলীর ন্যাশনাল ইন্টারকলেজে 'পয়ামে ইনসানিয়ত'-এর উদ্যোগে আল্লামা নদভীর স্মরণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংহও বক্তব্য রাখেন।[২৪৮]

কোলকাতা

কোলকাতায় মাদরাসা বাবুল উলূমের উদ্যোগে আল্লামা নদভীর ইন্তেকালের পর বিশেষ এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে।[২৪৯]

কাশ্মির

কাশ্মিরের শ্রীনগরে 'আঞ্জুমানে নুসরাতে ইসলামের' উদ্যোগে মাওলানা মুহাম্মদ উমর ফারুকের তত্ত্বাবধানে 'আল্লামা নদভীর জীবন ও অবদান' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

নেপাল

নেপালের জামি'আ নুরুল ইসলাম জলপাপুরে এবং মাদরাসা নুরুল উলূমে পৃথক দু'টি সেমিনার আল্লামা নদভীর স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়।[২৫০]

দেরাদুন

দেরাদুন শহরের আঞ্জুমানে শাবাবুল ইসলামের উদ্যোগে আল্লামা নদভীর স্মরণে 'তিনি ছিলেন মহীরুহ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৫১]

---

২৪৬. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৭।
২৪৭. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ; প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৭৭ প্রাগুক্ত।
২৪৮. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; পৃ. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭৯
২৪৯. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত।
২৫০. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত।
২৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১।

আরব আমিরাত

২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন নদওয়ার প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের উদ্যোগে দুবাইয়ে 'হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর জীবন ও অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভা সাইয়িদ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[২৫২] এছাড়াও 'ইন্ডিয়ান ইসলাহী সেন্টার' এবং 'মারকাজে আহলুস্ সুন্নাহ' দুবাই'র উদ্যোগে আল্লামা নদভীর স্মরণে শীর্ষস্থানীয় উলামা, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৫৩]

মালয়েশিয়া

আল্লামা নদভীর ইন্তেকালের সংবাদপ্রাপ্তির পরপরই কুয়ালালামপুর, কেদাহ্, ক্লিনটন এবং মালাক্কা দ্বীপসহ মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে গায়েবানা জানাযা এবং শোকসভার আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে 'মা'হাদুত্ তারবিয়্যাতিল ইসলামীয়া'-এর উদ্যোগে ২৭ রামাদান ১৪২১ হিজরীতে কেদাহ্ রাজ্যে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ শোকসভা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও রামাদানের পরে দু'টি বড় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (IIUM) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয়টি মালয়েশিয়ার যুবকদের সংগঠন حركة الشباب الإسلامي (ABIM)'র ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাদশাহ্ ফয়সাল' হলে অনুষ্ঠিত হয়।[২৫৪]

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তাসহ বিভিন্ন শহরে আল্লামা নদভীর গায়েবানা জানাযা ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জামেয়া দারুল মা'আরিফ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শোকসভা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের করাচি, লাহোর, ফয়সালাবাদ, গুজরানওয়ালা, ইসলামাবাদ, আকুড়াখটক, কোয়েটা, পেশাওয়ার, হায়দারাবাদসহ বিভিন্ন শহরে আল্লামা

---

২৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১।
২৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২।
২৫৪. প্রাগুক্ত, ৫৮২-৫৮৪

নদভীর শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাবেতা আলমে ইসলামীর পাকিস্তান দফতরের উদ্যোগে ইসলামাবাদ ও লাহোরে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া থাইল্যান্ড, জর্দান, সিরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, মিসর, মরক্কো, দুবাই, শারজা, আবুধাবী, বৈরুত, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, বৃটেন ও উত্তর ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে গায়েবানা জানাযা, শোকসভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।[২৫৫]

বিভিন্ন সাময়িকীর বিশেষ স্মরণ সংখ্যা

আল্লামা নদভী (র)-এর ইন্তেকালে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও বেদনাসিক্ত ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। ভারতীয় রেডিও, টিভিতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ সংবাদ প্রচার করা হয়। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন এবং কর্মের উপর যে সকল পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বিশেষ সংখ্যা এবং স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয় তন্মধ্যে ভারতসহ পার্শ্ববর্তী দেশের কয়েকটি পত্রিকার আলোচনা তুলে ধরা হল।

ভারত

নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা *আল-বা'ছুল ইসলামী* এবং *আর-রায়েদ*, উর্দূ তা'মীরে হায়া'ত ও ইংরেজি পত্রিকা FRANGRECE OF EAST বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

আঞ্জুমানে শাবাবে ইসলাম লক্ষ্ণৌর মাওলানা সাইয়িদ সালমান আল হাসানি নদভীর তত্ত্বাবধানে *বাঙ্গেদারা*, লক্ষ্ণৌ থেকে *আল-ফুরকান* মাসিক *রিদুয়ান*, (উর্দূ), হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা *আস সাহওয়াতুল ইসলামীয়া*, দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত *আদ্ দাঈ* (আরবী), পাক্ষিক *আশ্ শারেক* (আযমগড় থেকে প্রকাশিত), *নাদওয়ায়ে আদব বম্বে*, কাশ্মিরের মাসিক *নুসরাতুল ইসলাম*, দিল্লী থেকে প্রকাশিত মাসিক নয়ী দুনিয়া, *আল-জমিয়ত*, আফকারে মিল্লি, মিল্লি ইত্তেহাদ', জয়পুর থেকে প্রকাশিত *হেদায়াত*, গাজীপুরের *তাযকীর* ভাটকল থেকে প্রকাশিত *নকশে নাওয়ায়েত*, *আল আরমাগানে জামিয়া*, *আয যাহরাহ*, আহমদাবাদ থেকে প্রকাশিত *সওতুল কুরআন* দৈনিক ইনকিলাব মুম্বাই, দারুল উলূম দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা এর মা' আযমগড়ের, আরিফে মাসিক মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, আয়নায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, নেদায়ে শাহী মুরাদাবাদ, মাসিক আশরাফুল উলূম

২৫৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮।

হায়দারাবাদ, হাকীকতে লক্ষ্ণৌ, পয়ামে সচ লক্ষ্ণৌ, নকীবে পাটনা, উর্দূ টাইমস মুম্বাই, সিয়াসতে-ব্যাঙ্গালোর, সাওতুল উম্মাহ বেনারস, মাসিক যিক্‌রা রামপুর, *সিয়াসতে- জাদীদ* কানপুর, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস দিল্লী, জাগরণ লক্ষ্ণৌ, ইত্যাদি ভারতীয় পত্র-পত্রিকা আল্লামা নদভীর (র) স্মরণে তাদের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, প্রবন্ধ, জীবনচরিত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের *মাসিক আল-ফারুক*, মাসিক *আল-বালাগ*, *তা'মীরে আফকার*, *খতমে নুবুওয়াত*, *তাকবীর*, *ইয়ানত*, *আনওয়ারে মদিনা*, *হক চার ইয়ার*, *আন্ নাসীহাহ*, *আস্ সীয়ানাহ*, *তরজুমানুল কুরআন*

বাংলাদেশ

অনুরূভাবে বাংলাদেশের দৈনিক *ইনকিলাব*, দৈনিক *সংগ্রাম*, মাসিক *মদীনা*, *আল-হুদা* (আরবী), *আল-হক মানারুস শারক* (আরবী) এ উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রবন্ধ এবং বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

এছাড়াও আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোর মধ্যে মদীনা হতে প্রকাশিত দৈনিক *আল মদীনা*ও *উকায* আরব আমীরাতের *আল বায়ান* বার্মিংহোম সিরাতুল মুস্তাকিম, জিদ্দার 'উর্দু নিউজ', কুয়েতের 'আল মুজতামা'আ 'আল মুসলিমুনাদ্ দা'ওয়াহ্' 'আল আরবাআ' এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত *আস শারকুল আওয়াসত* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৫৬]

২৫৬. নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস; প্রাগুক্ত, ৫৯৮।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর রচনাকর্ম

৩.১ কুরআন ও হাদীস গবেষণায় আল্লামা নদভীর অবদান

(ক) কুরআন গবেষণায় অবদান

আল্লামা নদভীর (র) ইলমি জীবনের সূচনা কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমেই। তাঁর কুরআন পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কুরআনের রহস্য ও দর্শন এবং এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরে পৌঁছার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সফল। তাঁর প্রায় সব রচনা ও সংকলনে কুরআনের ছাপ স্পষ্ট। তিনি নিজ বক্তব্যকে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে প্রায়ই কুরআনের উদ্ধৃতি (আয়াত) উপস্থাপন করেছেন। কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক মূল্যবান ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন।

মুতালা'আয়ে কুরআনকে উসূল ওয়া মাবাদী, মানসাবে নুবুওয়াত আওর উসকে আলী মাকামে হামিলীন, মা'রেকায়ে ঈমান ওয়ামাদ্দিয়াত, এবং *'আরকানে আরবা'আ'* অধ্যয়নে কুরআনের প্রতি তাঁর গভীর দৃষ্টি অনুধাবন করা যায়। *আরকানে আরবা'আ* গ্রন্থে তিনি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাত্ত্বিক ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি কুরআন কারিমকে মূল ভিত্তি ও উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুরআনের গভীরে কি পরিমাণ পারদর্শী ছিলেন।[১]

কুরআনিক সায়েন্সে আল্লামা নদভীর রচনাবলি

১। تأملات فى القرآن الكريم (কুরআনুল করিম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা) খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২।

২। تأملات في سورة الكهف/ الصراع بين الايمان والمادية (সূরা কাহাফ : গভীর ভাবনায়)

---

১. মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯৭-৪৯৮।

প্রকাশক : দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া ও দারুস সামিয়া, বৈরুত, লেবানন।

প্রকাশকাল : ১৯৯১/১৪১১ (১ ম মুদ্রণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২।

৩। المدخل فى الدراسات القرانية (কুরআন অধ্যয়নের প্রবেশদ্বার)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮০।

প্রকাশক : (১) লক্ষ্ণৌ পাবলিশিং হাউস,

(২) দারু ইবন্ কাছীর, বৈরুত, লেবানন।

প্রকাশকাল : ১৯৯৪ (২য় মুদ্রণ) ও ২০০২

৪। مطالبة القرآن الانقياد التام والاستسلام الكامل (কুরআনের দাবি; পূর্ণ আনুগত্য ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩।

(খ) হাদীস গবেষণায় অবদান

ইলমে হাদীস আল্লামা নদভীর প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল। আল্লামা নদভী নিজেই বলেন, "এটা আমার সৌভাগ্য যে, আমি যখন স্বতন্ত্রভাবে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করি, তখন অন্য কোনো বিদ্যা বা বিষয়ের পেছনে আর পড়িনি।" আল্লামা নদভী ব্যক্তিগতভাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যথা মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকী (মৃ. ১৩৬১ হিজরী) এবং মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর (রা) (মৃ. ১৩৫৩ হিজরী) কাছ থেকে হাদীসের নিয়মতান্ত্রিক সনদ অর্জন করেন। এ দু'মনীষীর মাধ্যমে তাঁর সনদ আইম্মায়ে হারামাইন পর্যন্ত পৌঁছে। এমনিভাবে তিনি ইয়ামানী ও হিজাযী উভয় সূত্রের ইজাযত ও সনদ প্রাপ্ত।

আল্লামা নদভী দীর্ঘকাল যাবত দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় বুখারি ও তিরমিযী শরীফের পাঠদান করেছেন। তিনি ফযীলতের ছাত্রদের সিহাহ সিত্তাসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক এবং মুসনাদে ইমাম আহমদের সনদ দিতেন। এ ছাড়াও তিনি হিজায, সিরিয়া ও ভারতের বহুসংখ্যক উলামা-মাশায়িখকে হাদীসের

ইজাযত দিয়েছেন।[২] আল্লামা নদভী শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী ও ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাদীসবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। হাদীস অস্বীকারকারীগণের মারাত্মক পরিণতির ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও রচনাতে তিনি তা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য রচনা *দারুল হাদীস ফী তাকভীনি মানাখিল ইসলামী ওয়া সিয়ানাতুহু* গ্রন্থে তিনি বলেন, "যদি হাদীসে নববীও সংরক্ষিত না হতো তাহলে কুসংস্কারের অভিশপ্ত দানব ইসলামী সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলত। ফলে যুগে যুগে বিশ্বে সে সিংহ শার্দুলদের আবির্ভাব হতো না, যাঁরা সুন্নাত, বিদ'আত, হক বাতিল ও ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে ইস্পাতকঠিন লৌহপ্রাচীর দাঁড় করিয়েছিলেন। কারণ, হাদীস হলো এক অমর ও প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় যা মুসলিম উম্মাহর মহান সম্পদ। যা থেকে অন্যান্য নবী-রাসূলের উম্মতগণ বঞ্চিত।"[৩] হাদীসবিজ্ঞানে আল্লামা নদভীর রচিত-সংকলিত গ্রন্থ প্রবন্ধ ছাড়াও বিশ্বের সেরা শাইখুল হাদীস ও ইসলামী গবেষকগণের হাদীস বিষয়ের কিতাবের শুরুতে তাঁর বিস্তৃত ভূমিকা স্থান পেয়েছে যেগুলোতে তিনি এ সকল গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়ার *আওজাযিল মুসালিক ইলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর *বযলুল মাজহুদ ফী শারহি সুনানি আবী দাউদ* মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর *আলকাওকাবুদ্দুরারী শারহি সুনানি তিরমিযী* এবং *তালীফিল মুমাজ্জাদ আল মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ* মাওলানা মানযুর নু'মানীর হাদীছের উর্দূ সংকলন *মা'আরিফুল হাদীস*, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা নদভী হাদীসের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য সংকলন বিশেষত্ব, বিষয় নিপুণতা, হাদীস অস্বীকারকারীদের পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও উঁচুমানের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। এতে ইলমে হাদীসে তাঁর গভীর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে।[৪] এ ছাড়াও *আস্‌সীরাতুন নবুভিয়্যাহ, আল আরকানুল আরাআ' ফী দাওইল কিতাবে ওয়াসসুন্নাহ* এবং *মুকাদ্দামতু হায়াতিস সাহাবাহ তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত প্রভৃতি* গ্রন্থ সরাসরি এবং মৌলিকভাবে হাদীস বিষয়ে

---

২. নদভী, আবু সাহবান রুহুল কুদ্দুস, মাওলানা আলি মিয়াঁ আউর ইলমে হাদীস, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ২০০০, পৃ. ৩৭

৩. মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারকগ্রন্থ; (সম্পা,) প্রাগুক্ত পৃ. ৫০৬।

৪. নদভী, আবু সাহবান রুহুল কুদ্দুস; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪।

লিখিত না হলেও ইলমে হাদীস সম্পর্কিত ও হাদীস অধ্যয়ন সহজসাধ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।[৫] উক্ত আলোচনার আলোকে হাদীসের উপর আল্লামা নদভীর পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তির গভীরতা অনেকটা অনুমান করা যায়। মুহাদ্দিস হিসেবে যদিও তাঁর খ্যাতি ছিল না, কিন্তু সমকালীন সেরা মুহাদ্দিসগণের বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থগুলোতে তাঁর ভূমিকা ও বাণী দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বমানের সমকালীন মুহাদ্দিসগণের কাতারের একজন। হাদীসে তাঁর সনদ ও শাহাদাত ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ নিজেদের গ্রন্থে আল্লামা নদভীর একটি ভূমিকা পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁদের কাছে হাদীসবিজ্ঞানের বাতিঘরের মতোই।[৬]

আল্লামা নদভীর রচিত *আরকানে আরবাআ* পাঠেও হাদীস হতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া যায়। য'ইফ এবং মওযু' হাদীসের উপর আমল করার বিষয়ে আল্লামা নদভীর অবস্থানও ইয়াহইয়া ইবন মঈ'ন, ইমাম বুখারি, মুসলিম, ইবন হাযম এবং শাইখ আলবানী প্রমুখের মতোই কঠোরতা অবলম্বনকারীগণের একই দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে ইসলামে যত ধরনের গোলমাল, সন্দেহ-সংশয় এবং মতভেদ তার অধিকাংশই এ সকল মওযু' ও য'ঈফ হাদীসের সৃষ্ট। বস্তুত এ সকল হাদীসে নুবুওয়াতের নূর এবং ইসলাহ ও প্রশিক্ষণের প্রকৃত শক্তি ও আল্লাহর সাহায্য অনুপস্থিত, কুরআন ও সহীহ হাদীসের বেলায় যা প্রতিশ্রুত।[৭]

হাদীসবিজ্ঞান বিষয়ে আল্লামা নদভীর রচনাবলি

৫। المدخل إلى دراسة الحديث (হাদীস অধ্যয়নের প্রবেশদ্বার)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত
(২) দারুস্ সাহওয়া, কায়রো, মিসর।
(৩) দারু ইবন্ কাছীর, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল : ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২।

---

৫. মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারকগ্রন্থ (সম্পা,); প্রাগুক্ত পৃ. ৫১০।
৬. নদভী, আবু সাহবান রুহুল কুদ্দুস; প্রাগুক্ত পৃ. ৫১-৫২।
৭. নদভী, আবুল সাহবান রুহুল কুদ্দুস; প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯।

৬। كلمة عن آداب التراجم والحديث عن الكتب

এটি পরে 'نظرة في الآداب' গ্রন্থের সাথে যুক্ত।

প্রকাশকাল : তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

প্রকাশক : কুলিয়াতুল লুগাতিল আয়াবিয়্যাহ্, দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, ভারত।

৭। دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي وصيانته

(ইসলামী পরিবেশ গঠন ও সংরক্ষণে হাদীসে নবভীর ভূমিকা)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ ভারত।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬।

৮। نظرات في الحديث

প্রকাশক : দারু ইবন্ কাছীর, বৈরুত, লেবানন।

প্রকাশকাল : ১৯৯৯/১৪২০ (প্রথম প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫।

৯। نظرة على الجامع الصحيح للإمام البخاري و مأة أبوابه وتراجمه

(বুখারি শরীফ এবং এর সন্নিবেশনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং এর একশটি পরিচ্ছেদ ও সেগুলোর বিন্যাস)

প্রকাশক : মাজমাউল ইমাম আহমদ ইবনু ইরফান আশ্ শহীদ লিইহ্ইয়ায়িল মা'আরিফ আল ইসলামী

রায়বেরেলী, ভারত।

প্রকাশকাল : তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩।

১০। الإمام محمد ابن اسماعيل البخاري وكتابه الصحيح للبخاري

(ইমাম বুখারি ও তাঁর হাদীসগ্রন্থ সহীহ বুখারি)

প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান্নাশ্র, রায়বেরেলী ভারত। প্রকাশকাল : ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

ফিকহ (ইসলামী আইন শাস্ত্র)

১১। الاجتهاد و نشأة المذاهب الفقهية
(ইজতিহাদ ও ফিকহী মাযহাবের সূচনা ও উৎপত্তি)
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪।

৩.২ নবীচরিত ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লামা নদভী (র) সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অনন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও নন্দিত ইতিহাসবিদ। তিনি কেবল বড় ইতিহাসবিদ ও আরবী সাহিত্যিকই নন, বরং বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রায় সব ইতিহাস সৃষ্টিকারী পণ্ডিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহ্ পাক তাঁর চরিত্রে ও কর্মে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে অনেকে ইতিহাসচর্চা করেছেন, গবেষণালব্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন ও ঘটনাপঞ্জি তথ্য-উপাত্ত সহকারে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু নিজে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হতে পারেন নি। আল্লামা নদভী এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইতিহাস অধ্যয়ন, চর্চা ও রচনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।[৮]

লেখক আল্লামা নদভী (র) ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে 'সংবাদ পরিবেশন'–এর ন্যায় ধারাবাহিক ক্রমানুসারে বর্ণনা করেননি বরং ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে ইতিহাসকে সমাজমুখী করার প্রয়াস পান। ইব্নু জারির তাবারীর মতো ইতিহাসচর্চায় তিনি তারিখভিত্তিক ঘটনাবলির (Chronological History) সন্নিবেশ ঘটাননি বা মাসউদীর মতো বংশভিত্তিক ইতিহাসও (Dynastic History) রচনা করেন নি অথবা ইব্নু ইসহাকের মতো বংশতালিকার (Genealogy) উপর গুরুত্ব দেননি। বালাযুরীর মতো বাকভঙ্গিকে সংক্ষেপিত ভাষার শৈল্পিক সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেন নি। তিনি ইতিহাসচর্চায় স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। আল্লামা নদভী সত্যের সন্ধানে, যুক্তিনির্ভর যখনই কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেছেন, তখনই তার সপক্ষে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি যোগ করতে ভুল করেননি। তাঁর ইতিহাসচর্চা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে সহজে বোঝা যায় যে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের পরিধি বিশাল ও গভীর। ইব্নু খুরদাদবী, মাসউদী ও মিশকাওয়েহ যেমন ইতিহাসের

---

৮. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন, ড. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী (র): তাঁর ইতিহাস চর্চা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৮৫।

সাথে ভূগোলচর্চা করে রাজ্য বিস্তার, জনপদ, নদ-নদী ও গিরি-কন্দরের অবস্থান, গুরুত্ব ও উপযোগিতার সম্যক তথ্য সরবরাহ করেন, তেমনি আল্লামা নদভী ইতিহাসের সাথে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত করেন। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শব্দ চয়ন, রচনাশৈলী ও বাকচাতুর্যে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে ইতিহাস শুষ্ক ও নিরস না হয়ে মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য হয়েছে। ইয়াকুবী, মার্কোপলো ও ফাহিয়ানের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার মাধ্যমে নানান জাতি-গোষ্ঠির জীবনধারা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, নৃতত্ত্ব, সমাজ ও সমসাময়িক ঘটনাবলির সংস্পর্শ তাঁর পরিমণ্ডলকে ব্যাপ্ত ও ঋদ্ধ করেছে। ইবনে বতুতার পর তিনি সর্বাধিক দেশ ভ্রমণকারী পরিব্রাজক।[৯]

নবীচরিত, জীবনী ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

১২. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ('মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'), পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৬৪ ইসলামের ইতিহাস দাওয়া প্রথম মুদ্রণ : লাজনাতুত্ তা'লীফি ওয়াত্ তারজুমাতি ওয়ান্ নাশ্‌র, কায়রো ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংসদ কর্তৃক (مكتبة دار الكتاب العربي) ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পর এই কিতাবের বহুবার মুদ্রণ হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে :

- ❒ দারুল উরুবা, কায়রো, মিসর।
- ❒ দারুল কিতাবিল আরবীয়্যি, বৈরুত, লেবানন।
- ❒ দারুল কলম, সাফাত কুয়েত হতে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৪তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।
- ❒ দারু উমর ইবনুল খাত্তাব, আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর।
- ❒ মাতকাবাতুল মা'আরিফ, কায়রো, মিসর।
- ❒ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, মিসর, ১৯৯০।
- ❒ মাবতাবাতুল ঈমান, আলমনছুরাহ
- ❒ দারুল আনসার, কায়রো, মিসর।
- ❒ দারুল জাইলি, বৈরুত, লেবানন।
- ❒ মাকত্তবাতু নিযার মুসতাফা আল বা'য, রিয়াদ, সৌদি আরব।

---

৯. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন, ড. *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র): তাঁর ইতিহাস চর্চা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা;* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৮৯।

❐ আল-ইত্তিহাদিল ইসলামী লিল মুনাযমাতিত্ তুলাবিয়্যাহ, কুয়েত

❐ ইদারাতু ইহইয়ায়িত তুরাছিল ইসলামী, কাতার

কাতারে অপর একটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয় কাতারের রাষ্ট্রপ্রধান মাননীয় শেখ খলিফা বিন হাম্মাদ আল ছানির অর্থায়নে। মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলামী, করাচী, পাকিস্তান ও কুয়েতের দারুল কলম হতে একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৪২০ হিজরী সালে দামেশক, নগরীর দারুল কলম হতে মুদ্রিত হয়েছে।

১৩। إذا هبت ريح الإيمان (বইলো যখন ঈমানের হাওয়া)

মুয়াস সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, লেবানন ও দারুল কলম, কুয়েত।

প্রকাশকাল : ১৯৮৯ প্রথম বার

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

১৪। الإمام حسن البصري (رجال الفكر والدعوة في الإسلام গ্রন্থ হতে চয়নকৃত পুস্তিকা সঙ্কলন)

প্রকাশক : দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১৫। الإمام عبد القادر جيلاني

(رجال الفكر والدعوة في الإسلام) (গ্রন্থ হতে সংগৃহীত)

প্রকাশক : দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩।

১৬। الإمام الذي لم يوف حقه من الانصاف والاعتراف به أحمد ابن عرفان الشهيد

(প্রাপ্য ইনসাফ ও স্বীকৃতি যার মেলেনি)

প্রকাশক : আল-মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫।

১৭। أضواء على الحركات والدعوات (আন্দোলন ও দাওয়াতি সংগঠনগুলোর উপর আলোকপাত)

প্রকাশক : আল মাজমা'উল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

প্রকাশকাল : ১৯৯৫/১৪১৬

১৮। الإمام المتحن أحمد بن حنبل

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯।

১৯। الإمام الشهيد حسن البنا

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

প্রকাশকাল : ১৯৯৮ (১ম প্রকাশ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

২০। ترجمة السيد الإمام احمد ابن عرفان الشهيد

প্রকাশক : (১) মাতবাতুল মানার, মিসর

প্রকাশকাল : ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ

(২) দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৪২০ হিজরী

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯।

২১। جوانب السيرة المضيئة في المدائح النبوية الفارسية والأردية

(ফার্সি ও উর্দূ ভাষায় রাসূলের (সা) প্রশস্তিগাথা'র দিগন্তসমূহ

প্রকাশক: দারুস্ সাহওয়াহ্, কায়রো, তা.বি। (ইসলামের পঞ্চম খলীফায়ে রাশিদ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।

২২। خامس خلفاء الراشدين

তা. বি.

২৩। الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكندلوي ودعوته

(শাইখ মুহাম্মদ ইলিয়াস ও তাঁর দাওয়াত)

প্রকাশক : আল মারকাযুল আরাবি লিল কিতাব, আশশারিফা, মিসর ও শারজা সংযুক্ত আরব আমিরাত।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪।

২৪। دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية
(মাছুরা দু'আসমূহের আলোকে সীরাতে নবুভী)
প্রকাশক : (১) দারুল মুখতারুল ইসলামী, কায়রো, মিসর (২) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

২৫। دور الإسلام في تقدم البلاد التي دخلها
(বিজিত অঞ্চলের উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক ভূমিকা ইসলামের আন্দোলন)
এটি বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা আবদুল হাই হাসানি (র) রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "الثقافة الإسلامية في الهند"-এর ভূমিকারূপে রচিত হয়।।
প্রকাশক : মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ্, দামেশ্ক।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২।

২৬। رجال الفكر والدعوة في الإسلام (ইসলামী চিন্তাবিদ ও দাঈগণ)
৪ খণ্ডে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০৭।
প্রথম সংস্করণ – (১) প্রকাশনা বিভাগ, দামেশ্ক বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশক : (২) দারুল কুলম, কুয়েত (৩) দারুল কুলম, দামেশক (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)।
প্রকাশকাল : ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮২ ও ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

২৭। سيرة خاتم النبيين (للأطفال) (শিশু-কিশোরদের শেষ নবী)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলামী, করাচী, পাকিস্তান।
প্রকাশকাল : ১৯৮৫/১৪০৫ (৯ম সংস্করণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৫।

২৮। السيرة النبوية (আস সীরাতুন্নবুবিয়্যাহ) ৫ খণ্ড বিশিষ্ট
প্রকাশক : ৭ম মুদ্রণ ১৯৮৬, দারুশ্ শারুক, জিদ্দা, সৌদি আরব হতে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।
(২) সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় সংকলকের তত্ত্বাবধানে মাকতাবায়ে নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত থেকে।
(৩) সম্প্রতি দারুল কলম, দামেশ্ক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করে।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৪।

২৯। شاعر الإسلام الدكتور محمد اقبال (ইসলামী কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল)
আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল সম্পর্কে আল্লামা নদভীর দেয়া দু'টি বক্তৃতার সঙ্কলন যা পরবর্তী সময়ে روائع اقبال গ্রন্থে সংযোজিত হয়।
প্রকাশক– মাতবাআতু দারিল কিতাবিল আরবী
প্রকাশকাল : ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮।

৩০। شخصيات وكتب أثرت في حياتي (বরেণ্যদের জীবনকথা ও কীর্তিগাথা)
প্রকাশক : (১) দারুল কলম, দামেশ্ক।
(২) কুলিয়াতুল লুগাতিল আরবীয়্যাহ্ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(৩) দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।
প্রকাশকাল : ১৯৮৫ (১ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭।

৩১। صلاح الدين الأيوبي (সালাহুদ্দিন আইয়ুবী)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) দারে আরাফাত, রায়বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৮৮৯ (২য় প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭।

৩২। الطريق إلى المدينة (মদিনার পথে)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, মদিনা, সৌদি আরব।
(৩) দারুল কলম, দামেশ্ক , আল মুখতারুল ইসলামী, কায়রো, মিসর।
(৪) কুল্লিয়াতুল লুগাতিল আরাবিয়া, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ২০০৩ (১ম মুদ্রণ)।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩১।

৩৩। الفتح للعرب المسلمين (আরব মুসলমানদের বিজয়ধারা)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, ভারত।

(২) দারুল মুখতারিল ইলমিয়্যা, কায়রো [আল আ'কিবাতু লিল মুত্তাকিন শিরোনামে]
তা. বি.

৩৪। كيف دخل العرب التاريخ (আরবজাতি কী করে ইতিহাসে স্থান করে নিল?)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮।

৩৫ المرتضى رضـ (আল মুরতাদা)
প্রকাশক: আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি
নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৯ (২য় মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮।

৩৬। গ্রন্থ : المأساة الأخيرة في العالم ودراساتها من الناحية الدينية والخلقية والمبدئية والدعوة وتحليل
أسبابها আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ (সর্বশেষ বৈশ্বিক ট্রাজেডি : দীনি-নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণ ও চিত্রায়ন), এটি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইরাক কর্তৃক কুয়েত-আগ্রাসন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

৩৭। المسلمون في الهند (ভারতবর্ষের মুসলমান)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) দারু ইবন্ কাছীর, দামিশ্ক , সিরিয়া।
প্রকাশকাল : ১৯৯৯ (১ম মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭০।

৩৮। المسلمون وقضية فلسطين (মুসলিম উম্মাহ ও ফিলিস্তিন সমস্যা)
প্রকাশক : আদ দারুল কুয়েতিয়্যাহ্, কুয়েত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫।

৩৯। مقالات حول السيرة النبوية
তা. বি.

৪০। أعلام المسلمين ومشاهيرهم
তা. বি.

৪১। مولانا جلال الدين رومي
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩।

৪২। النبي الخاتم (শেষ নবী)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত
(২) দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো, মিসর।
তা.বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২।

৪৩। ندوة العلماء : تاريخها ورسالاتها (নদওয়াতুল উলামা : ইতিহাস ও তারবার্তা)
প্রকাশক : আল মাকতাবুত্ তানফীযী লিলমেহেরজান আত্ তা'লীমী লিনাদওয়াতিল উলামা, লক্ষ্ণৌ ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮।

৪৪। ندوة العلماء : مدرسة فكرية شاملة (নদওয়াতুল উলামা : একটি ব্যাপকভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক মাদরাসা)
প্রকাশক : আল আমানতুল আ'ম্মাহ্ লিনদওয়াতিল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত। ওয়াযিহ্ রাশীদ নদভীর দু'টি প্রবন্ধসহ 'নদওয়াতুল উলামা হারাকাতুন সিক্বাফিয়্যা ওয়া তাওজীহিয়্যা শিরোনামে প্রকাশিত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬।

৪৫। نفحات الإيمان بين صنعاء وعمان
(সানাআ ও আম্মানে যখন বইলে ঈমানের শীতল হাওয়া)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর।
(৩) মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, লেবানন।
প্রকাশকাল : ১৯৮৪/১৪০৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯।

৪৬। رسالة سيرة النبي الأمين إلى الإنسان القرن العشرين (বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে রাসূলে আরবীর সীরাতের পয়গাম)
প্রকাশক : দারু হিরা লিল কিতাব, কায়রো।
প্রকাশকাল : ১৯৯৬/১৪১৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪।

৪৭। غارة التتار على العالم الإسلام وظهوره معجزات الإسلام
(মুসলিম বিশ্বে তাতারী আগ্রাসন ও ইসলামের জ্বলন্ত মু'জিযার প্রকাশ)
প্রকাশক : দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো, মিসর।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬।

৪৮। الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها
(ভারতে ইসলামী দাওয়াত ও এর ক্রমবিকাশ)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৪৯। دور الإسلام في نهضة الشعوب (জাতীয় জাগরণে ইসলামের ভূমিকা)
মদিনার একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত আল্লামা নদভীর ঐতিহাসিক ভাষণের সঙ্কলিত পুস্তিকা।

৫০। دور المسلمين القيادي والاجتهادي في الهند
(ভারতের নেতৃত্ব ও সংস্কারে মুসলমানদের ভূমিকা)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১।

৫১। عمر ابن عبد العزيز (উমর ইবন আবদুল আযীয)
তা. বি.

৫২। المد والجزر في تاريخ الإسلام (ইসলামের ইতিহাসে জোয়ার-ভাটা)
[এটি পরে 'ইলাল ইসলামী মিন্ জাদীদ' গ্রন্থে সংযোজিত হয়]
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) দারুল কলম, দামেশ্‌ক, সিরিয়া।
প্রকাশকাল : ১৯৯৮ (১ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫।

৫৩। النبي الخاتم والدين الكامل وما لهما من أهمية في تاريخ الأديان والملل(শেষ নবী ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম : বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির ইতিহাসে তার গুরুত্ব)।
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৮৭ (১ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫।

৩.৩ সাহিত্য চর্চায় আল্লামা নদভীর অবদান

ষোল বছর বয়সে তিনি 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন, যার স্বীকৃতিদাতা ছিলেন আল্লামা তকীউদ্দিন হিলালী ও আল্লামা রশীদ রেজা। আল্লামা রশীদ রেজা এ নিবন্ধটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন।[১০] মিসরের বিখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়িদ রশীদ রেজা সম্পাদিত *আল-মানার* পত্রিকায় তাঁর প্রথম আরবী লেখা প্রকাশিত হয়।[১১]

এটি ছিল তাঁর আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তির একটি সনদ, যা দালাইলুল 'খায়রাত' ও 'আসরারুল বালাগাহ্' আন্ নাহ্জুল বালাগা–এর ব্যাখ্যাতা এবং মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু'র পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। যারা সমকালীন বিশ্বের বরেণ্য, প্রখ্যাত মুফাসসির ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যখন উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করলেন তখন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র), আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী কর্তৃক তা মূল্যায়িত হয়। গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানের ভুবনে জ্যোতির্ময় পূর্ণশশী রূপে উদিত হয়েছিল।[১২]

আল্লামা নদভী বলেন, "যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-দর্শন ও অন্যান্য বিষয় কোনো কাজেই লাগে না, সেখানেও সাহিত্য জাদুকরী প্রভাব রাখতে সক্ষম। যে পথ দিয়ে কোনো দর্শন বা বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবেশ করতে পারে না এমন পথ দিয়েও সাহিত্যের সহজ বিচরণ সম্ভব। সাহিত্যই পারে মানুষকে নিমিষেই

---

১০. নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস, *মীরে কা'রওয়াঁ;* মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ পৃ. ৪৬২।

১১. সালমান মুহাম্মদ মাওলানা, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম;* মীরপুর, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন–১২, ব্লক –ধ, বাসা–২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল– মে ২০০২, পৃ. ৩৩৩।

১২. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস মাওলানা, *মীরে কা'রওয়াঁ;* মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ পৃ. ৪৬২।

মন্ত্রমুগ্ধ করে বশে আনতে। হৃদয়ের গীরে আবেগ-অনুভূতি এবং সুন্দর মনন ও চিন্তা-চেতনা ব্যক্ত করার জন্য সাহিত্যই শ্রেষ্ঠতম ও অদ্বিতীয় বাহন।[১৩]"

ড. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বলেন, "আল্লামা নদভী তাঁর লেখনী, বাগ্মিতা এবং সাহিত্যে আরবী-উর্দূ উভয় ভাষাতেই সমান পারদর্শী খুব বড় মাপের একজন সাহিত্যিক। উর্দূ তাঁর মাতৃভাষা হলেও একজন অনারব হয়ে আরবী সাহিত্যে তাঁর এমন ব্যুৎপত্তি স্বয়ং আরবী সাহিত্যিকদেরও ঈর্ষান্বিত করে।[১৪]

জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী বলেন, "আল্লাহ পাক আল্লামা নদভীকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে লেখা ও বক্তৃতায় এমন এক অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, অনেক আরব লেখকের জন্যেও তা ছিল রীতিমত ঈর্ষণীয়। এ অনুপম যোগ্যতা দ্বারা তিনি ইসলামের এমন সব সেবা করেছেন যা সমকালীন আরবী ভাষাভাষী পণ্ডিতজন এবং সাহিত্যিকদেরও কেউ করতে পারেননি। তাঁর উঁচুমানের সাহিত্য ও অলঙ্কারপূর্ণ আরবী লেখাগুলো আরবদেরকে দীনের ভুলে যাওয়া পাঠগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং তিনি পাশ্চাত্য চিন্তার আক্রমণে জর্জরিত দেশসমূহে দীনের বার্তাসমূহ দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও জোরালোভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। আজও অনেক আরব মুসলমান তাদের ইসলামী জাগরণকে আল্লামা নদভীর লেখনীর সুফল বলে মনে করেন।"[১৫]

আরবী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলি

৫৪। رسائل الأعلام (বড়দের চিঠি)

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত (২) দারুস্ সাহওয়া, কায়রো।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১।

৫৫। روائع اقبال (ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা)

প্রকাশক : (১) দারুল কলম কুয়েত, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, ভারত।

(২) মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম। করাচী, পাকিস্তান।

১৩.মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী স্মারকগ্রন্থ; সম্পা. আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৬৪০।

১৪. নদভী, ড. আকরম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

১৫. উসমানী; মুফতি মুহাম্মদ তাকী, বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ, মাকতাবাতুল আশরাফ, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০১২ পৃ. ৪৯০।

(৩) দারুল কলম, দামেশক ।

প্রকাশকাল : ১৯৯১ (৫ম মুদ্রণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮।

৫৬। روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة (কুরআনে করিম ও সীরাতে নবুভীতে দাওয়াতি সাহিত্যের নন্দনধারা)

প্রকাশক : (১) কুলিয়াতিল লুগাতিল আরবীয়্যাহ্ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(২) দারুল ক্বলম, কুয়েত।

প্রকাশকাল : ১৯৮১

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬।

৫৭। نظرات في الأدب النبوي

প্রকাশক : দারুল ক্বলম, দামেশক সহযোগে দ্বিতীয় সংস্করণ ও রাবেতার অর্থায়নে দারুল বাশীর জর্দান, আম্মান।

তা. বি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮।

৩.৪ শিশুসাহিত্যে আল্লামা নদভীর অবদান

যুব ও বয়স্কদের চেয়ে শিশু-কিশোরদের বেশি প্রয়োজন সুস্থ, সঠিক ও বিশুদ্ধ শিক্ষার। কারণ যে বয়সে শিশুরা লেখাপড়া শুরু করে সে সময়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। এ বয়সে তার সম্মুখের সবকিছু তার-মনন গঠনে ও জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই এ বয়সের শিশুদের প্রতি অভিভাবক, শিক্ষক ও লেখকদের যত্নবান হওয়া উচিত। শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক খোরাক যোগানোর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সচেতন ও অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। কারণ অভিভাবক বা শিক্ষকরা যা বলেন বা করেন, শিশুরা তাই মেনে নেয় ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে, তা পাথরে খোদাই করার মত তাদের অন্তরে গ্রথিত হয়ে যায়। এ বাস্তবতাটি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন আল্লামা নদভী। তাই তিনি শিশুদের জন্য রচনা করেছেন নবী-রাসূলগণের কাহিনি, শিশুদের মননোপযোগী বিভিন্ন শিশুতোষ গ্রন্থ এবং শিশুদের বয়সোপযোগী আঙ্গিকের ইতিহাসবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ। এ সিরিজগুলোতে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তিনি শিশুতোষভাবে তুলে ধরেছেন ইসলামের শিক্ষা ও মৌলিক

বিশ্বাস অথবা গল্পবেষ্টিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছুরিত ইসলামের দ্যুতি।[১৬] তিনি অনন্য আরবী ভাষাশৈলির মাধ্যমে শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কুরআন ও ইসলামের ইতিহাসের দর্পণে নবী-রাসূলগণের গল্পগুলোকে শিশুদের মজাদার খাবারের মতো করে উপস্থাপন করেছেন। অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলীল অথচ আলঙ্কারিকভাবে রচনা করেছেন এ সকল গল্প সিরিজ। শিশুদের মন-মানসিকতা ও বয়সভিত্তিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে নিপুণভাবে সাজিয়েছেন সিরিজের প্রতিটি খণ্ড। শিশু মানস গঠনে গল্পের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন : এ গল্পগুলো যদি শিশুদের বয়সোপযোগী হয় এবং তাদের বোধগম্য হয়, সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় হয়– তাহলে এগুলোই শিশুদের নৈতিকতা মন-মনন গঠনের একেকটি পাঠশালা হতে পারে।[১৭]

শিশুসাহিত্য বিষয়ক আল্লামা নদভীর গ্রন্থাবলি

৫৮। القرأة الراشدة (للأطفال) (আল কিরাআতুর রাশিদা)

এটি ৩ খণ্ডবিশিষ্ট শিশুতোষ গ্রন্থ সিরিজ

প্রকাশক (১) মুআসসাসাতুস সাহাফাতি ওয়াননাশ্‌র, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

(২) মজলিসু নাশরিয়াতিল ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান।

(৩) দারু ইবন্ কাছীর, দামেশ্‌ক, সিরিয়া

প্রকাশকাল : ২০০০/১৪২১ (১৭তম মুদ্রণ) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮২ এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে মুআসসাসাতুস সাহাফাতি ওয়াননাশার, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত ২০০২/১৪২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫

৫৯। قصص من التاريخ الإسلامي (للأطفال) (শিশু-কিশোরদের ইসলামের ইতিহাসের গল্প)

প্রকাশক : (১) রাবেতাতুল আদব আল ইসলামী আল আলামী, নদওয়াতুল উলামা (প্রথম সংস্করণ)

(২) মাকতাবুল বুলদানিল আরাবিয়্যাহ লিররাবিতা (সহযোগিতায়)– দারুল বশির, আম্মান জর্ডান।

প্রকাশকাল : ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪।

---

১৬. নদভী, সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবি' হাসানি , প্রবন্ধ সংকলন *আল মাসহা আল আদাবিয়্যা ফী কিতাবাতি শাইখ আবিল হাসান আলি আন্ নদভী*, প্রকাশক– মাকতাবাতু রাবিতাতিল আদাব আল ইসলামিয়্যা ফী শিবহিল কাররাহ, ২০০৪, পৃ. ৭-৯।

১৭. أبو الحسن علي الحسني الندوي الإمام المفكر الداعية الأديب পৃ. ১৯১।

৬০। قصص النبيين للأطفال (৫ খণ্ডবিশিষ্ট শিশু কিশোর সিরিজ)
প্রকাশক : (১) মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
(২) মুআসসাসাতুস সাহাফাতি ওয়ান্‌নাশার, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৭৯ ও ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, ১-৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬১

৬১। على الخشبة (للأطفال)
প্রকাশক : (১) ইদারাতু তালিমাতিল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত
(২) দারু ইবনু কাছীর, দামেশ্‌ক, সিরিয়া।
প্রকাশকাল : তা.বি
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪।

৬২। রাসূলের ধারাবাহিক জীবনী শিশুতোষ সিরিজ قصص النبيين (للأطفال)
প্রকাশক : (১) মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, বৈরুত।
(২) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(৩) মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম,করাচী।
প্রকাশকাল : তা. বি.
খণ্ড : পাঁচ

৩.৫ সংকলন সাহিত্যে আল্লামা নদভীর ব্যুৎপত্তি

সংকলন সাহিত্যেও আল্লামা নদভী কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। *مختارات في الأدب العربي* এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর এ সংকলনটি যেন স্বর্ণসুতোয় থরে থরে গাঁথা মুক্তোমালা এবং মূল্যবান হীরা-জহরতের আধার যা একমাত্র উচ্চতর সাহিত্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এ সংকলনটি পাঠককে চিন্তা ও ভাষার বিশাল প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবার এবং বাস্তব ও কল্পনার আকাশে ভ্রমণ করার সুযোগ করে দেয় এবং আরবী ভাষার সুপেয়-শীতল সৌন্দর্য-উপভোগে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত তাঁর এ সংকলন এবং সংকলনের অসাধারণ ভূমিকাটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ চ্যালেঞ্জ এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বপ্লাবী বিপ্লব। ইসলামী সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি নতুন অধ্যায় সূচনার জন্যে আরব দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ এ গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফলে গ্রন্থটি ইসলামী সাহিত্যের একটি সঠিক দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌলিক ভিত্তি ও অভিনব মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে।[১৮]

---

১৮. আল গুরী আস সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নাদভী : আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব;* প্রকাশক–দারু ইবনু কাছীর, দামেশক, বৈরুত, পৃ. ২৬৪-৬৫।

উক্ত গ্রন্থটি সাহিত্যমানে আরবী গদ্যের উৎকৃষ্ট অনেকগুলো লেখার নির্বাচিত সংকলন। লেখক এ গ্রন্থে পনেরো শতাব্দীকাল জুড়ে চলমান আরবী সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে বাছাই করা কিছু কিছু সাহিত্যের টুকরো নমুনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মাধ্যমিক স্তরের জন্য আল্লামা নদভীর *মুখতারাত* (مختارات) (সংকলন-সমগ্র) প্রকাশিত সউদী আরবের শিক্ষামন্ত্রণালয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এটাকে তাদের সিলেবাসভুক্ত (অধ্যয়ন) করেন এবং চল্লিশ হাজার কপি গ্রন্থের চাহিদা পেশ করেন– যা কুয়েতের দারুল কলম-এর পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়। আরবী ভাষার সর্বজন-স্বীকৃত সাহিত্যিক, স্বতন্ত্র ধারার লেখক, অধ্যাপক আবদুল আযীয আর রিফায়ী (র) তাঁর আল-মাকতাবাতুস্ সাগীরাহ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত *কা'আব ইব্নু মালিক* গ্রন্থে লিখেন :

"আমি কা'আব ইব্নু মালিক–(রা)–এর জীবনী একাধিকবার অধ্যয়ন করেছি; অথচ তিনি যে একজন সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন, ঘটনা ও কাহিনি বর্ণনা পারদর্শী এবং তাঁর বর্ণিত ঘটনা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ– সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর *মুখতারাত* অধ্যয়নের পরই তা জানতে পেরেছি। এই দৃষ্টিতে যখন কা'আব ইব্নু মালিকের কাহিনিগুলো পুনঃ পাঠে প্রবৃত্ত হই, আমি উপলব্ধি করলাম এটা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি।"[১৯]

বিদ্যমান পাঠ্যক্রমে আরবী সাহিত্যের কিতাবগুলোতে সাধারণত যেসব ত্রুটি লক্ষ যায়, *মুখতারাত* সেসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ গ্রন্থে রাসুলের (সা) সমকালীন সাহিত্য হতে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি যুগের সাহিত্যসম্ভার থেকে বেশ কিছু মূল্যবান নমুনা তুলে আনা হয়েছে। সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষার্থী মাত্রই অবগত আছেন, জাহিলী যুগের আরবী সাহিত্যে বাক্যবিন্যাসের বিক্ষিপ্ততা ও অর্থের অসংলগ্নতা দৃষ্টিগোচর হয়। তাই লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো এড়িয়ে গেছেন এবং গ্রন্থটি শুরু করেছেন কতিপয় বিস্ময়কর গদ্যমালা দিয়ে। এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর আরেকটি হল, কোনো যুগের স্বতন্ত্র গদ্যশৈলীও নতুন আঙ্গিক স্রষ্টা লেখকের আলোচনাই এ থেকে বাদ পড়েনি।[২০]

---

১৯. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস মাওলানা, *মীরে কা'রওয়াঁ*; মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ পৃ. ৪৬৩-৬৪।

২০. আখতার; সফীর, *মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : হায়াত ওয়া আফকারকে চন্দ পেহলো*; এদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পৃ. ১৬১-৬২।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক যশস্বী লেখক শায়খ তানতাভী (র) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত مختارات সম্বন্ধে এক পর্যালোচনায় বলেন, "সাহিত্য বাছাই যদি কোনো সাহিত্যিকের রুচিশীলতার দলিল বলে বিবেচিত হয়, তাহলে পাঠকদের জানানো উচিত হবে যে, কিছুকাল ধরে আমরা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা বাছাইয়ের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। নির্বাচিত সাহিত্যগুলো থেকে কিছু অংশ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রম হিসেবে উপস্থাপিত হবে। আমাদের বাছাই কমিটির সকল সদস্য (যারা প্রত্যেকেই সাহিত্যিক) ব্যক্তিগতভাবে এ অনুসন্ধান কাজে নেমে পড়েন এবং তাঁরা সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের বইগুলো পর্যালোচনা করেছেন। অবশেষে আমরা সকলেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পাঠ্যক্রমের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সংকলিত *মুখতারাত* যা ভাষাবৈচিত্র্য ও সাহিত্যের সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার নমুনার মধ্যে সমধিক ব্যাপকতাসম্পন্ন।'[২১]

তিনি যুগে যুগে আরবী ভাষা রীতির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। যুগ পরিক্রমায় যাঁরা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি তাঁদের বিখ্যাত রচনাবলির কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এখানে সংকলন করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল হামিদ বিন ইয়াহইয়া আল কাতিব, আমর ইবন্ বাহার আল-জাহিয এবং ইবনুল হামিদ প্রমুখ। এছাড়াও তিনি এতে এমন কতিপয় লেখকের বিখ্যাত রচনাবলির অংশ সংকলন করেছেন যাঁরা সহজ ও সাবলীল রচনাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধ। যেমন আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা ও ইবন্ খালদুন। তিনি এতে এমন কিছু অনবদ্য সাহিত্য নমুনার সংকলন করেন যার লেখক গতানুগতিক সাহিত্য-শিল্প জগতের কেউ নন এবং পাশাপাশি তিনি আধুনিক যুগের লেখক সাহিত্যিকদের রচনার কিছু নমুনা তাঁর *মুখতারাত*-এ স্থান দিয়েছেন।[২২] এটা প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যেই একটি প্রচলিত কাজ। আরবী ভাষার বিদগ্ধ সাহিত্যিকগণ প্রায় প্রতি বছরই এ কাজটি করে থাকেন। উপরন্তু সাহিত্যের জগতে বাছাই, চয়ন ও নির্বাচন আরবদের অভিরুচির অংশ। 'মুখতারাতুল বারুদী', 'হামাসাতু আবু তামাম', 'হামাসাতু বুহতারী', মাজমুআতুম্ মিনান্

২১. নদভী, হাসানি বেলাল আবদুল হাই, *সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম*; সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী; দারে আরাফাত, দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ্, তাকইয়াকেলা, রায়বেরেলী (ইউপি)। পৃ. ১৬৭-১৬৮।

২২. নদভী; সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানি , প্রবন্ধ সংকলন । আল মাসহা আল আদাবিয়্যা ফী কিতাবাতি শাইখ আবিল হাসান আলি আন্ নদভী, প্রকাশক- মাকতাবাতু রাবিতাতিল আদব আল-ইসলামী আল আলামিয়্যা ফী শিবহিল কাররাহ, ২০০৪, পৃ. ৭-৯।

নাযমি ওয়ান্ নাছ্র' ও 'আল মুতালাআতুল আরাবিয়্যাহ্' প্রভৃতি এ জাতীয় প্রচুর লাইব্রেরিগুলোতে বিদ্যমান। তাই 'গদ্য সংকলন' কোনো অপরিচিত কাজ নয়।[২৩]

সংকলন সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ

৬৩। مختارات من الأدب العربي (২ খণ্ডবিশিষ্ট আরবী সংকলন সাহিত্য)
প্রকাশক : (১) দারুশ শুরুক, জিদ্দা, সৌদি আরব
(২) মুআসসাসাতুস সাহাফাতি ওয়াননাশ্র, নদওয়াতুল উলামা, ভারত
(৩) মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, পাকিস্তান।
প্রকাশকাল : ১৩৬১ হিজরী
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৬

৩.৬ দা'ওয়াতে দীনে আল্লামা নদভীর অবদান

উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রমশ সেসব বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছিল, যা একটি জাতির জীবনের পথপরিক্রমায় বিজয়ের রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনে; বিধান করে সাফল্যের নিশ্চয়তা। এ ধারাবাহিকতা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলছিল। এমনকি নামসর্বস্ব মুসলিম নেতৃত্বের পরিসরেও এর ধাক্কা লেগেছিল। এ-কথার উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান ও আমলের সর্বগ্রাসী অমাবস্যা ও বন্ধ্যত্ব ছেয়ে গিয়েছিল। আল্লাহওয়ালাদের খানকায় 'আলোর জৌলুস'–এর পাশাপাশি কোথাও কোথাও শূন্যতা আর অভাববোধের অনুভূতিও ছিল। দীনি মাদরাসাগুলোতে মুসলমানদের অপসূয়মাণ আত্মপরিচয়ের মশালকে পুনঃপ্রজ্বলনের চেতনাও লক্ষ করা যেত। এমন প্রেক্ষাপটে পরিচালিত আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'সাইয়িদ আহমদ শহীদের সংস্কার ও জিহাদি আন্দোলন'। এ আন্দোলনের সিপাহসালার *শুধু রণাঙ্গণের সুযোগ্য সমরনায়ক ও অমিতবিক্রমী শার্দুলই ছিলেন না; লেখনীর* সাথেও তাঁর বন্ধন ছিল গভীর ও ঘনিষ্ঠ।[২৪] ইসলাম-পূর্ব যুগে আল্লাহর প্রেরিত

---

২৩. নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস, *মীরে কা'রওয়াঁ:*, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ,প্রথম সংস্করণ, ২০০১ পৃ. ৪৭০।

২৪.আখতার; সফীর, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী: হায়াত ও আফকার কা চন্দ পেহলো; এদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পৃ. ১৩০।

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর দীনের প্রতি দা'ওয়াতের[২৫] যে মহান দায়িত্ব পালন করতেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ'র (সা)-এর তিরোধানের পর এ মহান গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁরই উম্মতের ক্ষণজন্মা মুসলিম মনীষী ও আধ্যাত্মিক সাধকগণের উপর।[২৬] আল্লামা নদভী ছিলেন বিংশ শতাব্দীর দাওয়াতি কাফেলার অগ্রনায়ক ও দা'ওয়াতে দীনের অকুতোভয় ঝাণ্ডাবাহী। তিনি দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং দা'ওয়াতে দীনের জন্য। ইসলামী চিন্তাধারা ও দা'ওয়াতের উপর তাঁর গবেষণা ও সংস্কারমূলক অসংখ্য মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি ইসলামী গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছে।[২৭] আল্লামা নদভী শুধু সামাজিক ব্যাধিই দূর করার আন্দোলনের দা'ওয়াত দেননি বরং অনেক সময় সত্য ও ন্যায়ের জন্য জালিমের সামনে ঢালের মতো বুক পেতে দিয়েছেন। শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইও করেছেন। এতদসত্ত্বেও স্বয়ং বিরুদ্ধকারীরা ও তাঁর নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ আন্দোলনের কারণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতো এবং তাঁর গুণের মর্যাদা দিত।[২৮] তাঁর বহুমাত্রিক কর্মসাধনা, বিশেষত, দাওয়াতে দীন ইতিহাস ও সাহিত্যের ময়দানে সফল পরিচালনা সংস্কার আন্দোলনের শুধু ধারাবাহিকতাই নয়, দাওয়াতে দীন সম্পর্কে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টিগুলো জাতি নির্মাণের মূল্যবান উপাদান ও জাতির শীর্ণদেহে পুষ্টির একটি বড় যোগান।

---

২৫. আরবী ভাষায় দা'ওয়াহ শব্দটি দা'ওয়াতুন শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অভিধানিক অর্থ ডাকা, আহবান করা, নিমন্ত্রণ জানানো, প্রার্থনা করা, দু'আ করা ইত্যাদি। যেমন কুরআনের বাণী; "তাঁর কথার চাইতে অধিক উত্তম কার কথা হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকাজ করে এবং বলে 'আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত'।" আল কুরআন আল কারীম, সূরা ফুসসিলাত আয়াত:৩৩। দা'ওয়াহ-এর পারিভাষিক পরিচয়ে ড. রউফ সালাবী বলেন, "জাতিকে এক বেষ্টনী হতে অন্য বেষ্টনীতে স্থানান্তরের জন্য একটি নিয়ম বা বিধানকে উজ্জীবিত করার কর্মতৎপরতাকে দা'ওয়াহ বলে। তিনি আরো বলেন, দা'ওয়াহ হলো ইসলামী আন্দোলন ও তার বাস্তবায়ন। রহমান, মোঃ হাবীবুর, ইসলামী দা'ওয়াহ প্রসারে মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য: একটি পর্যালোচনা (পি এইচ.ডি গবেষণা কর্ম), ২০১৩ পৃ. ২০৫ ও ২০৮।

২৬. মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী স্মারকগ্রন্থ (সম্পা). আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫০৫।

২৭. রহমান, মোঃ হাবীবুর, ইসলামী দা'ওয়াহ প্রসারে মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য: একটি পর্যালোচনা (পিএইচ.ডি, গবেষণা কর্ম) ২০১৩, পৃ. ২০৫ ও ২০৮

২৮. মুফাক্কিরে, ইসলাম স্মারকগ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৩।

দা'ওয়াহ বিষয়ক গ্রন্থাবলি

৬৪। أحاديث صريحة مع اخواننا العرب و المسلمين (উর্দূ সংস্করণ পূর্বোক্ত)
(আমার আরব ও মুসলমান ভাইদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই)
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্ তারজুমাতি ওয়া নাশ্‌রি ওয়াত্‌তাওযী', দায়েরাতুশ্ শাইখ আলামুল্লাহ, রায়বেরেলী, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৮১ ও ১৯৮৯
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১১।

৬৫। اسمعوها مني صريحة أيها العرب (হে আরব জাতি আমার স্পষ্ট কথা শোনো)
প্রকাশক : আল-মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

৬৬। اسمعي يا إيران (শোনো হে ইরান!)
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্‌তারজুমাতি ওয়ান্‌নাশর, রায়বেরেলী, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

৬৭। اسمعي يازهرة الصحراء (*শোনো হে মরুফুল*)
প্রকাশক : মাকতাবাতুল মানার, কুয়েত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১।

৬৮। اسمعي يا سوريا (*শোনো হে সিরিয়া*)
রেডিও সিরিয়াতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত আল্লামা নদভীর ভাষণ
প্রকাশক : মাতবাআতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যাহ, আলেপ্পা।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯।

৬৯। اسمعي يا مصر (*শোনো হে মিসর*)
প্রকাশক : আল-মাজসাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

৭০। إلى الإسلام من جديد (*আধুনিকতা থেকে ইসলামের দিকে*)
প্রকাশক : দারুল কলম, দামেশ্‌ক, আল-মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো।

প্রকাশকাল : ১৯৫১/১৩৭০ (১ম প্রকাশ), ১৯৮৭ (৭ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪।

৭১। إلى الراية المحمدية أيها العرب (*এসো হে আরবজাতি মুহাম্মদী পতাকাতলে*)
প্রকাশক : আবুল হাসান আলী নদভী, রিসার্চ সেন্টার লক্ষ্ণৌ, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

৭২। إلى شاطئ النجاة (*এসো মুক্তির তীরে*)
প্রকাশক : মাতবাআতু বায়দারী, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

৭৩। إلى الممثلي البلاد الاسلامية (*ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধিদের সমীপে*)
প্রকাশক : মাকতাবাতুল ইসলাম লক্ষ্ণৌ, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

৭৪। إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب (*নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যার হৃদয় উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত*)
প্রকাশক : হুসাইন বিন মুহাম্মদ, মুম্বাই, ভারত।
তা. বি.

৭৫। أسوة حسنة (*উত্তম আদর্শ*)
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২।

৭৬। بين النظريتين (*দু'টি দর্শন প্রসঙ্গে*)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
তা. বি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

৭৭। حاجة العالم إلى الدعوة الإسلامية (*পৃথিবীর জন্য ইসলামের দাওয়াতের প্রয়োজন কেন?*)

প্রকাশক : الإسلام والحاية এ শিরোনামে মাকতাবাতুল হায়াত, কুয়েত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬।

৭৮। حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي افضل
(পৃথিবীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনটা কী?)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

৭৯। حديث مع الغرب *(পাশ্চাত্যের সাথে কিছু কথা)*
প্রকাশক : (১) দারুল ইরশাদ বৈরুত, লেবানন, (২) দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো, মিসর।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪।

৮০। حكمة الدعوة وصفات الدعاة
(দাওয়াতের কৌশল এবং দাঈ'র গুণাবলি)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
(২) দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ্, বৈরুত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫।

৮১। خليج بين الإسلام والمسلمين (ইসলাম ও মুসলিম সমাজ : মধ্যখানে বিশাল উপসাগর)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।

৮২। خواطر وفصول *(কিছু স্মৃতি কিছু কথা)*
প্রকাশক : মাকতাবাতুল ইসলাম লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৮৩। دعوة وتاريخ *(দাওয়াত ও ইতিহাস)*
প্রকাশক : আলহাজ মুহাম্মদ ইমরান খান নদভী, ব্যবস্থাপক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪।

৮৪। الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر والجبهة الخاسبة ومجالاتها الرئيسية
(চলমান যুগে ইসলামী দাওয়াত ও তার ক্ষেত্র)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

৮৫। الدعوة إلى حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف
(আল্লাহর দিকে দাওয়াত, জাহিলিয়াতমুক্ত ও বিকৃতিমুক্ত দীন)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪।

৮৬। الدعوة والدعاة: مسئولية وتاريخ
(দাওয়াত ও দাঈ'র দায়িত্ব ও ইতিহাস)
প্রকাশক : রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা, সৌদি আরব।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯।

৮৭। دور الجامعات الإسلامية المطلوب في تربية العلماء وتكوين الدعاة الأقطار من التناقص والمجابهة
(উলামা ও দাঈ' গঠন এবং ইসলামী বিশ্বকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে হেফাযত করায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা)

৮৮। العاقبة للعرب والمسلمين *(আরব ও মুসলিম জাতির পরিণাম)*
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

৮৯। فاستخفّ قومه فأطاعوه
প্রকাশক : মাতবাআতু নদওয়াতিল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ০৮।

৯০। في ظلال البعثة المحمدية *(নুবুওয়াতে মুহাম্মদীর (সা) ছায়ায়)*
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী, আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

৯১। فضل بعثة المحمدية على الإنسانية
(মানবজাতির উপর নুবুওয়তে মুহাম্মদী'র (সা) অনুগ্রহ)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী, আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৯২। في مسيرة الحياة *(জীবন সফরে)* ৩ খণ্ডবিশিষ্ট
প্রকাশক : (১) দারুল কলম, দামেশ্‌ক, সিরিয়া।
(২) দারুল কলম, বৈরুত, লেবানন।
প্রকাশকাল : ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯৪।

৯৩। كارثات التعصب اللغوي والثقافي (ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক গোঁড়ামির ট্রাজেডি বা দুটি ভাগ)
প্রকাশক : মুআসসাসাতুল কিতাব, বৈরুত, লেবানন।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০।

৯৪। كارثات العالم العربي : وأسبابها الحقيقية (আরব বিশ্বের ট্রাজেডি ও তার প্রকৃত কারণসমূহ)
'المسلمون وقضية فلسطين' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত]
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮।

৯৫। المأساة الأخيرة في العالم و دراساتها من الناحية الدينية والخلقية ... (বিশ্বের শেষ ট্রাজেডি : দীনী ও দুনিয়াবী দিক থেকে এর পর্যালোচনা)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৯৬। إلى قمة القيادة العالمية (বিশ্বনেতৃত্ব ডাকছে তোমায়)
[মাযা খাসিরাল আলমু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন থেকে চয়নকৃত] পুস্তিকা সঙ্কলন
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩।

৯৭। بين الصورة والحقيقة (*আসল ও নকল*)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

৯৮। دور الامة الإسلامية في انقاذ البشرية والعالم (*মানবতার মুক্তির ব্যাপারে মুসলিম জাতির ভূমিকা*)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫।

৯৯। قارنو بين الربح والخسارى (লাভ-ক্ষতি তলিয়ে দেখুন!)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১০০। محمد رسول الله الأعظم وصاحب المنة الكبرى على العالم ومسئولية العالم (*মুহাম্মদু'র রাসুলুল্লাহর (সা) কাছে বিশ্ববাসীর ঋণ এবং তাঁর প্রতি সভ্য দুনিয়ার কর্তব্য*)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২।

১০১। معقل الإنسانية (*মানবতার আশ্রয়কেন্দ্র*)

بدار العلوم ندوة العلماء المعهد العالي للدعوة والفكر الإسلامي

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

প্রথম প্রকাশ ১৯৮০

১০২। من الجاهلية إلى الإسلام (জাহিলিয়ত থেকে ইসলামের পানে) (এটি মাযা খাসিরাল আলামু বিইনতিতাতিল মুসলিমীন থেকে নির্বাচিত অংশের সঙ্কলন)

প্রকাশক : (১) মাকতাবাতুল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(২) জামা'আতু আনসারিস্ সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, কায়রো। (২) আল মারকাযুল ইসলামী, জেনেভা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০।

১০৩। من دون أحد (*উহুদ ময়দান থেকে*)

প্রকাশক : ইদারাতু তা'লিমাতিল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

১০৪। من غار حراء (হেরা গুহা থেকে)

প্রকাশক : মাকতাবাতুল মানার, কুয়েত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

১০৫। من النجوم إلى الأرض (*নাদওয়া থেকে পৃথিবীর পানে*)

১০৬। محاضرات في الفكر والدعوة (৩ খণ্ডবিশিষ্ট),

১০৭। مقالات إسلامية في الفكر والدعوة (২ খণ্ডবিশিষ্ট)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০০।

১০৮। منهج أفضل في الإصلاح الدعاة والعلماء (*দাঈ' ও উলামায়ে কিরামের সংস্কার কর্মের সর্বোত্তম পন্থা*)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১০৯। نحو تكوين مجتمع إسلامي جديد (*এসো নতুন করে সেই ইসলামী সমাজ গড়ি*)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা,লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

৩.৭ আল্লামা নদভীর বর্ণনারীতি ও ভাষাশৈলী

আল্লামা নদভীর বর্ণনারীতি ও মনোভাব প্রকাশের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। বর্ণনার এই স্পষ্টতা তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের কাছে সহজেই বোধগম্য করে তোলে। তিনি যা-ই লিখতেন, যা-ই বলতেন তা-ই পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হতো। তাঁর এই অসাধারণ যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *মা যা খাসিরাল আলম বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন*-এ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক। এখানে লেখকের বক্তব্য অত্যন্ত সাদামাটাভাবে উপস্থাপন যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অর্থের বিন্যাস ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাশৈলী দেখে পাঠকের কাছে এটি সাহিত্যের বই মনে হবে।

অনুরূপভাবে তাঁর রচিত *আল আরকানুল আরবাআ* গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু ধর্মীয় আলোচনা ও ইসলামী শরীআ'র বিধানসমূহ গ্রন্থটির মূল উপজীব্য। বিষয়ভিত্তিক একটি তাত্ত্বিক বর্ণনাশৈলী অনুসরণ করে সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য উপস্থাপনই গ্রন্থটির দাবি। কিন্তু তা না করে লেখক এখানে চয়ন করেছেন সাহিত্যের পরশলাগা শব্দ আর অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যশৈলী। তবে লেখক সতর্ক ছিলেন যাতে সাহিত্যের ছাপ তাত্ত্বিকতাকে ছাড়িয়ে না যায়।

তিনি এর বর্ণনাশৈলী নির্বাচন করেন অত্যন্ত সতর্কতা ও রক্ষণশীলতার সাথে। কারণ প্রতিটি বিষয়ের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে একটি নিজস্ব শৈলী রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের জন্য তাত্ত্বিকশৈলী, শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ের জন্য সাহিত্যশৈলী, ইতিহাসের জন্য সহজ-সরল ও ঋজুবর্ণনা রীতিই সমীচীন।

আল্লামা নদভী বিষয়ভিত্তিক এ বর্ণনাশৈলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের সাথে সুকৌশলে ও সযত্নে সাহিত্যের ছোঁয়া দিতেন, যার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল।[২৯]

আল্লামা নদভীর রচিত 'মাযা খাসিরাল আলমু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন' (মুসলমানদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল) যখন অস্তিত্বের কুঁড়ি মেলে আত্মপ্রকাশ করল মিসর ও সিরিয়ার নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির ইতিহাসবিশারদ স্কলারগণ গ্রন্থটি দু'হাতে লুফে নেয়। সিরিয়ার শীর্ষ জ্ঞানতাপস শায়খ মুহাম্মদ আল মুবারক–যাকে বাগ্মিতা, উপস্থাপনা,

---

২৯. নদভী , সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবি' হাসানি , প্রবন্ধ সংকলন, আল মাসহাল আদবিয়্যা ফী কিতাবাতিস শাইখ আবিল হাসান আলি আন্ নাদভী, মাকতাবাতু রাবিতাতিল আদাব আল-ইসলামী আল আলামিয়্যা ফি শিবহিল কাররাহ, ২০০৪, পৃ. ৭-৯।

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের অথরিটি হিসেবে গণ্য করা হয়– তিনি গ্রন্থটিকে 'এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম' বলে অভিহিত করেছেন।

৩.৮ অন্যান্য বিষয়ে আল্লামা নদভীর রচিত গ্রন্থাবলি

১১০। قصة كتاب يحكيها مؤلفه (লেখকের বর্ণিত একটি বইয়ের গল্প)

[এটি মূলত, লেখকের সাড়া জাগানো গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين' সংকলনের ঘটনা; সর্বশেষ সংস্করণের সাথে সংযুক্ত]

প্রকাশক : (১) দারুল কলম, দামেশক।

(২) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

প্রকাশকাল : ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬।

১১১। مقدمات

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০।

ইসলামী চিন্তাধারার রচনাবলি

১১২। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ('মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'), পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪ ইসলামের ইতিহাস দাওয়া প্রথম মুদ্রণ : লাজনাতুত্ তা'লীফি ওয়াত্ তারজুমাতি ওয়ান্ নাশ্‌র, কায়রো ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ

১১৩। القرن الخامس عشر الهجري الجديد في ضوء التاريخ والواقع

(ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে নতুন হিজরী সনের পনের শতক)

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(২) মাতাবিউর রাশীদ, মদিনা, সৌদি আরব।

প্রকাশকাল : ১৯৯২ (১ম মুদ্রণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪।

১১৪। صورتان متضادان لنتائج جهود الرسول صلعم الدعوة والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية (দু'টি বিপরীত চিত্র)

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(২) দারুস্ সাহওয়া, কায়রো, মিসর।

(৩) মাতবা'আতুল কালিমা, আলজেরিয়া।

(৪) দারুল কলম, দামেশক, ইদারাতু ইয়াহইয়ায়িত্ তুরাছিল ইসলামিয়্যাহ, কাতার।
প্রকাশকাল ১৯৮৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫।

১১৫। المسلمون ودورهم (*মুসলিম উম্মাহ ও তাদের ভূমিকা*)
প্রকাশক : মাতবাতুল আমাল, কুয়েত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১।

১১৬। : الإسلام في عالم متغيّر بحوث إسلامية قيمة
(পরিবর্তনশীল বিশ্বে ইসলাম গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সঙ্কলন)
প্রকাশক : দারু মাকতাবাতুল হায়াত, বৈরুত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩।

১১৭। الأمة الإسلامية : وحداتها ووسيطتها وآفاق المستقبل
(মুসলিম উম্মাহ : ঐক্য ও মধ্যপন্থায় যারা ভবিষ্যতের দিগন্ত ছুঁইতে পারে)
প্রকাশক : দারুস সাহওয়াহ, কায়রো।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

১১৮। الأهمية الحضارة في تاريخ الديانات وحياة أصحابها
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান্নাশ্‌র, রায়বেরেলী ভারত, এবং মাকতাবুদদারি মদিনা, মুনাওয়ারা।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০।

১১৯। حاجة البشرية إلى معرفة صحيحة ومجتمع إسلامي
(*সঠিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইসলামী সমাজের খোঁজে*)
এটি মূলত, আল্লামা নদভীর চারটি ভাষণের সঙ্কলন।
প্রকাশক : দারুস সাহওয়া, কায়রো, মিসর
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫।

১২০। الحاجة إلى التركيز على جانب خاسم (প্রয়োজন : চূড়ান্ত লক্ষ্য স্পর্শ করা)
প্রকাশক : আল মাহাদুল আলী লিদ্‌দা'ওয়াতি ওয়াল ফিকরিল ইসলামী নদওয়াতুল উলামা, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১২১। الحضارة الغربية الوافدة وأثرها في الجيل المثقف كما يراه شاعر الهند الكبير لسان العصر السيد أكبر حسين إلاه آبايدي
(ভারতের বিশিষ্ট কবি, সময়ের সাহসী কণ্ঠস্বর, আকবর হুসাইন এলাহাবাদীর দৃষ্টিতে ঝেঁকে বসা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং আধুনিক প্রজন্মের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব)

প্রকাশক : (১) রাবিতাতুল আদাবিল ইসলামী আল আলামী, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) দারুস্ সাহওয়া, কায়রো।

১২২। قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم (বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবস্থান)
প্রকাশক : ওয়াযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ্ শুউনিল ইসলামিয়্যা, কাতার (কাতার ধর্মমন্ত্রণালয় প্রকাশিত)।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০।

১২৩। ارتباط مسيرة الإنسانية ومسيرها بقيام المسلمين بواجبهم ودورهم في تكوين حدة وتوجيه الدعوة
(মানবতার পথ-পরিক্রমা ও পরিণতি এবং মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঐক্য ও দাওয়াতের করণীয় ও সঠিক দিকনির্দেশনা)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

১২৪। الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة
প্রকাশক : (১) দারুল কলম, যথাক্রমে কুয়েত ও দামেশক।
(২) দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ হাসানি, রায়বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৩৮৭ হিজরী (তৃতীয় মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৩।

১২৫। أريد أن أتحدث إلى الاخوان
(ইখওয়ানকে বলতে চাই)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল, ইলমি, ভারত।
(২) দারে আরাফাত লিত তারবিয়তি ওয়ান্নাশর

১২৬। إزالة أسباب الخذلان أهم من إزالة آثار العدوان
শত্রুর চিহ্ন নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো তার অসহযোগিতার কারণসমূহ দূর করা।
প্রকাশক : দারু-আরাফাত লিত্ তারজুমাতি ওয়ান্ নাশরি, রায়বেরেলী,ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

১২৭। الإسلام فوق القوميات والعصبيات –একটি পুস্তিকা
(ইসলাম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে)
মক্কা মুকাররমা; ভিত্তিক সংস্থা রাবেতা আল-আলম আল ইসলামীর উদ্বোধনী অধিবেশনে আল্লামা নদভী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ।
প্রকাশক : মাকতাবাতুর রা'য়িউ, জিদ্দা।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯।

১২৮। الإسلام والحكم
(ইসলাম ও রাষ্ট্রশাসন)
প্রকাশক : দারুল মুখতারিল ইসলামিয়্যাহ, কায়রো।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯।

১২৯। أكبر خطر على العالم العربي والمؤامرات الدقيقة العميقة لقطع العرب عن الإسلام
(ইসলাম থেকে আরব বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করার গভীর ও সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বিষয়ে)
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান্নাশ্‌র, রায়বেরেলী, ভারত ও দারুস্ সালাম, কায়রো
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯।

১৩০। إمريكية وأوربا واسرائيل (আমেরিকা, ইউরোপ ও ইসরাঈল)।
প্রকাশক : আল-মাজমাউল ইসলামীয়্যিল ইলমি, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ (প্রথম মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮।

১৩১। بين الإنسانية وأصادقها (মানবতা ও তার বন্ধুগণ)
প্রকাশক : মাতবাউল বায়দাভী, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

১৩২। بين الدين والمدينة (ইসলাম ও নগরসভ্যতা)
প্রকাশক : মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত।
প্রকাশকাল : ১৯৮১ (২য় বার)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫।

১৩৩। تضحية شباب العرب قطرانا إلى سعادة البشرية
(আরব-তারুণ্যের কুরবানী-ই মানব সৌভাগ্যের সেতুবন্ধন)
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান্নাশ্‌র, রায়বেরেলী ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

১৩৪। تعالو نحاسب نفوسنا وقادتنا (আসুন নিজের ও শাসকদের জবাবদিহিতায় প্রবৃত্ত হই)
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান্নাশ্‌র, রায়বেরেলী ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

১৩৫। دور الإسلام الإصلاحي في مجال العلوم الإنسانية
(মানববিজ্ঞানে ইসলামে সংস্কার আন্দোলন)
প্রকাশক : দারুস্ সাহওয়াহ, কায়রো, মিসর।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪।

১৩৬। رسالة التوحيد (তাওহীদের পয়গাম)
প্রকাশক : (১) মুআস্সাসাতুস সাহাফাতি ওয়ান্‌নাশ্‌র ফি নদওয়াতিল উলামা ভারত
(২) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৮৬ (তৃতীয় মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬।

১৩৭। عاصفة يواجهنا العالم الإسلامي والعربي
(যে ঝড় আরব ও মুসলিম বিশ্ব মুকাবিলা করেছে)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৮৭ (৫ম মুদ্রণ) ২০০৭ (৭ম মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩১।

১৩৮। العرب يكتشفون أنفسهم
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল: ১৯৮০ (২য় প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯।

১৩৯। النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم
(কুরআনের আলোকে নবী ও নুবুওয়াত)
প্রকাশক : দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭১।

১৪০। وأذن في الناس بالحج (মানুষের মাঝে হজ্বের ঘোষণা দাও)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, নদওয়াতুল উলামা, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২।

১৪১। واقع العالم الإسلامي وما هو الطريق السديد مواجهته الإصلاحي
প্রকাশক : দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান নাশর। রায়বেরেলী, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪।

১৪২। وامعتصماه

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, নদওয়াতুল উলামা, ভারত

(২) দারুস্ সালাম, কায়রো, মিসর।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮।

১৪৩। أزمة إيمان وأخلاق;

(ঈমান ও নৈতিকতার সঙ্কট)

বাগদাদে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার সভায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর ভাষণ। পরে এটা 'ইলাল ইসলামী মিন জাদীদ' গ্রন্থের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫।

১৪৪। ثورة في التفكير (চিন্তার বিপ্লব)

এটি পরবর্তীকালে إلى الإسلام من جديد গ্রন্থে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮।

১৪৫। الطريق إلى السعادة والقيادة للدول والمجتمعات الإسلامية الحرة

(স্বাধীন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে সৌভাগ্য ও নেতৃত্বের পথ)

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(২) মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪।

১৪৬। كيف يستعد العرب مكاناتهم اللائقة بهم وكيف يحافظون عليها

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

১৪৭। كتاب مفتوح إلى رجال الصحافة والإذاعة والكتاب والأدباء وقادة الفكر وزعماء الإصلاح في أقطار العربية

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩।

১৪৮। موقف المسلم إزاء أسلافه الجاهلين

(জাহিলী যুগের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮।

১৪৯। النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم

(আল কুরআনের আলোকে নুবুওয়াত ও নবীগণ)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

বুদ্ধিবৃত্তিক সংশয় নিরসন/ ইসলামী দর্শন সম্পর্কিত রচনাবলি

১৫০। أحاديث صريحة في أمريكية (উর্দূ সংস্করণ পূর্বোক্ত)
(আমেরিকা থেকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই)
প্রকাশক : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
প্রকাশকাল : ১৯৭৮ প্রথম বার
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫।

১৫১। الإسلام والغرب
(ইসলাম ও পাশ্চাত্য)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৭৮৭ (২য় বার)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১৫২। الإسلام والمستشرقون (ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত আর বৈরুত থেকে মুআসসাসাতুর রিসালাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্ শিরোনামে প্রকাশ করেছে।
প্রকাশকাল : ১৯৮২ ও ১৯৯৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৭।

১৫৩। التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى مودودي و سيد قطب
প্রকাশক : (১) দারু আরাফাত লিত্তারজুমাতি ওয়ান্‌নাশ্‌র, রায়বেরেলী ভারত।
(২) দারুল কলম, কুয়েত
(৩) মুআসসাতুর রিসালাহ, দারু আফাক্বিলগদি, কায়রো।
প্রকাশকাল : ১৯৮১ (৩য় প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩।

১৫৪। ردّة ولا أبا بكر لها (বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বস নেমেছে ঐ কে ঠেকাবে আবু বকর কই !)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
(২) দারুল মুখতারিল ইসলামী, কায়রো।
(৩) দারুল মাতবুআ'তুল হাদীসাহ, জিদ্দা, সৌদি আরব।
(৪) মাকতাবাতুল মাদানী, মিসর।
প্রকাশকাল: ১৯৯২
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১৫৫। سياسة التربية والتعليم السليمة (শিক্ষা-প্রশিক্ষণের নিরাপদ দর্শন)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪।

১৫৬। العرب والإسلام
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(২) আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত
(৩) দারুল মানারাহ্, মক্কা, সৌদি আরব।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১৫৭। القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام (কাদিয়ানী মতবাদ : নুবুওয়াতে মুহাম্মদী (সা) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ)
প্রকাশক : রাবেতাতুল আলম আল ইসলামী, মক্কা, সৌদি আরব।
[এটি কাদিয়ানী সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলন]
প্রকাশকাল : ১৯৫৩ (মিসর ও কুয়েত)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯।

১৫৮। القاديانية مؤامر خطيرة وثورة على النبوة المحمدية
(কাদিয়ানী মতবাদ : নবুওয়তে মুহাম্মদীর (সা) বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্র)
প্রকাশক : মাকতাবাতুল মু'তামারাত আল ইসলামিয়্যাহ্ দারুল উলূম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

১৫৯। القادياني والقاديانية (কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও কাদিয়ানী মতবাদ)
প্রকাশক : দারুস্ সৌদি লিন্ নাশ্‌র, জিদ্দা, সৌদি আরব।
প্রকাশকাল : ১৯৬৬, ১৯৬৭, (১ম ও ২য়)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮১।

১৬০। كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب
(হিজায এবং আরব উপদ্বীপের কাছে মুসলমানরা কি চায় ?)
প্রকাশক : (১) দারুল ই'তিসাম, কায়রো, মিসর।
(২) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
(৩) দারু ইবন্ কাছীর, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল : ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৭।

১৬১। المسلمون تجاه الحضارات الغربية (মুসলিম উম্মাহ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা)
প্রকাশক : দারুল মুজতামা, জিদ্দা, সৌদি আরব।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১।

১৬২। موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارات الغربية
এটি মূলত, আল্লামা নদভীর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الاقطار الإسلامية 'মুসলিম বিশ্বে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব এর অপর ভিন্ন নাম।
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, তা.বি. লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০।

১৬৩। نظامان إلهيان للغلبة والانتصار (বিজয় ও সফলতার দু'টি ইলহামী নিযাম)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯।

১৬৪। الإسلام في عالم متغيّر
(পরিবর্তনশীল বিশ্বে ইসলাম)
প্রকাশক : মুআস্সাসাতুল কিতাব, বৈরুত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

১৬৫। الصراع بين الإيمان والمادية (ঈমান ও বস্তুবাদের লড়াই)
প্রকাশক : (১) দারুল কলম, কুয়েত।
(২) দারুল কলম, দামেশক , সিরিয়া।
(৩) দারু ইবন কাছীর, বৈরুত, লেবানন।
প্রকাশকাল : ২০০২ (১ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩।

১০৬। الصلاة
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮।

১৬৭। الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الاقطار الإسلامية
(মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব)
প্রকাশক : (১) দারুল কলম, কুয়েত (২) দারুল কলম দামেশ্ক, সিরিয়া
প্রকাশকাল : ১৯৯৮।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭।

১৬৮। مكانة المرأة في الإسلام (ইসলামে নারীর মর্যদা)

শিক্ষা ও নৈতিকতা গঠন সংক্রান্ত রচনাবলি

১৬৯। كيف تؤجه المعارف في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান বিস্তারের কলা-কৌশল)
প্রকাশক : গবেষণা, ফাতওয়া ও সর্বোচ্চ দাওয়াত সংস্থা, রিয়াদ, সৌদি আরব।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

১৭০। ترشيد الصحوة الإسلامية (ইসলামী জাগরণের দিকদর্শন)
প্রকাশক : (১) দারু আরাফাত, লিত্তারজুমাতি ওয়ান্‌নাশ্‌র, রায়বেরেলী, ভারত।
(২) দারুস সালাম, কায়রো (স্বতন্ত্র শিরোনামে প্রকাশিত)
প্রকাশকাল : ১৯৮৯ (১ম বার)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২।

১৭১। دور الجامعات الإسلامية المطلوب في تربية العلماء وتكوين الدعاة
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১।

১৭২। العقيدة والعبادات والسلوك (আকীদা, ইবাদত ও আত্মপরিচয়ের সন্ধানে)
প্রকাশক: (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, ভারত।
(২) দারু ইবনু কাছীর,দামেশক , সিরিয়া
(৩) দারুল কলম, কুয়েত
(৪) দারুল বাশীর, কায়রো [منهاج الصالحين]
প্রকাশকাল : ১৯৮৩ (২য় প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩২।

১৭৩। التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬।

১৭৪। هيمنة نظام التعليم و التربية في الأقطار الإسلامية وأثره البعيد في اتجاهاتها وقياداتها
(মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং মন-মানস ও নেতৃত্ব গঠনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব)
প্রকাশক : মাকতাবাতুল আমানাতিল আম্মাতি লিনাদওয়াতিল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১।

১৭৫। نظام التربية والتعليم في الأقطار الإسلامية وأثره البعيد اتجاهاتها و قياداتها
[মুসলিম বিশ্বে তা'লীম ও তারবিয়াত এবং মন-মানস ও নেতৃত্ব গঠনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব]
প্রকাশক : শো'বাতুত্ তা'মিরি ওয়াত্ তারাক্কী ফী নদওয়াতিল উলামা, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৪১৪ হিজরী
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭।

১৭৬। ربّانية لا رهبانية (রুহবানিয়ত নয়, চাই রাব্বানিয়ত)
প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ ভারত

(২) দারুশ্ শার্ক, বৈরুত, লেবানন।
(৩) দারুল ফাত্হ, বৈরুত
(৪) দারুল ক্বলম দামেশক।
প্রকাশকাল : ১৯৮৩ (১ম মুদ্রণ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০।

ভ্রমণ সাহিত্য

১৭৭। أسبوعان في المغرب الأقصى
(মরক্কোয় দু' সপ্তাহ)
প্রকাশক : মাতবাআতুর রিসালাতি মাগরিব ওয়া মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৫।

১৭৮। مذكرات سائح في الشرق العربي
(আরব প্রাচ্য ঘুরে আসা এক পরিব্রাজকের ডায়েরি)
প্রকাশক : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
প্রকাশকাল : ১৯৭৫
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৪।

১৭৯। من نهر كابول إلى نهر يرموك (কাবুল নদ থেকে ইয়ারমুক নদ)
প্রকাশক : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৩।

১৮০। رحلات (*সফরনামা*)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০০।

ধর্মতত্ত্ব

১৮১। الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين والبلاد الإسلامية
(*মুসলিম গবেষক ও প্রাচ্যবিদগণের লেখনীতে ইসলাম*)
প্রকাশক : মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল : ১৯৮৬ (২য় বার)

১৮২। الزكاة (যাকাত)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪।

১৮৩। الصوم

১৮৪। مصادر العلوم الإسلامية (ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা)

[الإسلام في عالم متغير' শিরোনামেও প্রকাশিত]
প্রকাশক : (১) দারু মাকতাবাতিল হায়া'ত, বৈরুত।
(২) মুআসসাসাতুল কিতাব, বৈরুত, লেবানন।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

১৮৫। مع الإسلام
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫।

১৮৬। مصدر الفقه للكتاب والسنة

১৮৭। هلال رمضان يتكلم (*কথা বলে রমজানের চাঁদ*)
প্রকাশক : মাকতাবাতুল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

১৮৮। الحج (হজ্ব)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০।

সূফীতত্ত্ব

১৮৯। السلاسل الأربعة
প্রকাশক : সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, রায়বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
প্রকাশকাল : ১৯৯৪ (১ম প্রকাশ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

ইসলামী সমাজবিজ্ঞান

১৯০। المجتمع الإسلامي المعاصر : فضله وقيمته حاجاته ومتطلباته طريقه الانتفاع به
(আধুনিক ইসলামী সমাজ : তার অবদান, ও অবস্থান এবং প্রয়োজন ও চাহিদা)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮।

১৯১। مستقبل الأمة العربية الإسلامية بعد حرب الخليج
(উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আরব মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ)

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

(২) দারুস্ সালাম, কায়রো, মিসর।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮।

১৯২। ملة إبراهيم وحضارة الإسلام واجب أن تدعو إليها على بصيرة وثقة

(মিল্লাতে ইবরাহিম ও ইসলামী সভ্যতা)

প্রকাশক : (১) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(২) ভারত; দারু ইবনু কাছীর,দামেশক, সিরিয়া।

প্রকাশকাল : ১৯৮০ (১ম মুদ্রণ)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১৯৩। مواساة أم مساوات (সৌহার্দ্য না সমতা)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫।

১৯৪। نظرة مؤمن داع إلى المدنيات المعاصرة الزائقة

(সচেতন মুসলমানদের দৃষ্টিতে অসারতাপূর্ণ আধুনিক নগর সভ্যতা)

প্রকাশক : (১) দারু আরাফাত লিত্ তারজুমাতি ওয়ান্ নাশ্‌র, লক্ষ্ণৌ, ভারত

(২) আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি

১৯৫। العوامل الأساسية في كارثة فلسطين (ফিলিস্তিন সমস্যার মূল কারণসমূহ)

(২) দারুর রিসালাহ্, বৈরুত [الفلسطين وقضية المسلين শিরোনামে]

১৯৬। المأساة الفلسطينية في بيروت

(বৈরুতে ঘটে যাওয়া ফিলিস্তিনী ট্রাজেডি) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সাবিরা-শাতিলায় বর্বর ইসরাইলী ইহুদি কর্তৃক গণহত্যার প্রতিক্রিয়া আল্লামা নদভীর কলমে)

প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮।

১৯৭। أزمة هذا العصر الحقيقية (এ যুগের প্রকৃত সঙ্কট)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

১৯৮। بين الجبابية والهداية (জোর-জবরদস্তি)
প্রকাশক : মাকতাবাতুল ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪।

১৯৯। بين العالم وجزيرة العرب (পৃথিবী ও আরব উপদ্বীপের মাঝে)
প্রকাশক : সৌ'দি আরবের জিদ্দা ভিত্তিক রেডিওতে উপস্থাপিত দুটি কথিকা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ; এবং মিসর থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় ।
প্রকাশকাল : ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

২০০। نجن الآن في المغرب (আমরা এখন মরক্কোয়)
প্রকাশক : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১।

আল্লামা নদভীর উর্দু রচনাবলি

আল্লামা নদভীর উর্দূ রচনার সংখ্যা তিনশ' ছাড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থ মূলতই উর্দু ভাষায় রচিত। কতিপয় গ্রন্থ মূলত আরবী ভাষায় লেখা; পরে তার উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে নির্বাচিত ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হল।

১. سيرت سيد احمد شهيد (সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ র) ১-২ খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮৭।
মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

২. پرانے چراغ (পুরানে চেরাগ) ১-৩ খণ্ড
মাকতাবায়ে ফেরদাউস, মাকারেম নগর, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৭৭, (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫৫)।

৩. تهذيب وتمدن پر اسلام کے اثرات واحسانات (তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন পর ইসলামকে আছরাত ওয়াহইসানাত) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪১) ১ম মুদ্রণ ১৯৮৪
মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(মাগরিবসে কুচ সাফ সাফ বাতেঁ) مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৭) ১৯৮১, ৩য় মুদ্রণ।

৪. عصر حاضر میں دین کی تفہیم وتشریح (আসরে হাজের মেঁ দীন কি তাফহীম ওয়াতাশরীহ) পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭।

প্রকাশক : দারে আরাফাত, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

৫. انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر (ইনসানি দুনিয়াপর মুসলমানোঁকে উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আছর)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৯৬। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৪)

৬. ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ (হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

৭. تقوية الايمان (তাকৃভিয়াতুল ঈমান)

মূলত: মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদের রচিত, আল্লামা নদভীর পাদটীকা ও ব্যাখ্যায় সংযোজিত, প্রকাশক, মাকতাবায়ে নদওয়া, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪১)

৮. تحفئه مشرق (তুহফায়ে মাশরিক)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮)

৯. حیات عبد الحی، مع ضمیمہ ڈاکٹر سید عبد العلی حسنی (হায়াতে আবদুল হাই)

মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, ১-কে/৩ নাযেমাবাদ, করাচি, পাকিস্তান।

প্রকাশকাল : ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮)

১০. منصب نبوت آواس کے عالی مقام حاملین (মানসাবে নুবুওয়াত আওর ইসকে আলী মাকামে হামিলীন) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৬

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৯৮ হিজরী।

১১. تحفئه دکن (তুহফায়ে দক্ষিণ)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪)।

১২. جب ایمان کی بہار آئی (জব ঈমান কি বাহার আয়ী)।

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, ১-কে/৩ নাযেমাবাদ, করাচি, পাকিস্তান।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২।

১৩. مغرب اقصیٰ میں (مراکش) (মাগরিবে আকসা মেঁ)

মাকতাবায়ে ফেরদাউস, মাকারেম নগর, লক্ষ্ণৌ, ভারত। প্রকাশকাল : ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২।

১৪. شرق اوسط کی ڈائری (শারকে আওসাত কি ডায়েরী)

মাকতাবায়ে ফেরদাউস, মাকারেম নগর, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৭৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২২।

১৫. ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں (হিন্দুস্তানী মুসলমান এক নযর মেঁ)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮) ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণ, হিন্দিতে প্রথম সংস্করণ, প্রকাশক–পূর্বোক্ত।

১৬. انسانیت کے محسن اعظم شریف ومتمدن دنیاکا اخلاقی فرض (ইনসানিয়াত কে মুহসিনে আযম শরীফ ওয়া মুতামাদ্দিন দুনিয়া কা আখলাকী ফরয)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

১৭. اسلام میں عورت کا درجہ اور اس کے حقوق وفرائض (ইসলাম মেঁ আওরাত কা দরজাহ আওর উসকে হুকুক ওয়া ফারায়িজ)।

প্রকাশক, জামিআ'তুল মুমিনাত আল ইসলামীয়া দোবাগা, হারদুঈ রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত (সংকলক– মাওলানা আজিজুল্লাহ নদভী) প্রথম প্রকাশ– ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮।

১৮. قادیانیت (কাদিয়ানিয়াত)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫, ইংরেজিতে ১ম সংস্করণ ১৯৭৪ বৈরুত, ২য় সংস্করণ মক্কা, বাংলাদেশ থেকে 'কাদিয়ানীবাদ;

ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন কৃত ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৯. ایک اہم دینی دعوت (এক আহাম দীনি দা'ওয়াত)।

প্রকাশক : এদারায়ে ইশাআতে দীনিয়াত, নয়াদিল্লি, ১৯৮২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪।

২০. انسانی وتہذیبی جاہلیت کا المیہ اور اس سے سبق (ইনসানী ওয়া তাহযীবি জাহিলিয়াত কা আলামিয়া আওর ইসসে সবক)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ, ৪র্থ মুদ্রণ,

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

২১. تبلیغ ودعوت کا معجزانہ اسلوب (عبد اللہ عباس ندوی اردو) (তাবলীগ ওয়া দা'ওয়াত কা মু'জিযানা উসলুব)।

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

২২. دین اسلام اور اولین مسلمانوں کی دومتضاد تصویریں (দীনে ইসলাম আওর আউওয়ালিন মুসলমানোঁ কি দো মুতাজাদ তাসভিরেঁ)।

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২)। আরবীতে কায়রো ও কুয়েত ১৯৮৫; ইংরেজিতে ১৯৮৫ ১ম প্রকাশ; ফার্সীতে ১৯৮৫ ১ম প্রকাশ।

২৩. پاجا سراغ زندگی (পা-জা সুরাগে যিন্দেগী)

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, তারিখবিহীন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০।

২৪. کاروان زندگی (۱) (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮)

২৫. کاروان زندگی (۱) (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮)

২৬. کاروان زندگی (۲) (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮)

২৭. کاروان زندگی () (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৯), মাকতাবায়ে ইসলাম, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

২৮. کاروان زندگی () (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৯), মাকতাবায়ে ইসলাম, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

২৯. کاروان زندگی () (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৮), মাকতাবায়ে ইসলাম, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৩০. کاروان زندگی () (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১০), মাকতাবায়ে ইসলাম, মুহাম্মদ আলী লেইন, ৫৪/১৭২ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩১. کاروان زندگی () (কারওয়ানে যিন্দেগী) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৯), মাকতাবায়ে ইসলাম, মুহাম্মদ আলী লেইন, ৫৪/১৭২ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩২. تاریخ دعوت وعزیمت (তারিখে দা'ওয়াত ওয়া আযীমাত্)।

মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত। প্রকাশকাল : ১৯৯৫ খৃ. (১ম–৫ম খণ্ড) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮০

৩৩. کاروان ایمان وعزیمت (কারওয়ানে ঈমান ওয়া আযীমাত)

প্রথম মুদ্রণ : মাকতাবায়ে ইসলাম, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত, প্রকাশকাল : ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫)

৩৪. تذکرہ مولانا الیاس رح اور ان کی دینی دعوت (তাযকারাহ মাওলানা ইলিয়াছ আওর উনকি দীনি দা'ওয়াত) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮, তা.বি.।

৩৫. سوانح حیات حضرت مولانا عبد القادر رائی پوری رح (সাওয়ানেহে হায়াত হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রাহ) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২, তা. বি.।

৩৬. سیرت رسول اکرم صلعم (সীরাতে রাসূলে আকরাম (সা))

৩৭. صحبتے باہل دل (সুহবতে বা আহলে দিল) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬।

৩৮. دستور حیات (দস্তুরে হায়াত) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

৩৯. دریائے کابل سی دریائے یرموک تک (দরইয়ায়ে কাবুল সে দরইয়ায়ে ইয়ারমুক তক) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪।

৪০. قران یمن آپ کا تذکرہ (কুরআন মাজীদ মেঁ আপকা তাযকারা)

৪১. مطالعۃ قران کے اصول ومبادی (কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি বা কুরআন বোঝার উপায় ও অন্তরায়)

৪২. قرأنی افادات (কুরআনি ইফাদাত)

৩.৯ আল্লামা নদভীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির সামগ্রিক পর্যালোচনা

❖ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো):

অনেকের মতে আল্লামা নদভীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন*। তিনি ত্রিশ বছর বয়সে গ্রন্থটি আরবীতে রচনা করেন। পরে 'ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানোঁ কে উরুজ ওয়া যা ওয়াল কা আছর' নামে উর্দূতে অনূদিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে ইসলামী দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হুজুর পাক (সা)-এর পৃথিবীতে আগমনের সময় দুনিয়ার অবস্থা কি ছিল এবং ইসলামী নেতৃত্বের ভার কিভাবে তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন এবং তা সভ্যতার উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এরপর এই নেতৃত্ব কিভাবে দুর্বল হয়ে শেষ হয়ে যায় ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৩০]

গ্রন্থটির কতিপয় বৈশিষ্ট্য

মাযা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন আল্লামা নদভী (র) লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, বিশ্বব্যাপী সমাদৃত– এতে কোনো দ্বিমত নেই। ড. মুহাম্মদ আবদুহু ইয়ামানী গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাকালেই গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমার কাছে এটা ইসলাম-পূর্ব সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতা ও সমকালীন বিশ্বে আবিষ্কৃত প্রাচীন নিদর্শনের ইতিহাসজ্ঞান সংবলিত গ্রন্থ (বলে মনে হয়েছে)। বিভিন্ন শতাব্দীর আলোচনা, এমনকি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আলোচনাও এতে অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ এতে নুবুওয়াত প্রাপ্তিকাল খিলাফতে রাশেদার যুগ, এমনকি উসমানী খিলাফতের পতনকালীন মুসলমানদের হাল-হাক্বীকত বর্ণিত হয়েছে। ফলে আরবদেশগুলো এ পতনের পূর্বাপর যে অবক্ষয়, অধঃপতন, নৈরাজ্য, পশ্চাদপদতা ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকের পর্যবেক্ষণ, বর্ণনাশৈলী ও ভাষার মান বিচার করলে কারো পক্ষে ধারণা করা মুশকিল যে, তিনি একজন ভারতীয় এবং অনারব।"[৩১]

---

৩০. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; মীরপুর, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন–১২, ব্লক –ধ, বাসা–২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল– মে ২০০২, পৃ. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৪।

৩১. ইয়ামানী, ড. মুহাম্মদ আবদুহু, আন্ নাদভী দাঈয়াতুল করন ওয়া রাজুলুন মাওয়াকিফ,*আর-রায়িদ*, (সম্পা) খণ্ড-ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭। নদভী; ড. মুহাম্মদ আকরাম, আল' আলামুল

ইমামুর রিয়াদ ইমাম মুহাম্মদ সা'আদ সাহমী (লন্ডন) *মাযা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন* গ্রন্থের মূল্যায়নে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ গবেষক সার্জেন্টর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। সেখানে তিনি বলেন, "বৃটেন যদি কোনো গ্রন্থ এ দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করতে চায়, তাহলে আমি 'মাযা খাসির'–এর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ করব। কেননা বইটি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর বজ্রাঘাত হেনেছে।" নিন্দুকের সমালোচনা যদিও নিঃসন্দেহে আক্রমণাত্মক, তবুও এ উক্তি থেকে গ্রন্থটির মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য প্রতিভাত হচ্ছে।[৩২]

ড. মুহাম্মদ ইজতেবা নদভীর মূল্যায়ন হল, *মাযা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন*–এর প্রকাশের পরপর সমগ্র আরবমহল উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালো। স্বত:স্ফূর্ত মুগ্ধতায় এটা গ্রহণ করল। আরবের ইসলামী চিন্তাবিদগণ বললেন–'এ এক সুন্দরতম গ্রন্থ।' কেউ কেউ বললেন 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'।[৩৩]

যেখানে ইসলামী বিশ্বের বিদগ্ধ পণ্ডিত, কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমদের সর্বাধিক সমাবেশ সেখানেই এটি প্রথম স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে লেখকের অনুমতি নিয়ে সত্তরটির মতো এবং অনুমতি ব্যতিরেকে আরো বহু সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দামেশ্ক ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক বইটির উপর পিএইচ.ডি করেছেন।[৩৪]

আল্লামা ড. ইউসুফ আল-কারজাভী[৩৫] গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নে বলেন– এ ক্ষেত্রে লেখকের সুবিধা ছিল যে, তাঁর ইংরেজি জ্ঞান, সমালোচনামূলক অনুভূতি,

---

মুসলিমীনা আবদুল হাসান আননদভী, আল- আলিমুল মুরব্বী ওয়ায়াদা'য়ি আতুল হাকিম, (১৯১৪-১৯৯৯), দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া, ২০০৬, পৃ. ৪৪২।

৩২. আন্ নদভী মুহাম্মদ ইজতেবা, শাখছিয়াতুল ইসলামীয়া মুতামায়্যিযাহ্ ফিযযাতুন ফাকাদাত্হাল বাশারিয়্যা জামআউ, প্রাগুক্ত, (সম্পা) খণ্ড-ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৪।

৩৩. আন্ নদভী ড. মুহাম্মদ ইজতেবা, শাখছিয়্যাহ মুতামায়্যিযাহ ফিদ্দাতুন্ ফাকাদতহাল বাশরিয়্যাহ্ জামআ, প্রাগুক্ত; রমজান-যুলকাদাহ, চতুর্থ বর্ষ, ১৪২০ হিজরী, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৪৪।

৩৪. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস, মীরে কারওয়াঁ, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, সংস্করণ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৬৯।

৩৫. আল্লামা, ড. ইউসুফ কারজাভী : ড. কারজাভী জগদ্বিখ্যাত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। সাড়া জাগানো লেখক, ফিকহবিদ, সাহিত্যিক ও কবি। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তিনি মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কৃতি ছাত্র। ছাত্রজীবনেই তিনি الإخوان المسلمون-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে জামাল আবদুন্ নাসেরের রোষানলে পড়েন এবং তাকে মিসর ছেড়ে কাতারে আশ্রয় নিতে হয়। সে থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায়

সাংস্কৃতিক ভাবনা, দাঈ-সুলভ *চেতনাবোধ এই অসাধারণ গ্রন্থে* নতুন দৃষ্টি নিক্ষেপে সহায়তা করেছে।"[৩৬]

আল্লামা নদভী তাঁর এ দৃষ্টান্তবিরল বিখ্যাত গ্রন্থে পৃথিবীর এক গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন এক অসাধারণ বর্ণনাশৈলীতে, দুর্নিবার সাহসী গতিতে। তিনি তুলে ধরেছেন সাহাবীদের মান-মর্যাদা ও আভিজাত্যের কথা, যা তাঁরা অর্জন করেছেন একমাত্র ইসলামের ছায়াতলে আসার কারণে। অথচ তাঁরা একদিন ছিলেন উট-ছাগলের রাখাল, সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তি। পরে ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের সান্নিধ্য অর্জনের কারণে তাঁরা যুগের বিস্ময় ও ইতিহাসের কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। এ গ্রন্থে রাসূলের আবির্ভাবপূর্ব মানব-ইতিহাসের একটি নিপুণ ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক বলেন, "ইসলামের আবির্ভাবের কারণে মানবজাতি জীবনের কালিমা, কলুষতা ও সমূহ অকল্যাণ থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে ধর্ম-কর্ম ও সুন্দর-শালীন চরিত্রের একটি নতুন অধ্যায় খুঁজে পেয়েছে।" সেই সঙ্গে তিনি মুসলমানদের পতন ও অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করেছেন এবং তাদের পতনহেতু পুরো বিশ্বের চরম ক্ষতি, পশ্চাৎপদতা ও জড়তার একটি করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।[৩৭]

গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক ও আল্লামা নদভীর বিশিষ্ট খলিফা আবু সাঈদ মুহাম্মদ উমর আলী। নিজস্ব আঙ্গিকে আরও একটি অনুবাদ করেছেন, মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হল শিরোনামে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, আলিমে দীন, প্রাজ্ঞ শিশুতোষ লেখক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ যা তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য সাময়িকী *আল-কলম*-এ ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রকাশিতও হয়েছিল।

কর্মরত। সুবক্তা ও বাগ্মী হিসেবে তিনি একজন শ্রোতানন্দিত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভীর (র) সাথে ড. কারজাভীর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নিজেকে আল্লামা নদভীর ছাত্র বলে গর্ব করেন। নদভী; ড. মুহাম্মদ আকরাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২। গবেষকের ও কারজাভীর সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয় প্রায় ১০ বছর পূর্বে।

কারজাভী; ড. ইউসুফ, এমন ছিলেন তিনি (বাংলা ভাষান্তর) ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, ২০১২ লেখক পরিচিতি হতে সংকলিত।

৩৬. আল-কারজাভী, আল্লামা ড. ইউসুফ, আল্লামা আর-রাহেল আবুল হাসান আলি আন্ নাদভী : রাব্বানিউল উম্মাহ ওয়া দাঈয়াতুল ইসলাম, *মানারুশ শারক*; ৭ম সংখ্যা, মুহাররম-জুমাদাল উখরা ১৪২১ হিজরী, পৃ. ১৭।

৩৭. আল গুরী, আস সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নাদভী আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক, দারু ইবনু কাসীর, দামেশক, বৈরুত, পৃ. ২৫৪।

গিয়েছিল, কিংবা ছিল নিভু নিভু। জুলমাতের ঘোর অন্ধকারে সেই নিভু নিভু প্রদীপ হয়তো দু'একটি হৃদয়ে কিছু আলো দিতে পারত। কিন্তু ঘরে, পরিবারে, সমাজ ও জনপদে আলো তো দূরের কথা, ছিল না সামান্য আলোর আভাসও। দীনের যারা ধারক ও বাহক তারাও পিছু হটে গিয়েছিলেন যিন্দেগীর ময়দান থেকে এবং কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন মন্দিরে, গির্জায় এবং ঘরের কোণে ইবাদতখানায়। তাঁরা ভেবেছিলেন, এভাবে অন্তত নিজেদের দীন-ঈমান রক্ষা পাবে যামানার ফিতনা থেকে এবং বাকি জীবন কেটে যাবে আরামে নির্ঝঞ্ঝাটে। আসলে এটা ছিল জীবনের বাস্তবতা ও দায়-দায়িত্ব থেকে পলায়ন। এটা ছিল ধর্মশাসন ও রাজশাসন এবং অধ্যাত্ম্যবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের কাপুরুষোচিত পরাজয়েরই নামান্তর। এককথায়, প্রবল ঝড়-তুফানের মুখে তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জনপদ ও জনসমাজের নেতৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন অল্প ক'জন, যাঁরা তখনো রয়ে গিয়েছিল যিন্দেগীর ময়দানে ঝড়-তুফানের মাঝে। তারা ধরেছিল সমঝোতার পথ, শাসক ও শোষকদের সঙ্গে। জুলুম ও শোষণ নিপীড়নের ক্ষেত্রে তারা ছিল রাজশক্তির ধর্মীয় সহযোগী। অন্যায় পথে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনে তারাও ছিল পার্থিব ভোগবাদিদের সমান অংশীদার। ইসলাম কিরূপ প্রতিকুল পরিবেশ ও ঘনঘোর অন্ধকারের মুখোমুখি হয়েছিল; সর্বোপরি মানবতার পুনর্জাগরণে কত মহান ও জটিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়—ইত্যাদি বিষয় এতে গ্রন্থিত হয়েছে। এখানে ভাবনার বিষয় হল, উপরিউক্ত বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এতগুলো উপাত্ত একসাথে কোথাও পাওয়া যায় না; যা '*মা যা খাসিরাল আলম*' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। কারণ ইতঃপূর্বে বিষয়টা নিয়ে এ দৃষ্টিতে কেউ ভাবেনি যে, জাহিলিয়াত শুধু আরবের চৌহদ্দিতেই বাসা বাঁধেনি বরং তাঁর কবলিত পরিসর ছিল গোটা দুনিয়া। ফলে তিনি সবক'টি মহাদেশ এমনকি আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি দেশ-জনপদের অবস্থা, নৈতিক অবক্ষয় ও মানবতার বিপর্যয়ের কাহিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন সূত্র ও উৎস থেকে। এ লক্ষ্যে তাঁকে বছরের পর বছর নিবিড় অধ্যয়ন-সাধনা, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য, তাহযীব-তামাদ্দুন, আবহমান রেওয়াজ-প্রথা, জীবনাচার প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করতে হয়েছে। কাজটি পিঁপড়ার মুখ থেকে দানা কেড়ে নিয়ে স্তূপ গড়ে তোলার সমার্থক।[৩৯]

---

৩৯. নদভী আবদুল্লাহ আব্বাস, *মীরে কারওয়াঁ*, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ, সংস্করণ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৬৯-৭০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এটি রাসূলের (সা) জীবনচরিত গ্রন্থনার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সমাহার। এখানে দেখানো হয়েছে নবুভী পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণের পর সেসব আলোকিত মানুষের জীবন ঈমানপূর্ব জীবনধারার কত বিপরীত মেরুতে। পাশাপাশি মানুষকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার কোন্ দিক্‌টাকে লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন; কোথা থেকে শুরু করে কোথায় টেনেছেন সমাপ্তিরেখা। আর এ আদর্শ পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত মানবতার প্রভূত কল্যাণ ও সাফল্যের গ্যারান্টি দেয়। এখানেই লুক্কায়িত বিপ্লবের বীজ।[৪০]

আল্লামা নদভী (র)–এর অমর সৃষ্টি *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* গ্রন্থে দাওয়াত, সমাজ সংস্কার, ইসলাহে নফ্‌স, মানবপ্রেম, চরিত্র সংশোধন, আল্লাহ্‌র পথে সাধনা, জালিম শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে জিহাদের বিস্তৃত অঙ্গনে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের অনন্য ত্যাগ ও কুরবানীর তথ্যভিত্তিক বিবরণী যেভাবে ব্যাপকতার সাথে তুলে ধরেছেন, তাতে যামানার দাওয়াতের ময়দানে কর্মরত কর্মীদের অবিস্মরণীয় পথনির্দেশনা রয়েছে। এসব কর্মকৌশল ও অভিজ্ঞতা যদি বর্তমান যামানায় দীনের দা'ঈগণ ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ মেনে চলেন, তাহলে সফলতা তাঁদের পদচুম্বন করতে বাধ্য।[৪১]

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রন্থটির এ অধ্যায়ে লেখক মুসলমানদের পতনের মর্মবিদারী ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আলোকপাত করেছেন তাদের ঐতিহাসিক পতন এবং এর প্রকৃত কারণগুলোর উপর। এরপর মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের ময়দানে তুর্কিদের অভিষেক, মুসলিম দুনিয়া খিলাফত থেকে বঞ্চিত হবার বিবরণ, তুর্কিদের নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা এবং এর বাস্তব কারণসমূহের পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে লেখক একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকবান ইতিহাসবিদের অবস্থান থেকে ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণ ও অনুঘটকগুলো পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছেন। এ গ্রন্থে লেখক তুর্কি ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী লেখকদের রচনা থেকে সহায়তা নিয়েছেন।[৪২]

---

৪০. নদভী আবদুল্লাহ আব্বাস, *মীরে কারওয়াঁ*, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৮১।

৪১. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (রহ.): তাঁর ইতিহাস চর্চা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা;* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, (সম্পা) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৯৮।

৪২. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস, *মীরে কারওয়াঁ*, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৮১।

চতুর্থ অধ্যায়

এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ইউরোপীয়ান পুনর্জাগরণের (Renaissance) আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে ইউরোপ কিভাবে বিশ্ব নেতৃত্বের মঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং পৃথিবীর বাগডোর নিজের হাতে নেবার ক্ষেত্রে সে কোন্ কোন্ কৌশল অবলম্বন করে। তার হাতে বস্তুগত উপকরণই বা কি কি ছিল। ইউরোপীয় জনগোষ্ঠি কীভাবে এবং কেন খ্রিস্টবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? খাঁটি বস্তুবাদিতার পথে তারা পা বাড়ালো কেন? লেখক তাঁর গ্রন্থে বিষয়টির জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা ও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করেন।[৪৩]

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে পুরো গ্রন্থের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ হয়েছে; যেখানে তিনি মুসলিম উম্মাহ, তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার, পৃথিবী জুড়ে বিপন্ন নিরাপত্তা, নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা এবং হত্যাযজ্ঞ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঈমান, আমল, দাওয়াতের প্রাণশক্তি, চরিত্র, অধ্যাত্ম চেতনা থেকে শুরু করে সমরকৌশল, প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের সক্ষমতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের পরামর্শ রেখেছেন। শেষাংশে আরবদের মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বভার গ্রহণ ও নেতৃত্বের আসন রক্ষার জোর তাগিদ, এবং তাদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত ও তার প্রতিষেধক উপস্থাপন করেছেন। 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রূহুল আলামিন আরবী' শীর্ষক অনুচ্ছেদটি এ গ্রন্থের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী অংশ। এখানে তিনি আরবদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তাদের যত অর্জন এর সবই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম–এর বদৌলতেই।

ويعتقد أن سيدنا محمدا العربي هوروح العالم العربي وأساسه وعنوان مجده، وأن العالم العربي بمافيه من موارد الثروة والقوة وبما فيه من خيرات وحسنات جسم بلا روح، وخط بلا وضوح إذا انفصل لا سمح الله بذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع صلته عن تعاليمه ودينه وانّ سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى أبرز العالم العربى للوجود، فقد كان هذا العالم وحدات مفككة، وقبائل متناحرة، وشعوبا مستعبدة، ومواهب ضائعة، وبلادا

৪৩. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস, প্রাগুক্ত; মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ, সংস্করণ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৮১।

تتسكع في الجهل والضلالات، فكان العرب لا يحلمون بمناجزة الدولة الرومية والفارسية ولا يخطر ذلك منهم على بال، ولا يصدقون بذلك إذا قيل لهم في حال من الاحوال، وكانت سورية التي تكون جزءا مهما من العالم العربي مستعمرة رومية تعاني الملكية المطلقة والحكم الجائر المستبد، لا تعرف معنى الحرية والعدل، وكان العراق مطية لشهوات الدولة الكيانية مثقلة بالضرائب المجحفة والإتاوات الفادحة. وكانت مصر قد اتخذها الرومان ناقة حلوبا ركوبا، يجزون صوفها ويظلمونها في علفها، ثم إنها تعاني الا ضطهاد الديني مع الاستبداد السياسي، فما لبث هذا العالم المفكك المنحل، المظلوم المضطهد، أن هبت عليه نفحة من نفحات الإسلام الذي جاء به محمّد صلى الله عليه وسلم، أدرك رسول الله من هذا العالم وهو ضائع هالك وأخذ بيده وهو ساقط متهالك، فأحياه بإذن الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وعلمه الكتاب والحكمة وزكاه، فكان هذا العالم بعد البعثة المحمدية سفير الإسلام، ورسول الأمن والسلام، ورائد العلم والحكمة، ومشعل الثقافة والحضارة، كان غوثا للأمم، غيثا للعالم، هنالك كانت الشام وكان العراق، وكانت مصر، وكان العالم العربي الذي نتحدث عنه، ملولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا رسالته، ولولا ملته، لما كانت سورية، ولا كان العراق، ولا كانت مصر، ولا كان العالم العربي، بل ولا كانت الدنيا كما هي الآن حضارة وعقلا، وديانة وخلقا.[44]"

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন আরবজাতির প্রাণ, অস্তিত্বের ভিত্তি এবং তার গৌরব ও মর্যাদার শিরোনাম। আরব বিশ্ব আজ যত সম্পদ, তেলক্ষেত্র, সোনার খনি এবং যত গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণের অধিকারী, তার সঙ্গে যদি আরো কয়েকগুণ যুক্ত হয়, আর আল্লাহ না করুন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তার পরিচয়সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তাঁর আনীত দীন ও শরীআত, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যদি তারা বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে আরবজাতি হবে প্রাণহীন এক দেহ এবং মরুভূমির বালুতে আঁকা অস্পষ্ট রেখা। এককথায় বিশ্ব মানব-মঞ্চ থেকে আরবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে তখন খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

---

৪৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল-হাসানি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন*। দারুল কলম কুয়েত, ১৪তম মুদ্রণ ১৯৯২, পৃ. ২৪৯-২৫০।

আল্লাহর নবী এই মুহাম্মদে আরবাবিই তো তাদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব দান করেছেন। তাঁর পূর্বে তো এ ভূখণ্ড ছিল শত খণ্ডে খণ্ডিত অখ্যাত, অজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত দেশ। সেখানে ছিল পরস্পরে হানাহানি, খুনোখুনি ও রক্তপাতে লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র। মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভা যা কিছু ছিল, সেগুলোর অপচয় হচ্ছিল, কিংবা অক্ষেত্রে সেগুলো ব্যয়িত হচ্ছিল। অজ্ঞতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির অন্ধকারে গোটা আরব নিমজ্জিত ছিল।

অহমিকা, আত্মম্ভরিতা ও জাত্যাভিমান ছিল তাদের প্রচণ্ড, কিন্তু রোম ও পারস্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার কথা স্বপ্নেও তারা ভাবতে পারত না। এমন কথা কেউ যদি তাদের কানে দিত, তাহলেও কোনো অবস্থাতেই তারা তা বিশ্বাস করতে পারত না। আরব বিশ্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিরিয়া ছিল রোম সাম্রাজ্যের উপনিবেশ যা রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী শাসনের যাঁতাকালে পিষ্ট হচ্ছিল। ন্যায়, সাম্য, সুবিচার ও স্বাধীনতার কোনো অর্থই তাদের জনা ছিল না। অন্যদিকে ইরাক ছিল কায়ানি শাসনের ভোগ-চাহিদা ও লোভলালসার শিকারভূমি। বিভিন্ন নামে আরোপিত নিত্যনতুন শুল্ক ও করের বোঝায় তারা ছিল বিপর্যস্ত, মিসর ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বাহন-উট ও দুধের উটনী। পিঠে চড়ত, দুধ খেতো, কিন্তু পর্যাপ্ত ঘাস দিত না। তদুপরি ছিল রাজনৈতিক জুলুম-অবিচার এবং ধর্মীয় নির্যাতন নিপীড়ন।

ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত ও বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়নে এই ভূখণ্ডে হঠাৎ ইসলামের সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হলো। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন গোটা আরব বিনাশ ও ধ্বংসের দোরগোড়ায় চলে গিয়েছে। তিনি হাত ধরে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের নতুন জীবন দান করলেন। নূর দান করলেন–যার উজ্জ্বলতায় তারা মানবসমাজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। তাদেরকে তিনি কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাযকিয়া ও আত্মসংশোধনের দীক্ষা দিলেন। এভাবে মুহাম্মদি নুবুওয়াতের পর আরবজাতির প্রকৃতি বদলে গেল। এখন তারা বিশ্বের জন্য ইসলামের দূত ও প্রতিনিধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহী তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী। সারা বিশ্বের জন্য এখন তাঁরা সাম্য, শান্তি, কল্যাণ ও করুণার অগ্রদূত। এভাবে সিরিয়া, ইরাক ও মিসর নতুন পরিচয় লাভ করল এবং আরবজাতি নতুন জাতীয় সত্তায় আত্মপ্রকাশ করল।

আল্লাহর রাসূল যদি না হতেন, তাঁর দাওয়াত, রিসালাত ও মিল্লাত যদি না হতো, কোথায় থাকত আজ সিরিয়া, ইরাক ও মিসর? কোথায় থাকত আজকের এ অনন্য মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী আরব জাহান ও আরবজাতি? কোনো কিছুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীও কখনো সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম ও নৈতিকতা এবং উন্নতি ও অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে পারত না। যদি তাঁরা এই নিয়ামত ও সৌভাগ্যের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, পূর্বেকার সে জাহিলিয়াত যদি তাদের স্মৃতিতে জেগে উঠে, যদি আরব জাতীয়তাবাদের দর্শনে তারা নিজেদের উন্নতি ও প্রগতি দেখতে পায়; তবে সেই সৌভাগ্যের কিয়দাংশ হলেও যেন প্রত্যর্পণ করে দেখতে তাদের কথা কি--ইবা অবশিষ্ট থাকে!

এ অধ্যায়টি লেখকের প্রেরণাদীপ্ত ভাবাবেগ, দৃপ্ত বিশ্বাস দৃঢ়মূল ও বাস্তবতার দর্পণ। এ-ক'টি লাইনে লেখকের মন-মানস, বোধ ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। এ অংশে নবুভী রক্তধারায় পুষ্ট আল্লামা নদভীর সহজাত অভিপ্রকাশে মন ও মননের চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষণীয়।

আল্লামা নদভী (র)--এর রচনাকর্মের অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় ইতিহাস ও সাহিত্যের যেকোনো ছাত্র এ উপসংহারে আসতে বাধ্য হবেন যে, ঘটনাপ্রবাহের আনুপূর্বিক বিবরণ, সমকালীন প্রেক্ষাপট উপস্থাপন, নিরপেক্ষতা ও নির্মোহ মূল্যায়ন ইত্যাদির মানদণ্ডে উচ্চতর দক্ষতার পাশাপাশি ইতিহাসচর্চায় স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভাবনে আল্লামা নদভী (র) পথিকৃৎ। সাহিত্য সংকলনে উন্নত অভিরুচি, মৌলিক সাহিত্যচর্চায় আদর্শিক চেতনাপুষ্ট সুস্থ ও মার্জিতবোধের সযত্ন লালনের সাথে মান ও প্রাণের সমন্বয় সাধনে তিনি রীতিমতো নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অন্যদিকে চিন্তাগত ভ্রান্তি ও ক্ষতিকর মতাদর্শের সমালোচনায় তিনি থেকেছেন পরিমিতিবোধ ও যুক্তির সীমানায়।

মতবাদ ও ভ্রান্তির দিকটা শনাক্ত করার বাইরে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে নিশানা বানানোর প্রবণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। সীরাত রচনা, জীবনচরিত, আত্মজীবনী ও ফিকহ্ শাস্ত্রের আলোচনা সর্বত্রই তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি তাকওয়া, পরহেযগারী, আল্লাহ ও নবীপ্রেমের প্রাণময় অনুভূতির একটি চরম অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। তাই তাঁর ক্ষেত্রেই বিশ্বনন্দিত ইতিহাসবিদ, খ্যাতিমান সাহিত্যিক, কালজয়ী দাঈ ইলাল্লাহ, উৎসর্গিত প্রাণ দরবেশ, দূরদর্শী সংস্কারক, বরেণ্য চিন্তাবিদ ও বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ প্রভৃতি অভিধা শতভাগ মানানসই।

❖ السيرة النبوية (আস-সীরাতুন্নবুভিয়্যাহ)

এটি আল্লামা নদভীর (র) (সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক গ্রন্থ। এটি প্রথমে *আস্‌সীরাতুন্ন নবুভিয়্যাহ্* নামে প্রকাশিত হয়। পরে এর উর্দু সংস্করণের নামকরণ হয় নবীয়ে রহমত। অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণে আরবীতে এর দশটি সংস্করণ বের হয়েছে। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে নবী জীবনের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।[৪৫]

গ্রন্থটির মাওলানা মুহাম্মদ আল হাসানির হাতে উর্দু অনুবাদ হয়েছে। একই সময়ে এটা আরবী ও উর্দু ভাষার মূল্যবান সম্পদ। বিদগ্ধমহল সম্যক অবগত আছেন যে, সীরাতে নবুভী সম্পর্কে রচিত প্রায় সব মৌলিক গ্রন্থ আরবীতেই। কোনো যুগেই এক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। আরবীতে এ বিষয়ের গ্রন্থসংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। উর্দু ভাষার বয়স বেশি না হলেও এ ভাষাতেও ছোট বড় শত শত গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এমন অবস্থায় সীরাত বিষয়ে এমন কোনো গ্রন্থ রচনা যা ভিড়ে হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই এবং স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রিক পরিচয় নিয়ে ঠিকে থাকবে–এটা সত্যিই দুরূহ কাজ। আল্লামা নদভীর গ্রন্থটি নিশ্চয় সে স্থানটি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থটির এমন বহু বৈশিষ্ট্য ও গুণ রয়েছে, যা একটি মানসম্মত সীরাত গ্রন্থের জন্য আবশ্যক।

গ্রন্থটির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, লেখক এখানে এমন কিছু অধ্যায় রচনা ও তথ্য সংযোজন করেছেন, যা অন্য কোনো সীরাতগ্রন্থে সাধারণত দেখা যায় না। যথা– গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় হল জাহিলী যুগ। এখানে লেখক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের সমগ্র দুনিয়ার ধর্মীয় ও ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি প্রাচ্য, রোম, পারস্য, ভারতীয়, আরব্য, ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠির অবস্থার উপর সাধারণ আলোকপাত করতে গিয়ে এ যুগের বৈশ্বিক অরাজকতা ও ঘনঘোর অন্ধকারের বর্ণনা নৈপুণ্যের সাথে তুলে ধরে তিনি বলেন,[৪৬]

---

৪৫. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন–১২, ব্লক –ধ, বাসা–২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল– মে ২০০২, পৃ. ৩৯।

৪৬. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৯-৮০।

" نظرة اجمالية على الوضع الدينى فى القرن السادس المسيحى

*أصبحت الديانات العظمى، وصحفها العثيقة، وشرائعها القديمة التى مثلت فى أزمان مختلفة دورها الخاص فى مجال الديانة والاخلاق والعلم فريسة العابثين والمتلاعبين، ولعبة المحرفين، والمنافقين وعرضه الحوادث الرامية والخطوب الجسيمة حتى فقدت روحها وشكلها، فلو بعث اصحابها الاولون، وانبياؤها المرسلون، انكروها وتجاهلوها.[47]

"هذا شأن الديانات التى ظهرت فى زمانها للدعوة الى الله، أما البلاد المتمدنة التى قامت فيها حكومات غطيمة، وشاعت فيها علوم كثيرة، وكانت مهد الحضارة والضاعات والآداب، فقد كانت بلادا مسخت فيها الديانات، وفقدت أصالتها وقوتها، وفقر المصلحون، وغاب المعلمون"[48]

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ এবং এসবের বিধি-বিধান (যেগুলো ধর্ম, নীতি-আদর্শ ও জ্ঞানের জগতে বিভিন্ন যুগে ও সময়ে তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করেছিল) শিশুদের ক্রীড়া কৌতুকের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং বিকৃতির ঝাণ্ডাবাহী মুনাফিক, আল্লাহভীতিহীন ও বিবেকবঞ্চিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ও কালের কুটিল চক্রান্ত ও বিপর্যয়ের এমন টার্গেটে পরিণত হয়েছিল যে, সেসব ধর্মের প্রকৃত রূপ চিনে নেয়া অসম্ভবই ছিল। যদি সেসব ধর্মের প্রাথমিক পতাকাবাহী সদস্য ও তাদের নবীগণ পুনরায় প্রেরিত হয়ে এসে এ অবস্থা দেখতেন তবে তাঁরা তাঁদের রেখে যাওয়া ধর্মকে নিজেরাই চিনতে পারতেন না এবং সেসব ধর্মকে অস্বীকার করতেন।" "এ-ই ছিল সেসব ধর্মের অবস্থা যা স্ব-স্ব-যুগে পৃথিবীবাসীকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে আবির্ভূত হয়েছিল। সুসভ্য দেশ হিসেবে যেসব দেশের পরিচিতি ছিল এবং যেসব দেশে বিশালকায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সরব চর্চা ছিল এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও শিল্প,

৪৭. সূত্র: নদভী, আবুল হাসান আলি আল-হাসানি, আস্‌সীরাতুন নবুভিয়্যা, দারুস শুরুক, জিদ্দা, সৌদি আরব, ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯।

৪৮. সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রবিন্দু জ্ঞান করা হত যেসব দেশকে, সেসব দেশেও ধর্মের অবয়ব ও আকৃতি ছিল একেবারেই বিকৃত। সেসব ধর্ম খুইয়ে বসেছিল তাদের আপন মৌল সত্তা ও শক্তি। হারিয়ে গিয়েছিল সংস্কারক এবং কোথাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না চরিত্র ও নৈতিকতার কোনো শিক্ষক।"

আস্‌সীরাতুন্ নবুভিয়্যাহ্ আল্লামা নদভীর অমর সৃষ্টি। আল্লামা নদভীর বেড়ে উঠা, পরহেযগারী ও খোদাভীরুতায় 'সীরাতুন্নবীর বিরাট প্রভাব রয়েছে। আল্লামা নদভী নিজেই এ ব্যাপারে গ্রন্থটির মুখবন্ধে বলেন, "রাসূলের (সা) জীবনী ভিত্তিক সীরাত গ্রন্থই এ লেখকের প্রথম মক্তব, যা থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেছেন। এই পাঠশালায় খুব শৈশবেই লেখকের প্রবেশ ঘটেছে। আর এ ক্ষেত্রে প্রধান অবদান হল, লেখকের (নদভী রাহ.) পারিবারিক পরিবেশ। কেননা, পরিবারের মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান হচ্ছে সীরাতচর্চার আবহ। লেখকের বড় ভাই ডা. আবদুল আলী নদভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ দিগদর্শনও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে স্বীকার্য। ফলে, লেখক ভারতীয় মুসলমানদের ভাষা উর্দুতে লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট 'সীরাত-গ্রন্থটি' শৈশবে পাঠ করে নিয়েছেন। সীরাত চর্চায় আরবীর পরে উর্দুই সমৃদ্ধতম ভাষা। এরপর লেখক যখন আরবীতে 'হাতপাকা' হলেন; আরবী ভাষায় রচিত সীরাত অধ্যয়নে মনোযোগ দিলেন। প্রথমেই অধ্যয়ন করলেন ইব্নু হিশামের *সীরাতে নবুভী*, এরপর *যাদুল মাআদ*, এরপর দেশি-বিদেশি যত গ্রন্থ হাতে পেয়েছেন, পড়েছেন। সুতরাং তাঁর রচিত সীরাতগ্রন্থ সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।[৪৯]

প্রিয়নবী (সা) সম্পর্কে তাঁর কথা অন্য কোনো আলোচক কিংবা গবেষকের মতো ছিল না; বরং অনন্য মহান ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)–এর ভক্তপ্রাণ, মুগ্ধপ্রেমিকের নিবেদিত ধারাভাষ্যই ছিল। এ ধরনের ভাষা শুধু (আস্ সীরাতুন নবুভিয়্যাহ্) নবীয়ে রহমতেই নয়; তাঁর অধিকাংশ রচনা, বক্তৃতা ও ভাষণেই এরূপ চিত্তাকর্ষক প্রকাশভঙ্গি লক্ষ করা যায়।[৫০] আল্লামা নদভীর ভাষায়,

---

৪৯. ইয়ামানী, ড. মুহাম্মদ আবদুহু, আন্ নাদভী দাঈয়াতুল করন ওয়া রাজুলুন মাওয়াকিফ, *আর-রায়িদ*, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, (সম্পা), খণ্ড-ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭।

৫০. আল-কারজাভী, আল্লামা ড. ইউসুফ, আল্লামা আর-রাহেল আবুল হাসান আলি আন্-নাদভী : রাব্বানিউল উম্মাহ ওয়া দাঈয়াতুল ইসলাম, *মানারুশ শারক*; ৭ম সংখ্যা, মুহাররম–জুমাদাল উখরা ১৪২১ হিজরী, পৃ. ১৭।

العالم الجديد فى حساب البعثة المحمدية ومنحها:

سالحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الدور الذى نعيشه، ومايليه من الادوار التاريخية القادمة، كلها فى حساب البعثة المحمدية، ودعوته العامة الخالدة، وجهوده المشكورة المثمرة، لانه، رفع أولا هذا السيف المصلت على رقاب الانسانية الذى كاد يقض عليه، ثم اغناها بمخ غالية ومعطيات خالدة، وهدايا طريقة جديدة، بعث فيها الحيوية والنشاط، والهمة والطموح، العزة والكرامة، والهرف الصحيح، والغاية النبيلة، واستهل بفضل هذه المنح والمعطيات عهد جديد من السمو الانسانى، والثقافة والمدنية، والرباتية والاخلاص، وإنشاء الإنسان وتكوينه الخلقى والاجتماعى."[১]

منح البعثة المحمدية الستة، واثرها فى تاريخ الانسان:

وندكر الآن على سبيل المثال لاالحصر ستة من معطياته المهامة، ومنحه الاساسية الغالية التى كان له الدور الاكبر فى توجيه النوع البشرى، واصلاحه وارشاده، ونهضته وازدهاره، والتى خلقت عالما مشرفا جديدا لا يشبه العالم الشاهب القديم فى شئ"[২]

বস্তুত বর্তমান কাল অনাগত যুগও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব, তাঁর ব্যাপকভিত্তিক চিরন্তন দাওয়াত এবং তাঁর চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কাছে সম্পূর্ণরূপে ঋণী। তিনিই খোলা তরবারির নিচ থেকে মানবতাকে উদ্ধার করেছেন।

তারপর তিনি মানবতার হাতে তুলে দিয়েছেন এক নতুন উপহার যা মানবজাতিকে দান করেছে এক নব জীবন, নব উদ্যম, নতুন শক্তি, নতুন মর্যাদা ও নতুন করে পথ চলার পাথেয় ও হিম্মত। আর সে উপহারের বদৌলতেই মানবজাতি তাহযীব তমদ্দুন সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সর্বোপরি ন্যায়নীতি, একনিষ্ঠতা আধ্যাত্মিকতা এবং চরিত্র ও সমাজদর্শনের মাপকাঠিতে নব-উদ্যমে মানুষ গড়ার বহু মনজিল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

---

৫১. প্রাগুক্ত, *আস্‌সীরাতুন নবুভিয়্যা*, পৃ. ৪৬৭

৫২. প্রাগুক্ত, আস্‌সীরাতুন নবুভিয়্যা, পৃ. ৪৬৭।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব মানবজাতিকে দিয়েছে (নতুন ও চিরন্তন) দিক-নির্দেশনা এবং দেখিয়েছে সংস্কারের পথ। মানবজাতির জাগ্রত চেতনাবোধ সৃষ্টি এবং মানব ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় স্থাপনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। উপহার দিয়েছে এমন এক নতুন বিশ্ব ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজব্যবস্থা, যার সাথে অতীত পৃথিবী ও সমাজব্যবস্থার বিন্দুমাত্র মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না।

❖ المرتضى رض *(আল মুরতাদা)*

সীরাত ও জীবনী বিষয়ক যেসব গ্রন্থ যুগ-যুগান্তরে আল্লামা নদভীর স্মারক হিসেবে পরিগণিত হবে *আল-মুরতাদা* সেসবের মধ্যে অনন্য। আল্লামা নদভী গ্রন্থটি মূলত আরবীতে লিখেছিলেন। এর প্রথম আরবী সংস্করণটি ১৯৮৮ সালে দামেশক থেকে প্রকাশিত হয়। এ আরবীকে সামনে রেখে মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী এর উর্দু ভাষান্তর করেন। ১৯৮৮ সালেই লক্ষ্ণৌর মজলিসে তাহকীকাতে ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৩]

আরবীতে ৩২২ ও উর্দুতে ৪৩২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিকে পুস্তিকা বলার কোনো অবকাশ নেই; যদিও পাঠককে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানালেন, এত বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থটি তিনি মাত্র আড়াই মাসে রচনা করেছেন। তাও রমজান আর সফর মাসের ব্যস্ততা রচনাকর্মের জন্য বেশ প্রতিবন্ধক ছিল। এটাকে লেখকের কারামত বললে অত্যুক্তি হবে না।[৫৪]

এ গ্রন্থে নবভী মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি এবং মানব প্রজন্মের সর্বোচ্চ আসনে আসীন একজন মহৎ ব্যক্তির জীবনালেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত মানব-ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থে। মুসলিম উম্মাহর উপর এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় দান হলো, লেখক খুলাফায়ে রাশেদীনের কালিক ক্রমবিন্যাসে আল্লাহর হিকমত বা প্রজ্ঞার উপর আলোকপাত করেছেন। লেখক বলেন, হযরত আলীকে (রা) সর্বশেষ খলীফা করার পেছনে আল্লাহর হিকমত ছিল এই, কোনো মানুষের অন্তরে যেন রাসূল (সা) আত্মীয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন, এ কথার সামান্যতম

---

৫৩. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৯২।

৫৪. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৯৩।

সন্দেহও না জাগে। কারণ, নেতৃত্ব হস্তান্তর ও ক্ষমতা অর্পণ জাতীয় কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর হলো গোত্রপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতির অপবাদ। এবং সত্যিই তা সংস্কার-আন্দোলন ও দাওয়াতি কাজকর্মে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে, বিশ্ব-ইতিহাসে এমনটা হয়েছেও বারবার।[৫৫]

হযরত আলী (রা)-কে সর্বশেষ খলীফা করার পেছনে আল্লাহর হিকমত শীর্ষক অনুচ্ছেদে লেখকের বক্তব্যটি নিম্নরূপ: "وكان من تقدير العزيز العليم أنه لم يخلف رسول الله صـ في ولاية أمر المسلمين ولم يتول خلافته على أثر وفاته أحد من أهل بيته وأبناء الأسرة الهاشمية مباشرة ومن غير تراخ، وخلفه ـ صـ ـ أبو بكر وهو من بني تيم، وخلف أبا بكر عمر بن الخطاب وهو من بني عدي، وخلفه عثمان بن عفان وهو من بني أمية، ثم آل الأمر إلى علي بن أبي طالب حين لم يكن في المسلمين ولا في أصحاب رسول الله صـ أفضل منه، ولا أقدر على حمل أعباء الخلافة وأجدر بها، فزال الالتباس وانقطعت ألسنة الناس، فما بقيت القضية قضية أسرية وقضية محسوبية وعصبية، إنما كانت القضية قضية جدارة واستحقاق، وكفاءة وقدرة، لا غبار عليها ولا مجال لطعن طاعن وقدح قادح، وكان أمر الله قدرا مقدورا."[56]

মহাজ্ঞানী ও প্রতাপশালী আল্লাহর হিকমত এই ছিল যে, রাসূল (সা) কাউকে তার পরবর্তী মুসলমানদের নেতা বা খলীফা নিয়োগ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পরপর তার পরিবারের বা বনী হাশেম গোত্রের কেউ খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি। রাসূল (সা)-এর পর মুসলমানদের খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। তিনি বনু তাইম গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী খলীফা হলেন হযরত উমর (রা)। তিনি আদি গোত্রের। তাঁর পরবর্তী খলীফা হলেন হযরত উসমান (রা)। এরপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল হযরত আলী (রা)-এর স্কন্ধে। সে সময় মুসলমানদের মধ্যে এবং সাহাবীদের মধ্যে তার চাইতে উত্তম ও খিলাফতের যোগ্য আর কেউ ছিলেন না। এভাবে সংশয় দূরীভূত

---

৫৫. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নদভী : আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক– দারু ইবনু কাছীর, দামেশক, বৈরুত, পৃ. ২৭৪।

৫৬. নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানি, আল-মুরতাদা, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃ. ৯৪।

হয়েছে এবং সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়েছে। সুতরাং এখানে গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির কোনো অপবাদের অবকাশ আর থাকল না। বরং যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতেই নেতৃত্ব হস্তান্তর ও ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে।"

গ্রন্থটির তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলির কয়েকটি হল– এতে খুলাফায়ে রাশেদীনের কালানুক্রমিক বিন্যাসে আল্লাহর কুশলী সিদ্ধান্ত এবং তাতে উম্মতের জন্য যে বড় ধরনের জাতীয় ও দীনি কল্যাণ নিহিত ছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁদের প্রত্যেকে উম্মাহর কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থে স্ব-স্ব অবস্থানে পুরোপুরি সঠিক, ন্যায্য ও যথাযথ ভূমিকা পালন করে খিলাফতের দায়িত্ব পালন ও এতদসংশ্লিষ্ট আমানতের সংরক্ষণ করেছেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁরা ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ও খিলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তি। এরপর আল্লাহ যে সর্বকালের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর দাওয়াত ও কর্মতৎপরতাকে তাঁর বংশধরের জন্য 'ক্ষমতাসীনদের পথ সুগমকারী' অপবাদ থেকে হিফাযত করেছেন।

المرتضى رضـ গ্রন্থটি দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

প্রথম অধ্যায় : হযরত আলী (রা)-এর বংশধারা থেকে শুরু করে হিজরত পর্যন্ত সময়কালীন ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'হযরত আলী মদিনায়' (শিরোনাম)। এতে হিজরত থেকে ইহলোক ত্যাগ পর্যন্ত জীবনকথার বর্ণনাকে সুসংক্ষিপ্ত রূপে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় : যথাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)–এর খিলাফত সম্পর্কিত।

ষষ্ঠ অধ্যায় : হযরত আলীর (রা) খিলাফতকালের বর্ণনা। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ ও খারেজীদের উদ্ভট দাবি প্রভৃতি এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : 'হযরত আলী খারেজী ও সিরীয়বাসীর মুখোমুখী' (শিরোনাম)। এ অধ্যায়ে হযরত আলী (রা)–এর শাহাদাত, পরিবার-পরিজন ও বংশধর, প্রজ্ঞা, কাব্যপ্রতিভা ও কবিতাচর্চা সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : নিজের খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)-এর নিজস্ব নীতি-কৌশলের বিশদ বর্ণনা।

নবম অধ্যায় : হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসাইন (রা) প্রসঙ্গ।

দশম অধ্যায় : হযরত আলী (রা)–এর আহলে বাইত ও তাঁদের পূতঃ পবিত্র জীবনধারা প্রসঙ্গে। এ অধ্যায়ের উপসংহারে আলাদা শিরোনামে শিয়াদের ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের আকীদায়ে 'ইমামত' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একটি পুরাতন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন। তাতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে যে, চার খলিফার জীবনে আচার-আচরণ ও স্বভাব-অভিরুচিতে অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায় আর এ খলিফা চতুষ্টয় খিলাফতে-নবুভীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ।[৫৭]

❖ الأركان الأربعة (ইসলামের চার স্তম্ভ)

সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে আবুল হাসান আলী নদভী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। *আরকানে আরবাআ* এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে আরকানে আরবা'আ তথা সালাত, সাওম, হজ্ব ও যাকাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে। এসব ইবাদত সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের মূল্যায়নও উপস্থাপিত হয়েছে। এসব ইবাদতের কারণে অন্যান্য ধর্মের উপর প্রভাব, ইসলামী দৃষ্টিকোণে এসবের বিদ্যমান সামঞ্জস্য, ইবাদতগুলোর ইসলামী রীতি এবং মানবজীবনে এর প্রভাব ইত্যাদি চমৎকার আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে।[৫৮]

গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হল–'এতে ইসলামের চার স্তম্ভের উদ্দেশ্য, রহস্য, প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি অপরাপর ধর্মে এ ইবাদতসমূহের ধরন, তুলনামূলক পার্থক্য শনাক্তকরণ এবং তুলনামূলক অধ্যয়নের (Comparative Study) উপযোগী করে এই প্রথম (অন্তত আরবী ভাষায়) উপস্থাপন করা হয়েছে।[৫৯] তাছাড়া জামা'আত সহকারে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন :

এ. গ্রন্থে আল্লামা নদভী যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলামের চার রুকন–নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতকে বিশ্লেষণ করেছেন। জামাআ'ত সহকারে নামায পড়ার যে

---

৫৭. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

৫৮. আন্ নাজরামী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস, ফক্বীদুল উম্মাহ সামাহাতুল ইমাম আস সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানি আন্ নদভী (র) *আর-রায়িদ*, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, (সম্পা) জানুয়ারি-ফ্রেব্রুয়ারি-২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৬।

৫৯. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কা'রওয়ানে যিন্দেগী*; খণ্ড ২য়, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত; পরিবেশক–মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭-গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ১৯।

গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- তার হিকমত ও কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেন :

"وفي الجماعة حكمة دقيقة ومصالح عظيمة للمسلمين، منها ما هي اجتماعية وخليقة كالوحدة واجتماع، والتعاون والتعارف وقد بحث عنها علماء الاسلام وحملة الاقلام، وافاضوا فيها، ومنها: ما هي أدق، ولم يفطن لها كثر من الباحثين، والكتاب العصريين"[৬০]

"জামা'আত সহকারে নামায আদায় করার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিকমত, রহস্য ও মুসলমানদের জন্য অনেক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এর কিছু হচ্ছে সামাজিক ও নৈতিক।

যেমন একতা, পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা এ বিষয়ে মুসলমান পণ্ডিতগণ এবং লেখকগণ অনেক গবেষণা করেছেন এবং অনেক কিছু লিখেছেন। অথচ এ জামাতের পেছনে আরো অনেক রহস্য ও হিকমত রয়েছে, যা গবেষক বা আধুনিক যুগের লেখকরা উপলব্ধি করতে পারেননি।"

❖ روائع اقبال (আল্লামা ড. ইকবালের পথচিত্র)

আল্লামা নদভী (র) *রওয়ায়েউ ইকবাল* গ্রন্থে আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবালের জীবনভিত্তিক যে শব্দচিত্র তৈরি করেছেন তা একজন দক্ষ শিল্পীর সাথে তুল্য। বিস্তারিত জীবনী আলোচনায় না গিয়ে আল্লামা ড. ইকবালের জীবন, সমকালীন অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতাকে লেখক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। যদিও ড. ইকবালের চিন্তাগত দিগদর্শন অনেক ইকবাল গবেষকের পর্যালোচনার বিষয়বস্তু ছিল সবসময়; তবে আল্লামা নদভী 'ড. আল্লামা ইকবালের ব্যক্তিসত্তায় নৈতিক উপাদান' শীর্ষক আলোচনায় এ শিরোনামোক্ত বিষয়টির আলোকে তাঁর সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন পেশ করেছেন। তিনি বাহ্য দিকগুলোর পাশাপাশি অন্তর্নিহিত দিকটির উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভেতরগত দিকটি সেই পাঠশালা, যাতে আল্লামা কবি ইকবালের সত্তা নির্মিত হয়েছে। এর

---

৬০. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানি, আল-আরকানিল আরবাআ, দারুল কলম কুয়েত, তা.বি. পৃ. ৫৫।

প্রধান উপাদান ঈমান ও নবীপ্রেম। ঈমানের সাথে ইসলামের সত্যতার এবং নবীপ্রেমের সাথে সম্পর্ক রাসূলের নবভী সত্তার। বস্তুবাদের সয়লাবে এ দু'টি জিনিসই তাঁকে যাবতীয় পদস্খলন থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। আর এ কারণেই আল্লামা ইকবালের কথায় এত তেজস্বিতা, এত উদ্দীপনা, মর্মস্পর্শী ও দরদি হৃদয়ের জীবন্ত ব্যঞ্জনা। আল্লামা ইকবালের কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা নদভী বলেন:

"إن شعر إقبال من نوع آخر غير النوع الذي عرفناه وجربناه في شعرائنا المتقدمين والمتأخرين، وغير الشعر الذي ندرسه في مدارسنا. هذا شعر تهتز له الشاعر، وتتوتر له الأعصاب، ويجيش له القلب، وتثور له النفس حتى تكاد تحطم السلاسل، وتفك الاغلال، وتتمرد على المجتمع الفاسد، وتصطدم بالأوضاع الجائرة، وتستخف بالقوة الهمائلة. شعر اذا قرأه الانسان في لغة الشاعر احسن بأنه قدمر به تيار كهربائي فهزه هزا عنيفا. اذا وجدتم ذلك أيها السادة! فاعملوا أنه ليس إلا لأن الشاعر قوى الإيمان، قوى العاطفة، جياش الصدر، فياض الخاطر، ملتهب الروح"[৬১]

ইকবালের কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। তার কবিতাগুলো আমাদের আধুনিক ও প্রাচীন কবিতার চেয়ে ভিন্ন ধারার এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যের। তাঁর কবিতা পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দেয়, স্নায়ুকে আন্দোলিত করে, হৃদয়কে উজ্জীবিত করে এবং প্রাণের গভীরে রেখাপাত করে। পাঠককে সমাজের যাবতীয় অন্যায় আবদার ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শেখায়। বড় বড় শক্তিকেও তখন খুব ছোট মনে হয়। এ কবিতা যখন কেউ পাঠ করে তখন তার সারা শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে যায়। হৃদয় মন শিহরিত হয়। এমনটা কেন হয় জানেন? কারণ, কবি ছিলেন অকৃত্রিম ঈমান, উদ্বেলিত আত্মা ও জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী।

ড. ইকবাল সম্পর্কিত রচিত এ প্রাণবন্ত কিতাবটি তাই আবেদন ও কার্যকরিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।[৬২]

---

৬১. নদভী; আবুল হাসান আলি হাসানি, روائع إقبال, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ৫০।

৬২. আখতার সফীর, *মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি: হায়াত ওয়া আফকার কে চন্দ পেহলো*; ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পৃ. ১৪৯-৫০।

আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ গ্রন্থটি রচিত হয়। প্রথমে আরবীতে (*রাওয়াইউ ইকবাল* নামে প্রকাশিত) পরে উর্দুতে *নুকুশে ইকবাল* শিরোনামে তা অনূদিত হয়।[৬৩]

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ইকবালের সুযোগ্য সন্তান ড. জাভিদ ইকবাল আনন্দাপ্লুত অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "এ গ্রন্থের লেখক ইকবালের চিন্তার দিগ-দিগন্তকে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে, আমার তো মনে হয়, ইকবাল ঠিক এভাবেই নিজের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা ও চেতনা ব্যক্ত করতে চাইতেন।" গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠকের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পেয়েছে এবং মুসলিম শিক্ষিত যুবকগোষ্ঠির মাঝে প্রবল সাড়া জাগিয়েছে। তারা গ্রন্থটি গুরুত্ব সহকারে এত বেশি পরিমাণে পড়েছে যে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তারা কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। এবং তারা নিজেদের লেখায় ও বক্তৃতায় প্রচুর পরিমাণে এটির বরাত দিয়ে চলছে। যেন ইকবাল-গবেষণার একটি নতুন আকরগ্রন্থ তাদের হাতে এসে গেল।[৬৪] গ্রন্থটির আরবী সংস্করণের নাম 'রাওয়াইউ ইকবাল' আর ইংরেজি সংস্করণ GLORY OF IQBAL এটি আরবী, উর্দু, ইংরেজি ও তুর্কি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

❖ في مسيرة الحياة (জীবন পরিক্রমা)

আল্লামা নদভী তাকওয়াপূর্ণ বৈপ্লবিক জীবনের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন তাঁর অপর একটি গ্রন্থ *ফী মাছীরাতিল হায়াত*-এ। গ্রন্থটাকে পুরোপুরি আত্মজীবনী না বললেও 'স্মৃতিরোমন্থন' বলা যেতে পারে। এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ড. আবদুল্লাহ কাদেরী আল আহদাল বলেন, "মরহুম শাইখ নদভী ৪৬৩ পৃষ্ঠার বিরাট কলেবরে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন; *নাম-ফী মাছীরাতিল হায়াত*। তিনি এটা আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখক নিজের হাতে 'উৎসর্গ পত্র' লিখেছেন। আমার দিল্লী সফরের সময় এর পাঠে আমি মনোনিবেশ করি। এক রাতেরও কম সময়ে তার পাঠ শেষ হল। তিনটি কারণে গ্রন্থটি বিশেষ মনোযোগ ও বাড়তি আগ্রহ নিয়ে পড়েছি।"

---

৬৩. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪৩।

৬৪. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নদভী : আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক- দারু ইবনু কাছীর, দামেশক, বৈরুত, পৃ. ২৯৪।

১. তাঁর বক্তব্য বা আলোচনা শুনেছেন এমন ব্যক্তিমাত্রই অবগত থাকবেন–তাঁর বর্ণনাশৈলী আকর্ষণীয়, সাবলীল, আরবী সাহিত্যে তাঁর রচনা বেশ সুললিত ও প্রাণস্পর্শী।

২. এ গ্রন্থটি তাঁরই 'জীবনকাহিনী'। যখন আমাকে তিনি এটি দিচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এই গ্রন্থে আপনার জীবনকেন্দ্রিক কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা জানতে পারব কিনা?

৩. এ গ্রন্থটি তাঁর পাঠককে লেখকের ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবার, তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র, প্রতিবেশী প্রভৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাঁর জীবনাঙ্গনের পরিসর-পরিমণ্ডলে মানস-ভ্রমণ করায়।[৬৫]

❖ المدخل فى داراسات الحديث النبوى الشريف (আল-মাদখাল ফী দিরাসাতিল হাদিসিন নবভী আশ-শরীফ)

এটি ইলমে হাদীসের উপর আল্লামা নদভীর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান ও উঁচুমানের গ্রন্থ। এতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সিহাহ সিত্তার বৈশিষ্ট্যাবলি, হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি, ইলমুল জারাহ ওয়াত্তা'দীল, আসমাউর রিজাল, হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাস এবং ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। এটি ইলমে হাদীসের শিক্ষার্থীদের জন্যে অত্যন্ত উপকারী পুস্তিকা।

❖ دور الحديث فى تكوين المجتمع الاسلامى (দাউরুল হাদীসে ফী তকভীনিল মুজতামি' আল- ইসলামী)

এর উর্দু নাম' ইসলামী মেযাজ মাহাওল কি তালকীল ওয়া হিফাযত মেঁ হাদীস কা বুনিয়াদী কিরদার'। রাবেতায়ে আলমে ইসলামী মক্কা'র উদ্যোগে আয়োজিত একটি কনফারেন্সে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কিরামের উপস্থিতিতে এর সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়। এটি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ হতে প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থে মুসলিম উম্মাহর জন্য হাদীসশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবজীবনে সুন্নাতে রাসূলের (সা) কার্যকারিতা, সুন্নাহর সম্পদ-বঞ্চিত জাতি কী পরিমাণ ধ্বংসের মুখোমুখি, মুসলিম বিশ্বে হাদীসের সনদ ও প্রামাণ্যের ব্যাপারে কোন ধরনের

---

৬৫. আল-আহদাল কাদেরী ড. আবদুল্লাহ্, মাআশ শাইখ আন্ নাদভী; *আর-রায়িদ*, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, (সম্পা) জানুয়ারি-ফ্রেব্রুয়ারি-২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৫।

সন্দেহ-সংশয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের গভীরতা ও প্রাণশক্তিমত্তা এবং এতে তাদের মূল লক্ষ্য ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন আঙ্গিকে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ محمد بن اسماعيل البخارى وكتابه الجامع الصحيح (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল- বুখারি ওয়া কিতাবুহুল জামি' আস-সহীহ)

এটি মূলত আল্লামা নদভীর একটি প্রবন্ধের বর্ধিত রূপ। ইমাম বুখারির (র) জীবন ও অবদানের উপর সমরকন্দে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী সেমিনারে আল্লামা নদভী এ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সেমিনারে মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম অংশগ্রহণ করেন। এতে ইমাম বুখারি ও তাঁর আল জামিউস সহীহ, সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।[৬৬]

❖ شخصيات وكتب (কিছু ব্যক্তিত্ব, কিছু গ্রন্থ)

আল্লামা নদভীর আরেক অসাধারণ কীর্তি شخصيات وكتب (কিছু ব্যক্তিত্ব, কিছু গ্রন্থ)। মৌলিকভাবে আরবীতে রচিত। নাতিদীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন, যা তিনি বিভিন্ন সময় সমকালীন বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের স্মরণে, স্মৃতিচারণে বা কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে প্রস্তুত করেছিলেন। বইটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ: 'যেসব ব্যক্তির সঙ্গে আমি জীবনে পথ চলেছি'। দ্বিতীয় ভাগ: 'যেসব বইয়ের মাঝে আমি বসবাস করেছি'। শিরোনামেই বোঝা যাচ্ছে, কী অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি! জ্ঞানে-গুণে যে ব্যক্তি সমসাময়িক যুগে স্বীকৃতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, তার মুরুব্বী, সমকালীন বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁর জীবনে পঠিত বইয়ের আলোচনা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কী অনিবার্য পাথেয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

এ বইয়ে তিনি জীবনী-সাহিত্যের গতি ও গুরুত্ব, গুরুতরতা ও স্পর্শকাতরতা, জীবনী রচনার রূপরেখা, এক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের মেজায ও পদ্ধতি, সর্বোপরি জীবনী রচনার ক্ষেত্রে ভাষা ও রচনাশৈলীর নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছেন।

প্রথম ভাগে তিনি যাঁদের আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে, তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ ইলিয়াস কান্দলভী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, শাইখ

---

৬৬. নদভী, আবু সাহবান রুহুল কুদ্দুস; প্রাগুক্ত পৃ: ৩৭-৩৮।

আবদুল কাদের রায়পুরী, শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী, শাইখ হাবীবুর রহমান শিরওয়ানী, আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী, ড. সাইয়িদ আবদুল আলী আল-হাসানি, শাইখ খলীল বিন মুহাম্মদ আল-ইয়ামানী, ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না, মুফতী সাইয়িদ আমীন আল-হুসাইনী, সাইয়িদ কুতুব, ড. মুস্তফা আস্-সিবায়ী' প্রমুখ। দ্বিতীয় ভাগে তিনি প্রায় একশ'র কাছাকাছি বইয়ের আলোচনা করেছেন, যেগুলো তাঁর জীবন ও মনন গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

বইটি সম্পর্কে আবদুল মাজিদ গুরী বলেন, "বইটি পাঠকের সামনে আল্লামা নদভীর বেড়ে-উঠার পরিবেশ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সুন্দর, স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। লেখক যেসকল ব্যক্তির আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন, লেখকের চমৎকার রচনাশৈলীর কারণে তাঁদের জীবনী চিরউজ্জ্বল সাহিত্য-কীর্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে এ বই পাঠ করলে একজন পাঠক আলোচিত ব্যক্তিবর্গের জীবন-সূর্য থেকে নিজেরাও আলো গ্রহণ করতে পারবে, তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও জীবন-দর্শনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে।"[৬৭]

❖ الطريق إلى المدينة (মদিনার পথে)

এ গ্রন্থটি সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধমালার সমষ্টি। যার মধ্যে রাসূলে পাক (সা)-এর শিক্ষা, পয়গাম, উপহার, বিশ্ববাসীর জন্য করুণা ও ইহসান সর্বোপরি গোটা বিশ্বে তাঁর আবির্ভাব ও রিসালতের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লামা নদভী (র) বলেন,[৬৮]

"إنه هو اليوم الذي وجدت فيه الإنسانية الإيمان الذي فقدته، وأفلست فيه من مدة طويلة، الإيمان بفاطر هذا الكون ووحدانيته، والإيمان بمصيرها وبالبعث بعد الموت بعد ما يئست من مستقبلها ، وتهالكت على هذه الحياة وعبادة الشهوات، والإيمان بسلسلة الرسل وهداة السبل، بعد ما تسلط عليها الدجالون المحترفون، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والإيمان بقيمة الانسان وكرامته بعد ما أنكرتها وثارت عليها وامتهنتها

৬৭. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আল-ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*, প্রকাশক–দারু ইবনু কাছীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ৩২২।

৬৮. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪২।

أمام الأحجار والأشجار، والحيوانات والأنهار، والملوك والأمراء والأغنياء والأقوياء، فأصبحت تؤمن بأن الدنيا خلقت لها وأنها خلقت لله، وأن لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كل بني آدم من آدم وآدم من تراب، وأصبحت تؤمن بالحقوق والواجبات، فلكل حق وعليه واجب. وليكن رفيقا في المطالبة بحقه مقتصدا في التمتع به، قويا نشيطا في أداء واجبه "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" والنساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إلى آخر ذلك من التعاليم المتزنة والتوجيهات الحكيمة، التي جاء بها محمد ﷺ، وبفضلها وجد المجتمع الرشيد السعيد الفاضل الكامل الذي لا يوجد له نظير في التاريخ، وعلى أساسها يقوم هذا المجتمع في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان."[69]

এই সেদিন, যেদিন মানবতা ফিরে পেয়েছিল তার হারানো ঈমান। যুগ যুগ ধরে সে ছিল তার অন্বেষী। এ ঈমান ছিল সকল সৃষ্টির স্রষ্টার উপর, তাঁর একত্ববাদের উপর, আখিরাতের উপর, ভাল-মন্দ কর্মের পুরস্কার ও তিরস্কারের উপর ঈমান, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান। মানুষ এ মহামূল্যবান ঈমান পেয়েছে এমন সময় যখন সে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল এবং ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও প্রবৃত্তির দাসত্বের প্রতি। এ ঈমান ছিল সকল প্রকার নবী-রাসূল ও পথ প্রদর্শকদের উপর। এমন সময় যখন ধর্মে বিকৃত সাধনকারী দানবগোষ্ঠি ধর্মকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখত, অন্যায়ভাবে গ্রাস করত মানুষের সম্পদ। মানুষের মর্যাদা যখন ছিল আক্রান্ত ও ভূলুণ্ঠিত, সৃষ্টির সেরা মানুষ যখন তার মর্যাদাময় মস্তককে অবনত করেছিল পাথর, বৃক্ষ, জীবজন্তু, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের সম্মুখে। কিন্তু এই ঈমানের বরকতে সে বিশ্বাস করতে শিখল দুনিয়ার সবকিছু তারই সেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির আর সবকিছু তার সেবায়ই সদা নিয়োজিত। আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের উদ্দেশ্যে। আজ সে মানব মর্যাদা ও ভেদাভেদের কৃত্রিম মানদণ্ড বিশ্বাস করে না, বরং মনে করে,

---

৬৯. নদভী; সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানি, আত-তারিকু ইলাল মদিনাতিল মুনাওয়ারা, আল-মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৭ম মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ. ৬৪-৬৫।

আল্লাহভীতিই একমাত্র মর্যাদার মানদণ্ড। না আরব অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর না অনারব আরবের চেয়ে। একমাত্র তাকওয়া ও আল্লাহভীতিই মর্যাদার মাপকঠি। কারণ সকল মানুষই আদমের সন্তান, আর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। সে আজ সকলের অধিকারে বিশ্বাসী। সকলের অধিকার স্বীকৃত এবং অধিকার আদায় করা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য। সে অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও দয়ালু। নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বিনম্র ও মধ্যম পন্থার অনুসারী। সর্বোপরি কর্তব্য প্রতিপালনে সে তৎপর ও কর্মচঞ্চল। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলেই অভিভাবক, তোমাদের সকলেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী আজ এ সমাজে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নয়, বরং সে পুরুষের মর্যাদাময় সহকর্মী ও সহধর্মিণী। পুরুষের যেমন নারীর উপর অধিকার রয়েছে, যা সে যথাযথভাবে আদায় করতে বাধ্য, তেমনি নারীরও পুরুষের উপর ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যা আদায় করতে বাধ্য। এ হলো ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তব শিক্ষা ও বিজ্ঞজনোচিত উপদেশমালা, যা নিয়ে আবির্ভূত হলেন মানবতার মুক্তির দূত, বিশ্ব শান্তির অগ্রপথিক, পথভ্রষ্ট মানবতার পথের দিশারী, স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত সৃষ্টির প্রতি সর্বশেষ বাণীবাহক মুহাম্মাদুর রাসূল (সা) যাঁর আবির্ভাবের ফলে ধরাপৃষ্ঠে অস্তিত্ব লাভ করে নজিরবিহীন একটি সুসভ্য কল্যাণময় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ। প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি দেশেই শুধু এ উপদেশমালা ও শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। সে দিনই পৃথিবী এসব উপদেশমালা ও বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়েছে।

গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখকের আবেগঘন মূল্যায়ন হল, "লেখক তাঁর এই গ্রন্থকে সর্বাধিক প্রিয় রচনা হিসেবে গণ্য করেন এবং নিজের পরকালীন মুক্তির মাধ্যম বলে বিবেচনা করেন। মিসরের একটি টিভি চ্যানেল ও রেডিওর পক্ষ থেকে মদিনা তাইয়িবার একটি হোটেলে আমার এক সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে রওজা শরীফের সবুজ গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। আপনার কাছে নিজের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কোনটি—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছি, *আত্ তারীকু ইলাল মাদীনাহ*।"[৭০]

এটি তাঁর প্রবন্ধসংকলন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে আরব দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত। রচনার স্থান-

---

৭০. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কা'রওয়ানে যিন্দেগী*; খণ্ড ২য়, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, পরিবেশক–মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭–গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৩৮।

কাল ভিন্ন হলেও প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু কিন্তু অভিন্ন। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু হলো, সীরাতে রাসূলের বিভিন্ন অনুষঙ্গ, রাসূলের প্রতি হৃদয়ের অখণ্ড ভালোবাসা ও প্রেমনিবেদন, মানবতার প্রতি তাঁর অনবদ্য অবদানের আলোচনা। গ্রন্থটি মূলত আরবী ভাষায় *আত্-তরীকু ইলাল মদিনা* নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। প্রকাশিত হয় মদিনার এক সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা 'মাকতাবা ইলমিয়্যা' থেকে। তারপর গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ দারুল কলম, দামেশ্ক থেকে এবং বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। পরে ইংরেজি ভাষায়ও অনূদিত হয়। অনুবাদ করেছেন ইংরেজি ভাষার দক্ষ-শক্তিমান লেখক ও সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়াঈ, যিনি আল্লামা নদভীর আরেক বিখ্যাত গ্রন্থ *রওয়াইউ ইকবাল* অনুবাদ করেছেন Glory of Iqbal শিরোনামে।

তিনি লিখেন, "রাসূলপ্রেমের স্ফুলিঙ্গ নিজের হৃদয়ে আছে কি না, সে ব্যাপারে আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু ভাই আবুল হাসান! আপনার গ্রন্থ *আত্-তরীকু ইলাল মদিনাহ* যখন আমি পড়ি, তখন আমি নিশ্চিত হই যে, আমার ভেতর সে আগ্রহ, সে ভালোবাসা, প্রেমের সে উত্তাপ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। আমি নিশ্চিত হলাম, আমার হৃদয় প্রেম-ভালোবাসা থেকে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যায়নি, যুগের ধূলোবালি তাকে ধূসরিত করেছিল মাত্র। এখন আপনার গ্রন্থ সে ধূলোবালি একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছে।"[৭১]

গ্রন্থটির সাহিত্যগুণ সম্পর্কে শাইখ আলী তানতাভী বলেন, "আরবী সাহিত্য সম্পর্কেও আমার আস্থার বাতি নিভু নিভু ছিল। কারণ, সাহিত্যিকদের মাঝে আমি সে স্বর্গীয় সুর-ছন্দ পাচ্ছিলাম না, যা শরীফ রাযী থেকে শুরু করে আবদুর-রহীম বুরয়ী পর্যন্ত সাহিত্যিকদের কাব্যে ও সাহিত্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমি আপনার গ্রন্থ পড়ে সেই হৃত রত্ন আবার পেয়ে গেলাম। আপনার ছন্দমিলহীন তবে কাব্যিক ঢঙে রচিত গদ্যে সেই সুরছন্দ পুনরায় ফিরে পেয়ে অভিভূত হলাম। ভাই আবুল হাসান! আপনি আমার (আরবী) সাহিত্য ও সত্তার উপর ধসেপড়া আস্থা ফিরিয়ে দিলেন। আপনাকে অসংখ্য শুকরিয়া ও ধন্যবাদ!"[৭২]

উপর্যুক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আবদুল মাজিদ গুরী বলেন, "গ্রন্থটি প্রেম-ভালোবাসা, পবিত্র আবেগ-অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। পাঠক এ গ্রন্থে রাসূলপ্রেমের এক

---

৭১. নাদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *আত্ তারীকু ইলাল মাদীনাহ* (ভূমিকা দ্রষ্টব্য); আল-মাজমাউল ইসলামী আল-ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৭২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত (ভূমিকা দ্রষ্টব্য); আল-মাজমাউল ইসলামী আল-ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

হৃদয়জাগানিয়া উত্তাপ অনুভব করবেন এবং রাসূলের (সা) প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এক অন্তর্তাগিদ অনুভব করবেন।"[৭৩]

❖ إلى الإسلام من جديد (আধুনিকতা থেকে ইসলামের পানে নবযাত্রা)

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে আল্লামা নদভীর প্রদত্ত ভাষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তরঙ্গ-জোয়ার উত্তাল করেছে তাঁদের হৃদয়-সমুদ্রকে। বিশ্বের যেকোনো অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত বক্তব্য ও পঠিত প্রবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডিং হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে বিশ্বের উন্নত ও প্রাণবন্ত সব ভাষায়। আরবী ভাষায় তাঁর রুচি ও পাণ্ডিত্য আরব বিশ্বকে হতবাক করেছে। তাঁর এমনই এক অনবদ্য বক্তৃতা-সংকলন *ইলাল ইসলামী মিন জদীদ* (আধুনিকতা থেকে 'ইসলামের প্রতি নতুন যাত্রা') ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ান কালচারাল কনফারেন্স। এতে মিসর, লেবানন, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। এ কনফারেন্সে আল্লামা নদভী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা সংকলিত হয়েছে إلى ممثلي البلاد الاسلامية বা "মুসলিম বিশ্বের নানা দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য" শিরোনামে।

বইটি মূলত তাঁর কিছু জাগরণমূলক ভাষণসংকলন, যা তিনি দেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় প্রদান করেছিলেন। এতে তিনি বিশ্বমানবের, বিশেষত, মুসলিম সমাজের অতীত-ঐতিহ্য-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে সারগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলছেন, "এই বক্তৃতা সংকলন গ্রন্থে পাঠক যেসব বক্তব্য পাবেন, সেসব বক্তৃতা বিভিন্ন লক্ষ্যে-উপলক্ষে লিখিত ও উপস্থাপিত। স্থানকাল ও রূপ-রঙের বৈচিত্র্যে এসব বক্তৃতা অঙ্গবিচ্ছিন্ন হলেও মৌলিক বিষয়ে-বিশ্বাসে, আদর্শে ও উদ্দেশ্যে একান্তই অন্তরঙ্গ। আর তা হলো, মুসলিম সমাজে ধর্মীয় চেতনাবোধ ও মূল্যবোধকে ত্বরান্বিত ও তরঙ্গায়িত করা। নীতিতে-ভিত্তিতে-ঐতিহ্যে-উদ্দেশ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। রিসালতকে তথা 'আসমানী বাণীমিশন'কে গতিশীল ও শক্তিশালী করে তোলা। উপরন্তু নিজেকে প্রস্তুত করা সেই 'মিশন'কে বরণ ও বহন করার জন্য, যাতে অস্থির-অশান্ত পৃথিবীতে নিষ্কলুষ কর্তৃত্ব ও নিরাপদ নেতৃত্বের কেন্দ্র গড়া যায় এবং ঘুমন্ত

---

৭৩. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আল-ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*, প্রকাশক-দারু ইবনু কাছীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ২৮৪।

যাত্রী ও অমনোযোগী মাঝি নিয়ে ডুবন্ত দিকভ্রান্ত জীবনতরীকে নিরাপদ কূলে ভিড়ানো যায়।

এসব বক্তব্য ও বক্তৃতায় সাধারণত মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ মুসলিম জাতিই সেই জাতি, যা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃজিত এবং সেই রিসালতের ধারক ও বাহক যা পুরো পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। এ বিষয়ক বক্তব্যের একটি চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো।

"لقد كان مبعثها لغرض سام جدا، لمهمة غريبة طال عهد الانسانية بها، وتشاغلت أمم الانبياء عنها حتى نسيتها، وذلك ما خاطب به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله: فنبه على هذه الامة ليست نابتة نبتت في الارض كأشجار برية أو حشائش شيطانية، بل أنها أمة أخرجت ولا مر ما اخرجت: وانها لم تظهر لمصلحتها فحسب كسائر الأمم، بل انها اخرجت للناس، وذلك ما تتماز به الامة في التاريخ"[74]

মুসলিম উম্মাহর উত্থান হয়েছিল একটি মহতি উদ্দেশ্যে, একটি নতুন মিশন নিয়ে- দীর্ঘদিন ধরে মানবতা যার সাথে পরিচিত ছিল না। পূর্ববর্তী রাসূলগণের উম্মতগণ যে মিশনটির কথা ভুলেই গিয়েছিল। এটা সেই মিশন যার কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে বলেছেন: "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবতার কল্যাণে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" আল্লাহ তা'আলা এখানে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুসলিম উম্মাহ ঝোপ-জঙ্গলে অনাদরে বেড়ে উঠা লতাগুল্ম বা পরগাছা নয়। বরং তারা বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট একটি মহান জাতি। তাদের নিজেদের স্বার্থে তাদের আবির্ভাব ঘটেনি, বরং তাদের সৃষ্টি হয়েছে মানবতার কল্যাণে। এবং এটাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।" আবার বিশেষভাবে আরব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে তাঁদেরই গগনদিগন্তে। তাঁদেরই আলোয় আলোকিত হয়েছে ইসলামের

---

৭৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানি, ইলাল ইসলাম মিন জাদিদ, আল- মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৫ম মুদ্রণ ১৯৮৭, পৃ. ১১।

প্রথম প্রভাত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আরব জাতিকে পৃথিবীর পুণ্যতম ভূমিতে অভিবাসিত করেছেন। এর লক্ষ্য হচ্ছে, তাঁদেরকে দিয়েই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা। পৃথিবী তাবত জ্যাতিগোষ্ঠির কাছে ইসলামের বিভান্বিত বাণী পৌঁছে দেয়া। বিশ্বনেতৃত্বে নিজের স্থায়ী অবস্থান করে নেয়া।"[৭৫]

❖ قصص النبيين (কাসাসুন নবীয়্যীন)

শিশুমানস গঠনে গল্পের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন : এ গল্পগুলো যদি শিশুদের বয়সোপযোগী হয় এবং তাদের বোধগম্য হয়, সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় হয়– তাহলে এগুলোই শিশুদের নৈতিকতা মন-মনন গঠনের একেকটি পাঠশালা হতে পারে।[৭৬] কাসাসুন নবীয়্যিন সিরিজের প্রথম খণ্ড তিনি যেন কোমলমতি শিশুদের ডেকে বললেন : "এসো, আমি তোমাদের এক মহামানবের গল্প বলব, তারপর শিশুরা তাঁর চারপাশে জড়ো হলো। তিনি শিশুদের গভীর মমতা, ভালোবাসা, স্নেহ আর আদর দিয়ে দরদভরা কণ্ঠে আকর্ষণীয় রসালো ভাষা ও জাদুকরী শৈলীতে বলা শুরু করলেন একের পর এক গল্প। শিশুরা কান পেতে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে লাগল সে গল্প[৭৭] –

قبل أيام كثيرة كثيرة جدة ـ كان في قرية رجل مشهور جدا ـ وكان اسم هذا الرجل آزر، وكان آزر يبيع الأصنام ـ وكان في هذه القرية بيت بيت كبير جدا ـ وكان في هذا البيت أصنام، أصنام كثيرة جدا، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام ـ وكان آزر يسجد لهذه الأصنام وكان آزر يعبد لهذه الأصنام[78]

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে এক প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আযর। আযর মূর্তি বানিয়ে বিক্রি করতেন। আর সে গ্রামে একটি ঘর ছিল। ঘরটি অনেক বড় আর সে ঘরে অনেকগুলো মূর্তি ছিল। আর লোকে সে মূর্তিগুলোকে প্রণাম করত। আযরও মূর্তিগুলোকে প্রণাম করতেন এবং সেগুলোর উপাসনা করতেন।" তিনি শিশুদের ফিরিয়ে নিতে চান তাওহীদের ইতিহাসের সূচনালগ্নে। তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী নবী-

---

৭৫. (ইসলামের পানে নবযাত্রা) ভূমিকা দ্রষ্টব্য; আল-মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

৭৬. গুরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, আবুল হাসান আলি আল-হাসানিয়্য আন-নদভী আল ইমামুল মুফাক্কিরু আদ্দাঈয়াতুল আদীব, দারু-ইবন কাছীর, দামেশক সিরিয়া ১৯৯৯ (২য় মুদ্রণ) পৃ. ১৯১

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩, ১৪৫

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

রাসূলগণের আদি পিতা ইবরাহিমের (আ) কাছে যার জন্ম মূর্তিনির্মাতা ও মূর্তি বিক্রেতা আযরের ঘরে।

এরপর আল্লামা নদভী বলেন :

" آزر له ولد رشيد رشيد جدا ـ وكان اسم هذا الولد ابراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام وكان إبراهيم يرى الناس يعبدون للأصنام. وكان إبراهيم يقول لوالده : يأ أبي لماذا تعبد هذه الأصنام ؟ ويا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام ؟ إن هذه الأصنام لاتتكلم ولاتسمع ـ وإن هذه الأصنام لاتضر ولاتنفع."[79]

আযরের একটি অত্যন্ত সুবোধ ছেলে ছিল। তার নাম ছিল ইবরাহিম। আর ইবরাহিম দেখলেন, লোকেরা মূর্তিকে সিজদা করছে। তিনি আরো দেখলেন যে, লোকেরা সে, প্রতিমাগুলোর পূজা করছে। তখন তিনি তার পিতাকে বললেন : পিতা! আপনি কেন এ মূর্তিগুলোর পূজা করছেন? কেনই বা আপনি তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন? অথচ এ মূর্তিগুলো না পারে কথা বলতে এবং না পারে শুনতে! এ মূর্তিগুলো না পারে কারো ক্ষতি করতে আর না পারে কারো উপকার করতে!

এভাবে মনোমুগ্ধকর শিশুতোষ লেখনীশৈলীর মাধ্যমে আল্লামা নদভী শিশুদের মনে গ্রথিত করেছেন তাওহীদের বিশ্বাস, সৃষ্টিজগতের একক স্রষ্টা মহান আল্লাহর ভালোবাসা। শিশুর কোমল হৃদয়ে তিনি সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন আল্লাহর ইবাদতের অনুরাগ ও মূর্তিপূজার প্রতি প্রবল ঘৃণা। তাওহীদে বিশ্বাস ও মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির মতো একটি জটিল বিষয়ে শিশুদের বোধগম্য করে উপস্থাপন করার জন্য যে শৈল্পিক নৈপুণ্য ও সাহিত্যিক দক্ষতার প্রয়োজন তা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল আল্লামা নদভীর মধ্যে।[৮০]

শিশু-কিশোরদের জন্য আরবী ভাষায় 'কাসাসুন নবীয়্যীন' (قصص النبيين) ও 'আল-কিরাআতুর রাশিদাহ্' শিশুতোষ সিরিজ রচনার পর এর স্বীকৃতিদাতাদের মধ্যে সাইয়িদ কুতুবের মতো ব্যক্তিকেও দেখা যায়। সাইয়িদ কুতুব নিজেও এ বিষয়ে বেশ কিছু শিশুতোষ পুস্তক রচনা করেন। পৃথিবীর নিয়ম হল, কোনো

---

৭৯. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, কাসাসুন নবীয়্যিন, ১ম খণ্ড, মাকতাবায়ে দারুল উলূম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৪, পৃ. ১০-১১।

৮০.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

বিষয়ে সেই মূল্যায়ন ও মতামতই গুরুত্ব বহন করে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে আসে। 'শক্তি' শক্তিমানের বিবেচনায় স্বীকৃত হলেই কেবল শক্তি পদবাচ্য হওয়ার উপযুক্ত হয়।

মাধ্যমিক স্তরের জন্য সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর *মুখতারাত* مختارات (সংকলন-সমগ্র) প্রকাশিত হলে সৌদি আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এটাকে তাঁদের সিলেবাসভুক্ত করেন এবং চল্লিশ হাজার কপি গ্রন্থের চাহিদা পেশ করেন। কুয়েতের দারুল কলম-এর পক্ষ থেকে তা সরবরাহ করা হয়। আরবী ভাষার সর্বজনস্বীকৃত সাহিত্যিক, স্বতন্ত্রধারার লেখক, অধ্যাপক আবদুল আযীয আর রিফায়ী (র) তাঁর 'আল-মাকতাবাতুস্ সাগীরাহ' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত *কা'আব ইব্নু মালিক* গ্রন্থে লিখেনঃ

"আমি কা'আব ইব্নু মালিক–(রা)–এর জীবনী একাধিকবার অধ্যয়ন করেছি; অথচ তিনি যে একজন সাহিত্য-প্রতিভা সম্পন্ন, ঘটনা ও কাহিনি বর্ণনায় পারদর্শী এবং তাঁর বর্ণিত ঘটনা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ– সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর *মুখতারাত* অধ্যয়নের পরই তা আমি জানতে পেরেছি। এই দৃষ্টিতে যখন কা'আব ইব্নু মালিকের কাহিনিগুলো পুনঃ পাঠে প্রবৃত্ত হলাম তখন আমি উপলব্ধি করলাম; এটা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি।"[৮১]

❖ إذا هبت ريح الإيمان (ঈমান যখন জাগলো)

إذا هبت ريح الإيمان শিরোনামে মূলত আরবী ভাষায় লিখিত। পরে তা উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয় 'যব ঈমান কি বাহার আয়ী' এবং বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় 'ঈমান যখন জাগল' নামে। গ্রন্থটি আরব-আজমের ধর্মীয় ও সাহিত্যব্যক্তিত্বগণের কাছে বিপুলভাবে সাড়া পেয়েছে। আরব দেশের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লেখক এ গ্রন্থে হিজরী তৃতীয় দশ শতকের দাওয়াত ও জিহাদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছেন। তৎকালীন আন্দোলনের অধিনায়ক সাইয়িদ ইমাম আহমদ বিন ইরফান শহীদের জীবনী, তাঁর অন্যান্য সঙ্গী ও সহযোদ্ধাদের জীবনী ও চারিত্রিক গুণাবলির কথা উপস্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক বিশ্বস্ত বর্ণনায়। বালাকোটের শহীদ সাইয়িদ আহমদ ইবন ইরফান শহীদ (রা)-এর ঈমান

---

৮১. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস মাওলানা, *মীরে কা'রওয়াঁ*; মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম লক্ষ্ণৌ, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ পৃ. ৪৬৩-৬৪।

জাগানিয়া আন্দোলনের মূল প্রাণশক্তি আলোচনা করতে গিয়ে লেখক مقدمة المؤلف বইয়ের ভূমিকাতে চমৎকারভাবে বলেছেন।

"فإذا هبت ريح الايمان جاءت بالأعاجيب في العقيدة، والاعمال، والأخلاق، ورأى الناس روائع من الشجاعة واليقين، والعفة والأمامنة، والايثار وهضم النفس، وروح التطوع والاحتساب، والتواضع في المظاهر، وكبر النفس وسمو النظر، ورأوا آيات من العدل والرحمة، والمحبة والوفاء كادوا ينسونها ويقطعون منها الرجاء.

وقد هبت هذه الريح المباركة فترات تاريخية، قصرت أحيانا وطالت أحيانا، وهي معلومة مسجلة في تاريخ الدعوة الاسلامية، والتجديد الاسلامي،

وقد هبت هذه الريح في الهند في فجر القرن الثالث عشر الهجري، وتجددت ذكريات القرون الأولى يوم قام الامام السيد أحمد بن عرفان الشهيد بدعوة التوحيد، والتجديد والجهاد"[৮২]

ইসলামের ইতিহাসে যখনই ঈমানের প্রবল বাতাস বয়েছে, আকীদা, আমল ও আখলাক এ তিন শাখাতেই তখন বিস্ময়কর ঘটনাবলি বরং আশ্চর্য সব বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে। শৌর্য-বীর্য, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়, সত্যবাদিতা ও আমানতদারী, আত্মত্যাগ ও রিপু দমন, সহমর্মিতাবোধ ও সেবামূলক প্রেরণা, ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা, বাহ্যিক সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রতি নির্লিপ্ততা, আত্মবিশ্বাস ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি-অধিকন্তু ন্যায় ও সুবিচার, রিপু দমন, স্নেহ-মমতা, বিশ্বস্ততা ও জীবন উৎসর্গের এমন সব দুর্লভ নমুনা ও প্রাণবন্ত নজীর কিংবা প্রতিচ্ছবি লোকের সামনে এসেছে যা মানবতার স্মৃতি থেকে ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে চলেছিল এবং যার পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্ধারের কোনো আশাই আর অবশিষ্ট ছিল না।

ঈমানের এই হৃদয়াপ্লুত বেগ ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে চলেছে; কখনো বা স্বল্প সময়ের জন্য, আবার কখনো বা দীর্ঘ সময়ের জন্য। তথাপি কোনো হেমন্তকালই

---

৮২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলা আল হাসানি, ইযহাব্বাত রিহুল ঈমান, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, স.তা.বি. পৃ. ৭।

এগুলো থেকে মুক্ত ছিল না। নবজাগরণ ও পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে এ সবেরই রেকর্ড অতি উত্তমভাবে সংরক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষের বুকে ঈমানের এই ভোরের হাওয়া ও বসন্ত বায়ু হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বইতে শুরু করে, যখন সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র) এবং তাঁর উচ্চ মনোবলসম্পন্ন সঙ্গীগণ এদেশে তাওহীদ, ধর্মীয় নবজাগরণ ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোর স্মৃতিকে পুনরায় নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন।"

'একটি ভ্রাম্যমাণ ইসলামী সমাজ' শিরোনামে এ কাফেলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক বলেন :

"وكانت هذه القافلة مدرسة سيارة، وثكنة جوالة، ومجتمعا دينيا متنقلا، تلقى فيه المواعظ والخطب، ويتعلم الناس الدين وأحكام الشرع، وآداب الاسلام، ويخدم بعضهم بعضا، ويتعاونون على البر والتقوى، ويسود جومن الأخوة والمواساة، والعدل والمساواة، لا يستنكف أحد عن عمل مهما كان جقير.[83]

اذاصيت ريح الاعان"

এ কাফেলাটি ছিল একটি ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা, একটি চলমান সেনাছাউনী, একটি চলন্ত ধর্মীয় সমাজ, এখানে ওলামায়ে কিরাম ওয়াজ করতেন, লোকজন দীন ও শরীআ'ত সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম ও ইসলামের আদব-আখলাক শিখত, কাফেলার সদস্যরা একে অপরের সেবা করত। ভাল কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করত। সেখানে সৌহার্দ-সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সহমর্মিতা ও ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক একটি পরিবেশ বিরাজ করত। কেউ কোনো কাজকে ছোট করে দেখত না।" ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তিবর্গ কতটুকু নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা, ত্যাগধর্মী মানসিকতা, অদম্য সাহসিকতা, উচ্চাভিলাষী মনোবল, সর্বস্ব কুরবানী করার প্রতি কুণ্ঠাহীনতার অধিকারী হলে ইসলামের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনা যায়–তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দর্শন, প্রয়োজনীয় শর্ত ও কর্মকৌশলের কথা তিনি তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থ সম্পর্কে আবদুল মাজিদ গুরী বলেন, "এ বইটি অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। বিশেষ করে সেসব মুসলমান যুবকের জন্যে, যারা হৃদয়ের গভীর মমতা দিয়ে ইসলামের পুনর্জাগরণ চায়, ইসলামের হারিয়ে যাওয়া

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

ঐতিহ্যিক আভিজাত্য ফিরিয়ে আনতে চায়, সে সঙ্গে যারা ইসলামের বিজয়ের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত ও গুণাবলি, পদ্ধতি ও কর্মকৌশল, উপায় ও উপকরণ খুঁজে বেড়ায়। এ বইটি পড়লে তাঁরা অবশ্যই জিহাদ, শাহাদাত ও আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রতি আন্তরিক বাসনার এক অপূর্ব স্বাদ অনুভব করবে। সে স্বাদ বয়ে যাবে তাদের ধমনীর শিরায় শিরায়। ঈমান স্বাদ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক রসমধুর এক সাহিত্যশৈলী ও গাল্পিক আমেজও অনুভব করবে।"[৮৪]

❖ التفسير السياسى للاسلام (আত্তাফসীরুস সিয়াসী লিল ইসলাম)

এ যুগের বাস্তববাদী যে কেউই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আল্লামা নদভী যুগের চাহিদাসমূহের পুরোপুরি সচেতন ছিলেন এবং সে চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে তিনি সব সময় জাতির সর্বসম্মত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির আওতার মধ্যে অবস্থান করে পূরণ করেছেন। কোনো প্রকার বিচ্যুতি তাঁর লেখনীতে ছায়া ফেলতে পারেনি। সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদী যখন জামা'আতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন তখন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মনে করে আল্লামা নদভী তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মনীতি আল্লামা নদভীর কাছে স্পষ্ট হলো তখন তিনি আবুল আলা মওদুদী থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। সাইয়িদ মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারা ও কর্মনীতির উপর যে আলিমসুলভ সমালোচনা আল্লামা নদভী (র) উক্ত গ্রন্থে করেছেন, সেখানে তিনি মওদুদী ও তাঁর চিন্তাধারার বাহক অন্যান্য আলিমের সঙ্গে নিজের মত-ভিন্নতাকে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে অত্যন্ত জোরালোভাবে মৌলিক তথ্য প্রকাশ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। নিচে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

"والتشكيك في صلاحية الأمة المسلمة للانجاب والانتاج وقدرة شجرة الاسلام الطيبة التي هي مصداق "تؤتي اكلها كل حين باذن ربها" على الاثمار، وغض البصر عن كل ما تحقق عبر تاريخ الاسلام والمسلمين الطويل من مآثر وجهود ومحاولات مستمرة في مجال الاصلاح والتجديد وتغيير الاحوال، واعادة الامور الى نصابها، أو التقليل من شأنه، والنظر الى التاريخ الاسلامي بالمنظار الاسود.....ان هذا الاسلوب أو الخطة "الاستراتيجية" قد استخدمها

৮৪. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, প্রাগুক্ত, প্রকাশক–দারু ইবনু কাছীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ২৭৬।

أولئك الذين أبوا الا أن يبنوا بناء هم على انقاض التاريخ الاسلامي والفكر الاسلامي. والذين اعتقدوا ان الناس لا يقدرون ما يقومون به من "تحقيق واجتهاد" ولا يتهيأ الجو لحركتهم ودعوتهم ما لم يثيروا الشبهات في الأذهان حول هذا التراث التاريخي الهائل. وما لم يرسخوا فيها ضآلته ووتفاهته وعدم غنائه.....ويمكن أن نضرب في ذلك مثلا بمؤسسي فرق وحركات عديدة. الا اننا لا نؤمن ابدا بان ما صدر من قلم الاستاذ المودودي في هذا الموضوع كان استخداما لهذا الاسلوب أو الخطة الاستراتيجية. لكن مهما كان ذلك عن خلوص نية وحسن طوية. فان نتيجة السلبية الطبيعية لابد ان تتحقق. وذلك ما يقتضيه المنطق السليم وطبائع الاشياء وقانون الاسباب والمسببات في الكون.

ومن ثم فان الذين يقتصرون على دراسة كتابات الاستاذ المودودي ولم يفهموا الاسلام والدعوة الاسلامية وتعاليم الاسلام والتاريخ الاسلامي. الا من خلال كتاباته ومقالاته ومؤلفاته قد بلغ بهم اليأس من تاريخ الاسلام وماضى المسلمين ومآثرهم العملية والفكرية فيما بعد القرون الثلاثة الأولى. حتى تضاءلت أمامهم الشخصيات الاسلامية العملاقة".[১]

যে সকল বাতিল ফিরকাহ ও ফিতনাবাজ গোষ্ঠি ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী চিন্তাধারার ধ্বংসস্তূপের উপরই নিজেদের অট্টলিকা নির্মাণ করার সুযোগ মনে করেছে, তারা সব সময় মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তিগঠনের উর্বর শক্তি ও ইসলামের ফলদাত্রী বৃক্ষ, যা "প্রভুর কৃপায় এই বৃক্ষ সবসময়ই ফলবান" এর উদাহরণ, সেই শক্তি ও বৃক্ষের ফুল-ফসলে ভরে উঠার প্রাণশক্তিকে অস্বীকার করে এসেছে। সাধারণত এ বাতিল ফিরকাহ ও ফিতনাবাজ গোষ্ঠির পদ্ধতি ও রণকৌশল ছিল, ইসলাম ও মুসলমানদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যতগুলি পুনর্জাগরণমূলক সংগ্রামী প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে ঘটে এসেছে, তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, তাকে গুরুত্বহীন করার অপচেষ্টা করা ও ইসলামের ইতিহাসকে কালো চোখে দেখার অভ্যাস ছড়িয়ে দেয়া। যাদের পরিকল্পনা হচ্ছে এরকম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সমস্ত ঐতিহাসিক দস্তাবেজ সম্পর্কে আস্থাহীনতা ও জনগণের মনোজগতে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মানসিকতা সৃষ্টি করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের "তাত্ত্বিক গবেষণা ও ইজতিহাদকে"- সবার গলধঃকরণ করানো যাবে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত

তাদের আহ্বান ও আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। উদাহরণ হিসেবে অনেক আন্দোলন ও ফিরকার প্রতিষ্ঠাতাদের নাম পেশ করা যায়। কিন্তু আমরা আবুল আলা মওদুদীর ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করতে পারি না যে, তিনি জেনে বুঝে পরিকল্পনা করে এই কর্মকৌশল অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর নিয়্যাতকে যতই স্বচ্ছ ও সরল মনে করি না কেন, তিনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে এটাই ঘটবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি অসাবধানতা ও অসচেতনতার ওজর পেশ করে হয়তো পরকালীন জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু তার সে কাজের প্রতিক্রিয়া তার দেহ ও তার স্বাস্থ্যের উপর অবশ্যই পড়বে। যারা শুধু আবুল আলা মওদুদীর রচনাবলি পড়ে থাকেন এবং যারা শুধু তাঁর লেখা পড়েই ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াত এবং ইসলামের ইতিহাসকে বুঝেছেন, তারা ইসলামের ইতিহাস, মুসলমানদের অতীত যুগ এবং প্রথম তিন শতাব্দী ছেড়ে পরবর্তী শতাব্দীগুলোর মনীষীদের চিন্তা-ভাবনার ফসল ও গবেষণার ফলাফল থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবে যে, তখনকার কারো নাম শুনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ভেতর অশ্রদ্ধা জেগে উঠবে।

❖ العقيدة والعبادة والسلوك (আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু ওয়াস্‌সুলূক)

আল্লামা নদভীর العقيدة والعبادة والسلوك গ্রন্থটি ইসলামী জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত গাইডলাইন। এখানে তিনি ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা, ইবাদাত, সামাজিক শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে তথ্যনির্ভর ও সাবলীল আলোচনা করেছেন। مكانه العبادات في الاسلام 'ইসলামে ইবাদতের স্থান' শীর্ষক অনুচ্ছেদে তিনি বলেন:

وتلى العقائد في الأهمية وتركيز النبوات عليه وفي مقدمتها وعلى رأسها النبوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام العبادات التي هي الغاية الأولى من خلق الانسان، فيقول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون.[85]

---

৮৫ নদভী, আবুল হাসান আলি আল হাসানি, আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু ওয়াস্‌সুলক আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৪ (২য় মুদ্রণ) পৃ. ৯৭-৯৮।

"ينص القران الكريم على ان الجهاد والحكومة وسيلة، وإقامة الصلاة، هي الغاية، فيقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلواة وآتوا الزكواة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ونظرة على القرأن الكريم تدل دلالة صارخة على أن العلاقة مع الله والعبودية، والعبادات المعينة (الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج) مطلوبة من العبد رأسا حيث يسأل عنها يوم القيامة، ويستحق العقاب لو تركها، أو أهمل فيها، يقول القرأن الكريم وهو يصور الحوار مع الذين استحقوا النار: ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين."[86]

আকায়েদের পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইবাদাতু। এটাই মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون، "আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

অর্থাৎ: "কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলছে, জিহাদ ও শাসনব্যবস্থা বা ক্ষমতারোহণ মাধ্যম মাত্র। সালাত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الذين ان مكناهم في الارض (سورة الحج) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর সব কাজের পরিণতি আল্লাহর কাছেই। (সূরা হজ : ৪১)

কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্কটাই মূল চাওয়া। এটার জন্যই তাকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।"

❖ الإسلام والمستشرقون (আল-ইসলাম ওয়াল মুসতাশরিকুনা) – ইসলাম ও প্রাচ্যবিদগণ

الإسلام والمستشرقون ক্ষুদ্র পরিসরে আল্লামা নদভীর একটি অতি মূল্যবান পুস্তিকা। এতে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্রের

---

৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

মুখোশ উন্মোচন করেছেন। পাশাপাশি এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের করণীয় নির্দেশ করেছেন।

প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থে মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ছিদ্রান্বেষণ শীর্ষক অনুচ্ছেদে তিনি বলেন :

"بأن طائفة كبيرة من المستشرقين كان دأبها البحث عن مواضع الضعف في الشريعة الاسلامية، والحضارة والتاريخ الاسلامي، وأبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية فكان شأنهم في ذالك شأن من لا يرى في مدينة ذات بهجة ونضارة، ونظام ونظافة، الامزابل ومراحيض ومستقعات، كما هو دأب مفتش الاوساخ والمياه المصرفة" [87]

প্রাচ্যবিদদের একটি বিরাট দলের একমাত্র ব্রত হচ্ছে ইসলামী শরীআ'ত, ইতিহাস ও সভ্যতার দুর্বলতা ও ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো এবং হীন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা। তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো যে একটি সুন্দর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শহরে মাত্র ডাস্টবিন, পয়নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ও নালা নর্দমা ছাড়া আর কিছুই দেখে না। যেমনটি আমরা দেখি সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের ক্ষেত্রে।

❖ سيرت سيد أحمد شهيد (সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ)

সাইয়িদ আহমদ শহীদ (১৭৮৬–১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ভারতবর্ষের ইসলামী আন্দোলন, জিহাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকাবাহী পুরোধা ব্যক্তিত্ব। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর বংশধারার সাথে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। তিনি শাহ্ আবদুল আযীয (র)-এর হাতে বায়'আতও গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা তাঁর বেশি ছিল না। তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মাদরাসায় ভর্তি করানো হল; কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ তেমন ছিল না। ফলে গোটা বছরে তিনি কুরআনের মাত্র কয়েকটি সূরা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। সামান্য পড়া-লেখা শিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের নূরে তাঁর অন্তরদেশ ছিল আলোকিত। পরে তিনি নিজস্ব অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ফিক্হসহ

৮৭ নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানি, আল-ইসলাম ওয়াল মুসতাশরিকুনা, আল-মাজমাউল ইসলামী আল-ইলমি নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, তা.বি. পৃ. ১৭-১৮।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন (এভাবে তিনি একজন স্বশিক্ষিত জ্ঞানীতে পরিণত হন)। পরে অবশ্য শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর উত্তরপুরুষদের, বিশেষত, শাহ্ আবদুল আযীয, শাহ্ আবদুল কাদির, শাহ রফীউদ্দিন ও তাঁদের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের বুযুর্গগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং নিজের আহরিত জ্ঞানকে সে আলোকে বিভাসিত করেন।[৮৮] সাইয়িদ আহমদ শহীদের আন্দোলনের স্বরূপ, প্রেরণার উৎস, লক্ষ্য, ব্যর্থতার কারণসমূহ, সমগ্র ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিসরে এ আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি ছিল? এর সবকিছু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা অতীব জরুরি। উপরন্তু এ আন্দোলনের স্থপতি ও সিপাহসালারের কৃতিত্ব, অবদানের উজ্জ্বলতম দিক সম্পর্কেও অবগত থাকা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, যার লেখক হবেন আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা, মুসলিমদের জন্য সত্যিকার দরদি, উঁচুমাপের সাহিত্যিক, ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলিমে দীন, শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদ। প্রয়োজন ছিল একটি ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ রচনা যাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদের পরিপূর্ণ জীবনী, আল্লাহর রাস্তায় তাঁর জিহাদি আন্দোলন, সংগঠন, দা'ওয়াত ও তাবলীগের ইতিহাসসহ প্রয়োজনীয় দিকসমূহের আনুপুঙ্খ আলোচনা সংবলিত গ্রন্থ আর এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লামা নদভী (র) সুসম্পন্ন করেন।[৮৯]

এ গ্রন্থটিতেও হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদের বিস্তারিত জীবনী ও তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে। বিখ্যাত এ গ্রন্থটি তিনি ২৪ বছর বয়সে প্রণয়ন করেছিলেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের উলামা-মাশায়েখ ও শিক্ষিত শ্রেণির কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।[৯০]

আল্লামা নদভীর টুংক সফরকালেই এটি রচনার কাজ শুরু হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে তা সমাপ্তিতে পৌঁছে এবং মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়। গ্রন্থটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে আসে। আল্লামা

---

৮৮. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২২।

৮৯. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২২-২৩।

৯০. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; মিরপুর, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. ৩৩৪।

সাইয়িদ সুলাইমান নদভী গ্রন্থটির জন্য হৃদয় উজাড় করা একটি অনন্যসাধারণ ভূমিকা লিখেছেন, যাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদের আন্দোলনকে এক অভূতপূর্ব আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। খোদ সুলাইমান নদভীর সমগ্র রচনাতেও এ ভূমিকার মান স্বকীয়তায় অনন্য। প্রথম সংস্করণে হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী[৯১] (র) ও মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদীর সংক্ষিপ্ত অভিমত অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহর দরবারে তাঁর মাকবুলিয়্যাত, দীনের জন্য অনুপম দরদ ও হৃদয়োত্তাপ এবং উঁচুমানের ইখলাস-নিষ্ঠার ফলে গ্রন্থটি দেশ বিদেশে বিস্ময়কর আলোড়ন ও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। পাঠকরা এটা অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেন, এমনকি মসজিদে মসজিদেও এটি পঠিত হচ্ছিল। তিনি এ গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, "সম্পূর্ণ অপরিচিত, অল্পবয়স্ক, একজন নবীন লেখকের গ্রন্থটি প্রকাশের পর পাঠকদের পক্ষ থেকে চিঠিপত্র মারফত এমন অভাবিতপূর্ব প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে যা আমার কল্পনার ধারে কাছেও ছিল না। এর মাধ্যমে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ইসলামের পুনরুত্থান সম্পর্কে নৈরাশ্যের শিকার, নাস্তিকতা ও কমিউনিজমের কবলে পতিত অনেকেরই চৈতন্যোদয় ঘটেছে মর্মে খবর আসতে থাকে।"[৯২]

---

৯১. শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র) একজন জাঁদরেল আলিমে দীন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার এবং জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি। আন্দোলনের কারণে তিনি অনেকবার কারারুদ্ধ হন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে করাচিতে মাওলানা মুহাম্মদ আলি জওহারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত খিলাফত কনফারেন্স সম্মেলনে মাওলানা মাদানী "ব্রিটিশ সরকারের অধীনে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকরি করা সম্পূর্ণ হারাম" বলে প্রকাশ্যে ফতোয়া দান করেন। এজন্য তাঁকে গ্রেফতার করে দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। মাওলানা মাদানী ১৯৭৯/১১৯৬ সালে ভারতের ফয়েজাবাদ জেলার ট্যান্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতা-পিতা উভয় দিক থেকেই তিনি হযরত হুসাইন (রা)-এর বংশধর। তাঁর পিতা হাবীবুল্লাহ ছিলেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১৩৩৫ হিজরীতে তিনি দারুল দেওবন্দ হতে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর পিতা সপরিবারে মদিনা চলে যান। মাওলানা মাদানী মসজিদে নববীতে দীর্ঘ ১৮ বছর হাদীসের দরস দান করেন। এরপর শাইখুল হিন্দের সাথে ভারত ফিরে তিনি আমরুহা ও সিলেট জেলার গাছবাড়ীতে হাদীস শিক্ষাদান এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দান করেন। সর্বশেষে তাঁর ওস্তাদদের অনুরোধে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর খিলাফতপ্রাপ্ত হন। দারুল উলূমে দেওবন্দে তাঁর নামে 'মাদানী গেইট'ও রয়েছে।
ইয়াহইয়া; আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ, দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস, ঐতিহ্য, অবদান, আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ৬৯৮/৩ সি, চৌধুরীপাড়া ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮০-১৮১, ১৮৫, ১৮৬।

৯২. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, *সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি;* সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরাহ শাহ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেঁলা, রায়বেরেলী (ইউপি), পৃ. ১৬২-৬৩।

সমকালীন জ্ঞানী গুণীগণ বিশেষত দেওবন্দী উলামা-মাশায়িখ এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ব, সম্মান ও সমীহের সাথেই গ্রহণ করেন। বরং বলা যায় লেখকের তাঁদের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি উত্তম মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। মাওলানা মানযুর নু'মানী (র) যখন গ্রন্থটির কপি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র) কাছে প্রেরণ করেন, এটি পড়ে তিনি প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ''উপহারটি আমার অন্তরে দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, একটি আনন্দের, অন্যটি অনুতাপের। অনুতাপ এ কারণে যে, এটি দেখে নিজের অকর্মণ্যতার চিত্রটি সামনে এসে যায়। কেননা, আমরা সাহসহীন ও আত্মমর্যাদাহীন এক 'চতুষ্পদের জীবন' যাপন করে চলেছি। খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো ছাড়া যেন আমাদের আর কোনো কাজই নেই। আল্লাহ সকলকে মহান কীর্তিমান পূর্বসূরিদের অনুসরণের তাওফীক দিন।[৯৩]

হিমালয়ান উপমহাদেশের মুজাহিদে আযম, মুসলিহে উম্মত হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র)–এর উপর লিখিত আল্লামা নদভীর অমূল্য গ্রন্থ *'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ'* ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবের এক ঐতিহাসিক দস্তাবেজ। বালাকোট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ঘটনা পরম্পরা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হিন্দু ও ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদের বিরূপ সমালোচনা করেন। W.W. Hunter তাঁর লিখিত *The Indian Musalmans* গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মুজাহিদে ইসলাম হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)–এর কঠোর সমালোচনা করেন; তাঁকে দস্যু, মৃগীরোগী এবং তাঁর মুরীদদের ভণ্ড, গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ হিসেবে চিত্রিত করতেও তিনি ভুল করেননি। আল্লামা নদভী এসব অভিযোগ, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে শহীদে-বালাকোটের তাকওয়া, ত্যাগ, সাংগঠনিক দক্ষতা, পরোপকার, আল্লাহর পথে জান কুরবানী করার অদম্য স্পৃহার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন[৯৪]। এ গ্রন্থটি মুসলিম মিল্লাতের জন্য তাঁর একটি বিরাট উপহার। হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদের জিহাদী আন্দোলনের প্রভাবে ওলামা

---

৯৩. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত; সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরাহ শাহ আলামুল্লাহ্, তাকিয়াকাঁলা, রায়বেরেলী (ইউ.পি), পৃ. ১৬৩।

৯৪. মুগীছী মাওলানা আবদুল্লাহ, সিদ্দিকী, হামাগীর তারীখসাজ শাখসিয়াত মুফাক্কির ইসলাম মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা ২০০০, সাপ্তাহিক নয়া দুনিয়া, পৃ. ৩।

খানকা থেকে, আমিরগণ শাহী মহল থেকে, সাধারণ জনগণ নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে জিহাদের ময়দানে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন–তার রূহানী কারণ, রাজনৈতিক পটভূমি, উদ্দেশ্যের সততা, শাহাদতের জযবা, পরবর্তী জিহাদী আন্দোলনের প্রভাব ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এ গ্রন্থে।[৯৫]

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো লেখার বর্ণনাশৈলী বিচার ও মূল্যায়ন করেন এবং পাঠক সেই রচনাকর্ম থেকে উপকৃত হবে কি হবে না সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত দাঁড় করান। আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভী কতিপয় বুযুর্গ ও মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করে সেসব জীবনীগ্রন্থ আর উপরোক্ত سيرة سيد احمد شهيد গ্রন্থের মধ্যকার কিছু পার্থক্য শনাক্ত করেছেন।

১. লেখকের নিষ্ঠা, উদ্দেশ্যের সততা, প্রখর অনুভূতি, অন্তরের পবিত্রতা পুরো রচনা জুড়ে আলো ছড়িয়েছে।

২. প্রাচ্যরীতির অতিশয়োক্তি থেকে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মুক্ত।

অধুনা সময়ের গবেষণা ও অনুসন্ধানী লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্ত ও বৈশিষ্ট্যাবলির কোনোটারই এ পুস্তকে ঘাটতি লক্ষ করা যায় না; কেননা আধুনিক গবেষণা-রীতির মানদণ্ড পুরোপুরি অনুসরণ করেই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।

যথা– (১) বিষয়বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ, যাচাই-বাছাই ও বিচারিক মূল্যায়নে রচনার উদ্দেশ্য তুলে ধরা, বিরক্তি উৎপাদক দীর্ঘ ভূমিকায় না গিয়ে পরিমিত কলেবরে মূল বক্তব্য উপস্থাপন;

(২) কয়েক পৃষ্ঠায় আলোচনা ও বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ সন্নিবেশ;

(৩) যার ব্যক্তিত্ব ও জীবনী আলোচনার উপজীব্য তার সমকাল পর্যবেক্ষণ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক পারিপার্শ্বিকতার প্রামাণ্য বিশ্লেষণ;

(৪) বংশধারা, জন্ম, শিক্ষা অর্জন, বাল্যকাল ও যৌবন কেমন পরিবেশে কেটেছে এবং সে সময়কার কর্মকাণ্ড যা ব্যক্তির রুচি ও চিন্তাচেতনার অভিমুখ নির্দেশ এবং চরিত্র ও মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচিত;

(৫) স্বভাব-প্রকৃতি, সফর-ভ্রমণ, যেসব লোকের সংশ্রব-সংসর্গে এসেছেন তাঁদের পরিচিতি ও প্রভাব বিশ্লেষণ;

---

৯৫. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (রহ.):, তাঁর ইতিহাস চর্চা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা;* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, (সম্পা.) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৯৭-৯৮।

(৬) কর্মের ময়দানে কখন এবং কোন্ পরিচয়ে পদার্পণ করেন; উপরন্তু

(৭) সেসব মৌলিক অবদানের কারণে অনেকের মাঝে আলোচ্য ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়; সে স্তরে উত্তরণের পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা।

(৮) আলোচ্য ব্যক্তির হাতে গড়া শ্রেণি ও ব্যক্তিত্ববর্গের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি।

খ্যাতিমান পশ্চিমা পণ্ডিত ও লেখক কার্লাইল বলেন, "জীবনী এবং স্মারকগ্রন্থের সফলতার রহস্য হল–এর বিষয়বস্তু ও ভাষা প্রাঞ্জল এবং মানসম্মত হবে। উভয়ে এখানে হাত ধরাধরি করে চলে। একে অন্যের অনুপস্থিতি মেনে নিতে নারাজ এবং প্রত্যেকের ভূমিকা এবং উপকারিতাও সমান তাৎপর্যপূর্ণ।" *সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ*-এর মধ্যে গুণ দু'টির উপস্থিতি শরবতে পানি ও চিনির মতো বিদ্যমান।[৯৬]

বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর যেমন তাঁর ফলের পরিচয় তুলে ধরা হয়, তেমনি একজন ইতিহাসস্রষ্টা যাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদেরও চারিত্রিক নমুনা উপস্থাপন এ গ্রন্থকে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।[৯৭]

❖ تاریخ دعوت وعزیمت (তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযিমাত)

এ গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর আত্মজীবনীতে (*কারওয়ানে যিন্দেগী*) বলেন, "একবার আমি আমার মুর্শিদ হযরত রায়পুরীর সাথে ফজরের নামাযের পর হাঁটছিলাম। ঐ সময় একজন অমুসলিম পণ্ডিতও আমাদের সাথে চলছিলেন। হযরত রায়পুরী (র) তাঁকে বলছিলেন, ইসলামের সত্যতার একটি প্রমাণ এ যে, ইসলামের যে যুগে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ পাক তা-ই পাঠিয়েছেন এবং যে যুগে যে ধরনের ফিত্না উঠেছে তার মুকাবিলার জন্য আল্লাহ পাক সে ধরনেরই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন।" হযরত রায়পুরীর এ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলি আল্লামা নদভীর মনে খুবই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে জামা'আতে ইসলামী এবং তাবলীগের পক্ষ থেকে সাথীদের সামনে কয়েকটি বিষয়ের উপর এমন ধরনের বক্তৃতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় যাতে তাদের

---

৯৬. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.২২২।

৯৭. নদভী, আবদুল্লাহ আব্বাস, *মীরে কারওয়াঁ*, মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াত, লক্ষ্ণৌ, সংস্করণ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.৪৬৭-৬৮।

চিন্তা-চেতনার প্রশিক্ষণ হবে এবং তাদের ধ্যান-ধারণা কিছুটা বিস্তৃত হবে। আল্লামা নদভীকে আলোচ্য বিষয় ঠিক করে দেয়া হয়, 'ইসলাহ ও সংস্কারের ইতিহাস এবং তার বিশেষ ব্যক্তিত্বগণ'। আল্লামা নদভী এক সপ্তাহ যাবত এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সাথে সাথে সংরক্ষণ করা হত। পরে যখন তিনি দ্বিতীয়বার এগুলো দেখেন তখন তাঁর মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এ বিষয়ে আরো কিছু প্রচেষ্টা চালালে এবং এই বক্তৃতাগুলো গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করলে তা এক মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। এ কাজটিতে পুরো ইসলাহ ও দাওয়াতের ইতিহাসই সংকলিত হবে না; বরং এতে মুসলমানদের চিন্তা ও ইলমি পরাজয়ের এবং উত্থান-পতনের ইতিহাস সামনে এসে যাবে। ফলে তিনি এ মহৎ কাজ শুরু করে দেন।[৯৮]

সাইয়িদ আবদুল মাজিদ আল-গূরী *আবুল হাসান আলী নদভী : দাঈ, চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক* গ্রন্থে *তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমত* গ্রন্থের খণ্ড চতুষ্টয়ের সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলেন, "চার খণ্ডের এ বিশাল গ্রন্থ পাঠকের কাছে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দাওয়াতি ব্যক্তিগণের একটি সোনালি সূত্র উপস্থাপন করে। ফলে আলোচিত ব্যক্তিবর্গের জীবনের সূর্যকিরণ পাঠকের জীবনকেও আলোকিত করে, তাদের মাঝে ফিরিয়ে আনে ইসলামের সর্বকালীনতা ও রিসালতের শাশ্বতের দৃঢ় বিশ্বাস। স্থান-কাল নির্বিশেষে যুগ-সমস্যার সমাধানে ইসলামের শক্তিমত্তাকে প্রমাণিত করে। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন মুসলমানদের অন্তর্নিহিত উত্তাল আবেগকে নবায়িত করবে, তাদের ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করবে এবং শত্রুর আঘাতের সামনে ইস্পাতকঠিন প্রাচীরের মতো অবিচল থাকতে তাদেরকে সাহস যোগাবে।"[৯৯]

প্রথম খণ্ড

তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাতের প্রথম খণ্ড ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে শেষ হয়। এ খণ্ডে হিজরী প্রথম শতাব্দীর অনন্য ব্যক্তিত্ব উমর ইবনু আবদুল আযীয-[১০০] এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম থেকে শুরু করে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর

---

৯৮. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন–১২, ব্লক –ধ, বাসা–২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল– মে ২০০২, পৃ. ৩৩৮।

৯৯. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নাদভী আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক, দারু ইবনু কাসীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ২৫০।

১০০ . উমর ইবন আবদুল আযীয ইবন মারওয়ান ইবনুল হাকাম, উপাধি আবূ হাফস, তিনি কুরাইশ গোত্রের উমাইয়া শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ। ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফপ্রিয়তা, সহজ-সরলতা এবং পুণ্য ও তাকওয়ার জন্য খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে ৫ম খলিফা বলে গণ্য

হযরত জালালুদ্দিন রুমী (র)-র সংস্কারমূলক ও বিপ্লবী চিন্তাধারার কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এর সাথে তিনি ইসলাহ্ ও সংস্কারের উপর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখেন। এ গ্রন্থটি আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফীন থেকে ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১০১] ১৯৫৬ সালে আল্লামা নদভীকে লেখা এক চিঠিতে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী বলেন, "আপনার কিতাব পড়ে মন ভরে না, আরো চাহিদা বেড়ে যায়।" বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী লিখেছেন, "দাওয়াত ও আযীমাতের ইতিহাস পেয়েছি। নিজের হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছি। আল্লাহ পাক জানেন, কতবার এ গ্রন্থ থেকে ফায়দা হাসিল করতে থাকব। পড়ছি, মন ভরছে না। আল্লাহ পাকই জানেন আমার কত স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার দ্বারা পূর্ণ হবে।"[১০২]

আল্লামা নদভী তাঁর এ গ্রন্থে স্বজাতির আত্মিক উত্তরাধিকার, ইতিহাস, অবদান ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। মর্ত্যের এ তারকাসমূহ নিজেদের আলোকচ্ছটায় আকাশের তারাদের চাইতেও যেন উজ্জ্বলরূপে দৃশ্যমান। জীবনের বিশ্লেষণ, হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মপ্রত্যয়ে শক্তি সঞ্চয়ে এ গ্রন্থে আলোচিত ব্যক্তিবর্গের

করা হয়। ৬১/৬৮১ মতান্তরে ৬৩ হিজরীতে তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৬ বছর হিজাযের গভর্নর থাকাকালে কোনো সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কোনো ব্যক্তির উপর যুলুম করতে সাহস করেনি। কর আদায়ে কঠোরতা আরোপ তিনি নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলতেন, "মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়াতে মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠানো হয়েছে, তহশীলদার হিসেবে নয়।" তিনি ৯৯/৭১৭ সালে সুলাইমান ইবন্ আবদুল মালিকের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। তিনি উমাইয়া বংশীয় সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শাসকগণ হতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ও কারা সংস্করণ করেন। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে خلافة على منهاج النبوة এর ভিত্তিতে পুনর্গঠন করেন। তিনি মসজিদসমূহে আলির নিন্দাবাদ সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দেন। আব্বাসী যুগের পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকগণ উমর ইবন আবদুল আযীযকে উমাইয়া শাসকগণ হতে পৃথক গণ্য করতেন এবং সম্মানজনকভাবে অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। তিনি একজন তাবেঈ' ছিলেন। ফকীহ, মুজতাহিদ এবং কুরআন ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি হাদীস সংকলনের জন্য প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতি ফরমান জারি করে লিখেন : "انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبه فإني خفت دورس العلم وذهاب العلماء" তিনি তাতেই ক্ষান্ত হননি, বরং সর্বত্র হাদীস শিক্ষাও চালু করেন। হিজরী ১০১ সালে তিনি ইয়াজিদ ইবন আবদুল মালিকের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন।
ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ১-৭। নদভী : সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭।

১০১. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. ৩৮।

১০২. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. ৩৮।

জীবনী অধ্যয়নই যথেষ্ট। এখানে এমন বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যা অনেকেরই জানা আছে কিন্তু 'জানা-কথাগুলো' এ গ্রন্থে পাঠ করে পাঠক শিহরিত হয়ে উঠবেন– যেন এ প্রথম রোমাঞ্চকর তথ্যটি তার কাছেই নতুন করে ফাঁস হল, যা ইতোপূর্বে সে জানতই না। ইতিহাসের ছাইচাপা তথ্যে লেখক যেন ফুঁক দিয়ে আগুন ধরালেন।[১০৩]

অন্যদিকে চিত্রকল্প, অর্থবাচকতা, ভাব এবং মর্মের মধ্যকার একটি ত্রিমাত্রিক সামঞ্জস্য, সুষম ব্যঞ্জনা ও আধ্যাত্মিক ঐকতান লক্ষণীয়। পাঠক এখানে এক অদ্ভুত তন্ময়তায় নিমগ্ন হয়ে কৌতূহলের মাঝে বিচরণ করেন যে, কথার বিন্যাসকে এত পরিমিতি-পরিমাপে কিভাবে সাজানো সম্ভব হল! স্বাভাবিকতা, দূরদৃষ্টি, ইতিহাসের সত্যানুসরণ, ভাষার মাধুর্যের এমন চমৎকার মিশেল কেবল এ লেখকের পক্ষেই সম্ভব।[১০৪]

এ গ্রন্থের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, লেখক ইতিহাসের সাক্ষ্যদানে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লেখক প্রতিটি আনন্দময় ঘটনার বর্ণনায় যেন কাঙ্ক্ষিত উচ্ছ্বাস আর বেদনাদায়ক কাহিনির বিবরণে স্বাভাবিক বিষাদের আবেশ সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। ইতিহাসবিদের জন্য অপরিহার্য হল, ঘটনাপ্রবাহ ও মানুষের আচরিত বিষয়গুলো তিনি বিন্দু-বিসর্গসহ হুবহু তুলে ধরবেন। নৈতিক বিষয়ে পাঠককে উদ্বুদ্ধকরণের স্বার্থে ভালোকে 'অধিক ভালো' এবং শিক্ষাগ্রহণের তাগিদে মন্দকে 'খুব মন্দ' বলে রঙ চড়ানোর সুযোগ তাঁর নেই। কিন্তু লেখক সে দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়েও ইতিহাসের এই সুসন্তানদের অনুকরণীয় দিকগুলো পাঠকের সামনে অনুসরণযোগ্যরূপে তুলে ধরার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[১০৫]

এ গ্রন্থের ভূমিকা অনুপম জ্ঞান-গবেষণার একটি দৃষ্টান্ত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থকার এ ভূমিকাকে তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স হিসেবে নিতে পারেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক আল্লামা নদভী পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাসজুড়ে এর ধারাবাহিকতার বর্ণনা দেন। তাঁর সূচনাটি এভাবে,

---

১০৩. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০।

১০৪. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২১।

১০৫. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. প্রাগুক্ত।

'আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ কিন্তু জীবন আবর্তনশীল ও পরিবর্তনকামী। ইসলামের শাশ্বত আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তবানুগ বিষয়াবলি প্রতিটি যুগে পৃথিবীকে পথ দেখাতে সক্ষম। আমাদের মুসলিম উম্মাহর জন্য নির্বাচিত যুগটি বিপ্লব-উত্থানের জোয়ারে পূর্ণ। পারিপার্শ্বিক প্রভাব মুকাবিলায় প্রতিটি যুগে এমনসব ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে, যাঁরা দীনের তাত্ত্বিক শিক্ষাকে জীবনের বাস্তব পরিসরে নিয়ে আসতে সক্ষম ছিলেন।'[১০৬]

মূল বক্তব্য, এ রচনা মানুষেরই সৃষ্টিকর্ম; যিনি নিষ্পাপ নন এবং যার রচনায় মনের আবেগ-অনুভূতি ও অভিব্যক্তির ছাপ কমবেশি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, গ্রন্থটি সমকালীন জ্ঞানচর্চা বিষয়ে একটি বড় মাপের কীর্তি। ইসলামের শাশ্বত জীবনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।[১০৭]

দ্বিতীয় খণ্ড

তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাতের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ১৯৫৬ সালে তৈরি হয় এবং ১৯৫৭ সালে দারুল মুসান্নিফীন থেকে ছাপা হয়। এ গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম ইব্নু তাইমিয়া[১০৮]র সংস্কারমূলক কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।[১০৯]

---

১০৬. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.২৩।

১০৭. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী; প্রাগুক্ত আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫০।

১০৮. শাইখুল ইসলাম ইবন্ তাইমিয়া : তাঁর নাম তাকীউদ্দিন ইবন্ তাইমিয়া। পিতা তাঁর নাম তাকীউদ্দিন রাখলেও সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি বংশগত উপাধি ইব্ন তাইমিয়া নামে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। ১০ রবিউল আউয়াল ৬৬১ হিজরী সোমবার তিনি দজলা ও ফোরাত নদীর উত্তর ভূ-ভাগ আল জাযিরার ঐতিহাসিক শহর হাররানে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ছিল তাতারী চক্রের যুগ। ইবন্ তাইমিয়ার ৭ বছর বয়সে তাঁর জন্মভূমি তাতারী আক্রমণে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে শতশত ওলামার মতোই ইব্ন তাইমিয়ার পরিবার তাঁদের সকল গ্রন্থ সাথে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দামেশকে হিজরত করেন। তবে ইব্ন তাইমিয়ার পরিবার তাদের সকল গ্রন্থ সাথে নিয়ে যান। আল্লামা যাহাবী লিখেন যে, ইবন তাইমিয়া পরিণত বয়সের পূর্বেই কুরআন, ফিক্হ, বিতর্ক ও ফতোয়া দানে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং শীর্ষস্থানীয় ওলামার মধ্যে গণ্য হন। বিশ বছর পূর্ণতার আগেই তাঁর শিক্ষা লাভ সম্পন্ন হয় এবং ৬৮১/১২৮২ সালে তাঁর পিতার ইন্তেকাল হলে তিনি পিতার স্থলে হাম্বলী ফিকহের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইবন্ তাইমিয়ার স্বাধীন ও দৃঢ় মতামতের দরুন অন্যান্য দৃঢ় আকীদাসম্পন্ন মাযহাবের আলিমগণ তাঁর শত্রুতে পরিণত হন। তাঁর ৩০ বছর বয়সের পূর্বেই তৎকালীন সরকার প্রধান তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি অন্ধ অনুসরণ করতেন না। তিনি বিদ'আতের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল ওয়াহহাব নজদী, জামালুদ্দিন আফগানী, মুহাম্মদ আবদুহু, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো

তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাতের দ্বিতীয় খণ্ড শাইখুল ইসলাম ইব্নু তাইমিয়ার জীবনকথা, জ্ঞানসেবা ও শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ এবং গবেষণাগার থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারীদের আলোচনা করা হয়েছে। এ খণ্ডে লেখক অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও মূল্যবান তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন, যা শিক্ষিত শ্রেণির জ্ঞানভাণ্ডারকে অধিকতর সমৃদ্ধ করবে। শাইখুল ইসলামের পরিচয়, জ্ঞানগরিমা, উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও তাঁর লেখার অনুরাগী সাধারণ পাঠকদের জন্যও এটি অসাধারণ উপহার। গ্রন্থে তথ্যের পরিমাণ বিচারে এটাকে নির্দ্বিধায় একটি বিশ্বকোষ বলা যায়। এ-রচনায় শাইখুল ইসলামের জীবনের প্রতিটি দিকের উপর অনুসন্ধানী আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকের জ্ঞানগভীরতা, অভিনিবেশ, দৃষ্টির প্রসারতা, পর্যালোচনার রুচি উন্নত এবং জ্ঞান-সাধনার জন্য আত্মনিবেদনের শ্রেষ্ঠ নযীর।[১১০]

তৃতীয় খণ্ড

এ খণ্ডে তিনি খাজা নিযামুদ্দিন মাহবুবে ইলাহীর সংস্কারমূলক কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করেন। এ খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে তিনি মাখদুমুল মুল্ক শাইখ শরফুদ্দিন ইয়াহ্ইয়া

ব্যক্তিত্বগণ ইব্ন তাইমিয়ার তেজস্বী রচনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। ইমাম ইব্ন তাইমিয়া প্রায় পাঁচশত গ্রন্থের প্রণেতা। Brockelmann ইব্ন তাইমিয়ার তৎকালীন ১৫৩টি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করেন। তাঁর রচিত বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে مناظرات ابن تيمية مع المصريين والشاميين ৫০৮ পৃষ্ঠা সংবলিত পাণ্ডুলিপি এবং بيان مجمل أهل الجنة و النار পাণ্ডুলিপি নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ হতে এ ছাড়া ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত رسالة الملك المؤيد اب الفداء اسماعيل পাণ্ডুলিপিটি ড. সিরাজুল হক (সাবেক প্রফেসর এমিরিটাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে Downmenta Islamic amimedita, Academic- Verlag 1952 E, Bentil গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ইবন্ তাইমিয়া হিংসুকদের কারণে ও সরকার প্রধানদের রোষানলে পড়ে বিভিন্ন সময় কারারুদ্ধ হন। সর্বশেষ শা'বান ৭২৬/জুলাই ১৩২৬ সালে সুলতানের নির্দেশে তাঁকে নযরবন্দী করা হয়। নযরবন্দী অবস্থায় ৭২৮/১৩২৮ সালে ইমাম ইবন্ তাইমিয়া ইন্তেকাল করেন।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (বাংলা ভাষান্তর), ২য় খণ্ড, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৩৫ ও ৩৮। ইসলামী বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড; ই.ফা.বা ঢাকা, পৃ. ১,২,৫ ও ৮।

১০৯. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. প্রাগুক্ত।

১১০. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.৪৯।

মুনায়রী[১১১]র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ১৯৬২ সালে গ্রন্থকারের লাহোর অবস্থানকালে এ গ্রন্থের রচনা সম্পন্ন হয়। গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম হতে প্রকাশিত হয়।[১১২]

তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাতের তৃতীয় খণ্ডে মাশাইখে চিশতিয়া বিশেষত হযরত মাওলানা নিযামুদ্দিন আউলিয়া[১১৩] (র) শাইখ শরফুদ্দিন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রীর জীবন, কর্ম, বৈশিষ্ট্য ও অবদান আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি

---

১১১. শাইখ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনায়রী একজন উঁচু স্তরের আলিমে দীন, প্রখ্যাত লেখক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা, সাহিত্যিক, ও সুফী-সাধক ছিলেন। তিনি শাইখ শরফুদ্দিন আবূ তাওয়ামার একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র ও জামাতা। তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ, শরফুদ্দিন এবং মখদুমুল মুলক বিহারী তাঁর উপাধি। তাঁর পিতা ইয়াহইয়া ছিলেন যুবাইর ইবন্ আবদুল মুত্তালিবের অধস্তন পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত। মুনায়রীর পিতার পিতামহ যুগখ্যাত আলিম মাওলানা তাজফকীহ 'শাম' হতে মুনায়র-এ বসতি স্থাপন করেন। অবশ্য কিছুকাল তিনি সেখানে ইসলামের ব্যাপক প্রচার প্রসার করে পুনরায় 'মুনায়র' হতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর পরিবার মুনায়র-এ থেকে যায়। শাইখ শরফুদ্দিন মুনায়রী হিজরী ১২৬৩ সনের জুমার দিনে উত্তর বিহারের 'মুনায়রী' জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে শাইখ শরফুদ্দিন মুনায়রী ইন্তেকাল করেন।
নদভী, আবুল হাসান আলি, (বঙ্গানুবাদ) *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস* ৩য় খণ্ড, ১৯৮১, পৃ. ১৬৯, ১৭০ ও ১৭৩।
শাইখ মুহাম্মদ ইকরাম; প্রফেসর ড. উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস (বাংলা ভাষান্তর), ইফাবা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৪৮।

১১২. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক - ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. ৩৯।

১১৩. হযরত খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া (র) হিজরী ৮ম শতাব্দীর নামকরা আলিম ব্যক্তিত্ব, মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও সংস্কারক। তিনি খাজা নিযামুদ্দিন মাহবুবে ইলাহী নামেও পরিচিত। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কোনো নেতার ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবন-বৃত্তান্ত এতখানি আলোকোজ্জ্বল নয় যতখানি সমৃদ্ধ সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া এবং ইয়াহইয়া মুনায়রীর জীবনী। তাঁর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সকল প্রকার কর্মতৎপরতা ও গতিবিধি নুবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকমালা দ্বারা নির্দেশিত ও আলোকপ্রাপ্ত। আধ্যাত্মিক কামালিয়াতের সাথে সাথে তিনি ইলমের দিক দিয়েও পরিপূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি শাইখে কবির বাবা ফরিদ গঞ্জেশকরের হাতে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে বায়'আত হন এবং পাঁচ বছর পর খিলাফতপ্রাপ্ত হন। তাঁর একটি বড় ধরনের কারামত ছিল যা দিল্লীতে পূর্ণ প্রাচুর্যের সাথে অব্যাহত ছিল এবং তিনি লাখো আল্লাহর বান্দা লালন-পালনের মাধ্যম ছিলেন। তিনি সারা বছর রোজা পালন করতেন কিন্তু তাঁর শাহী দস্তরখান দু'বেলাই বিছানো হতো যাতে বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রাখা হতো। আমীর, গরীব, বাদশাহ-ফকীর শহরের নাগরিক ও মুসাফির সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের মানুষ একসাথে বসে খাবার খেতো। তিনি তাঁর দেশের ক্ষমতাসীন কোনো বাদশাহর দরবারে যেতেন না। তিনি বলতেন "দরবেশদের বাদশাহর সাথে কি কাজ ?" তিনি চিরকুমার ছিলেন বিধায় নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ১২৩৮/৬৩৬ হিজরী সালে তৎকালীন দিল্লীর সীমান্ত শহর বাদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উপাধি নিযামুদ্দিন পিতার নাম আহমদ ইবন আলি। তিনি ইমাম হুসাইনের বংশধর এবং মাতামহ সাইয়িদ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতামহ ও মাতামহ উভয় বুখারা হতে লাহোর হয়ে বাদায়ূন এসে আবাস গাড়েন। ১৮ রবিউস সানী ৭২৮/১৩২৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন, দিল্লীর নিযামুদ্দিনে তাঁর মাজার অবস্থিত। তাঁর নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম 'নিযামুদ্দিন' নামে প্রসিদ্ধ। গবেষকের তাঁর মাজার যিয়ারতের সুযোগ হয়েছে।
নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (বাংলা ভাষান্তর), ৩য় খণ্ড, মুহাম্মদ ব্রাদার্স ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১৯৮১। ভূমিকা পৃ. ১৩, পৃ. ৫৭, ৬৫, ৮১ ও ১০০।

বুযুর্গদের জীবনচরিত নিয়ে প্রণীত। যেসব মনীষীর আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ তাঁরা উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যকে সুসংহত করেছেন। যাদের হৃদয়ের আলো ছিল ভ্রান্তির আঁধারে মানবতার চলার পথে দিকদিশারী। যাঁরা হিদায়াতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন সর্বত্র। সাধারণ ও বিশেষ উভয় শ্রেণি যাঁদের পতাকাতলে জায়গা করে নিতে পেরেছে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল একাধারে সার্বজনীন, আকর্ষণীয় এবং সাহসী।[১১৪]

এমন আলোকিত কাফেলার জ্যোতির্ময় জীবনালেখ্য গ্রন্থিত করে লেখক পুরো উম্মাহর জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ জীবনের পথ রচনা করেছেন।

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড এমন এক নিঃস্ব-ফকীরের জীবনীকে উপজীব্য করে রচিত, যিনি পৃথিবীর এক কোণায় বসে শৌর্যবীর্যময় রাজত্বের গতিপথ বদলে দিয়েছেন। গ্রন্থটি মুজাদ্দিদে আলফিসানী শাইখ আহমদ সরহিন্দি[১১৫] (র)-এর জীবনচরিত,

---

১১৪. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি;* আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.৭৪।

১১৫. মুজাদ্দিদে আলফিসানী শাইখ আহমদ সেরহিন্দ : শতাব্দীর এ মহান সংস্কারক (১৫৬৩-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) চিশতিয়া, কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া– তিন তরীকার খিলাফত লাভ করেন। পাঞ্জাবের সেরহিন্দে তাঁর জন্ম। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুকের (রা) বংশধর। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট বাদশাহ্ আকবরের সৃষ্ট দীনে ইলাহীর অসারতা প্রমাণে তিনি জাতির সামনে হক ও বাতিলের পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মূল দর্শন ছিল সম্রাট পরিবর্তন নয় বরং সম্রাট ও তার সভাসদদের মন-মানসিকতা পরিবর্তনের কৌশল গ্রহণ। আর বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বিদ'আতের বিরোধিতায় না গিয়ে ব্যাপকভাবে সুন্নতে নববীর প্রচলন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাতে তিনি এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব পর্যন্ত রাজা ও রাজকর্মচারীরা নকশবন্দী তরিকার মুরীদ বা অনুসারী হয়ে যান। এমনকি যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পিতা সম্রাট আকবরের দীনে ইলাহীকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাঁর পিতাকেও অনেক ক্ষেত্রে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন সে সম্রাট বিদ'আত কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর দাবি মেনে নিয়ে শাহী ফরমানও জারি করেছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের সান্নিধ্য পেয়ে ক্রমান্বয়ে বাদশাহর মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, "রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইসলামী শরীআতের অনুসরণ অপরিহার্য। ফলে বাদশাহ্ আকবরের শাসনামলে গৃহীত ইসলাম বিরোধী সব নিয়মনীতির অবসান ঘটে। শাইখ আহমদ সেরহিন্দি একজন দক্ষ আলিম ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দিন শাইখ আহমদ। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারে একটি ধারার প্রচলন করেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ বিপ্লবের সূচনা করে।
ইয়াহইয়া, আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ; দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান ১৯৯৮ পৃ. ৪১,৪৪,৪৬,৪৮ ও ইফাবা, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৭ পৃ. ২৩৬-২৩৭।

পয়গাম এবং কর্মকাণ্ডের সবিস্তার বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যার সংস্কার আন্দোলন অভূতপূর্ব গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সংস্কারকদের ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থান ও সফলতা সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। গ্রন্থটি সমকালীন যুগচাহিদা, আধুনিক চিন্তাধারা ও গবেষণার যাবতীয় মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এটা পুরনো ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার ও নির্বাচিত সংকলন নয়। এ সংশ্লিষ্ট যুগের জ্ঞানগত, তথ্যবহুল, ইতিহাসাশ্রয়ী, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক, সামাজিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ এবং বিশ্বাসগত ও অলঙ্কারশাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলের একটি পর্যালোচনাধর্মী গ্রন্থ।[১১৬]

পঞ্চম খণ্ড

গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড, হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী[১১৭] (র)–এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম বিষয়ে রচিত।[১১৮]

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (র) ছিলেন স্বযুগের মহান সংস্কারক। ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। নৈতিক অবক্ষয় মুসলিম শাসনের হতাশাব্যঞ্জক ও ভয়ানক ধাপে এসে ঠেকে। সাইয়িদ সালমান নদভী এই পরিস্থিতিকে চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী

---

১১৬. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯৫।

১১৭. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) জগদ্বিখ্যাত আলিম। তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ নামে সুবিখ্যাত। তিনি মুজাদ্দিদে আলফি সানীর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী ও তাঁর মানস-সন্তান। মুসলমানদের বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের চিন্তা-চেতনায় নতুন প্রাণসঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূলুল ফিক্হ, যুক্তিবিদর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান রাজনীতিবিজ্ঞান, প্রতিটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন তিনি। কর্মজীবনে তিনি মাদরাসায় রহিমিয়ায় পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। শাহ সাহেব যে সংস্কারমূলক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তাতে তিনি মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। (১) পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতাকে রাষ্ট্র এবং জাতীয় জীবনের নৈতিক ও ব্যবহারিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার কারণ বলে নির্দেশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যতীত এসব সঙ্কট থেকে উত্তরণের কোনো পথ নেই। তাই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এই মহান মনীষী উত্তর ভারতের মুযাফফরনগর জেলায় ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার দিক থেকে তিনি হযরত উসমান (রা) এবং মাতার দিক থেকে তিনি মুসা কাযিমের বংশধর। তাঁর নাম আহমদ, উপাধি আবুল ফাইয়াজ। তিনি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। প্রাগুক্ত; পৃ. ৫২, ৫৩ ও ৬৩।

১১৮. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন–১২, ব্লক –ধ, বাসা–২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল– মে ২০০২, পৃ. ৩৯।

ভাষায় প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরেছেন এভাবে, "মুঘল সালতানাতের সূর্য ছিল অস্ত যাবার অপেক্ষায়, মুসলমানদের মধ্যে বিদ'আত, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত প্রথা মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিপথগামী ও ভণ্ড পীরগণ মাজারে একেকটি মসনদ তৈরি করে নেয়। জাতির বুযুর্গ ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ অভিমতগুলোর শব্দানুগ মর্মের মোড়ক পূজায় কেন্দ্রীভূত ছিল তাদের সমুদয় মনোযোগ। ফিক্বহী মাসআলার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ছিল যুগের মহা অপরাধ। সাধারণ তো সাধারণই, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ পর্যন্ত কুরআন, হাদীস ও ফিক্বহের সঠিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অনেকাংশে উদাসীন-অনবগত।'

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার কর্মসূচির পরিধি স্বক্ষেত্রে বিস্তৃত-পরিব্যাপ্ত এবং বহুমাত্রিকতায় ঋদ্ধ। এতে জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। এ গ্রন্থে তাঁর শিক্ষাদান ও জ্ঞানচর্চার পরিধি, রচনা, প্রকাশনা, সুন্নাত, ইসলামী আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রযুক্তির আসন্ন যুগে প্রবেশের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, দিকনির্দেশনা, ভারতে মুসলিম নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা, নিত্যনতুন বিপ্লব ও উদীয়মান শক্তিগুলোর বাস্তবধর্মী স্বরূপ পর্যালোচনা, এতদসৃষ্ট প্রতিকূলতার তরঙ্গাভিঘাতের মুকাবিলায় ইসলামী উম্মাহর সার্বিক হিফাযত ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার টেকসই কৌশল নির্ধারণ, ইসলামী জ্ঞানের জগতে গবেষণার চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থটিতে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।[১১৯]

❖ کاروان زندگی (*কারওয়ানে যিন্দেগী*, আত্মজীবনী)

আত্মজীবনী হচ্ছে সাহিত্যের একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা। এখানে লেখক নিজের জীবন ও জীবনের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণচিত্রে ফুটিয়ে তোলেন। এতে জীবনের কর্মব্যস্ততা, নিজস্ব রুচিবোধ ও জীবনসংগ্রামে উত্থান-পতন সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞান অর্জিত হয়। পৃথিবীর সব ভাষাতেই আত্মজীবনী লেখার রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। আরবী ও ইংরেজিতে এর মূল্যবান নমুনা রয়েছে। ইবনে বতূতা, জন ইউলিয়ন, পেপ্‌স-এর ডায়েরিগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। তাঁদের আত্মজীবনীকে শুধু সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও জীবনের উত্থান-পতনের শব্দচিত্রের গণ্ডিতে সীমিত ভাবা সংগত নয়; বরং এতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-প্রযুক্তি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সাহিত্য ও ইতিহাসের মূল্যবান মণিমুক্তোর সন্ধান মেলে। উর্দুতে

---

১১৯. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১১৮।

যদিও আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য রচনার রেওয়াজ ১৮৫৭ সালের পর থেকেই শুরু হয়েছে, কিন্তু এ প্রকারের সাহিত্য ব্যাপকভাবে সমাদৃত হতে শুরু করেছে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে। দেশ স্বাধীন হবার পর এটা নতুন গতি পায়। ...সভ্যতা, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, ইতিহাসের তথ্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হাত বদল এবং সাহিত্যের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করতে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সংগত।[১২০]

'কা'রওয়ানে যিন্দেগী' বিংশ শতাব্দীর মহান মনীষী, খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলিমে দীন, সৃষ্টিশীল সাহিত্যে স্বতন্ত্র আঙ্গিকের অধিকারী, উঁচুমাপের জ্ঞানতাপস, মুসলিম উম্মাহর প্রজ্ঞাবান দিকদিশারী হযরত আল্লামা নদভী (র) এর আত্মজীবনী। আল্লামার রচিত গ্রন্থটি সাত খণ্ডে সমাপ্ত। *কা'রওয়ানে যিন্দেগীতে* আল্লামা নদভী (র) সমকালীন ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলি, উত্থান-পতনের ধারাক্রম, ধর্মীয় ও জাতীয় কর্মতৎপরতা, আন্দোলন-সংগ্রাম, বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন এটি পাঠকের কাছে যত না আত্মজীবনী বলে মনে হয় তার চেয়ে ঢের বেশি প্রতিভাত হয় যুগদর্পণ হিসেবে।[১২১]

আল্লামা নদভীর রচনাবলির মধ্যে *কা'রওয়ানে যিন্দেগী* আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এ রচনায় একদিকে তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের চড়াই-উৎরাই, বংশধারা বিষয়ক আলোচনায় সম্মানিত অনেক নিকটজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নানান অবস্থার আলোচনায় অন্যদিকে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জাহানের উত্থান, সৌভাগ্য, সম্ভাবনা ও বিজয়ের দিকমাত্রা আলোচনা স্থান পেয়েছে যথাস্থানে।[১২২]

প্রথম খণ্ড

দু' হাজার ছ'শত ছিয়ান্নব্বই পৃষ্ঠার আত্মজীবনীর *কারওয়ানে যিন্দেগীর* প্রথম খণ্ড আঠারো অধ্যায় সংবলিত। এতে লেখকের জন্ম (ডিসেম্বর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ)

---

১২০. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৫২।

১২১. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. প্রাগুক্ত।

১২২. কাসেমী ড. মুহাম্মদ সৌদি আলম (সম্পা), *মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : আফকার ওয়া আ'ছার*; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর, রাজস্থান, পৃ. ৪৪৭।

থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের আপন অবস্থা, ঘটনাবলি, স্বীয় বংশের ঐতিহ্য, শৈশবের কতিপয় ঘটনা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাওলানা খলিল আরবসহ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মুগ্ধতা ও অধিকতর আগ্রহের বিস্তারিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[১২৩]

দ্বিতীয় খণ্ড

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লেখকের দু' দশককালের দেশ-বিদেশের সফর, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও পরিবর্তন, মেরুকরণের বর্ণনা সংবলিত। তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন দরদি মনীষী হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির নির্মোহ ও পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণের পাশাপাশি কুরআন, হাদীস, জাতীয় ইতিহাস, পূর্বসূরিদের জীবনধারা, বিভিন্ন পরিস্থিতির নেপথ্য অনুঘটক, অতীত কর্মকাণ্ডের ফলাফলের মাঝে যোগসূত্র চিহ্নিত করে চলমান সঙ্কট উত্তরণ ও সমস্যাবলির সমাধান নির্দেশ করেছেন। ১৯৬৭ সালের ২৫ জুন আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মিসরের পরাজয়, বায়তুল মুকাদ্দাসে ইসরাইলী নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামতের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যথা মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদী, মারইয়াম জমিলা ও ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ, আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন, সেমিনার, বাদশাহ্ ফয়সল পুরস্কার, বিভিন্ন সময় দেয়া গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার, জাতীয় নেতৃবৃন্দের নামে লিখিত পত্রাবলি, 'তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়ত (মানবতার বার্তাবাহী আন্দোলন) এর গুরুত্ব, ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক ঝড়, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং ছয়টি মুসলিম দেশের সফর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এতে।[১২৪]

তৃতীয় খণ্ড

কা'রওয়ানে যিন্দেগীর তৃতীয় খণ্ডে বিজ্ঞ লেখক ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত সময়কালের অবস্থা ও ঘটনাবলি, আম্মান, মধ্যপ্রাচ্য, ইয়েমেন, বাংলাদেশ,

---

১২৩. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী (সংকলন ও সম্পা), *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি;* আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৫৪।

১২৪. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৫৬।

পাকিস্তান, বৃটেন, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, কুয়েত এবং দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ সফর সম্পর্কে বর্ণনা দেন। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডকে রক্ষাকল্পে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, সেমিনার, মিরাঠ ও অন্যান্য শহরে সংঘটিত অরাজকতা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ, তাঁদের কাছে পত্র প্রেরণের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১২৫]

চতুর্থ খণ্ড

কা'রওয়ানে যিন্দেগীর চতুর্থ খণ্ড ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে লেখকের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ, অবস্থার বিবরণ, এ সময়ে তিনি যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার মুখোমুখী হন তার বর্ণনা এবং ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, এক্ষেত্রে বিভিন্ন থিঙ্কট্যাংক, সংস্থা-সংগঠনের গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রয়াস-প্রচেষ্টার আলোচনা স্থান পেয়েছে। লেখকের বিভিন্ন সফর, সাহিত্য সংশ্লিষ্ট ও গবেষণাভিত্তিক সভা-সেমিনার, বাবরী মসজিদ ট্রাজেডির ফলে সৃষ্ট অরাজকতা, মিনার দুর্ঘটনা, কুয়েতের উপর ইরাকী হামলা ও অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১২৬]

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম খণ্ডে লেখকের জীবনপঞ্জির ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলির ও পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। এই খণ্ডের অধিকাংশে লেখকের বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির বিবরণ এবং বহুমুখী তৎপরতার বর্ণনা রয়েছে। ১৯৯৩ সালে লক্ষ্ণৌ-এর কায়সারবাগে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম আন্তধর্মীয় সম্মেলনে দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেন:

'আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে এ কৈফিয়ত পেশ করছি যে, আমি একজন লেখক মানুষ কিন্তু আমার যাবতীয় মনোযোগ সবসময় দু'টি বিষয়কেন্দ্রিক; একটি হল ধর্ম, তাও ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন আর দ্বিতীয়টি হল ইতিহাস। আর ইতিহাসও কেবল একটি অংশ নিয়ে নয় বরং পুরো পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে আমি পড়াশোনা করি। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজিতে আমি বিশ্ব ইতিহাসের বিশাল ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করেছি এবং তা অধ্যয়নও করেছি। এ অধ্যয়ন থেকে

---

১২৫. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী, প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৫৯।

১২৬. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. প্রাগুক্ত।

আমি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বের করেছি তা হল, যুলুম হল দুনিয়ার সর্বাধিক ঘৃণিত বিষয়। এর পরিণামে পৃথিবীর পরাশক্তিতুল্য বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রদীপ নিভে গেছে, হেমন্তের উষ্ণ হাওয়া মানব সমাজের পুষ্পকাননকে নিষ্প্রাণ করে ছেড়েছে, যাবত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের সমূহ সম্পদ ভস্মীভূত হয়েছে।[১২৭]

ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড

এ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে লেখকের ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনাপ্রবাহ এবং সপ্তম খণ্ডে ১৯৯৭ থেকে জুলাই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছরের অবস্থা, ঘটনাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্য পাঁচ খণ্ডের মতো এ দু'খণ্ডেও ভারত এবং বিশ্বমঞ্চের নানা রকম ঘটনাপ্রবাহ, সৃষ্ট পরিস্থিতির পর্যালোচনা, লেখকের অন্তরে এর গভীর প্রভাব এবং তা থেকে গৃহীত শিক্ষা ও ফলাফল, বিভিন্ন মনীষীর মৃত্যুতে তাঁর শোকবাণী, প্রতিক্রিয়ামূলক লেখা, জ্ঞান-গবেষণা, ধর্মীয় সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উঠে এসেছে।[১২৮]

গ্রন্থটি সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আল্লামা নদভীর কলমের কালিতে সৃষ্টি *কা'রওয়ানে যিন্দেগী* একটি বিশ্বকোষতুল্য। আল্লামা নদভীর ৮৫ বছরের রোজনামচা ও জীবনপঞ্জি, চড়াই-উৎরাইয়ের বিশদ বিবরণ, বিজ্ঞ ও সম্মানিত বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনাকেও ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর আলোকিত ও শাশ্বত চিন্তাধারা, স্বদেশ-বিদেশে প্রদত্ত বৈপ্লবিক ভাষণ, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির উত্থান-পতনের বিবরণ ও বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দেশ-জনপদের আন্দোলন, সংগঠন, সংস্কার তৎপরতা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা, ইতিবাচক নেতিবাচক দিকগুলোর উপর সবিস্তার আলোকপাত করা হয়েছে।[১২৯]

❖ پرانے چراغ (পুরনো প্রদীপ)

পুরানে চেরাগ (প্রদীপ) আল্লামা নদভীর স্মৃতিচারণমূলক এক অনবদ্য রচনা। বইটি ৩ খণ্ডে সম্পাদিত। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যেসব ওলামা, মাশায়িখ,

---

১২৭. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬০।

১২৮. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬০-৬১।

১২৯. কাসেমী ড. মুহাম্মদ সউদ আলম (সম্পা), *মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : আফকার ওয়া আ'ছার*; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর, রাজস্থান,পৃ.৪৫৫।

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং বড় বড় মনীষীর সাথে মিশেছিলেন কিংবা তাঁরই সান্নিধ্যে যে সকল মনীষী বড় হয়েছিলেন তিনি তাঁর এ গ্রন্থে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করেছেন।[১৩০]

পুরানে চেরাগ এমন একটি গ্রন্থ যেখানে আল্লামা নদভী (র) বিভিন্ন শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জীবন চিত্রায়িত করেন। পুরানে চেরাগ সর্বপ্রথম ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি খণ্ডে আলোচিত প্রত্যেক ব্যক্তিত্বকে তিনি সাজিয়েছেন শ্রেণিবদ্ধভাবে, কালানুক্রমে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম খণ্ডে মোট ১৮ জন মনীষীর আলোচনা রয়েছে। এখানে প্রথম দলটির আলোচনা স্থান পেয়েছে যাঁরা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অন্যদের তুলনায় জাতির কিছুটা উঁচুস্তরের দিকদিশারী।[১৩১] প্রথম খণ্ডে মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা সাইয়িদ মানাযির আহসান গিলানী, মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা ওছীউল্লাহ্ ফতেহপুরী, মাওলানা হায়দার হাসান খাঁন, মাওলানা খলিল আহমদ আরব, মাওলানা হালীম আতা, মাওলানা মাসউদ আলম নদভী, কবি জিগর মুরাদাবাদী প্রমুখ মনীষীর আলোচনা করা হয়েছে।[১৩২]

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডে কতিপয় শীর্ষস্থানীয় আলিমে দীনের আলোচনা করা হয়েছে; যাঁদের মধ্যে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা ওছিউল্লাহ ফতেহপুরী ছাড়া তাঁর কতিপয় ওস্তাদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকী, মাওলানা খলিল আরব ও মাওলানা সাইয়িদ তালহা হাসানি। 'কতিপয় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন অথচ অপরিচিত

---

১৩০. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. ৩ ৪০।

১৩১. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি;* আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৪১-৪২।

১৩২. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম;* আল-ইরফান পাবলিকেশন্স সেকশন-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, প্রকাশকাল- মে ২০০২, পৃ. প্রাগুক্ত।

ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক শিরোনামে মাওলানা শাহ্ হালিম আতাসানী, মাওলানা হাকিম সাইয়িদ হাসান মুসান্না নদভী আমরোহী, মাওলানা সিদ্দিক হাসান আইসিএস ও সাইয়িদ মুহাম্মদ নাটোরীর আলোচনা বিধৃত হয়েছে।[১৩৩]

দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশজন মনীষীর আলোচনা পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত। 'ভারতের কতিপয় গুণীজন ও বিখ্যাত ব্যক্তি' শিরোনামে নবাব সদর আলী জঙ্গ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং ড. যাকির হুসাইনের আলোচনা উঠে এসেছে। 'কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব শিরোনামে আলহাজ্ব মুফতি আমীনুল হুসাইনী, মাওলানা মাসউদ আলেম নদভী, মাওলানা আবদুল বারী নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ সলিম মক্কীর আলোচনা দেখা যায়। 'খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও লেখক' শীর্ষক অনুচ্ছেদে মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী, প্রফেসর রশীদ আহমদ সিদ্দিকী, চৌধুরী গোলাম রসূল মেহের ও মাওলানা মাহির আলকাদেরীর আলোচনা করা হয়েছে। 'কতিপয় শীর্ষ আলিম' শিরোনামে মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারুকী, আল্লামা বাহজাতুল বায়তার, মাওলানা আবদুল আযীয মায়মুন, মাওলানা মুহাম্মদ উয়ায়স নদভীর কথা, এবং 'কয়েকজন সমকালীন সুহৃদ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে সুফী আবদুর রব, মাওলানা সাইয়িদ আবু বকর গযনভী, মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়ায়ী নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদী প্রমুখ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৩৪]

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে পুরানে চেরাগ তৃতীয় খণ্ড আলোর মুখ দেখে। এ খণ্ডেও উপরিউক্ত রীতিতে ২৫ মনীষীকে ছয় শ্রেণিতে বিন্যপ্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে 'আরব বিশ্বের সমকালীন কতিপয় বিখ্যাত দ্বীনি ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে তাঁদের মধ্যে শাইখ হাসানুল বান্না, এরপর 'কিছু সমকালীন বন্ধুজন ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে যাঁদের আলোচনা এসেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা মাসউদ

---

১৩৩. নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী , *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি*; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৪২।

১৩৪. নদভী প্রফেসর মুহসিন উসমানী , প্রাগুক্ত; আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৪২।

আহমদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (র)-এর অনুরোধে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৩৭]

গ্রন্থটি চার অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে এ আন্দোলনের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়টি ঐতিহাসিক কারণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ অধ্যায়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও হাকীম নুরুদ্দিন বেরেলভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মির্যা সাহেবের ধর্মবিশ্বাস, তার দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের পর্যায়ক্রমিক উন্নতি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়টিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পর্যায়ক্রমিক উন্নতির উক্ত ধাপগুলোই এ আন্দোলনের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। যে জীবনদর্শনের আহ্বান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তা সূচনা থেকে একই নীতির পথ ধরে চলতে থাকে। পক্ষান্তরে, যে মিশনে মানুষের প্রবৃত্তির সম্পৃক্ততা থাকবে, তা 'যদি (এ ধর্মীয় আহ্বান) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, এতে তোমরা বিভিন্ন ধরনের বৈপরীত্য, অসংগতি ও বিক্ষিপ্ততা প্রত্যক্ষ করতে'[১৩৮] কুরআনের এই বাণীরই আওতায় পড়ে। কাদিয়ানী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব পুরোপুরি প্রযোজ্য। লক্ষণীয়, কাদিয়ানীদের নীতিনির্ধারক ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার ৫০ বছর ধরে যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলে আসছে এবং প্রত্যেক উপদল নিজেদের পক্ষে যেসব মনগড়া দর্শন খাড়া করছে তা এ অকাট্য সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, এক সময় যা কুফর ও নির্জলা প্রতারণা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে সময়ের ব্যবধানে ঠিক তাকেই তাদের বক্তব্যের ভিত্তিরূপে হাযির করা হয়েছে।[১৩৯]

❖ مغرب میں کچھ صاف صاف باتیں (পশ্চিম মুল্লুকে কিছু স্পষ্ট কথা)

এটি ইউরোপ ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দেয়া লেখকের বক্তৃতামালার সংকলন। এসব বক্তৃতায় তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পশ্চিমা সভ্যতার পোস্টমর্টেম করেন। এতে তিনি মানবতার কল্যাণের প্রশ্নে চাকচিক্যময় পাশ্চাত্য জীবনধারার অসারতা তুলে ধরেছেন দক্ষতার সাথে।[১৪০]

---

১৩৭. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি : জীবন ও কর্ম;* আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ৩৪২।

১৩৮. আল-কুরআন আল- কারীম, সূরা নিসা, আয়াত-৮২।

১৩৯. আখতার সফীর, *মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি : হায়াত ওয়া আফকারকে চন্দ পেহলো;* ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পৃ. ১৫৫-৫৬।

১৪০. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স*, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪২।

বইটি মূলত আরবী ভাষায় প্রকাশিত। পশ্চিমা দেশগুলোতে সফরকালে প্রদত্ত ভাষণ ও আলোচনা নিয়ে সংকলিত বইটি। বইটির বহু সংস্করণ বের হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু বক্তৃতা বা প্রবন্ধ বিভিন্ন সংকলনে অনূদিত হয়েছে।

বইটি সম্পর্কে আবদুল মাজিদ গূরীর প্রতিক্রিয়া হলো, "লেখক এ গ্রন্থে একজন নিষ্ঠাবান দা'ঈর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পশ্চিমাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন কোনো সংশয়-সঙ্কোচ ছাড়াই, একেবারে পরিষ্কার ভাষায়। তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন মানবতার সেবার প্রতি জোরকদমে এগিয়ে আসতে, মানবজাতির সঠিক নেতৃত্ব দিতে। শুধু তাই নয়, বরং তিনি তাঁদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, তাদের দম্ভ-দানব ও সীমাহীন আত্মমুগ্ধতা তাঁদেরকে আলোর সন্ধান থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের প্রবণতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বইটির বর্ণনা অসাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ, যা একজন দা'ঈর দর্শনের দীপ্তিময়তায়, এবং বোধের তীক্ষ্ণতায় সূর্য-সমুজ্জ্বল। বইটির ভাষা ও ভাষ্য থেকে দরদের দীপ্তি, প্রেম, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার দ্যুতি ঠিকরে বেরোয়।"[১৪১]

❖ تبلیغ دعوت کا معجزانہ اسلوب (তাবলীগ ওয়া দা'ওয়াত কা মু'জিযানা উসলূব)

ইসলামে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব অপরিসীম। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে ঈমান ও তাওহীদের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। এজন্যে আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তাঁর স্বজাতির ভাষাসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী, [১৪২] "وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه" অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাসহ প্রেরণ করেছি।" মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পর যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত নুবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তাই দাওয়াত ও তাবলীগের এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁর উম্মতগণকেই। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير "ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون"[১৪৩]

---

১৪১. গূরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আল-ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*, প্রকাশক–দারু ইবনু কাছীর, দামেশক, বৈরুত, পৃ. ৩১৬।

১৪২. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪।

১৪৩. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৪।

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত যাঁরা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে; এরাই কামিয়াব।" কিন্তু একজন দা'ঈ ও মুবাল্লিগের বৈশিষ্ট্য কী হবে, দাওয়াত প্রদানে নীতিমালা কী হবে? দাওয়াত ও তাবলীগের পন্থা ও হিকমত কী? যেমন কুরআনের বাণী, "ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"[১৪৪] অর্থাৎ "মানুষকে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর।" মূলকথা হল 'হিকমত ও 'মাওইযাতে হাসানাহ' হল দাওয়াত ও তাবলীগের অন্যতম প্রধান দু'স্তম্ভ। এ বিষয়ক আল্লামা নদভীর আরবী ভাষার কয়েকটি বক্তৃতার সংকলনই হল روائع من ادب الدعوة فى القرآن والسيرة (রাওয়াইউ মিন আদাবিদ দা'ওয়াতে ফিল কুরআনে ওয়াসসীরাহ্) যা গুরুত্বের কারণে পরবর্তীতে উর্দুতে ভাষান্তর হয়ে تبليغ دعوت كا معجزانه اسلوب শিরোনামে[১৪৫] প্রথমবার প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। এখানে এক আলোচনার পর্যায়ে মূসা (আ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি, প্রজ্ঞা এবং দা'ঈসুলভ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে আল্লামা নদভী 'নুবুওয়াত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পার্থক্য শীর্ষক' শিরোনামে বলেন :

حضرت موسى عليه السلام اس ضمنى مهم كو سمجھنے ميں كسى حدتك غلط فهمى اور خلط المط كا امكان ہے جس كے كئے وہ الله كى طرف سے مور تھے. اور جس كا مقصد بنى اسرائيل كى أزادى كا حصول تھا. يمن چاہتاہوں كه اس سلله يمن أپ كاذہين صاف رہے. بات يه ہے كه حضرت موسىٰ اكاجوكام تھا (نبى اسرائيل كو أزاوى ولانا) وهايسا كام تھا كه جوبھى اس كو لے كراٹھتا اس پر سياسى رنگ غالب أجاتا. اوروہ سياست كى زبان يمن بات كرتا. قومى جوش سے پر ہوتا "حقوق" اوردليل كى بات كرتا اورحقيقت بھى يهى تھى كه بنى اسرائيل كو فرعون نے غلام بنار كھاتھا. اوروہ سخت مظالم كاشكار تھے. اسيے مظالم جن كو صحيح تصوير كشى صرف تر أن ہى كى بليغ أيتوں يمن ممكن تھى.

১৪৪. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা নাহল, আয়াত ১২৫।
১৪৫. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, দাওয়াত ওয়া তাবলীগ কা মু'জিযানা উসলুব; প্রাগুক্ত পৃ. ৯, ১০, ১১ ও ১৩।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. (سورة البقرة-٤٩)

گمر جس پہلو کی طرف أپ کی نظر ملتفت کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام، دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح ایک نبی مرسل تھے جنھیں اللہ تعالے نے اپنا مخاطب بنانے اور بات کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا، ان کی اولیں حیثیت یہ تھی کہ وہ دین حق اور ایمان وعقیدہ کے داعی تھے، لہذا ان أیات پر أپ غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح حضرت موسی نے اللہ تعالے کی مدد وتائید سے اپنی داعیانہ شخصیت کو أگے رکھا، اور احتجاج، مطالبات اور قومی نخوت اور جوش کو بیچ میں أنے نہیں دیا، موقع ایسا تھا کہ اس میں انسان سب کچھ بھول جایا کرتا ہے، اس کے اندر "حمیت جاہلیہ" (غیر دینی قومی حمایت وفخر) جوش مارنے لگتی ہے، اور جذبۂ وطنیت وقومیت اپنا کام کرنے لگتا ہے، اور قوم پرست سیاسی کارکنوں کی زبان میں وہ بات کرنے لگتا ہے، لیکن دیکھئے کہ اللہ تعالے نے حضرت موسی علیہ السلام کی کس طرح رہنمائی فرمائی کہ ان کے جذبۂ قومی کی رگ ایمانی قوت پر غالب نہ أسکی، اور فرعون کو جو دعوت دی وہ اللہ پر ایمان کی دعوت تھی.

মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের সাথে সাথে নিজের জাতি বনি ইসরাঈলকে ফিরআউনের দাসত্বমুক্ত করার যে সুকঠিন দায়িত্ব হযরত মূসা (আ)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তা বুঝতে গিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

মূলত হযরত মূসা (আ)-এর উপর বনি ইসরাঈলকে মুক্ত করার যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তা যে কেউ পালন করতে গেলে তার মধ্যে অবশ্যই রাজনৈতিক আচরণ প্রাধান্য পাবে। রাজনৈতিক ভাষায় সে কথা বলবে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তাকে সৃষ্টি করতে হবে এবং অধিকার আদায় ও যুক্তির ভাষা সে প্রয়োগ করবে। বাস্তবতার দাবিও তাই। কারণ ফিরআউন বনি ইসরাঈলকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকলে তাদেরকে নিষ্পেষিত করছিল– যার সঠিক চিত্র

তুলে ধরা একমাত্র কুরআনুল কারিমের অলৌকিক ভাষায়ই সম্ভব।[১৪৬] ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. (سورة البقرة-٤٩)

স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত- তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবাই করত এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, এবং তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ছিল এক মহা পরীক্ষা।[১৪৭]

কিন্তু আমি যে বিষয়টির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি তা হলো হযরত মূসা (আ) অন্যান্য নবীর ন্যায় আল্লাহ প্রেরিত একজন রাসূল ছিলেন, যিনি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য তো এটাই হবে যে, তিনি সত্য দীন ও ঈমান এবং আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানাবেন। তাঁর দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্যে আপন দা'ঈসুলভ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কিভাবে অধিকার আদায়ের ভাষা, যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা, সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ ও উত্তেজনা পরিহার করেছেন। অথচ এমতাবস্থায় মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অহংবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে। আঞ্চলিকতা ও জাতিগত আত্মমর্যাদাবোধ সক্রিয় হয়ে যায় এবং দলীয় রাজনীতির ভাষায় মানুষ কথা বলতে শুরু করে দেয়।

কিন্তু হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করলেন যে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তাঁর ঈমানী শক্তিকে পরাস্ত করতে পারল না। তিনি ফিরআউনকে যে দাওয়াত দিলেন তা ছিল মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত।[১৪৮]

---

১৪৬. নদভী; মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, তাবলিগ-ই-দাওয়াত কা মু'জিযানা উসলুব, মজলিশ-ই-তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮১ (১ম মুদ্রণ) পৃ. ৮২-৮৩।

১৪৭. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল বাকারা, আয়াত ৪৯।

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

❖ ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ (হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ):

বিগত চৌদ্দশ' বছরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমানদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অবদান। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জীবনধারায় মুসলমানদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতের জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের নজিরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুসলমানদের আগ্রাসী ও লুটেরা জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন, বাস্তবে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যদি পারস্পরিক ঐক্য, আস্থা ও বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং মর্যাদার ভিত্তিতে একসাথে থাকতে চায় তাহলে প্রত্যেক জাতিকে অবশ্যই অন্য জাতির সামাজিক আচার-আচরণ এবং অতীত ইতিহাস জানতে হবে। জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের অবদান কি, তা জানতে হবে এবং তার স্বীকারোক্তি দিতে হবে।[১৪৯] এই গ্রন্থে আল্লামা নদভী ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তনির্ভর এবং যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলমানদের ত্যাগ ও অবদান তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বইটি প্রথমে "আল-মুসলিমুনা ফিল হিন্দ" নামে আরবীতে এবং পরবর্তীতে "Muslims in India" নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত ও পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়।[১৫০] ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদানসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে 'মুসলমান জঙ্গ আযাদী কে কায়েদ ওয়া রাহনুমা' টিপু সুলতান কি জাদ্দু ও জাহাদ আওর উলুল আযমী, 'উস জংগ মে মুসলমানোঁকা হিস্যা' এবং "ইংরেজোকা জোশে ইন্তেকাম আওর সফ্ফা কী' শীর্ষক অনুচ্ছেদে আল্লামা নদভী বলেন :

"ہند ونسان کی نحریك أزاوی یمن مسلماں کا حصه قدرتی طور پر بهیت ممتاز ونمایاں رہاہے۔ انهوں نے جنگ أزادی یمں قائل اوررہنما کاپرٹ ادا کیا۔ اس کی وجه یه تهی که انگر یزوں نے جب ہند وستان پر قبضه کرنا شروع کیا اوررفته رفته ایك ایك صوبه اورریاست ان کے زیر نگیں أنے لگی اس وقت مسلمان ہی ہند وستان کے فرمانروا تھے۔ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرہ

১৪৯. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ; প্রাগুক্ত পৃ. ৯।

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

کا احساس ہوا وہ میور کا بلند ہمت اور غیور فرمانر وا فتح علی خاں ٹیپو سلطان () تھا جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کری کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آئی تو آخر کار پر املک ان کا لقمۂ تر بن جائے گا، چنانچہ انھوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز وسامان، وسائل اور موجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقالہ میں میدان میں آگئے۔"

ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اس مقصد سے انھوں نے سلطان زکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خطکتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے، قریب تھا کہ انگریزوں کی سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے، اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہوجاً میں مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملالیا اور آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے مم ۴ رمئی ۱۷۹۹ء کو سرنگاپٹم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی، انھوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم وکرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی، ان ی مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ "گیدڑ کی صد سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے" جب Harris کو سلطان کی شہاوت کی خبر ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ:

"آج سے ہندوستان ہمارا ہے"

باوجود اس کے کہ یہ جنگ آزادی صحیح معنی میں عوامی اور قومی تھی اور ہندو مسلمان سب ان میں شریک تھے، اور ہندوستان تے، وطن دوستی، اتحاد اور گرمجوشی! وروولولہ کا ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا جیسا کہ اس وقت دکھنیے میں آیا، پھر بھی قیادت ورہنمائی کے میدان میں مسلمانوں کا پلڑہ بھاری تھا، چنانچہ اکثر قائد مسلمان، ی تھے۔

جنگ آزادی کی یہ کوشش جب ناکام ہوئی جس کے اسباب پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو انگریزوں نے ہندوستانیوں سے انتقام لیناشر ورع کیا

اور ہند وستانی قوم کے ساتھ ایسے ظالم وجابر فاتح کا معاملہ کیا جو رحم وانصاف اور انانیت کے مفہوم سے نا آشنا ہو۔ اس کے نتیجہ میں الیی ہلاکت خیزی اور تباہی پھیلی اور ایسی سفاکی کا مظاہرہ کیا گیا، جس نے چنگیز وہلاکو کی یاد تازہ کردی۔ انھوں نے بادشاہ کے تین نوجوان لڑکوں کو قتل کیا، باوجود اس کے کہ وہ اس سے پہلے ان کو امان دے چکے تھے۔ اور ایسی وحشیانہ اور بربریت کے ساتھ قتل کیا کہ دس سے خودبہت سے انگریزوں کو جھرجھری آگئی۔ اس کے ساتھ شاہی خاندان کے تیتیس ۳۳ افراد کو قتل کیا گیا۔ جس میں مریض بوڑھے اور اپاہج بھی شامل تھے انھوں نے بادشاہ کی تذلیل کی اور انتہائی توہین آمیز طریقہ سے ان پر مقدمہ چلایا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی قتل کردیں۔ لیکن چونکہ ایک قومی امر نے ان کی زندگی کی ضمانت کی تھی اس کے لئے ان کو زندگی بھر کے لئے "رنگون جلاوطن کردیا گیا جہاں بہت کس مپرسی، بیکسی اور تنگی وپریشانی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান ছিল অলৌকিক, অসাধারণ ও অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানরা অগ্রনায়ক ও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। এর কারণ ছিল, ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ দখল করতে শুরু করল এবং ক্রমান্বয়ে একের পর এক প্রদেশ ও ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যসমূহ তাদের দখলে চলে যেতে লাগল, তখন মুসলমানরাই ছিলেন হিন্দুস্তানের শাসনকর্তা। সর্বপ্রথম যার অন্তরে এই বিপদের আশঙ্কা অনুভূত হয়, তিনি ছিলেন মহীশুরের সাহসী ও নির্ভীক শাসনকর্তা ফতেহ আলী খান টিপু সুলতান (১২১৩ হিজরী/ ১৭৯৯ খৃ.)। তিনি তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় একথা উপলব্ধি করলেন যে, যদি ইংরেজরা এভাবে এক-একটি প্রদেশ ও রাজ্য দখল করতে থাকে এবং কোনো সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ শক্তি তাদের মুকাবিলায় না আসে, তবে ভবিষ্যতে পুরা ভারতবর্ষকে তারা সহজে গ্রাস করে ফেলবে। এরপর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন এবং পূর্ণ সাজ-সজ্জা ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাদের মুকাবিলায় ময়দানে অবতীর্ণ হলেন।[১৫১]

---

১৫১. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারিখী জায়িযাহ, মজলিশ-ই- তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত ১৯৯২, (৩য় মুদ্রণ) পৃ. ১৫৫

টিপু সুলতান ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা ও নবাবদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কি সম্রাট সলিম উসমানী, অন্যান্য মুসলিম রাজা-বাদশাহ এবং ভারতবর্ষের আমীর উমরা ও নবাবদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেন। সারাজীবন তিনি উপনিবেশবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড প্রতিরোধের কারণে এক পর্যায়ে ইংরেজদের সমস্ত পরিকল্পনা চুরমার হয়ে এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ইংরেজরা তাদের অসাধারণ ধূর্ততা, কূটচালের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের নবাবদেরকে বশে আনতে সক্ষম হয়। অবশেষে দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ বাদশাহ টিপু সুলতান ৪ মে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীরঙ্গ পত্তম' এর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ইংরেজদের দাসত্ব বরণ ও তাদের দয়ার বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। তাঁর ইতিহাসবিশ্রুত বাণী ছিল।

To live for a day like a lion is far more precious than to live for a hundred years like a jackal.

"শৃগালের একশ' বছরের জীবনের চেয়ে সিংহের একদিনের জীবন অনেক উত্তম।" ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল হ্যারিস (Harris)-এর কাছে যখন সুলতানের শাহাদাতের খবর পৌঁছুলো, তিনি তাঁর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে সদম্ভে বললেন:

From today India is ours

আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের।"[১৫২]

স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ও সম্মিলিত সংগ্রাম। ভারতবর্ষ দেশপ্রেম, ঐক্য ও সংহতি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, আবেগ ও উত্তাপের এই প্রাণময় দৃশ্য আর কখনো দেখেনি। তা সত্ত্বেও নেতৃত্বের অগ্রণী ভূমিকায় মুসলমানদের পাল্লা ছিল ভারী। এ আন্দোলনে অধিকাংশ নেতা ও সেনা অধিনায়ক ছিলেন মুসলমান।[১৫৩]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন করুণভাবে ব্যর্থ হলো, সেই ব্যর্থতার কারণ উদঘাটন করতে রচিত হয়েছে বহু পুস্তক। তখন ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। ভারতীয়দের সাথে তারা এমন নির্মম

---

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

অত্যাচারী বিজয়ী জাতির ন্যায় আচরণ করল যেন তারা দয়া-মায়া, ন্যায়-নীতি ও মানবতার তাৎপর্যের সাথে পরিচিত নয়। ফলে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলায় মেতে উঠল, যা স্মরণ করিয়ে দেয় চেঙ্গিস ও হালাকু খানের প্রলয়তাণ্ডব ও মানব সংহারের করুণ ইতিহাস। ইংরেজরা বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের তিন যুবক ছেলেকে হত্যা করল অথচ তাদেরকে ইতোপূর্বে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছিল। এমন হিংস্রতা ও বর্বরতার সাথে তাদের হত্যা করা হলো, যে দৃশ্য দেখে স্বয়ং বহু ইংরেজ শিউরে উঠেছিল। তাদের সাথে রাজবংশের তেত্রিশ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়- যাদের মধ্যে ছিল রোগপীড়িত, বয়োবৃদ্ধ, এমনকি পঙ্গু ব্যক্তিও। তারা বাদশাহকে অপদস্থ করে এবং নিতান্ত অবমাননাকর পন্থায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে। ইংরেজরা বাদশাহকেও হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু একজন সেনা কমান্ডার তাঁর জীবনের দায়িত্ব নেয়ায় চিরদিনের জন্য তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে অবর্ণনীয় কষ্ট যন্ত্রণার মাঝে মানবেতর জীবন যাপন করে ইন্তেকাল করেন।[১৫৪]

এ সময় সম্রাট কবি বাহাদুর শাহ যাফর অত্যন্ত আবেগের সাথে লিখেছিলেন :

کتنا بد نصیب ہے ظفر
کہ دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں

যাফর কত হতভাগ্য যে, স্বদেশের দু'গজ যমীনও তার ভাগ্যে জুটল না।

❖ پاجا سراغ زندگی (পা-জা সুরাগে যিন্দেগী)

গ্রন্থটি মূলত ভারতের দারুল উলুম নওয়াতুল উলামাসহ বিভিন্ন দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আল্লামা নদভীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতামালার সংকলন। গুরুত্বের কারণে মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ হতে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাগুলোতে আল্লামা নদভী বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "তোমাদের এ (জ্ঞানার্জনের) পথে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। কাজের বিরাট ময়দান সামনে পড়ে আছে। বাতিলের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। যদি এ পথে অবিচল থাক তাহলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী।[১৫৫] তিনি পাঠ্য

---

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

১৫৫. মিসবাহ, আবু তাহের, জীবন পথের পাথেয় অনু (মূল: পা-জা সুরাগে যিন্দেগী। মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী), দারুল কলম, লালবাগ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৯।

বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বহুমাত্রিক যোগ্যতা অর্জনের উপর জোর দেন।[১৫৬] যুগের চ্যালেঞ্জ ও চাহিদা কী? এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে তিনি সচেতন করেন।[১৫৭] মৌলিক এবং যুগোপযোগী জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, "দয়া ও করুণা প্রার্থনা করে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা অসম্ভব; তাই তোমাদের পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কারণ পৃথিবী শুধু যোগ্য মানুষদেরই মূল্যায়ন করে থাকে।"[১৫৮] তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পূর্ববর্তীদের ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে দীনি জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানের কাজ আঞ্জাম দেয়ার পরামর্শ রেখে বলেন, "তাহলে পার্থিব প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী সাহায্য পাওয়া যাবে।"[১৫৯] ১৯৬৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর আল্লামা নদভী দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনে নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও আত্মযোগ্যতা সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক যে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন তা যেকোনো শিক্ষার্থীর জীবনের জন্য আলোকবর্তিকা হতে পারে।[১৬০] বিশেষ করে 'ফরাগত কা গলত তাখায়্যুল' অনুচ্ছেদে তিনি বলেন,

"لیکن ایسے موقع پر جب "فارغ" کا لفظ آتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھنے میں لوگ غلطی کریں، دار العلوم کو ایک ایسی تعلیمی مدت تو رکھنی ہی چاہئے تھی جس مدت کو آپ طے کرتے اور اس مرحلے سے فارغ ہوتے لیکن اس موقعہ پر جو اہم بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا کہ ہم تعلیم سے فارغ ہوگئے اب ہمیں تعلیم و تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، تو بلا کسی حجاب کے اور تردّد کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور آپ کا ادارہ اپنے مقصد میں بالکل ناکام ہے، اور ہم لوگ بالکل ناکام ہیں، لیکن جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے فارغ ہونے کا یہ نہیں سمجھا ہے، بلکہ فارغ ہونے کا مفہوم آپ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ آپ اس قابل ہوگئے کہ کتابوں کہ ہاتھ لگا سکیں اور حسب ضرورت ان سے استفادہ کر سکیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ کو اب علم کے حاصل کرنے کی کنجی دے دی گئی تو زیادہ صحیح ہوگا، آپ اس کنجی کے ذریعہ ہر قفل کھول سکتے ہیں، اور علم کے خزانے اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں، آپ اس کنجی کو جتنا ہی استعمال کریں اسی قدر وہ کام دیتی چلی جائے گی۔" ১

এ ক্ষেত্রে 'শিক্ষা-সমাপ্তি' পরিভাষার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এর মর্ম অনুধাবনে অনেকেই ভুল করে থাকেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই একটি শিক্ষাকাল নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেও তা সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা যে মহাগুরুত্বপূর্ণ কথাটি আপনাকে বলতে চাই

---

১৫৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৩।
১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।
১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।
১৬০. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, পা-জা সুরাগে যিন্দেগী; মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫।

তা এ যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন কখনো শেষ হতে পারে না এবং শিক্ষার্থী কখনো জ্ঞানার্জনের সমাপক হতে পারে না।

আল্লাহ না করুন, আপনি যদি 'শিক্ষা-সমাপ্তি'র অর্থ এ মনে করে থাকেন যে, জ্ঞান অর্জন থেকে আপনি ফারিগ হয়ে গেছেন, আর অধিক তালিম ও তারবিয়াতের আপনার প্রয়োজন নেই। শিক্ষা-দীক্ষায় আপনি এখন সম্পূর্ণ; কেননা, আপনি 'শিক্ষা সমাপ্ত' করেছেন, তাহলে কোনো রকম দ্বিধা সংকোচ ছাড়া পরিষ্কার ভাষায় আমি বলব যে, আপনি কিছুই শিক্ষা লাভ করেননি। আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যের পথে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর আমরা যারা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম, আমরা হয়েছি সর্বস্বান্ত।

কিন্তু আমি আগেও বলেছি যে, আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাসমাপ্তির এবং জ্ঞানার্জন থেকে সমাপকের এই ভুল অর্থ আপনারা গ্রহণ করেননি, বরং আপনাদের মহান পূর্ববর্তীদের কাছে এর যে অর্থ ও মর্ম ছিল আপনারাও তাই বুঝেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন।

সুযোগ্য পূর্বসূরির সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে আপনারাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে, ফারিগ হওয়ার অর্থ হলো, শিক্ষা লাভের এমন এক স্তরে আপনারা উপনীত হয়েছেন যে, এখন যেকোনো বিষয়ে কিতাব হাতে নিতে পারেন এবং সাহস করে জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিয়ে প্রয়োজনীয় মণি-মুক্তা তুলে আনতে পারেন। বরং এভাবে বলা অধিক সঙ্গত হবে যে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আপনি এখন যেকোনো তালা খুলতে পারেন এবং যত ইচ্ছে জ্ঞান-সম্পদ আহরণ করতে পারেন। এ চাবিগুচ্ছ আপনি যত বেশি ব্যবহার করবেন তত বেশি লাভবান হবেন, তত বেশি বিদ্বান ও বিত্তবান হবেন।"[১৬১]

❖ تعمیر انسانیت (মানবিক জীবন গঠন)

এটি আল্লামা নদভীর কয়েকটি বক্তৃতার সংকলন। লেখক পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি দা'ওয়াতী মিশনে গিয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁর দেয়া কালজয়ী আহ্বানগুলো এ পুস্তিকায় গ্রন্থিত করা হয়েছে। বইটি *আল্লাহর পথের ঠিকানা* নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।[১৬২]

---

১৬১. নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলি, পা-জা সুরাগে জিন্দেগী, মজলিশ-ই-তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ. ১৮।

১৬২. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪২।

❖ تزكية، احسان، تصوف وسلوك (তাযকিয়া, ইহসান, তাসাউফ ওয়াসুলূক)

তাযকিয়া ও ইহসান, যাকে এ যুগে তাসাওউফ নামে অভিহিত করা হয়, ইসলামী ও ঈমানী যিন্দেগীর পরিপূর্ণতার জন্য এর বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। এ গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, দেশ ও জাতির উপর এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৬৩]

❖ دریائے کابل سے دریاء یرموک تک (কাবুল থেকে আম্মান)

কাবুল থেকে আম্মান বইটি একটি ভ্রমণ কাহিনী। লেখক ১৯৭৩ সালে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আফগানিস্তানের কাবুল হয়ে ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দান প্রভৃতি বিশেষত এসব দেশের রাজধানী শহরসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণ কাহিনিতে তিনি তাঁর সফরলব্ধ অভিজ্ঞতার সবিস্তার ও সরস বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬৪]

❖ دستور حیات (জীবনের সংবিধান)

এ গ্রন্থে আল্লামা নদভী দাওয়াত ও ধর্মীয় দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সারনির্যাস পেশ করেছেন এবং বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটি সঠিক-শুদ্ধ ইসলামী আকীদা ও ইসলামের সর্বজনগ্রহণীয় আচরণবিধির গাইডবুক এবং একজন সত্যানুসন্ধানী মুসলমান ও কর্মে-চরিত্রে নবুভী আদর্শাভিমুখী ব্যক্তির জন্যে জীবনবিধান হওয়ার উপযোগী।[১৬৫]

❖ معرکۂ ایمان ومادیت (ঈমান ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব)

এটি মূলত আরবীতে লিখিত লেখকের অনবদ্য গ্রন্থ–*আস্ সুরাউ বাইনাল ঈমনে ওয়াল মাদ্দিয়াহ্*–এর উর্দু তরজমা। এ গ্রন্থে সূরায়ে কাহাফের তাফসীর এবং

---

১৬৩. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স*, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪২।

১৬৪. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪৩।

১৬৫. গূরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নাদভী : আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক, দারু ইব্নু কাছীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ২৭২ ।

কুরআন হাদীস, প্রাচীন ইতিহাস ও নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সূরার পর্যালোচনা করা হয়েছে।[১৬৬]

আল্লামা নদভীর এ গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সেই দুর্দান্ত কপট সংস্কৃতির মর্ম-মেজাযের সঠিক চিত্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা রয়েছে, যা খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্ম নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করেছে। গ্রন্থটি পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের জীবন ও চিন্তায় তার অসাধারণ জাদুকরী প্রভাবের কারণ নির্দেশের ক্ষেত্রে একটি অতলস্পর্শী গবেষণাগ্রন্থ।[১৬৭] এ গ্রন্থে তিনি সূরা কাহাফের চারটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যথা আসহাবে কাহাফ, বাগানের দু'জন মালিক, মূসা (আ) ও খিযির (আ) এবং যুলকারনাইন-এর আলোচনায় তিনি নিজ গবেষনালব্ধ জ্ঞান পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন, "ঘটনাগুলোতে ঈমান ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। যুগে যুগেই পার্থিব মোহ ও বস্তুপূজা আল্লাহর বান্দাদের পথে বাধার প্রাচীর তৈরি করেছে। তবে মু'মিনদের দৃঢ় পদক্ষেপে তা কম্পন সৃষ্টি করতে পারেনি।" এতে তিনি আরো স্পষ্ট করেছেন যে, সূরা কাহাফের আলোকে বস্তুবাদ ও আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা সম্ভব। তিনি বলেন, এ সূরার মূল বিষয় হলো ঈমান ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। উক্ত সূরায় আলোচিত চারটি ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সব ক'টিরই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ বস্তুবাদ ও অদৃশ্যের প্রতি ঈমান সংশ্লিষ্ট। আল্লামা নদভী বারবার একটি কথা বলতে চেয়েছেন যে, বস্তুবাদ মানবতার একটি পুরনো ক্ষত যা ভিত্তিহীন ও বাস্তবতাবিবর্জিত। বর্তমান সময়ে মানুষ মুশরিক না হয়েও সদা শিরকে নিমজ্জিত থাকে। আখিরাতের সামান্যতম চিন্তাও হয় না তাদের।

❖ مطالعہء قرآن اور اسکے اُصول ومبادی

(কুরআন অধ্যয়ন ও তার মূলনীতি)

কুরআন বিষয়ে আল্লামা নদভীর এ গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের বর্ধিত রূপ। এ প্রবন্ধমালা ১৯৪০ সালে *আন-নদওয়া* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি গ্রন্থাকারে

---

১৬৬. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪২।

১৬৭ গূরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নদভী : আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক– দারু ইবনু কাছীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ৩০৬।

প্রকাশের সময় তিনি বেশ কিছু স্থানে সংযোজন করেন। তিনি নিজের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে 'কুরআন আওর কাদীম আসমানী সহীফেঁ ইলম আওর তারিখকে মিযান মেঁ' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করে এ গ্রন্থের সাথে সংযোজন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় বলেন, "কুরআন তো নিজেই নিজেকে মু'জিযা বলেছে।" তিনি বলেন, "কুরআনকে যে দৃষ্টিকোণেই দেখা হোক না কেন, তার অলৌকিকত্ব চোখে জ্বলজ্বল করে।" তিনি ইসলামকে কুরআনের সবচেয়ে বড় মু'জিযা বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, "কুরআনের দ্বিতীয় মু'জিযা ইলম ও মা'রিফাত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) এবং তৃতীয় মু'জিযা হলো এর গায়েবী ঘটনাসমূহ।" তাঁর মতে "কুরআনের শব্দবিন্যাসও এর একটি অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। কারণ কুরআনের কোনো শব্দ ও বর্ণ স্থানান্তর করার মতো নয়।" এটি তাঁর অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এখানে তিনি কুরআন মজীদের একটি বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী তথা রোম দেশের বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন চমৎকারভাবে, যা পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের কাছে একটি ঐতিহাসিক প্রহেলিকা বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু লেখক কুরআনী বর্ণনার আলোকে সেই ঐতিহাসিক ধাঁধার একটি সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জয়-পরাজয়ের সামাজিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় চালিকাশক্তি ও মৌলিক কারণ কি ছিল, সে সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। মিতপরিসর গ্রন্থ হলেও তিনি এতে এমন কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যা যুগ যুগ ধরে কুরআন-গবেষকদের উপকৃত করবে এবং এটি তাদের গবেষণাকর্মে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৬৮]

এ বইটি আল্লামা নদভীর শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে কুরআনে হাকীম বোঝার জন্য এবং এর থেকে অধিকতর উপকৃত হবার ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও প্রাথমিক বিষয়াদির কথা তিনি ছাত্রদের পাঠদানে বলেছিলেন সেগুলোর সমষ্টি।[১৬৯]

---

১৬৮. গূরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ, *আবুল হাসান আলি আন্ নদভী : আল ইমাম আল মুফাক্কির আদ্ দাঈয়াহ্ আল আদীব*; প্রকাশক– দারু ইবনু কাছীর, দামেশক ও বৈরুত, পৃ. ২৯৯।

১৬৯. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ৩৪৩।

৩.১০ বিভিন্ন ভাষায় আল্লামা নদভীর রচনাবলি

আল্লামা নদভীর (র) যে সকল বই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে নিচে তা উল্লেখ করা হলো:

১। ভারতবর্ষের মুসলমানদের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

মূল : ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ
অনুবাদ: ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন
প্রকাশক : সেন্টার ফর রিচার্স অন দ্য কুরআন সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল: ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫

২। (ক) মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারাল?

মূল : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী,
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স ৩৮,বাংলা বাজার, ঢাকা।
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৪
(খ) মুসলিম বিশ্বের পতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হল
অনুবাদ: আবু তাহের মিসবাহ

৩। আলোকিত জীবনের পথ। মূল : پاجا سراغ زندگی
এ গ্রন্থটির প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ
অনুবাদ : মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ
প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ ৫০, বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০।
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০০২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৪

৪। কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি।

মূল : مطالعۂ قران کے اصول ومبادی
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন
প্রকাশক: পরশমনি প্রকাশন, ১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪২

৫। ইসলামের বৈপ্লবিক অবদান ও ইসলামী আন্দোলনের সফলতার উপায়।

মূল : الاسلام والعلوم الانسانية
অনুবাদ: মাওলানা লিয়াকত আলী
প্রকাশক: ২১৭ মুহাম্মদ এন্ড ব্রাদার্স, ব্লক-৩, মীরপুর-১২ পল্লবী, ঢাকা।
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০

৬। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

মূল : عصر حاضر میں دین کی تفہیم وتشریح
অনুবাদ: আবদুল্লাহ আল ফারুক কাসেমী
প্রকাশক: মাকতাবায়ে আযহার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫

৭। নবীয়ে রহমত (সা)।

মূল السیرۃ النبویۃ صعلم :
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশক: মজলিস নাশরিয়াত -ই-ইসলাম, ঢাকা ও চট্টগ্রাম।
প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১১

৮। আল্লাহর পথের ঠিকানা।

মূল : تعمیر انسانیت
অনুবাদ: মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ
প্রকাশক: মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: জুন ১৯৯৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬

৯। নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস।
মূল: হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত কয়েকটি ভাষণের সংকলন।
অনুবাদ: আবদুর রাযযাক
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫

১০। বিধ্বস্ত মানবতা।
মূল : আরবী, উর্দুতে প্রকাশিত বিভিন্ন বক্তৃতামালার সংকলন।
অনুবাদ: মুহাজিম
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৭

১১। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)।

মূল : سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (رح)
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)
প্রকাশক: মজলিসে নাশরিয়াত-ই-ইসলাম
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৯

১২। সীরাতে রাসূল আকরাম (সা)।
মূল: (এটি মূলত তাবলীগী মারকাযে বিভিন্ন সময় রাসূল আকরাম (সা) এর সীরাতের উপর আল্লামা নদভীর উর্দু ভাষণের সংকলন)
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী।

প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
প্রকাশকাল: ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২।

১৩। প্রাচ্যের উপহার।
মূল : تحفئه مشرق، تحفئه دكن، تحفئه كشمير، تحفئه پاكستان (আল্লামা নদভীর বক্তৃতামালার সংকলন)
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, আবু তাহের মিসবাহ ও ইসমাঈল ইউসুফ
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১।

১৪। ইসলামী জীবনবিধান।
মূল دستور حيات
অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: মার্চ ১৯৮৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮।

১৫। ঈমানের দাবী।
মূল: (এটি ভারতের দীনি তা'লীমী কাউন্সিলের সম্মেলনে আল্লামা নদভীর উর্দু ভাষায় প্রদত্ত এক কালজয়ী ভাষণের সংকলন)
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ সালমান ও মাওলানা লিয়াকত আলী।
প্রকাশক: আল-ইরফান পাবলিকেশন্স ১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৯, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০

১৬। নয়া খুন।
মূল: (এটিও আল্লামা নদভীর সংস্কারমূলক বক্তৃতামালার সংকলন)।
অনুবাদ: মুহাম্মদ জুলফিকার আলী নদভী।
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪

১৭। তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহবান।
মূল: (এটি মূলত আল্লামা নদভীর বিভিন্ন আরবী প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন)
অনুবাদ ও সংকলন: মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮

১৮। তাজা ঈমানের ডাক।
মূল: এটিও মূলত আল্লামা নদভীর (র) বক্তৃতামালার সংকলন।
অনুবাদ: মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন

প্রকাশক: এদারায়ে কুরআন, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: ২০০৬ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬

১৯। আল-কিরাআতুর রাশিদা।

মূল : القراءة الراشدة

১ম খণ্ড, অনুবাদ: আবুল হুসাইন আলে গাজী

প্রকাশক: আল মানার লাইব্রেরী, ৩৭ জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল: ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২

২০। আল-কিরাআতুর রাশিদা (২য় খণ্ড)

মূল : القراءة الراشدة

অনুবাদ: আবুল হুসাইন আলে গাজী

প্রকাশক: আল মানার লাইব্রেরী, ৩৭ জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল: মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৩

২১। আরকানে আরবাআ।

মূল : الاركان الاربعة

অনুবাদ: আবু তাহের মিসবাহ

প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল: ১৯৮৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮

২২। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম খণ্ড)

মূল : تاريخ دعوت وعزيمت

প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৬

২৩। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

মূল : تاريخ دعوت وعزيمت

অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও আবু তাহের মিসবাহ

প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল: আগস্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭

২৪। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)

মূল : تاريخ دعوت وعزيمت

অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬২।

২৫। সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (১ম খণ্ড)
মূল : سیرت سید احمد شهید
অনুবাদ: অনুবাদকমণ্ডলী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৯

২৬। সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (২য় খণ্ড)
মূল : سیرت سید احمد شهید
অনুবাদ: অনুবাদকমণ্ডলী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: এপ্রিল ১৯৯১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৬।

২৭। ঈমান যখন জাগলো।
মূল : اذا هبت ريح الايمان
এ গ্রন্থটিও সর্বপ্রথম প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০০২ (৪র্থ সংস্করণ) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

২৮। কারওয়ানে মদিনা।
মূল : الطريق إلى المدينة (এটি মূলত সীরাতুন্নবী বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধমালার সংকলন)
উর্দূ : کاروان مدینه
অনুবাদ: শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৮

২৯। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব,
মূল : اسلامی ممالک میں اسلام اور مغربیت کا کشمکش
অনুবাদ: মাওলানা ওবাইদুল হক
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭

৩০। সুহবতে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহ)।
মূল : صحبت با اهل دل
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দিন আত্তার
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮০।

৩১। হায়াতে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ)।
মূল : حیات شیخ الحدیث
অনুবাদ: মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৯।

৩২। তাযকিয়া ওয়া ইহসান।
মূল : تزکیه واحسان
অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল বশর আখন্দ
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: এপ্রিল ১৯৮৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৫

৩৩। কুরআন বুঝার উপায় ও অন্তরায়।
মূল : مطالعۂ قرآن کے اصول ومبادی
অনুবাদ: মুহাম্মদ যাকারিয়া হাসানাবাদী
প্রকাশক: এম, এ, রহমান। ঠিকানাবিহীন
প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ.স. ৪০

৩৪। মহানবী (সা) ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার।
মূল নাম: এটি মূলত অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের নাগরিক সমাবেশে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নদভীর (র) প্রবন্ধধর্মী ভাষণ।
انسانیت کے محسن اعظم (صلعم) اور شریف ومتمدن دنیا کا اخلاقی فرض
শীর্ষক শিরোনামের এ ভাষণটি তাৎক্ষণিকভাবেই ইংরেজি, উর্দু ও আরবীতে উপস্থাপিত হয়।
অনুবাদ: ইউসুফ নূর, সম্পাদনা: উবায়দুর রহমান খান নদভী।
প্রকাশক: মাকতাবাতুল আশরাফ, ৩/৬, পটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০
প্রকাশকাল: জুন ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪

৩৫। পথের পাড়ের পরশ পাথর।
অনুবাদ: শফিউল্লাহ কুরাইশী।
প্রকাশক: একটি প্রকাশ কুটির, ৩৬ প্যারিদাস রোড়, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: শাওয়াল ১৪২১ হিজরী, মাঘ ১৪০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০

৩৬। আমার আম্মা।
মূল নাম ذکر خیر:
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশক: মজলিস-নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, ঢাকা-চট্টগ্রাম।
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩

৩৭। প্রীতি কুরআন।
মূল قرآنی افادات:
অনুবাদ: শাহ আবদুল হালিম হুসাইনী।
প্রকাশক: আল ইরফান পাবলিকেশন্স ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩০

৩৮। ইসলামী রেনেসাঁর অগপথিক (১ম খণ্ড)
মূল : تاریخ دعوت وعزیمت
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: মে ১৯৮৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৮

৩৯। ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (২য় খণ্ড),
মূল تاریخ دعوت وعزیمت
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪০। ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩য় খণ্ড),
মূল تاریخ دعوت وعزیمت
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী,
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৮২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪

৪১। জীবন পথের পাথেয়। মূল নাম : پاجاسراغ زندگی. নামের এ গ্রন্থটি মূলত নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আল্লামা নদভী প্রদত্ত পথ প্রদর্শনমূলক মূল্যবান বক্তৃতা।

অনুবাদ: আবু তাহের মিসবাহ
প্রকাশক: দারুল কলম, মাদরাসাতুল মদিনাহ আশরাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা:১৩১০
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৩।

৪২। দাওয়াত ও তাবলীগের অলৌকিক পদ্ধতি।

মূল: روائع من ادب الدعوة في القرآن والسيرة
অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের রাহমানী
প্রকাশক: বাড কম্পিপ্রট এ পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২

৪৩। ইসলাম ধর্ম: সমাজ: সংস্কৃতি।
অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: এপ্রিল ১৯৯৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭

৪৪। ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী।

মূল: قصص من التاريخ الاسلامي للاطفال
অনুবাদ: মুহাম্মদ সাদিক হোসেন
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬

৪৫। কাসাসুন নবীয়্যিন লিল আতফাল (২য় খণ্ড)
অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা আবিদুর রহমান ও মাওলানা সুলাইমান নাদীম।
প্রকাশক: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।
প্রকাশকাল: ১৯৯৬

৪৬। কাসাসুন নবীয়্যিন লিল আতফাল (৪র্থ খণ্ড)
অনুবাদ: মাওলানা রফিক আহমদ রফিক
প্রকাশক: মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
প্রকাশকাল: শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরী পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮

৪৭। কাবুল থেকে আম্মান
অনুবাদ: আবদুল মতিন জালালাবাদী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল: ১৯৮৪

৪৮। কাদিয়ানীবাদ: একটি পর্যালোচনা।

মূল : قاديانيت تحليل وتجزيه
অনুবাদ ও প্রকাশক: আনজুমানে খতমে নুবুওয়াত

৪৯। শিরক ও বিদ'আত
অনুবাদ: মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ
প্রকাশক: ইসল্যামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল: ১৯৮৪

৫০। হাদীসে পাকিস্তান।
মূল নাম : حدیث پاکستان
অনুবাদ: আবু তাহের মিসবাহ
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৫১। মাযহাব ওয়া তামাদ্দুন।
অনুবাদ ও প্রকাশনায়: লিয়াকত আলী

৫২। কাবুল থেকে ইয়ারমুক
অনুবাদ: আবু বকর সিরাজী
প্রকাশক: আল ইরফান পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

৫৩। ইসলাম ও পাশ্চত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব।
অনুবাদ: জুলফিকার আলী নদভী
প্রকাশক: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল: আগস্ট, ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৯।

যেসব গ্রন্থ আল্লামা নদভী আরবী অথবা উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন, গুরুত্ব ও উপযোগিতার কারণে পরবর্তীতে তা অন্যান্য ভাষার মতো ইংরেজিতেও অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

(A)

1. A GUIDE BOOK FOR MUSLIMS
হিন্দি, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায়ও বইটি অনূদিত হয়েছে।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭
সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার
অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

এ গ্রন্থে ইসলামের চমৎকার ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা, এর মৌলিক অপরিহার্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, মুসলমানদের আচরণবিধি, মহানবীর সুন্নাহ বা আদর্শ, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নৈতিক আচরণ, মহানবীর পূতচরিত্র, চাল-চলন ও উম্মতের জন্য সামগ্রিক নির্দেশনার বিবরণ বিধৃত হয়েছে।[১৭০]

2. A MISUNDERSTOOD REFORMER

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭

সাইজ : ১২×১৭ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ।

এ গ্রন্থে মহান সংস্কারক সাইয়িদ আহমদ শহীদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁদের সাথীদের উপর পরিচালিত নির্যাতন ও অত্যাচারের হৃদয়বিদারক কাহিনির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৭১]

3. APPRECIATION AND INTERPRETATION OF RELIGION IN THE MODERN AGE

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২

সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : সাইয়িদ আতহার হুসাইন

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

এ গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক ধারণাসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত পর্যালোচনা এবং এর প্রতিষ্ঠিত ধারণার আলোকে ফেরেশতাদের কল্পিত মূর্তি সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে।

(B)

4. BASIS OF A NEW SOCIAL ORDER

(একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।

---

১৭০. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, Nadwi & his literature in English; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫।

১৭১. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, Nadwi & his literature in English; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৭।

(C)

5. CALAMITY OF LINGUISTICS

(একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২।

(F)

6. FAITH VERSUS MATERIALISM

মালয় এবং তামিল ভাষায় বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯

সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ।

এ গ্রন্থে কুরআনের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

7. FROM THE DEPTH OF THE HEART IN AMERICA

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৫

সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : আসিফ কিদওয়ায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

এটা আমেরিকায় প্রদত্ত লেখকের বক্তব্যের লিখিত রূপ। এর সারবস্তু হল, মুসলমানদের পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে বসবাস করা শুধু তাদের হৃদয়কে রক্ষা করার জন্য না হয়ে জড়বাদের আসন্ন বিপর্যয় থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য হওয়া উচিত।[১৭২]

(G)

8. GLORY OF IQBAL

অনুবাদ: আসিফ কিদওয়ায়ী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৬।

2nd edition: 1979

pub: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(H)

9. THE MIRACULOUS PREACHINGS OF THE GLORIOUS URA

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮।

অনুবাদ: কাজী আব্দুল হামিদ

প্রকাশক: বোর্ড অব ইসলামিক স্টাডিজ, ভূপাল, ভারত, ১৯৯৪।

---

১৭২. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, *Nadwi & his literature in English*; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮।

(I)

10. ISLAM AND THE EARLIEST MUSLIMS

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯
সাইজ : ১৪×২০ সে.মি.
অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশক : অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ, সেন্ট ক্রস কলেজ।
এ গ্রন্থে ইসলামের সোনালি যুগের বর্ণনা, শাশ্বত বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতিনীতি, আশ'আরিয়া সম্প্রদায় ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা সম্পর্কিত আলোচনা বিধৃত হয়েছে।[১৭৩]

11. ISLAM AND THE WORLD

আরবী, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষাসহ প্রায় ৪০টি ভাষায় বইটি প্রকাশিত হয়েছে।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮
সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার
অনুবাদ : মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী
সপ্তম সংস্করণ : ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
এ গ্রন্থটি পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতার স্বার্থে ইসলামের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিপন্ন পৃথিবীতে ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের পতনের ফলে যে নিদারুণ বিপর্যয় নেমে এসেছে তার চিত্রায়ন লক্ষণীয়। (আরবীতে এটা মাযা খাসিরাল আলামু বিনইনহিতাতিল মুসলিমীন নামে প্রকাশিত হয়েছে) এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট্য ও এর মূল্যায়ন সম্পর্কে এ অধ্যায়ের শুরুতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

12. ISLAMIC STUDIES ORIENTALIST AND MUSLIM SCHOLARS

আরবী, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় বইটি প্রকাশিত হয়েছে।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪
সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার
অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

---

১৭৩. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, *Nadwi & his literature in English*; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৯।

এ বইটি সম্পর্কে লেখকের দাবি হল, ইসলামী শিক্ষা, প্রাচ্যবিদ প্রসঙ্গ, মুসলিম মনীষীদের আলোচনা যা কিছুই এতে সন্নিবেশিত হয়েছে এটা হয়তো তর্কসাপেক্ষ কিন্তু তা পাঠককে ছুঁয়ে যাবে। পাঠক এসব বিষয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন তবে, ইসলামের একজন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হিসেবে তিনি এ পুস্তিকায় সেসব কথা উপস্থাপন করেন যা অনেক পাঠ্য বইয়ের জন্য উদ্ধৃতি হিসেবে উপকারে আসবে।[১৭৪]

13. ISLAM THE PERFECT RELIGION

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০

সাইজ : ১২×১৭ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

এটি আল্লামা নদভীর কয়েকটি বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ– যে বক্তব্যগুলোর উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁদের মাঝে সচেতনতা, আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা।[১৭৫]

14. INVITING TO THE WAY OF ALLAH

অনুবাদ: কাজী আবদুল হামিদ

তাহা পাবলিশার লি: ১, WYNNE রোড, লন্ডন, SW9BB

এন্ড প্রকাশক, ই.উ.কে ইসলামিক একাডেমী, লেচিস্টার, ১৯৯৬।

15. ISLAM AND CIVILIZATION

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৪

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৬।

16. ISLAM AND KNOWLEDGE

প্রকাশক: অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ, সেন্ট ক্রস কলেজ।

17. ISLAMIC CODE OF LIFE AND UNIFORM CIVIL CODE

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ড অফিস, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

---

১৭৪. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, *Nadwi & his literature in English*; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২১।

১৭৫. নদভী। মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, প্রাগুক্ত; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. প্রাগুক্ত।

18. ISLAMIC CONCEPT OF PROPHETHOOD
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০
অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রকাশক: একাডেমী অব রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৭৯।

19. ISLAM IN A CHANGING WORLD
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(L)

20. LEARN TO LIVE WITH LOVE
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪।
অনুবাদ: কাজী আবদুল হামিদ
প্রকাশনা: পয়ামে ইনসানিয়াত ফোরাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

21. LIFE AND MISSION OF MOULANA MOHAMMAD ILYAS
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৯।
অনুবাদ: ড. মু. আসিফ কিদওয়ায়ী।
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৩।

22. LIVE TO LEAD: A CALL TO INDIAN MUSLIMS
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪।
অনুবাদ: ড. ইবাদুর রহমান নিশাত।
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৫।

(M)

23. MOHAMMAD (S.A) THE LAST PROPHET
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৫
সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার
অনুবাদ : ইকবাল আহমদ আযমী
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
এ গ্রন্থে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী হৃদয়গ্রাহী ও সহজ-সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের চিত্র ও আল্লাহর দূত কর্তৃক কীভাবে রাসূল (সা) ওহীপ্রাপ্ত হলেন এবং বিশ্বের মানুষকে পরকালীন মুক্তি ও জান্নাতের পথ দেখাতে তাঁর আজীবন সংগ্রাম-সাধনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বর্তমান সমাজের বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর এবং অনুসন্ধানী মানুষের কৌতূহল মেটাবে। পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণা সঞ্চারক।[১৭৬]

---

১৭৬. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, *Nadwi & his literature in English*; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৪ ।

24. MUSLIMS IN INDIA

হিন্দি ভাষায়ও বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪

সাইজ : ১৪ × ২০ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : ইকবাল আহমদ আযমী

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

এ গ্রন্থে ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং ভারতীয় মুসলিম মনীষীগণের বহুমাত্রিক অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত 'আল-মুসলিমুনা ফিল হিন্দ' তথা ভারতীয় মুসলমান শীর্ষক আলোচনায় এসেছে।[১৭৭]

25. MANKIND'S DEBT TO THE PROPHET (S.A) MOHAMMAD

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

26. MERCY FOR THE WORLD

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ভারত।

27. MOH AMMAD RASULULLAH (SALLALLAHU ALAIHE WASALL AM)

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮৬।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ভারত, ১৯৮২।

28. MUSLIMS IN THE WEST, THE MESSAGE AND MISSION

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১।

সম্পাদনা: খুররম জাহ্ মুরাদ

প্রকাশক: দি ফাউন্ডেশন মার্কফিল্ড দা'ওয়াহ সেন্টার, ইউ. কে।

(O)

29. ONLY A PROPHET CAN DO IT

প্রকাশক: ইসলামিক সেন্টার, জেনেভা।

---

১৭৭. নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, প্রাগুক্ত; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৪।

(P)

30. PRESIDENTIAL ADDRESS

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।

প্রকাশক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ড অফিস, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ।

31. PROPHET MOHAMMAD IN THE MIRROR OF HIS

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪।

অনুবাদ: ড. ইবাদুর রহমান নিশাত।

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(Q)

32. QUADIANISM : A CRITICAL STUDY

হিন্দি ভাষায়ও বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭

সাইজ : ১৪×২০ সেন্টিমিটার

অনুবাদ : ড. জাফর ইসহাক আনসারী

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ পাবলিকেশন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

এ গ্রন্থে যেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে তা মোটামুটি এরূপ : কাদিয়ানী মতবাদের স্বরূপ কি? এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? কি তাদের উদ্দেশ্য এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে তাদের ফারাক কতটুকু এবং কাদিয়ানী মতাদর্শের জটিল ও মৌলিক অধ্যায়।[১৭৮]

33. QUADIANISM: A CRITIQUE

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী।

প্রকাশক: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ, মক্কা মুকাররমা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।

(R)

34. RECONSTRUCTION OF INDIAN SOCIETY: WHAT MUSLIMS CAN DO?

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

---

১৭৮ . নদভী মুহাম্মদ তারিক যুবাইর, প্রাগুক্ত; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৫।

35. ROLE OF HADITH IN THE PROMOTION OF ISLAMIC CLIMATE AND ATTITUDES

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮২।

36. RELIGION AND CIVILIZATION

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮০।

(S)

37. SAVIOURS OF ISLAMIC SPIRIT

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

(৪ খণ্ডবিশিষ্ট), পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮৭।

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৬, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪।

38. SPEAKING PLAINLY TO THE WEST

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০।

অনুবাদ: ড. জা'ফর ইসহাক অনসাবী, মাযহারউদ্দীন ও মুহিউদ্দীন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৭৯।

39. STATUS OF WOMAN IN ISLAM

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৯৫।

40. STORIES OF THE PROPHETS

অনুবাদ: ইকবাল আহমদ আযমী

প্রকাশক: ইউ.কে ইসলামিক একাডেমী, ১৯৯০।

(T)

41. TALES OF THE PROPHETS

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

42. THE ARABS MUST WIN

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।

অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ

প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

43. THE COUNTRY AT A DANGEROUS CROSSING NEED FOR URGENT ATTENTION
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫।
অনুবাদ: তারিক হাসান।
প্রকাশক: পয়ামে ইনসানিয়াত, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

44. THE EXCELLENT NAMES OF GOD
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬।
অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৯১।

45. THE FIFTEENTH CENTURY
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮।
অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮০।

46. THE FINAL PROPHET & THE PERFECT RELIGION
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮।
অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

47. THE FOUR PILLARS OF ISLAM
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯০।
অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৭।

48. THE HAJS
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮।
অনুবাদ: মুহিউদ্দিন আহমদ।
প্রকাশক: একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

49. THE IMPACT OF ISLAM ON INDIAN CULTURE
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২।
অনুবাদ: কাজী আব্দুল হামিদ।
প্রকাশক: পয়ামে ইনসানিয়াত, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

50. THE LIFE OF CALIPH 'ALI'
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৫।
অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ।
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৯১।

51. THE MUSALMAN
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯।
অনুবাদ : মুহিউদ্দিন আহমদ
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৭৭।

52. THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF MUSLIMS IN THE WEST
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।
অনুবাদ : আবদুর রহিম কিদওয়ায়ী
প্রকাশক : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ল্যাচিস্টার, ইউ.কে, ১৯৯৩।

53. THE NEW MENACE AND ITS ANSWER
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী।
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

54. THE PATHWAY TO MADINA
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬।
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮২।

55. THE PLACE OF KNOWLEDGE
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী।
প্রকাশক : একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

56. THE WORLD OF ISLAM TODAY
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।
অনুবাদঃ ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী।
প্রকাশকঃ একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(V)

57. VIOLENCE & TYRANNY
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭।
অনুবাদঃ কাজী আবদুল হামিদ
প্রকাশকঃ পয়ামে ইনসানিয়াত, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(W)

58. WESTERN CIVILIZATION-ISLAM AND MUSLIMS
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২২।
অনুবাদঃ ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদওয়ায়ী
প্রকাশকঃ একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮২।

59. WHAT MUSLIM PERSONAL LAW MEANS TO MUSLIMS
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭।
অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন আহমদ।
প্রকাশকঃ অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ড, বিহার, ভারত।

৩.১১ আল্লামা নদভী (র) সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ

আল্লামা নদভীর (র) বহুমাত্রিক প্রতিভা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

আরবী ভাষায়

(১) اعلام المسلمين ابو الحسن الندوى العالم المربي والداعية الحكيم
আ'লামুল মুসলিমীনঃ আবুল হাসান আন-নদভী আল- 'আলিমুল মুরব্বী ওয়াদ্দা'ইয়াতিল হাকীম ১৯১৪-১৯৯৯), পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২২।
ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভী
সিরিয়া, দারুল কলম দামেশ্ক, ২০০৬ খৃ.

(২) ابو الحسن على الحسنى الندوى الامام المفكر والداعية الاديب
(আবুল হাসান আলী আন-নদভী আল- ইমামুল মুফাক্কির ওয়াদ্দা'ইয়াতিল আদীব)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭০।
সাইয়িদ আবদুল মাজিদ গূরী।
সিরিয়া, লেবাননঃ দার ইবন কাছীর, দামেশ্ক ও বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

(৩) سلسلة اعلام العلماء ابو الحسن على الحسنى الندوى الامام المفكر والداعية الاديب
সিলসিলাতু আ'লামিল উলামা আবুল হাসান আলী আল হাসানি আন-নদভী আল-ইমামুল মুফাক্কির ওয়াদ্দা'ইয়াতিল আদাবী
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৫।
সাইয়িদ আবদুল মাজিদ গূরী
সিরিয়া, দার ইবন কাছীর, দামেশ্ক, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

(৪) الشيخ ابو الحسن الندوى كما عرفته
(আশশাইখ আবুল হাসান আন-নদভী কামা আরাফতুহু)
ড. আল্লামা ইউসুফ কারজাভি
সিরিয়া, দারুল কলম, দামেশ্ক, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

(৫) التأصيل الاسلامى للغة العربية وآدابها فى جهود الشيخ ابى الحسن الندوى
(আত্তাসিলুল ইসলামী লিলুগাতিল আরাবিয়্যা ওয়া আদাবিহা ফি জুহুদিস শাইখ আবিল হাসান আন-নদভী) ড. আবদুস সালাম আযাদী
মিসর, দারুল মানারাত, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

(৬) من سير اعلام الامة موجز عن حياة الامام الندوى : مفكر الاسلام العلامة الشيخ ابو الحسن الحسنى الندوى رح
(মিন সিয়রি আ'লামিল উম্মাহ্ মুজিয 'আন হায়াতিল ইমাম আন-নদভী: মুফাক্কিরুল ইসলাম আল-'আল্লামা আশশাইখ আবুল হাসান আলী আল হাসানি আন-নদভী র) পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।
আল্লামা সুলতান যওক নদভী
মাকতাবাতিন নদভী, দারুল মা'আরিফ আল- ইসলামীয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

(৭) سماحة الامام ابى الحسن على الحسنى الندوى باللغة العربية
সামাহাতিল ইমাম আবিল হাসান আলী আল হাসানি আন-নদভী বিল্লুগাতিল আরাবিয়্যা)
মুহাম্মদ তারিক যুবাইর নদভী
ভারত, মাকতাবাতিল হেরা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

(৮) ابو الحسن الندوى : الداعية الحكيم والمربى الجليل
(আবুল হাসান আন-নদভী আদ্দা'ইয়াতিল হাকীম ওয়াল মুরাব্বিল জালীল)
ড. মুহাম্মদ ইজাতিবা নদভী।
সিরিয়া, দারুল কলম, দামেশ্ক, ১৪২১ হিজরী

(৯) الأستاذ ابو الحسن على الحسنى الندوى كاتبا ومفكرًا فى ضوء مؤلفاته وكتاباته. وكما يراه علماء العرب والمسلمين وآدباؤهم
(আল-উস্তায আবুল হাসান আলী আল-হাসানি আন-নদভী কাতিবান ওয়া মুফাক্কিরান ফি দাউই মুআল্লিফাতিহি ওয়াকিতাবাতিহি ওয়া কামা য়ুরাহু উলামাইল আরব ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া উদবাউহুম)
নজরুল হাফিয নদভী
মাতবা'আতিন নদভীয়্যা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৪০৬ হিজরী

(১০) مذكرات سائح فى الشرق العربى للعلامة السيد ابو الحسن على الحسنى الندوى
(মুযাক্কিরাতু সায়িহ ফিস শারকিল আরবী লিল আল্লামা আস-সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানি আন-নদভী)
সাইয়িদ আবদুল মাজিদ গূরী
সিরিয়া, দারু ইবন কাছীর, দামেশ্ক, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

(১১) مساهمة السيد ابي الحسن علي الندوي في الادب العربي
(মসাহামাতিস সাইয়িদ আবিল হাসান আলী নদভী ফিল আদবিল আরবী)
শাকের আলম শওক কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

(১২) ابو الحسن الندوي
(আবুল হাসান আন-নদভী)
(রাবেতাতুল আদবিল ইসলামী) ১৪১৭ হিজরী
এটি মূলত আল্লামা নদভীর সম্মানে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পঠিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

(১৩) علماء ومفكرون عرفتهم
(উলামা ওয়া মুফাক্কিরুন আরাফাতাহুম)
মুহাম্মদ আল-মাজযুব,
রিয়াদ, দারুস শাওয়াফ, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

(১৪) نفحات الهند واليمن بأسانيد الشيخ ابي الحسن
(নুফহাতুল হিন্দ ওয়াল ইয়ামান বিআসানিদস শাইখ আবিল হাসান)
ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভী
রিয়াদ, মাকতাবাতুল ইমাম শাফেয়ী, ১৪১৯ হিজরী

(১৫) البعث الاسلامي
আলবা'আছুল ইসলামী, নদওয়াতুল উলামা হতে মাসিক আরবী ম্যাগজিন, আল্লামা নদভী
সংখ্যা, (সম্পা.) মার্চ- জুন ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

(১৬) الصحوة الاسلامية
আসসাহওয়াতুল ইসলামিয়্যা)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯০।
আরবী ম্যাগাজিন, আল্লামা নদভী সংখ্যা
ভারত, দারুল উলুম হায়দারাবাদ (সম্পা.) এপ্রিল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

(১৭) الادب الاسلامي
আল-আদবুল ইসলামী
আরবী সাময়িকী আল্লামা নদভী সংখ্যা
রিয়াদ, রাবেতাতুল আদবিল ইসলামী, (সম্পা.) ১৪২১ হিজরী

(১৮) ثقافة الهند
(ছাকাফাহ আল-হিন্দ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সাময়িকী, আল্লামা নদভী সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৯।
নয়াদিল্লী, আল-মজলিসুল হিন্দ লিলইলাকাতিসস-সাকাফিয়্যা (সম্পা.) ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

(১৯) جهود الشيخ ابى الحسن الندوى فى الدعوة الاسلامية
(জুহুদুশ্ শাইখ আবিল হাসান আন নদভী ফিদ্দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৩।
রিয়াজ সাইয়িদ আশুর কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।
মিসর, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

(২০) علامه الراحل ابو الحسن الندوى ربانى الامة والداعية الاسلام
(আল্লামা আররাহিল আবুল হাসান আলী আন-নদভী রাব্বানিয়্যুল উম্মাহ ওয়াদ্দাইয়াতিল ইসলাম) ড. মুহাম্মদ ইউসুফ কারজাভী (প্রবন্ধ) মানারুশ্ শারক ৭ম সংখ্যা।
(বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ আল ইসলামীয়া (সম্পা.) ১৪২১ হিজরী

(২১) جهود ابى الحسن فى خدمة الادب الاسلامى
(জুহুদু আবিল হাসান ফি খিদমাতিল আদবিল ইসলামী) ইসলামী সাহিত্য পত্রিকা
ড. মুস্তাফা সাবাঈ
(বিষয় : মনশুরাত রাবেতাতুল আদব আল-ইসলামী)
(সম্পা.) ১৪২১ হিজরী

(২২) الشيخ ابو الحسن الندوى قائدًا حكيمًا
(আশ্ শাইখ আবুল হাসান আন-নদভী কায়িদান হাকীমান)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮।
রচনা: মাওলানা ওয়াজিহ রশীদ নদভী

(২৩) الرائد (আর-রায়িদ) সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সংখ্যা, রামজান, যুলকাদা, সম্পা: ১৪২০ হিজরী নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ।
(সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী), ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

উর্দু ভাষায়

(১) مفكر اسلام حضرت مولانا سيد ابو الحسن ندوى (اشاعت خاص)
মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : মাওলানা আবদুল কাইয়ুম হক্কানী, খালেকাবাদ, পাকিস্তান, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

(২) مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حیات دافکار کے چند پہلو
(মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী; হায়াত ওয়া আফকার কে চান্দ পেহলো)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৩।
সংকলন : সফীর আখতার, এদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

(৩) تکبیر مسلسل، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(তাকবীরে মাসালসাল: হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : ড. মাসউদ হাসান উসমানী, পৃ.স. ৭৮২, লক্ষ্ণৌ, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

(৪) ارشادات ومکتوبات، مولانا اشاہ محمد الیاس مکتوبات بنام مولانا سید ابو الحسین علی ندوی (ইরশাদাত ওয়ামাকতুবাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইলিয়াস মাকতুবাত বনাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : ইফতিখার ফরিদী, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৫৫, দিল্লী, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

(৫) مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے خطوط بنام فضل ربی ندوی
(মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী কে খুতুত বনাম ফজলে রাব্বী নদভী)
সংকলন : ফজলে রাব্বী নদভী, মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

(৬) مولانا سید ابو الحسن علی ندوی افکار وآثار
(মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী : আফকার ওয়া আছার)
রচনা : ড. মুহাম্মদ সউদ আলম, কাসেমী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮৮, জয়পুর, রাজস্থান, ভারত, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

(৭) سوانح مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : মাওলানা বেলাল আবদুল হাই হাসানি নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৫৪০, মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

(৮) خطبات علی میاں (খুতবাতে আলী মিয়াঁ)
(৪র্থ থেকে ৮ম খণ্ড)
সংকলন : মওলভী মুহাম্মদ রমজান মিয়া নিসালী, দারুল ইশা'আত, করাচি, ২০০২ খৃ.

(৯) جہد مسلسل مرتب (জুহুদে মাসালসাল মারতাব)
সংকলন : মাওলানা নজরুল হাফিয নদভী আযহারী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১১, লক্ষ্ণৌ, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

(১০) مکتوبات مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(মাকতুবাত মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : (প্রথম) মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ হামযাহ হাসানি নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা–৩২০, নাযেমে ইমদাদ সংস্করণ, করাচি, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

(১১) الشارق، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(আশশারেক: হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ নদভী, বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৪, জামিআ' ইসলামীয়া মুযাফফরপুর, আযমগড়, ইউপি, ভারত

(১২) الصدق، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نمبر
(আস-সিদ্দিক: মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী নম্বর)
সংকলন : মাওলানা আমীর শরীফ মাযাহেরী, আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ২৮৮, লক্ষ্ণৌ রোড, ফতেহপুর, ইউপি, ভারত, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ (সম্পা)।

(১৩) آفتاب علم رخصت ہو گیا (আফতাবে ইলম রুখসাত হো গিয়া)
রচনা : মুহাম্মদ সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি, তা.বি.

(১৪) مولانا سید ابو الحسن علی ندوی (মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : প্রফেসর সাইয়িদ মুহাম্মদ কবীর আহমদ মুযহির, সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি তা.বি.

(১৫) القاسم. اشاعت خاص بیاد مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(আল-কাসেম : এশা'আত খাস, বইয়াদে মুফাক্কির হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : মাওলানা আবদুল কাইয়ুম হক্কানী, আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী স্মরণসংখ্যা, মাসিক জামি'আ আবু হুরায়রা, (সম্পা.) মুহাররম–রবিউল আউয়াল, ১৪২৩/২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা–৫৪০, পাকিস্তান

(১৬) مطالعہ تصنیفات مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(মুতালি'আয়ে তাসনীফাতে মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
রচনা : প্রফেসর মুহসিন উসমানী নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯৩, জুন ২০০২
দিল্লী, ভারত

(১৭) بیاد مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نزرانہ عقیدت
(বইয়াদে মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান নদভী নাযরানা 'আকীদাত)
রচনা : ফজলে রাব্বী নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৫৮, মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান, তা.বি.

(১৮) خطبات علی میاں
(খুতবাতে আলী মিয়াঁ) ১ম-৩য় খণ্ড
সংকলন : মাওলানা রমজান আলী মিয়া, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৩১, ৪১৫, ৪০০, দারুল ইশা'আত, করাচি, পাকিস্তান, অক্টোবর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

(১৯) مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ
(মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র)
রচনা : মুহাম্মদ আমজাদ কাসেমী নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩১০, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

(২০) مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی، ایک اجمالی خاکہ
(মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী এক ইজমালী খাকাহ)
সংকলন ও পরিমার্জন : উমর আল হুসাইনী নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৪, সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি, পাকিস্তান, তা.বি.

(২১) حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دعوت وفکر کے اہم پہلو
(হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী: দাওয়াত ওয়া ফিকর কে আহম পহেলো)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪।
রচনা : মাওলানা বেলাল আবদুল হাই হাসানি নদভী (রায়বেরেলী: সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী) ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ (১ম প্রকাশ)।

(২২) ماہنامہ راز سفر (মাসিক রাযে সফর)
সংকলন : শওকত আলী, শঙ্কর বিল্ডিং, মুম্বাই, ভারত, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

(২৩) میر کارواں، مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رح
(মীরে কারওয়াঁ: মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী সাহেব নদভী র)
রচনা : মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস, নদভী, (প্রথম বার) পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৩৫, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

(২৪) مقالات مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رح
১ম ও ২য় খণ্ড (মাক্বালাত মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী সাহেব নদভী র)
সংকলন : মুহাম্মদ কাযেম নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৩৪৮, মাওলানা আলী মিয়া একাডেমী, কাকুরী, লক্ষ্ণৌ, ভারত (সম্পা.) আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

(২৫) النصیحة (مجلہ) کی خصوصی پیش کش مفر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رح. حیات اور کارنامے
(আন-নাসিহা (ম্যাগাজিন, বিশেষ বার্তা/ উপহার) মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী সাহেব নদভী র: হায়াত আওর কারনামে)
সংকলন : মুফতি এহতেশামুল হক, মুফতি এনামুল হক কাসেমী, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৩১০, আবদুল্লাহ ইবন্ মাসউদ একাডেমী, হায়দারাবাদ, ভারত, তা.বি.

(২৬) رابطہ ششماہی دہلی. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رح
(রাবেতা শশমাহী দিল্লী: মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী সাহেব নদভী র)
সংকলন ও সম্পাদনা : নজরুল ইসলাম কাযেমী, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৫২, তালিমাবাদ, নয়াদিল্লী, (সম্পা) ফেব্রুয়ারি–জুন ২০০০ খৃ.

(২৭) عالم اسلام کا گوہر آنداز مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رح
(আলমে ইসলাম কা গৌহার আন্দাজ মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী সাহেব নদভীর র)
রচনা : মাওলানা সাঈদ মুরতাজা নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৪, সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি, পাকিস্তান,তা.বি.

(২৮) ماہنامہ. افکار و ملی (মাহনামা আফকার ওয়া মিল্লী)
সাইয়িদ কাসেম রাসূল ইলিয়াস, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ৭২, (সম্পা.) মে, ২০০০ দিল্লী, ভারত

(২৯) ہفت روزہ. الجمعہ نئی دہلی کا مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رح نمبر
(হাফত রোজাহ আল জুমআ' নয়ীদিল্লীকা মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী রাহ. নম্বর)
সালেম জামেয়ী, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ নয়াদিল্লী, ভারত

(৩০) پندرہ روزہ تعمیر حیات مولانا شمس الحق
(পন্দরা রোজাহ তা'মীরে হায়াত) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫-৫৪)
মাওলানা শামসুল হক, (সম্পা.) জানুয়ারি, অক্টোবর, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ লক্ষ্ণৌ, ভারত

(৩১) ماہنامہ. رضوان. لکھنو. خصوصی شمارہ (মাহনামা রিদওয়ান, লক্ষ্ণৌ)
মুহাম্মদ হামযাহ্ হাসানি নদভী, বিশেষ সংখ্যা, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ মুহাম্মদ আলী লেইন রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(৩২) ماهنامہ. افکار ملی (মাহনামা আফকারে মিল্লী)
সাইয়িদ কাসেম রাসূল ইলিয়াস, (সম্পা.) মার্চ ২০০০, দিল্লী, ভারত

(৩৩) سہ ماہی فکر اسلامی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رح نمبر (সেহমাহী ফিকর ইসলামী মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সংখ্যা পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮৮)
সংকলন : মুহাম্মদ আসআদ কাসেমী, মারকাজে দাওয়াত ওয়া ইরশাদ, (সম্পা.) জুন-জুলাই ২০০১ উত্তর প্রদেশ, ভারত

(৩৪) ماهنامہ. اچھاساتھی مولانا علی میاں رح نمبر
মাহনামা আচ্ছা সাথী মাওলানা আলী মিয়াঁ সংখ্যা।
সিরাজুদ্দিন নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা–২৩৫, (সম্পা.) বজনুরী, ভারত

(৩৫) نور الھدی الصدیق. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رح
(নুরুল হুদা আসসিদ্দিক; মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র)
মুহাম্মদ উমর শরীফ মুযাহেরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৪১, শহীদ হেকমতুল্লাহ নগর, লক্ষ্ণৌ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, ভারত।

(৩৬) نوائے ادب سید ابو الحسن حسنی ندوی نمبر
(নাওয়ায়ে আদব, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সংখ্যা)
ড. আদম শেখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২২, (সম্পা.) জুলাই-ডিসেম্বর, আঞ্জুমানে ইসলাম, উর্দু প্রেস, মুম্বাই, ভারত।

(৩৭) ماهنامہ اردو احمد اباد. صوت القرآن مفکر اسلام نمبر عبد الاحد قاسمی نارا پوری
(মাহনামা উর্দূ আহমদাবাদ, সাওতুল কুরআন মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা)
আবদুল আহাদ কাসেমী নারাপুরী, (সম্পা.) জুন ২০০০, আহমদাবাদ, গুজরাট, ভারত

(৩৮) الحق. ماهنامہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رح. اس صدی کے اکابرین امت کی نظر میں
(আল-হক, মাহনামা হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী র, ইস সদ্দীকে আকাবিরে উমমত কি নযর মেঁ)
মুহাম্মদ ঈসা মনসুরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি, পাকিস্তান।

(৩৯) فہرست کتب. مع احوالی خاکہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(ফিহরেস্তে কুতুব, মা'আ ইজমালী খাকাহ হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : ফজলে রাব্বী নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি, পাকিস্তান

(৪০) عالمی رشتہ، ماھنامہ دھلی
আলমী রিশতা, মাহনামা দিল্লী।
নুসরাত ফাতেমা, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০০০,পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭, দিল্লী, ভারত।

(৪১) گلھائے رنگ رنگ، مجموعہ مضامین مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رح سمینار متعدہ ۲۳ ر ۲۴ رفردوی ۲۰۰۰
(গুলহায়ে রঙ রঙ, মাজমু'আ মাজামিন মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : ২২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৩৮, আরবী বিভাগ, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ, ভারত,

(৪২) الرشید، ماھنامہ لاہور، مولانا سید آبو الحسن علی ندوی رح، نمبر
(আর-রশীদ, মাহনামা লাহোর, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সংখ্যা)
আবদুর রশিদ আরশাদ, বিশেষ সংখ্যা, (সম্পা.) জুলাই, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯৫, লাহোর, পাকিস্তান।

(৪৩) میری تمام سرگزشت سید آبو الحسن علی ندوی رح
মেরী তামাম সরগুজাশত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
সংকলন : ড. মুহাম্মদ নাফীস হুসাইন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী, ভারত। তা.বি.

(৪৪) قافلہ ادب اسلامی سہ ماہی عالمی رابطہ ادب اسلامی پاکستان کا ترجمان
ক্বাফেলা আদবে ইসলামী সেহমাহী আলমী রাবেতা আদবে ইসলামী কা তরজমান।
সংকলন : ড. জহির আহমদ আযহার, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি-জুলাই ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪২, মাকতাবায়ে ইলমিয়্যাহ, লেক রোড, লাহোর, পাকিস্তান।

(৪৫) الحق، ماھنامہ اکوڑہ خٹک حضرت مولانا علی میاں رح، کی رحلت ہندوستان میں ایک ہزار سالہ مسلم عظمت وشوکت کا خاتمہ
আল-হক মাহনামা আকুড়া খটক হযরত মাওলানা আলী মিয়া (র) কি রেহলত হিন্দুস্তান মেঁ এক হাজার সালা মুসলিম আযমত ওয়া শওকত।
মাওলানা সামিউল হক, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮ জামিআ' ইসলামীয়া, কাশ্মির রোড, রাওয়ালপিণ্ডি, পাকিস্তান

(৪৬) ترتیب مفکر الاسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علیر الحسنی الندوی ایک اجمالی خاکہ
(মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল- হাসানি আন-নদভী এক ইজমালী খাকাহ)
সংকলন : উমর আল হুসাইনী নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২, ১৯৯৯/১৪২০ খ্রিস্টাব্দ

(৪৭) حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی حیات اور کارنامے اور انکے ملفوظات
(হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানি আন-নদভী, হায়াত আওর কারণামে আওর উনকে মালফুযাত)
সংকলন : মুহাম্মদ হাসান আনসারী, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৭৪, হারদুঈ রোড, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(৪৮) حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رح (علی میاں) سلمان علی خاں
(হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) আলী মিয়াঁ)
সালমান আলী খান, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫, মওলভীগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ, ভারত

(৪৯) تبلیغی تقاریز حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(তাবলীগি তাক্বারীর হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী)
সংকলন : মুফতি মুহাম্মদ রওশন কাসেমী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫, ইদারায়ে এশাআতে দীনিয়াত, দিল্লী,ভারত।

(৫০) سلاسل اربعہ، قادریہ، نقشبندیہ چیشتیۃ، سہراوردیۃ
(সালাসিলে আরবা'আ, কাদিরিয়া, নাকশাবন্দিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ারদিয়া)
সংকলন : সাইয়িদ মুহাম্মদ হাসান নদভী, (প্রথম বার) তাকইয়াকেলাঁ লক্ষ্ণৌ,ভারত।

(৫১) ماھنامہ بانگ درا، لکھنو، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو لحسن علی الحسن الندوی رح
(মাহনামা বাঙ্গে দারা, লক্ষ্ণৌ, মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানি আন-নদভী র.)
আমিনুদ্দিন সুজাউদ্দীন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৪, (সম্পা.) জুলাই ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, লক্ষ্ণৌ,ভারত।

(৫২) سہ ماہی نوائے ادب، سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رح، نمبر
(সেহমাহী নাওয়ায়ে আদব, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সংখ্যা)
ড. আদম শেখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪, (সম্পা.) জুলাই- সেপ্টেম্বর, ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, দিল্লী, ভারত।

(৫৩) ماھنامہ ملی اتحاد، ئی دھلی، خصوصی ضمیمہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رح
(মাহনামা মিল্লী ইত্তেহাদ, নয়ীদিল্লী, খুসুসী জমীমা হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (র)
সংকলন : মাওলানা আসরারুল হক কাসেমী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮, (সম্পা.) জামিআ' নগর, নয়া দিল্লী, ভারত। তা. বি.

(৫৪) ہفت روزہ، اخبار دعوت
হাফত রোজা আখবার দা'ওয়াত।
সংকলন : নিযামুদ্দিন আনসারী, (সম্পা.) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, নাগপুর, ভারত। তা.বি.

(৫৫) تحریک اخوان المسلمین، ماضی وحال ترجمہ
(তাহরীকে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, মাজী ও হাল)
সংকলন : রিজওয়ান আলী নদভী, (প্রথম বার) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৭, জামিআ' নগর, তাহকীকাতে নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(৫৬) لا ریب مولانا علی میاں ندوی نمبر ، (مجلہ)
(লা-রাইবা মাওলানা আলী মিয়া নদভী নম্বর) ম্যাগাজিন সংখ্যা)
কারী মুহাম্মদ ইসমাঈল যোফর নদভী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫, (সম্পা.) এপ্রিল ২০০০, কলিকাতা, ভারত।

(৫৭) نئی دنیا، ہفت روزہ مفکر اسلام نمبر
(নয়ীদুনয়া, হাফত রোজাহ মুফাক্কিরে ইসলাম নম্বর) বিশেষ সংখ্যা।
শাহেদ আহমদ সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪, (সম্পা.) ফেব্রুয়ারি ২০০০, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(৫৮) الفرقان، ماھنامہ لکھنو خصوصی اشاعت، بیاد حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی
(আল-ফুরকান, মাহনামা লক্ষ্ণৌ) আল্লামা নদভীর বিশেষ স্মরণ সংখ্যা।
মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নু'মানী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪, (সম্পা.) মার্চ ২০০০, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(৫৯) حدیث ناگفتنی جناب مولانا محمد اشرف ایم اے (হাদিসে নাগুফতী)
সংকলন : মুহাম্মদ আশরাফ আলী এম.এ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩, তা.বি.

(৬০) ماھنامہ الحق، (মাহনামা আলহক)
দারুল উলূম হক্কানিয়া, পেশাওয়ার, পাকিস্তান, তা. বি।

(৬১) مولانا علی میاں اور علم حدیث
মাওলানা আলী মিয়াঁ আওর ইলমে হাদীস।
আবু সাহবান রুহুল কুদুস নদভী, (প্রথম বার) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫, মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ লক্ষ্ণৌ, ভারত।

(৬২) مدارس اسلامیۃ روح انسانی کے شفاء خانے (মাদারেসে ইসলমিয়া রুহ ইনসানীকে শিফাখানে)
সংকলন : মাদরাসা মা'আদানুল উলূম, কাসবা নগর, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩ লক্ষ্ণৌ, তা. বি.।

(৬৩) حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی: اکابر ومشاہیر امت کی نظر میں مولانا مشاد علی قاسمی
(হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী: আকাবির ওয়া মাশাহিরে উম্মত কি নযর মেঁ):
মাওলানা মামশাদ আলী কাসেমী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৬, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী মুযাফফরনগর, ভারত।

(৬৪) معاصرین : مولانا عبد الماجد دریابادی
রচনা : মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৭, (প্রথম বার) ইদারায়ে রেশতায়ে মাজিদী, ১৩৯৯ হিজরী ৮৩, কলিকাতা, ভারত।

(৬৫) مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب دامت برکاتہم اور ان کی اردو تصانیف
(মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব আওর উনকি উর্দূ তাসানীফ)
সংকলন : তারিক যুবাইর নদভী, পৃষ্ঠা সখ্যা ৩১৬, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ মাকবাতায়ে হেরা, লক্ষ্ণৌ, ভারত,

(৬৬) مشاہیر کے خطوط بنام حضرت العلامۃ سید ابو الحسن علی ندوی
মাশাহির কে খুতুত বনাম হযরত আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
সংকলন : মুহাম্মদ ইয়াসিন গওহর, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮, মাকতাবায়ে ফেরদৌস, মাকারেম নগর, লক্ষ্ণৌ, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী মুযাফফরনগর, ভারত।

(৬৭) خطبات علي ميان (খুতবাতে আলী মিয়াঁ) ১ম-৮ম খণ্ড
সংকলন ও সম্পাদনা : মওলভী মুহাম্মদ রমজান মিয়া
প্রকাশক : ফরিদ বুক ডিপো (প্রাই.) লি. নয়াদিল্লী, ভারত
প্রকাশকাল : ২০০৪, (১ম বার) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩২৭।

(৬৮) حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی : نقوش حیات
(হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী নুকুশে হায়াত)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০।
রচনা: ড. শাহ এবাদুর রহমান নিশাত সিদ্দিকে আকবর এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রায়বেরেলী, উত্তর প্রদেশ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

(৬৯) نقوش وآثار مفکر اسلام
(নুকুশ ওয়া আছার মুফাক্কিরে ইসলাম)
সংকলন: মাওলানা কামরুজ্জামান, মাকতাবায়ে দারুল মা'আরিফ, ইলাহাবাদ, ইউ.পি. ভারত, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৪।

(৭০) ارمغان فرنگ
(আরমুগানে ফারাঙ্গ) এটি আল্লামা নদভীর ইংল্যান্ড সফর সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা।)
সংকলন: ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভী।
ভারত, লক্ষ্ণৌ, ১৪২৫ হিজরী

(৭১) مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رح ایک عہد ساز شخصیت
(মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এক 'আহাদসায শাখসিয়াত)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০
রচনা: মাওলানা রাবে' হাসানি নদভী
(লক্ষ্ণৌ: মাজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম) ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ (১ম প্রকাশ)

বাংলা ভাষায়

১। আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী : জীবন ও কর্ম.
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭।
মাওলানা মুহাম্মদ সালমান
(ঢাকা: আল ইরফান পাবলিকেশন্স, মিরপুর-১২) ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

২। মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র স্মারকগ্রন্থ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬৮।
(ঢাকা: আল ইরফান পাবলিশেন্স, ১১ বাংলাবাজার) (সম্পা.) ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ ।

৩। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী: এমন ছিলেন তিনি ড. ইউসুফ কারজাভী
(বাংলা ভাষান্তর: ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী) পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৭।
(ঢাকা: রাহনুমা প্রকাশনী, মেরুল বাড্ডা) ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

ইংরেজি ভাষায়

1. Some Aspects for Contemporary Islamic Thought.
Guidance and Governance in the Work of Moulana Sayed Abul Hasan Ali Nadwi and Moulana Sayed Abul Ala Maududi.
আহমদ মুকাররম কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।
অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার, ইংল্যান্ড।

2. Moulana Sayed Abul Hasan Ali Nadwi And His English Books.
মুহাম্মদ তারিক যুবাইর নদভী।
হেরা রিসার্চ এন্ড পাবলিশিং সেন্টার, লক্ষ্ণৌ, ভারত। তা. বি.

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আল্লামা নদভী (র)-এর স্থান

৪.১ আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব প্রদান

আল্লামা নদভী ভারতীয় উপমহাদেশ এবং আরব বিশ্ব ছাড়াও পৃথিবীর শিক্ষা সংস্কৃতি এবং দা'ওয়াতে দীনের বৃহত্তর অঙ্গনে সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[১] তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১. চেয়ারম্যান : দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, ভারত।
২. চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা: আল মাজমাউল ইসলামী, আল- ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
৩. চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা : আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা।
৪. চেয়ারম্যান : অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড, ভারত।
৫. চেয়ারম্যান : উত্তর প্রদেশ ধর্মীয় শিক্ষা বোর্ড, ভারত।
৬. চেয়ারম্যান : দারুল মুসান্নিফীন কমপ্লেক্স, আযমগড়, ভারত।
৭. চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা : পয়ামে তাহরীকে ইনসানিয়্যাত (মানবতার পয়গাম আন্দোলন), ভারত।
৮. চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা : অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
৯. চেয়ারম্যান : ফাউন্ডেশন ফর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, লুক্সেমবার্গ।
১০. চেয়ারম্যান : দীনি তা'লীমী কাউন্সিল, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
১১. মহাসচিব : নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

---

১. কারজাভি, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ, আল শাইখ আবুল হাসান আন-নদভী কামা আরাফতুহু, পৃ. ৫২-৫৭ ও আযাদী আবদুস সালাম, আত্তাসিলুল ইসলামী লিলুগাতিল আরাবিয়্যা ওয়া আদাবিহা ফি জুহুদিস শাইখ আননদভী, কায়রো, দারুল মানার ১ম (মুদ্রণ) ২০০৬,) পৃ. ৩৮-৩৯ ও কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী, আকাবির ওয়া মাশাহীরে উম্মতকে নযর মেঁ: শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী, মুযাফ্ফরনগর, ভারত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮।

১২. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ, মক্কা, সৌদি আরব।
১৩. উপদেষ্টা সদস্য : মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ (প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে), সৌদি আরব।
১৪. নির্বাহী কমিটি সদস্য : দারুল উলুম, দেওবন্দ, ভারত।
১৫. নির্বাহী কমিটি সদস্য : লীগ অব ইসলামিক ইউনিভার্সিটিজ, রাবাত, মরক্কো।
১৬. সদস্য : মসজিদ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ পরিষদ, মক্কা, সৌদি আরব।
১৭. সদস্য : আন্তর্জাতিক দাওয়াত ও ত্রাণ পরিষদ, কায়রো, মিশর।
১৮. সদস্য : একাডেমী অব লেবারার্স, দামেশক ইউনিভার্সিটি।
১৯. মজলিসে শুরা সদস্য : আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
২০. ট্রাস্ট সদস্য : আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ।
২১. সদস্য : আরবী ভাষা একাডেমী, দামেশক, কায়রো, আম্মান।
২২. সদস্য : ফিকহ একাডেমী অব ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ, সৌদি আরব।
২৩. সদস্য : রয়েল একাডেমী ফর রিসার্চ অব ইসলামিক সিভিলাইজেশন, জর্দান।
২৪. মজলিসে শুরা সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (IIUM), মালয়েশিয়া।
২৫. প্রধান সম্পাদক : একাধিক আরবী ও উর্দু ম্যাগাজিন। যেমন : আল বা'ছ আল ইসলামী, আল নদওয়া আর রায়িদ, তা'মীরে হায়াত।
২৬. সদস্য: ন্যাশনাল ফউন্ডেশন ফর রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ, তিউনিসিয়া।
২৭. ব্যবস্থাপনা সদস্য: ইসলামিক সেন্টার জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
২৮. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা,সৌদি আরব।

৪.২ বিশ্ব ভ্রমণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

(ক) বিশ্বভ্রমণ : ইবনু বতুতার পরবর্তী বিশ্ব পর্যটক আল্লামা নদভী

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আল্লামা নদভী (র) পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। [২] তাঁর এ দীনি সফর শুধু ভারতের

---

২. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন ড., আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র) : তাঁর ইতিহাস চর্চা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (সম্পা), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ৯০।

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং পৃথিবী জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল।[৩] আলোচ্য অনুচ্ছেদে বহির্বিশ্বে আল্লামা নদভী (র)'র গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি সফরগুলোর বর্ণনা দেয়া হল।

ক্রম.	দেশের নাম	সাল ও তারিখ
১.	সৌদি আরব[৪]	১৯ জুলাই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ[৫]
২.	সৌদি আরব[৬]	৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ[৭]
৩.	মিসর[৮]	২০ জানুয়ারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[৯]

---

৩. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র) : জীবন ও কর্ম; মে ২০০২, সেকশন ১২, ব্লক –ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ১৭৩।

৪. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (রাহ.) : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.১৭৩।

৫. আরব বিশ্বের শিক্ষিত শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক মহলে দাওয়াতে দীনের কাজ পরিচিত করা ছিল এ সফরের উদ্দেশ্য। ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই ১৩৬৬ হিজরী ২৯ শা'বান এ উদ্দেশ্যে জিদ্দা পৌছেন। এ সফরে তিনি তিন মাস মদিনা অবস্থান করে এবং মদিনার উচ্চশিক্ষিত সমাজে দাওয়াতি কার্যক্রমের পরিচয় ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। ২০ জ্বিলক্বদ তিনি হজের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। হজের সময় মক্কা শরীফে তিন মাস অবস্থান করে দাওয়াতের কাজকে সুধী সমাজের সামনে উপস্থাপন করেন।

৬. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৪ ।

৭. আল্লামা নদভী দ্বিতীয়বার হজের উদ্দেশ্যে স্বীয় পীর মুর্শিদের সাথে সৌদি আরব রওনা হন। তিনি সৌদি সাহিত্যিক ও কলামিস্টদের বিভিন্ন সেমিনারেও ভাষণ দেন। সৌদি রেডিওতে আল্লামা নদভী প্রাণ খুলে দুনিয়ার সামনে নিজের চিন্তাধারা পেশ করতে সমর্থ হন।

৮. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৪।

৯. মিসরে অবস্থানকালে আল্লামা নদভী (র) সেখানকার সকল শ্রেণির মানুষের সাথে মত বিনিময় করেন। সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী (র)'র এই সফর ছিল দাওয়াতি ও ইলমি। তিনি সেখানকার খ্যাতিমান আলিম, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের সাথে পরিচিত হন। যাদের মধ্যে ড. আহমদ আমীন, ড. ত্বহা ইয়াসিন, আব্বাস মাহমুদ ও ড. মুহাম্মদ হুসাইনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত আলিমদের মধ্যে শাইখুল আযহার, শাইখ আবদুল মাজিদ সালীম, শাইখ মাহমুদ, শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ, আহমদ ইব্নু আবদুর রাহমান, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দাঈদের মধ্যে উস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন খতীব, সাইয়িদ কুতুব, আহমদ শেরবাসী, মুহাম্মদ গাযালী ও সায়িদ রামাদানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।
আল্লামা নদভী (র) এ সফরে বিখ্যাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, জমইয়্যতে শুব্বানুল মুসলিমীন প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় আল্লামা নদভী (র) আল্লামা ড. ইকবালের চিন্তাধারা আরব বিশ্বে তুলে ধরেন। এ সফরে আল্লামা নদভী (র)'র বিশেষ আবেগ ছিল মিসরের বিখ্যাত ইসলামী ও দাওয়াতি সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে কাছ থেকে দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জন।

৪.	সুদান[১০]	২৩ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[১১]
৫.	সৌদি আরব[১২]	১২ আগস্ট ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[১৩]
৬.	মিসর[১৪]	২৩ জানুয়ারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[১৫]
৭.	সুদান[১৬]	২ ফেব্রুয়ারি[১৭]
৮.	দামেশ্‌ক	২৫ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[১৮]
৯.	ফিলিস্তিন[১৯]	
১০.	আম্মান (দ্বিতীয় সফর)[২০]	১০ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[২১]

---

১০. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৫ ।

১১. এ সফরে আল্লামা নদভী (র) আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যত নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখার দাওয়াত দিয়ে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন।

১২. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৭।

১৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) এ সফরে মক্কায় ৫ মাস অবস্থান করে দ্বিতীয় হজ সম্পা করেন। এ সফরে সৌদি রেডিও আল্লামা নদভী (র)'র দু'টি বক্তব্য সম্প্রচার করে যার একটির শিরোনাম ছিল–'মিন গারি হেরা'। এ বক্তব্যে আল্লামা নদভী (র) ইসলামের সুবহে সাদিক শুরু হলে দুনিযাব্যাপী কিভাবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, বিক্ষিপ্ত মানবতা কিভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং সে যুগের সমস্যাজর্জরিত মানবতার সুষ্ঠু সমাধানের মূল চাবিকাঠি কি ছিল তার উপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়।

১৪. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ (সংযোজন ও সম্পা), মুযাক্কিরাতু সাইয়িহ্ ফিশ্ শারক্বিল আরাবী; দারু ইবনু কাছীর, বৈরুত, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ ।

১৫. এ ভ্রমণে আল্লামা নদভী বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ জামিয়াতুল আযহার, স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন পিরামিড পরিদর্শন করেন। এ সফরে তিনি যেসব বরেণ্য কবি, সাহিত্যিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত কাজী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল আরবী, বিশিষ্ট লেখক আহমদ আমিন বেগ, শাইখুল আযহার, সাইয়িদ কুতুব প্রমুখ।

১৬. গূরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ (সংযোজন ও সম্পা), মুযাক্কিরাতু সাইয়িহ্ ফিশ্ শারক্বিল আরাবী; দারু ইবনু কাছীর, বৈরুত, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ ।

১৭. এ সফরে আল্লামা নদভী (ওয়াহদাতু ওয়াদিউন্ নাব্‌ল নামে) ঔপনিবেশিক ব্রিটিশবিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলনের নেতা সাইয়িদ আলি মীরগীনি বা'শা, ইসমাঈল আযহারী বেগ যিনি পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্রসচিব হন।

১৮. এ সফরে আল্লামা নদভী প্রখ্যাত আলিম দামেশক উলামা সংস্থার চেয়ারম্যান শাইখ আবুল খায়র আল মায়দানী, মুহাম্মদ কামাল আল খতীবসহ আরো কতিপয় শিক্ষাবিদের সাথে মিলিত হন।

১৯. এ সফরে আল্লামা নদভী বায়তুল মাকদিস ও বেথেলহেম (আরবীতে বায়তুল লাহাম, হযরত ঈসা আ. এর জন্মস্থান) এবং মসজিদুল খলীল যিয়ারত করেন। এবং সেখানকার মেয়র শাইখ মুহাম্মদ আলি আল-জাবেরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১১.	হিমস্[২২]	২৮ জুলাই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ[২৩]
১২.	পাকিস্তান[২৪]	১২ আগস্ট ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
১৩.	লেবানন[২৫]	
১৪.	ইয়াঙ্গুন[২৬]	১৮ ডিসেম্বর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ[২৭]
১৫.	তুরস্ক[২৮]	১২ জুন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ[২৯]
১৬.	কুয়েত[৩০]	২৪ জানুয়ারি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ[৩১]

---

২০. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ (সংযোজন ও সম্পা), মুযাক্কিরাতু সাইয়িহ্ ফিশ্ শারক্বিল আরাবী; দারু ইবনু কাছীর, বৈরুত, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

২১. এ সফরে আল্লামা নদভী সাইয়িদ আল মুজাদ্দেদী, শাইখ মুস্তাফা আস্ সাবায়ী যিনি দামেশকের শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং পরবর্তী সময়ে রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী মক্কার সদস্য নির্বাচিত হন।

২২. গুরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ (সংযোজন ও সম্পা), মুযাক্কিরাতু সাইয়িহ্ ফিশ্ শারক্বিল আরাবী; দারু ইবনু কাছীর, বৈরুত, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

২৩. এ সফরে আল্লামা নদভী হিমসের প্রধান মুফতি মুহাম্মদ তাওফীক আবুল হাসান আল আতাসী, মুস্তাফা আযযারক-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইসলামী জাহানে ইতিহাসখ্যাত বীর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ও ৫ম খলিফাতুর রাশিদ হযরত উমর ইব্নু আবদুল আযীয-এর কবর যিয়ারত করেন।

২৪. গূরী সাইয়িদ আবদুল মাজিদ (সংযোজন ও সম্পা), মুযাক্কিরাতু সাইয়িহ্ ফিশ্ শারক্বিল আরাবী; দারু ইবনু কাছীর, বৈরুত, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

২৫. দামেশক সফরের মাঝে তিনি সুযোগ করে লেবানন সফর করেন। দামেশক থেকে লেবানন মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ। ইখওয়ানের এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি লেবানন হাজির হন। এখানে তিনি চারদিন অবস্থান করেন এবং ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। ইমাম আওযায়ীর মাজার যিয়ারত করেন। এছাড়াও এ সফরে তিনি দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দায়িত্বশীলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বিশ্ববিখ্যাত নওমুসলিম Road to Mecca-এর লেখক মুহাম্মদ আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.১৭৭।

২৬. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৯।

২৭. ইয়াঙ্গুনে (সাবেক নাম রেঙ্গুন) তিনি প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। আল্লামা নদভী মায়ানমারের (সাবেক নাম বার্মা) মুসলমানদের ইসলামের হিফাযত ও প্রচারের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, যদি তারা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন তবে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তাঁর এ কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

২৮. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৭।

২৯. আল্লামা নদভী এ সফরে (হাল্ব) আলেপ্পা শহরে এক রাত অবস্থান এবং সেখানের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের এক সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'আমাদের প্রধান প্রয়োজন ঈমানের নবায়ন।' এ বক্তৃতায় তিনি আরব জাতীয়তাবাদের ব্যাপক সমালোচনা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে বক্তব্যটি ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

১৭.	আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া ও জর্দান সফর[৩২] ৪ জুন থেকে ২০ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ	
১৮.	বাংলাদেশ[৩৩]	৯ মার্চ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ[৩৪]
১৯.	মালয়েশিয়া[৩৫]	২ এপ্রিল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ[৩৬]
২০.	উযবেকিকস্তান	২২ অক্টোবর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
২১.	ইউরোপ	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ[৩৭]

---

৩০. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮০।

৩১. এ সফরে আল্লামা নদভী কুয়েত রেডিওতে 'ইসমায়ী ইয়া যাহরাতুস্ সাহরা' (হে মরুপুষ্প মনোযোগ দিয়ে শোন!) শিরোনামে বক্তৃতা দেন।

৩২. আল্লামা নদভী রাবেতায় আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ১৯৭৩ সালে এসব দেশ সফর করেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা, তাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সামনে রাবেতার পরিচিতি তুলে ধরা। এ সফরের শেষে তিনি দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরইয়ায়ে ইয়ারমুক' নামে একটি ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক পুস্তক রচনা করেন। বাংলায় এটি 'কাবুল থেকে আম্মান' নামে অনূদিত হয়েছে।

৩৩. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮১।

৩৪. ইতোমধ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে আল্লামা নদভীর কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ফলে এদেশের আলিম সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণির মাঝে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন। বরেণ্য আলিম ও আরবী সাহিত্যিক মাওলানা সুলতান যওক নদভী, মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন ডিজি আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ও মাওলানা মুহিউদ্দীন প্রমুখের দাওয়াতে তিনি এ সফর করেন। ১৯ মার্চ পর্যন্ত দশদিন ব্যাপী সফরে তিনি ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি এলাকা সফর করেন। ১৬ মার্চ বায়তুল মুকাররমে জুম'আর খুৎবা দেন এবং নামাযের পূর্বে বয়ান করেন।

৩৫. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮৩।

৩৬. মালয়েশিয়ার কিছু ছাত্র ইতোপূর্বে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতে পড়াশোনা করে দেশে গিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছিল। মালয়েশিয়ার সুপরিচিত ইসলামী সংগঠন এবিআইএম এবং আল্লামা নদভীর ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র মারফত দাওয়াত কবুল করে তিনি এ সফরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এ সফরে তিনি মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট দাঈ শাইখ আবদুল হাদীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত মজলিসে বক্তৃতা করেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল–'ইলাল ইসলামী মিন জদীদ' (নতুনভাবে ইসলামের পথ অনুসরণ)।

৪ এপ্রিল মালয়েশিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টির উদ্যোগে ভার্সিটির অডিটরিয়ামে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আল্লামা নদভী এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ৭ এপ্রিল যোহরের পূর্বে মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের প্রোগ্রামে এবং বাদ আছর তাবলীগী মারকায ও এবিআইএম (ছাত্রদের সংগঠন)–এর সম্মেলনে যোগদান করেন।

২২.	স্পেন	সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ[৩৮]
২৩.	ইউরোপ (দ্বিতীয় সফর)	অক্টোবর, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ[৩৯]
২৪.	ইউরোপ (তৃতীয় সফর)	২১ জুলাই ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ[৪০]
২৫.	আমেরিকা	২৮ মে, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ[৪১]
২৬.	বাংলাদেশ (দ্বিতীয়বার)	১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
২৭.	দুবাই	১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

(খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

আল্লামা নদভী জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তবে তিনি ভারত সরকারের প্রস্তাবিত একটি পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এছাড়াও ২০০০ সালে দিল্লী থেকে আল্লামা নদভীকে মরণোত্তর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এওয়ার্ড দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুরস্কারের বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হল।

১। বাদশাহ্ ফয়সাল পুরস্কার

আল্লামা নদভীর প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কারসমূহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শাহ্ ফয়সাল পুরস্কার। মুসলিম বিশ্বে ফয়সাল পুরস্কারের মর্যাদা সাধারণভাবে অনেকটা নোবেল প্রাইজের মতো। পুরস্কারে নগদ অর্থ ছাড়াও পদক ও সনদপত্র

---

৩৭. এ সফরে তিনি জেনেভা, লুজান, বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্লাসগো, এডিনবরা এবং স্পেনের গ্রানাডা, টেলেডো ও কর্ডোভা যান।

৩৮. স্পেন সফরে গিয়ে তিনি মুসলমানদের কয়েকশ' বছরের রাজত্বের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে তাদের শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। কর্ডোভা মসজিদে হাযির হয়ে তিনি আল্লামা ইকবালের কবিতা আওড়াতে থাকেন। গ্রানাডা সফরে জুমার নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি কিছু আরব ছাত্রকে জুমার নামাযের দাওয়াত দেন। এবং একজন নওজোয়ানের কামরায় জুমার নামায আদায় করেন।

৩৯. এ সফরে তিনি লন্ডনের বেকার স্ট্রীটের ইসলামিক সেন্টারে মুসলিম ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ২৭ অক্টোবর বার্লিনের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমাবেশে আরবীতে বক্তৃতা করেন; জার্মান ভাষায় এর তরজমা করা হয়।

৪০. এ সফরে আল্লামা নদভী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টার উদ্বোধনের পর এ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন। আল্লামা নদভী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন।

৪১. ১৯৯৭ সালের ২৭ মে আমেরিকান মুসলিম ছাত্রদের বিখ্যাত সংগঠন Muslim Students Association of America And Canada-র বার্ষিক সম্মেলনের দাওয়াতে প্রথমবার আমেরিকা সফর করেন। তাঁর এ সফর ছিল সম্পূর্ণ দাওয়াতি। পাশ্চাত্য সভ্যতার পাদপীঠ আমেরিকাবাসীর কাছে, বিশেষ করে সেখানকার প্রবাসী ভাইদের কাছে, দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার এবং তাদের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি এ দাওয়াত কবুল করেন।

প্রদান করা হয়। সনদপত্রে পুরস্কার অর্জনকারীর অসাধারণ কর্মকাণ্ড ও অবদানের স্বীকৃতি থাকে। সৌদি বাদশাহ্, যুবরাজ, মন্ত্রীবর্গ এবং বিশিষ্ট আলিম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।[৪২] আল্লামা নদভীর ইসলামের বিশাল খিদমতের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী আল্লামা নদভীর পক্ষে তৎকালীন বাদশাহ খালেদের প্রতিনিধি যুবরাজ ফাহাদ বিন আবদুল আযীযের হাত থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত দু'লক্ষ রিয়ালের সম্পূর্ণ অর্থ[৪৩] আফগান শরণার্থী[৪৪], মাদরাসা তাহফীযুল কুরআন ও মক্কার মাদরাসায়ে সৌলতিয়ার জন্যে ব্যয় করা হয়।[৪৫]

২। দুবাই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার (১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ)

দুবাই প্রতিবছর ইসলামী বিশ্বের নির্বাচিত মহান ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ১৯৯৯ সালের বাছাই কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী বিশ্বের দীনি ও ইলমি ব্যক্তিত্ব সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীকে এ পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষণা করেন। এ উপলক্ষে দুবাই সরকার কর্তৃক পাঠানো বিশেষ বিমানে লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দর থেকে আল্লামা নদভী ও তাঁর সাথীগণ দুবাই পৌঁছেন। পরের দিন এশার নামাযের পরে দুবাইয়ের এক বিশেষ হলে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অন্যান্যের সাথে যুবরাজ নিজেও এখানে উপস্থিত হন এবং পুরস্কার ঘোষণা করেন।[৪৬] এর পুরস্কারের একটি অংশ তিনি সোনারগাঁয়ে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার প্রতিষ্ঠিত ও পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মাদরাসাটি (বর্তমানে মাদরাসাতুশ শরফ আল ইসলামীয়া নামকরণকৃত) পুনঃ প্রতিষ্ঠায় দান করেন।[৪৭]

৪২.সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী : জীবন ও কর্ম; আল ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন- ১২, ব্লক ধ, ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা; মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২৫

৪৩. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৪৪. তৎকালীন সময়ে আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর সাথে আফগান মুজাহিদদের যুদ্ধ চলছিল। তাই পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে অনেক আফগান আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

৪৫. সালমান মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-৩২।

৪৭. মাদরাসাতুশ শরফ আল ইসলামীয়ার অধ্যক্ষ মাওলানা উবাইদুল কাদের নদভীর হাতে এ অর্থ তুলে দেন এবং তাকে এর অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত করেন। সাক্ষাৎকার মাওলানা উবাইদুল কাদের নদভী, ১০ মার্চ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

৩। কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সম্মানজনক ডিগ্রি

১৯৮১ সালে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আল্লামা নদভীকে ডক্টর অব লিটারেচারের সম্মানজনক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৬ অক্টোবর ১৯৮১ সালে আল্লামা নদভী যখন হজ এবং রাবেতার সভা থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি এ সংবাদ পান। ডিগ্রি প্রদানের তারিখ ছিল ২৯ অক্টোবর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। কনভোকেশন হল সভাপতি ছিলেন গভর্নর বি. কে. নেহেরু এবং অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মাধুরী আরশগও ছিলেন উপস্থিত। তাঁকেও ডক্টরেট দেয়া হয়।[৪৮]

৪। ব্রুনাই এওয়ার্ড[৪৯]

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইসলামী শাস্ত্রসমূহের কোনো একটি শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য অক্সফোর্ড সেন্টার অব ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ব্রুনাই সুলতান আলহাজ সুলতান বলখিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০ জুলাই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা রাবে' হাসানি আল্লামা নদভীর পক্ষে দুটি পদক ও পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করেন। এ অর্থও আল্লামা নদভী শুভাকাঙ্ক্ষী ও দীনি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দান করেন।[৫০]

৫। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক পুরস্কার

পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক আল্লামা নদভীকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। আল্লামা নদভী তাঁর *পুরানে চেরাগ* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বাদশাহ্ ফয়সল ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মতো অন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তিনি পাকিস্তান সফরে গেলে

---

৪৮. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৫০. ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৪২০ হিজরীতে ইসলামী ব্যক্তিত্ববর্গের ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণে বিশেষ অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লামা নদভীকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ২০ জুলাই দিল্লীর রিজেন্সি হোটেলের হলরুমে এ অনুষ্ঠান হয়। অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের ডিরেক্টর ফরহান নিযামী, ব্রুনাই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর পায়হান আবু বকর শায়খে আযহারী আর রহমান প্রমুখ এতে অংশগ্রহণ করেন। ড. ফরহান নিযামীর উদ্বোধনী ভাষণের পর পায়হান আবদুল আযীয ভাষণ দেন। অত:পর একটি একটি করে দু'টি পুরস্কার মাওলানা রাবে' হাসান নদভীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। পদকে আল্লামা নদভী, সুলতান বলখিয়া ও অক্সফোর্ড সেন্টারের নাম খোদাই করা ছিল। পুরস্কারের মূল্যমান ছিল ২০ লাখ ভারতীয় রূপী। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করায় নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এমনকি কোনো কারণে আল্লামা নদভী ইসলামাবাদ যেতে না পারলে প্রেসিডেন্ট নিজেই এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী[৫১] রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *সীরাতুন্নবী (সা.)* ৭ম খণ্ডে আল্লামা নদভীর লিখিত ভূমিকা পড়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অভিভূত হন। এজন্যে ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর সরকারের পক্ষ হতে আল্লামা নদভীর জন্য নগদ এক লক্ষ রুপিয়া পুরস্কার ঘোষণা করেন[৫২]। আল্লামা নদভী এ অর্থের অর্ধেক উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক 'দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়[৫৩]' এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানান[৫৪]।

কা'বা শরীফের চাবি প্রাপ্তি : এক দুর্লভ সম্মানে ভূষিত

আল্লামা নদভী সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে রাবেতা আলমে ইসলামীর মক্কা শাখা এবং রাবেতার মসজিদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ মুতাবিক ১ শা'বান ১৪১৭ হিজরী মক্কা গমন করেন। সেখানে রাবেতার সভায় যোগদানের পর ৮ শা'বান বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করার জন্য উক্ত কমিটির সদস্যদের অনুমতি প্রদান করা হয়। আল্লামা নদভী ইতোপূর্বে এই সৌভাগ্য বেশ কয়েকবার অর্জন করেছিলেন।[৫৫]

---

৫১. সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর পরিচয় আমরা মূল থিসিসের দ্বিতীয় অধ্যায় 'দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠা : বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারা' অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

৫২. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

৫৩. দারুল মুসান্নিফীন আযমগড় সম্পর্কে আমরা মূল অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের 'দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়' অনুচ্ছেদে আলোকপাত করেছি।

৫৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

৫৫. এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসমান সাহেব, হাজী আবদুর রাযযাক ও মাওলানা বেলাল হাসানি। প্রথমে অত্যন্ত ভিড়ের কারণে কা'বা শরীফ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতপর কা'বা শরীফের দরজার সাথে লাগানো সিঁড়িতে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর কা'বার চাবিবাহক শায়বী সাহেব আগমন করলেন এবং সালাম ও দু'আর পর হযরত মাওলানাকে জড়িয়ে ধরে সম্মানের সাথে উপরে নিয়ে গেলেন। কা'বা শরীফের দরজা সামনে দাঁড়িয়ে শায়বী সাহেব হঠাৎ কা'বা শরীফের পবিত্র চাবি আল্লামা নদভীর সামনে ধরে বললেন–'আপনি পুরো দুনিয়ার শ্রদ্ধার পাত্র, হারামে আপনি অধিকতর সম্মানিত, আপনার হাতেই দরজা খুলুন এবং আমরা বরকতের অংশীদার হতে চাই– একথা বলে দরজা খোলার ইঙ্গিত দিলেন।

সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ , প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৩-২৩৪।

৪.৩ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণের সাথে আল্লামা নদভীর চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান

মাওলানা মানযূর নুমানী (র)-এর নামে (মদিনা মুনাওয়ারা মসজিদে নববীর প্রতিবেশী)

৯ শাওয়াল ১৩৬৬ হিজরী।

বিসমিল্লাহির রাহমানি রাহিম

বন্ধুবর একান্ত সুহৃদ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আশা করি ভালো আছেন। করাচি ও কামরান থেকে একটি করে পত্র আপনার বরাবরে পাঠিয়েছিলাম। মদিনা মুনাওয়ারায় বসে সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখার ব্যাপারে মন তৃপ্ত হতে পারছে না আর দীর্ঘ চিঠি লেখার মতো অবসর ও মানসিক জোর পাইনি। মধ্য রমজান থেকে স্বাস্থ্যের এমন অবনতি ঘটেছে; মাঝেমধ্যে জীবন সম্পর্কেই শঙ্কিত বোধ করেছি। তবে এ কারণে স্বস্তিও পাচ্ছি যে, হয়তো জান্নাতুল বক্বী'তে ইমাম হাসান (র)-এর পায়ের কাছে এতটুকু ঠাঁই পেয়ে যাব। ডায়রিয়া যেন বন্ধ হতে চাচ্ছিল না; ঈদের পরও উদরাময়জনিত দুর্বলতা কাটেনি; এখনো কিছুটা রয়েছে। শরীর এত দুর্বল যে, আজ পর্যন্ত প্রায় এক মাস চারদিন হতে চলল কু'বা, উহুদ —যেগুলো মদিনার উপকণ্ঠে—যাওয়া হয়ে উঠেনি। গতকাল থেকে শহরের ভেতর কয়েক জায়গায় একটু চলাফেরা করেছি। রমজানের মওসুমে এখানে রাত দিনে এবং দিন রাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রমজানে তারাবীহ'র পরে ওলামা ও বিশিষ্টজনদের সাথে সাক্ষাৎ অনেকটা রুটিনে পরিণত হয়েছিল। এভাবে কয়েক রাত অতিবাহিত হবার পর শরীর যেন অক্ষমতার কথা জানান দিল। অন্যদিকে চা পানের আধিক্য আর চাপ এরূপ হয়ে দাঁড়ালো –আল্লাহ না করুন– এক রাতে যদি দশ ব্যক্তির বাসায় যাওয়া হয় তাহলে দশবার চা পান করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য হবে না।

এখানে আসার পর বোঝা গেল কাজ[৫৬] যেটুকু হবার তা মদিনার প্রতিবেশী[৫৭] আর মুহাজিরীনদের মাঝেই হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত এদেশের আদি বাসিন্দা ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে এ কাজে সন্তোষজনক আগ্রহ ও তাঁদের অন্তরে এর উল্লেখযোগ্য গুরুত্বের উন্মেষ ঘটেনি। আমাদের আগমনকে উপলক্ষ করে বন্ধু-

---

৫৬. এখানে 'কাজ' বলতে দাওয়াতে তাবলীগের তৎপরতাই বোঝানো হয়েছে।

৫৭. এখানে মুহাজিরীন থেকে উদ্দেশ্য ওসব লোক যারা অন্য দেশ থেকে হিজরত করে মদিনায় এসে বসবাস করছেন অথবা তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এভাবে এসে এখানে স্থায়ী হয়েছেন।

বান্ধবগণ এখানকার ওলামা, দাঈ এবং মক্কার আলিমদের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ ও একান্ত মতবিনিময় আসরের আয়োজন করেছেন। পালা বিন্যাসক্রমে হারামাইন ও নজদের প্রায় সকল ওলামার সাথে বসার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এখনও এ কাজের অগ্রগতি স্বীকৃতিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখানে কাজের ক্ষেত্রে এমন কিছু স্থানীয় সমস্যা রয়েছে, যা বাইরে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। তাই দাওয়াতের বৃক্ষ এখনও ভালোমত শিকড় পায়নি বা দানা বাঁধেনি। চেষ্টা করে যাচ্ছি হারামাইন বা নজদের আলিম শ্রেণি থেকে কোনো দাঈ'র উদ্ভব ঘটবে কিন্তু এর বাস্তবতা দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেনি। গুটিকয়েক প্রাণবন্ত ব্যক্তি যারাও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে এখনও বেশ কিছু দ্বিধা-সংশয় কাজ করছে। তবে অন্তত এটুকু বলা যায়, দাওয়াতি তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্টদের সমীহের চোখে দেখা হচ্ছে। অবশ্য, এখানকার স্থানীয় পরিবেশ-পরিপার্শ্ব নিয়ে চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত এর প্রয়োজনীয়তা প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। তবে আনন্দের ব্যাপার হল, তুর্কিদের মাঝে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের নতুন উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত আমি যাঁদের কারণে প্রভাবিত হয়েছি তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো হল, দু'তিনজন নজদী আলিম ও তিনজন তুর্কি আলিমের সুস্থ ও গতিশীল চিন্তা, বিচক্ষণতা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মধ্যে উসমান আফেন্দীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রয়েছে আরবীতে গভীর পাণ্ডিত্য ও চমৎকার বিশ্লেষণী প্রতিভা। বেশ দক্ষতার সাথে কুরআনের দারস (তাফসীর পাঠদান) দিয়ে থাকেন। আমার সাথে তাঁরও বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে আল-আযহার থেকে ডিগ্রি নেয়া দু'জন তরুণ আলিমও রয়েছেন; তাঁরাও স্বীয় ভাষার ভালো সাহিত্যিক এবং উন্নত চিন্তাধারা লালনকারী। উসমান আফেন্দীর ঘরে তুর্কি আলিমদের নিয়ে বিশেষ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ লোক স্থূল মনোভাবের শিকার ছিলেন। আমি অধম ওই জমায়েতে আরবীতে আলোচনা করেছি। আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ইসলামের বৈশ্বিক ও সার্বজননীন আবেদন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ইসলামের খিদমতে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে ইসলামী পুনর্জাগরণের সংগ্রাম সাধনায় আমি তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছি। উসমান আফেন্দী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এর তরজমা করেছেন। দু'আয় যখন ইসলামের জন্য তুর্কিদের ঐতিহাসিক অবদান-কীর্তি এবং বর্তমানে তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ইসলামের নমুনাগুলোর উসিলা দিয়ে ফরিয়াদ করছিলাম তখন এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়।

মোটকথা, দীনের সাধারণ ও প্রাথমিক দাওয়াত সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে; নিষ্ফল হয় না। তবে দাওয়াতের যে পরিকল্পনা ও বিন্যাস ভারতে কার্যকর হয়ে গেছে এখানে তা আজো কল্পনাতীত এবং বাস্তবক্ষেত্রে মানুষ তা বেশ কঠিন বলেই মনে করে। 'আশা করা যায়, আল্লাহ কোনো নতুন উপায় সৃষ্টি করবেন।'

মাওলানা! রমজানের অবস্থা কিভাবে বর্ণনা করব? ইফতার, তারাবীহ ও শেষরাতের মধ্যবর্তী সময় যাপন– সব মিলে এমন এক মোহনীয় পরিবেশ যা কেবল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেই অনুভব করা যায়! ইনশা'আল্লাহ কোনো কোনো সময় আপনিও এই অনুভূতির অংশীদার হবেন। বড় আকাঙ্ক্ষা জাগে, যদি পুরোপুরি সুস্থ থাকতাম হয়তো এই আত্মিক আবেশের কিছুটা হলেও পত্রে তুলে আনা সম্ভব হত। তবে এ ব্যাপার খুবই স্পষ্ট যে, এমন স্বস্তি ও প্রশান্তি পৃথিবীর কোথাও কোনোও কালে পাওয়া যায় না।

আপনি তো জানেনই, আমি নিরুদ্দেশের পাখি। তাক্ইয়া[৫৮]তেও আর মন জুড়ায় না। লক্ষ্ণৌতে মাঝে মাঝে অস্থিরতার ঝাপটা লাগে বৈকি! কিন্তু এ মাসে এখানে এক ঘণ্টার জন্যও মানসিক অস্বস্তিতে ভুগতে হয়নি। অহেতুক ভাবনা ও লব্ধ চিন্তা আপনাআপনিই যেন উবে যায়। এ আফসোস অবশ্যই আছে এবং থাকবেও; ভারতে যে পরিমাণ কাজ করতে সক্ষম হই এখানে মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তা হয়ে উঠে না। খুবই গরম পড়ছে; তবে কিছু দিন যখন ভারতে বর্ষাকাল থাকে (এদেশে এ সময়কে হিন্দুস্তানী অবকাশ বলে) এখানে আকাশে মেঘের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। তখন মধ্যরাত অবধি লু হাওয়া বইতে থাকে। বছরের সাধারণ দিনগুলোতে রাতে ঠান্ডা পড়ে। আর পানি এত হালকা, স্বচ্ছ ও শীতল যে, এ পর্যন্ত আমি পৃথিবীর কোথাও এমনটি পাইনি। আর্থিক মন্দা বরাবরই আছে। এখানকার রিয়াল যা রূপীর সমান, এর ক্রয়মূল্য পাঁচ আনা। মানুষের স্বভাবে বিনয়, নম্রতা, শালীনতা পর্যাপ্ত মাত্রায় লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে অনেক গুণ বর্তমান কিন্তু তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অভাব, অনটনও[৫৯] যথেষ্ট রয়েছে; যা দেখে অন্তর বিদীর্ণ হতে চায়। অন্যদিকে সরকারি সম্পদের বাড়াবাড়ি রকম অপচয় আর জীবনযাত্রার কৃত্রিমতা দেখে চোখে পানি এসে যায়। এখানে আসার পর আমার বিশ্বাসও পাকাপোক্ত হয়েছে, যে পর্যন্ত অভিশপ্ত ইউরোপের চিন্তাও মানসজগতে আঘাত না করা যায় এবং তাদের চোখ ধাঁধানো তেলেসমাতির দফারফা করা না হয়, ততদিন মুসলিম বিশ্বের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। 'দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর দরবারে পেশ করা যায়।' বড় বড় জ্ঞানীগুণী ও মেধাবী লোকেরা সমস্যার এই দিকটি অনুধাবনে সক্ষম হননি। আশৈশব লালিত সে চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত মানুষজনের সাথে মেলামেশার ফলে –আলহামদুলিল্লাহ্– তা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর

---

৫৮. রায়বেরেলী শহর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরত্বে সাঈ নদীর তীরে অবস্থিত এক বসতি, যা দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্ নামেও পরিচিত। খুবই স্বস্তিপূর্ণ এক মনোরম এলাকা। এটাকে তাকইয়াকেলাও বলে। এখানে 'তাকইয়া' বলতে এ স্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫৯. পেট্রোল সম্পদ লাভের আগ পর্যন্ত আরবের অবস্থা এমনি ছিল।

হয়েছে। এখানে পরোক্ষভাবে একটি কথা বলে রাখি, স্নেহের আতিক ও হাফিয[৬০] কোনো একজন বা তাদের দু'জনকেই আরবীতে অধিকতর দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলুন! এদের সাহিত্যের সাথেও একটা সজীব সম্পর্ক স্থাপনে তৎপর হবেন। এখানে আসার পর এই অনুভূতি বহুগুণ বেড়ে গেছে। যদি আপনি বা নাযেম সাহেবের[৬১] মাধ্যমে এ পত্র দারুল উলূম (নদওয়াতুল ওলামা)'র ছাত্রদের পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় তবে তা অবশ্যই পৌঁছে দেবেন, যে পদ্ধতি ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তারা আরবী শিখছে তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়; ভাষা (এর বিবর্তন ও বিকাশ) কোথা থেকে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে![৬২]

ওয়াসসালাম–
আলী
আবুল হাসান আলী

মাদরাসাতুল উলূম আশ শারইয়্যাহ্ মদিনা মুনাওয়ারা

১ যিলহজ, ১৩৬৬ হিজরী

মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়ায়ী নদভীর[৬৩] (র)'র নামে

প্রিয় সুহৃদ মাওলানা আবদুস সালাম ও প্রিয় বন্ধু সাইয়িদ সগীর হাসান[৬৪] সাহেব!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি আল্লাহ বন্ধু-বান্ধবসহ আপনাদের সকলকে সর্বাঙ্গীণ সুস্থ রেখেছেন। আল্লাহর রহমতে এ অধমও সুস্থ থেকে আপনাদের জন্য দু'আরত এবং

---

৬০. মাওলানা আতিকুর রহমান চাম্বলী, যিনি মাওলানা মনযূর নু'মানীর ছেলে এবং দ্বিতীয় জন মাওলানা হাফিযুর রহমান নু'মানীর, যিনি গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার জগতে হাফিয নু'মানী নামে সমধিক পরিচিত তিনিও মনযূর নু'মানীর ছেলে।

৬১. মাওলানা মুহাম্মদ নাযেম নদভী (র) আল্লামা নদভীর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন। দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার সিনিয়র শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন।

৬২. হাসানি মুহাম্মদ হামযা, মাকতুবাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, পৃ. ১৬৫, খণ্ড–১, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

৬৩. তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম, যাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান গর্ব করতে পারে। তিনি আল্লামা নদভীর সহপাঠীই শুধু ছিলেন না, অন্তরঙ্গ সহযোগী এবং সহযোদ্ধাও ছিলেন। ইদারায়ে তা'লীমাতে ইসলাম, যার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, দীর্ঘদিন এর পরিচালনারও দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দিল্লী জামি'আ মিল্লিয়ার দীনিয়াত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে সেখানে কর্তব্যে যোগদান করেন। দারুল মুসান্নিফীন তাঁর কাছ থেকে অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা নিয়েছে। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। (জন্ম ৭ মার্চ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ; মৃত্যু ২৪ আগস্ট ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ)

৬৪. সাইয়িদ সগীর হাসান অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সপ্রতিভ ও আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব, ওলামাদের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের স্টেট সেক্রেটারি ছিলেন। তিনিও ইদারায়ে তা'লীমাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মোহন জেলার আনাও অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।

দু'আপ্রার্থী। নিজের এ ব্যর্থতা অকপটে স্বীকার করছি যে, এ পর্যন্ত আপনাদের উদ্দেশ্যে পত্র লেখার সময়-সুযোগ করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আপনাদের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি। আপনাদের সকলের জন্য দু'আ করছি। বিশেষভাবে আপনাদের দু'জনের জন্যে নামোল্লেখ করেই দু'আ করি। কখনও কখনও আপনাদের পক্ষ থেকে রাসূলে করীম (সা)-এর রওজায় সালামও পেশ করি। আপনাদের কাছেও আমার একান্ত প্রত্যাশা, দূরে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে থাকা এ অধমকে ভুলবেন না। দীনের খিদমতে আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগী হিসেবেই জানবেন–আর বাস্তবতাও তাই–এখানে আপনাদের কথা খুব মনে পড়ছে। আপনাদের নিঃস্বার্থ ও দীনি মুহব্বত অন্তরে সর্বদা সজীব ও জাগরূক থাকে। দু'আ করছি এবং আপনাদের সকলের জন্য এ কামনা যে, এখানে এসে জীবনের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধির আল্লাহ তাওফীক দান করুন– যা এখানে আসা ব্যতীত কারো পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। আল্লাহর রহমতের বারিধারায় সিক্ত এ ক্ষুদ্র মানবের সদয় প্রতিপালনের জন্য কিভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় করব জানি না, যিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে বান্দাকে তাঁর প্রিয় পুণ্য ভূমির কোলে পৌঁছে দিয়েছেন- যার প্রতিটি ধূলিকণায়, একেকটি শিশিরবিন্দুতে অফুরন্ত জাদুকরী আকর্ষণ মেশানো রয়েছে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করি যেন আমি এখানে জন্ম নিয়েছিলাম, এখানে বেড়েও উঠেছি, কিছুদিনের জন্য কোথাও সফরে গিয়ে আবার আপন ঠিকানায় ফিরে এসেছি। সবকিছুই যেন যুগ-যুগান্তরের চিরচেনা, চিরআপন। সম্ভবত বিগত ১০/১৫ বছরের মধ্যে এ প্রথম নিরবচ্ছিন্নভাবে পুরো দু'টি মাস একেবারে উদ্বেগ উৎকণ্ঠামুক্ত অতিবাহিত করলাম। এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলে মনের উপর বেশ ভার অনুভব করি। তবে এটা ভেবে আবার স্বস্তিও পাই যে 'দূরত্বের দীর্ঘতাই যেন জরুরি ছিল।' এর পাশাপাশি ভেতরে এ অস্থিরতা কাজ করছে যে, নিজের শারীরিক মানসিক অক্ষমতা এখানে বেশিদিন অবস্থান করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করল। বর্তমানে আমি আপনাদের দেখা যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর দুর্বল। জাহাজ থেকে অবতরণের পর থেকেই প্রায় উদরাময় লেগেই আছে। রমজানের ৭টি রোজা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখনও চিকিৎসা চলছে। সামর্থ্যবান দেখলে বড় আক্ষেপ হয়। বুখারা, মিসর, সমরকন্দ ও ভারতীয় মুহাজিরীনদের দেখলে ঈর্ষা হয়, কিন্তু কিছুই করার নেই। বহু জোড়াতালির পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাযগুলো কোনোরকম মসজিদে নববীতে গিয়ে পড়ে নেই। না ইবাদতের শক্তি আছে, আর না আছে দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতে সফরের হিম্মত। এ জাতীয় কাজে

যাওয়া বলতে দুইবার কুবায় যা মদিনার একটি মহল্লা বলা যায়, একবার উহুদে যা মাত্র তিন মাইলের দূরত্বে অবস্থিত আর একবার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাবার সুযোগ হয়েছে। অথচ অন্য সাথীগণ দশ-বারো দফা এ উদ্দেশ্যে যাওয়া আসা করলেন। বিভিন্ন দেশের ওলামা ও হাজীগণের সাথে অবশ্য সাক্ষাৎ আর মজলিস জমায়েত নিয়মিতই হচ্ছিল। এর মাধ্যমে আমার নিজস্ব পন্থায় বক্তৃতা ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপকভাবে দীন ও দীনি বিপ্লবের দাওয়াতও অব্যাহত রেখেছি। অকল্পনীয়ভাবে এ দাওয়াতের সবচেয়ে বেশি প্রভাব লক্ষ করেছি আধুনিক তুর্কি মুসলমান ও কিছু তরুণদের মধ্যে। অভ্যাগত এসব লোকদের কাছ থেকে তুরস্কের সম্ভাবনাময় ধর্মীয় পরিস্থিতির যে ধারণা পেয়েছি, তাতে সে দেশে ইসলামী বিপ্লবের সূর্যোদয় আর নতুন দিনের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট। নতুন প্রজন্মের মন মননে ইসলাম সম্পর্কে অনাগ্রহ ও বিরাগ পোষণের মানসিকতা ভারতের মতোই ক্রমশ বিদূরিত হতে চলেছে। যথা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা, আরবী শিক্ষার দীর্ঘ সুবিধা ও অসুবিধাগুলো, চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলিম সমাজের ওয়াকিবহাল না থাকা, গণমানুষের স্বাভাবিক চাহিদাগুলোর সাথে দূরত্ব, দেশীয় সাহিত্য ও উন্নত ভাষাসমূহের ব্যাপারে অবহেলা, ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নতুন ভাষাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা, সাধারণের মাঝে ইসলামের প্রকৃত রূপ উপস্থাপনে শক্তিশালী ও বিস্তারী ভাষা আর ভাষাশৈলীর অভাব প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক সভায় আরবীতে এ নগণ্য (আল্লামা নদভী)'র পক্ষ থেকে বিশদ-বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দু'জন বিজ্ঞ তুর্কি ওসব বক্তব্যের তুর্কি ভাষায় রূপান্তর করেছেন। চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্ন পথ এবং ভারত ও তুরস্কের মধ্যে দীনি বিষয়াবলির সাযুজ্যের ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তুর্কি তরুণদের মাঝে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। বিশেষত দু'জন তরুণ যাঁরা আরবীর পাশাপাশি স্বদেশী ভাষার সাহিত্যে পারদর্শী খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছেন, তাঁরা নিজেদের মন ও মানসে বহু নতুন চিন্তার উন্মেষ অনুভব করেন।

দু'টি কাজের বড় বেশি প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে; এর একটি হল– সেসব কার্যক্রম আপনার প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে।[৬৫] তার চেয়েও বেশি জরুরি মনে হচ্ছে সে-কাজ, যা তারা এখন শুরু করতে চায়; অর্থাৎ আরবী শিক্ষার নতুন

---

৬৫. অল্প সময়ে কুরআনের শিক্ষা ও কুরআন-হাদীসের পাঠদান, ইদারায়ে তা'লীমাতে ইসলাম তার এ কর্মসূচিতে বেশ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, দীনের মূল্যায়ন ও চাহিদার অভাবে এ কর্মসূচি থেকে উপকৃতের সংখ্যা খুবই স্বল্প।

মাদরাসা, দ্বিতীয়ত সেই কার্যক্রম যা মাওলানা আবুল আ'লা সাহেব[৬৬] কিছুকাল আগে শুরু করেছেন। এবং তারও আগে কিছুটা ভিন্ন ধাঁচে দারুল মুসান্নিফীন শুরু করেছিল; অর্থাৎ নতুন ইসলামী সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞানের সুসংহত বিন্যাস। আর 'তানকীহাত', 'তাফহীমাত' পর্দা, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থের রচনা। যদি গায়েবীভাবে তুরস্কে কিছু লোক আল্লাহর পক্ষ হতে তৈরি হয়ে যান তবে এ ঐতিহাসিক জনপদ ও ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক জাতিটির জীবনে নতুন মোড় নেবে এবং আলহামদুলিল্লাহ্, ইতোমধ্যে তা নিতেও শুরু করেছে।[৬৭]

ওয়াসসালাম–

আলী।

১৯ রবিউল আউয়াল ১৩৬০ হিজরী

১৬ এপ্রিল ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (র)-এর নামে প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি দেওবন্দ পৌঁছেছি এবং সেখানে তিন দিন অবস্থানের পর সোমবার রওয়ানা দিয়ে ভালোভাবেই লক্ষ্ণৌ পৌঁছে গেছি।

আমার ছাত্রদের উপর আপনি যে বুযুর্গসুলভ স্নেহ বর্ষণ এবং অত্যন্ত উদারতাপূর্ণ আচরণ করেছেন তা কখনো ভুলবার নয়। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি আপনাকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। আজকের চিঠিটি মুবারক মজলিসসমূহের আলোচনা ও বিভিন্ন আসরের আলোচ্য বিষয় নিয়ে।

এ চিঠি হস্তগত হবার সময় সম্ভবত আপনি পাঞ্জাব সফর থেকে ফিরবেন।

হযরত রায়পুরী মাদ্দাযিল্লুহুল আলী[৬৮] যদি আপনার কাছে অবস্থান করেন তবে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম ও দু'আর বিনীত দরখাস্ত

---

৬৬. মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী।

৬৭. হাসানি মুহাম্মদ হামযা, মাকতুবাতে মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি,সাইয়িদ আহমদ একাডেমী, পৃ. ১৯৭, খণ্ড–১, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

৬৮. হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী, তিনি তখন সাহারানপুরে হযরত শাইখুল হাদীসের মেহমান ছিলেন।

পেশ করার অনুরোধ করছি। মাওলানা মনযূর নু'মানী আসার পথে আছেন। তাঁকে পত্র ও সংবাদ পৌছাবেন।

ওয়াসসালাম–
আলী
১৮ জুমাদাল উখরা ১৩৬৪ হিজরী
৩০ মে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

শাইখুল হাদীস মাওলানা হযরত মুহাম্মদ যাকারিয়া (র)-এর নামে আরো একটি পত্র

মান্যবর, শ্রদ্ধেয়!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি কুশলে আছেন। আপনার প্রেরিত সম্মানিত ও পবিত্র চিঠি অন্তরকে শীতল করেছে– যা আমি বারবার পড়েছি এবং পরম মমতায় বুকে লাগিয়েছি বারবার। যেদিন আপনার পত্র পেয়েছি তখন থেকে কয়েকদিন অন্যরকম পুলক অনুভব করেছি।

পুরো মে মাসটি ভীষণ ব্যস্ততায় অতিবাহিত হয়েছে।[৬৯] জুনের শেষ অবধি আপনার খিদমতে হাযিরার নিশ্চয়তা নেই। হয়তো জুনের শেষে কোনো এক তারিখে সাহারানপুর আর রায়পুরে হাযির হব; অথবা জুলাইয়ের শুরুতে ইনশাআল্লাহ।[৭০]

পত্রবাহক এবং তার সাথী আমাদের এক স্নেহপ্রতিম ছাত্র ও অত্যন্ত ভালো শিক্ষার্থী।[৭১] হুশিয়ারপুরের অধিবাসী। মিওয়াতের এক সফরে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। সে আপনার সমীপে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। কিছু সময় সাহারানপুর অতিবাহিত করব এবং রায়পুরেও যাবার আগ্রহ আছে। সম্ভবত সাহারানপুর থেকেই রায়পুর যাওয়া হবে। এক সপ্তাহের ইউরোপ সফর থেকে ফিরেছি।

---

৬৯. তাবলীগী সফরের ব্যস্ততা উদ্দেশ্য।

৭০. হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্দলভী (র) আল্লামা নদভী ও মাওলানা মনযূর নু'মানীকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিল্লী আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আল্লামা নদভীও এ উপলক্ষে দিল্লী যাবার ইচ্ছে করেছিলেন এ পত্রে সময়ের স্বল্পতার কারণে হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী আল্লামা নদভীকে সাহারানপুরের পরিবর্তে দিল্লী সফরকে প্রাধান্য দেবার কথা লিখেছিলেন।

৭১. সুফী মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপুরী আল্লামা নদভীর কাছে প্রাথমিক আরবী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর খিদমতে ছিলেন। পরে শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)-এর খিদমতে যান এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত হন। জীবনের শেষ সময় মদীনায় অতিবাহিত করেন।

আমার পরে মাওলানা মনযূর সাহেব[৭২] ঘোরপূর গিয়েছেন। সম্ভবত এখনো ফিরেননি।

সশ্রদ্ধ সালাম
বিনীত
আবুল হাসান আলী

তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন আরবাকানের নামে আল্লামা নদভীর পত্র

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত জনাব নাজিমুদ্দিন আরবাকান
প্রধানমন্ত্রী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র তুরস্ক
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমার খুবই কামনা ছিল যে, এ সফরে জনাবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হোক। এতে এ বরকতময় ও সফল সফরের মূল্য ও মর্যাদায় নতুনমাত্রা সংযোজিত হত এবং যেসব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিবেদন করার কথা ছিল, তার সুযোগ পাওয়া যেত। যে তুর্কি জাতি ইসলামের দুশমনদের দমন, পবিত্র ভূমিসমূহের হিফাযত, গোটা দুনিয়ায় মুসলমানদের সম্মানিত ও ইসলামী পতাকা সমুন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার সামনে অন্তরের কথা প্রকাশ করার ও আহ্বান জানানোর সুযোগ পাওয়া যেত। আর এভাবে আমার উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা কিছুটা আদায় হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল না। আপনি এক বিশেষ সফরে গিয়েছেন। আল্লাহ পাক আপনার এ সফর সফল করুন। এখন পত্রের মাধ্যমে আপনার সাথে সরাসরি আলাপের সুযোগ হচ্ছে। সবচাইতে বুনিয়াদী যে পদক্ষেপটি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এবং যা সুশৃঙ্খল ও সুসংহত হতে হবে তা এমন বিপ্লবাত্মক হতে হবে যা এ প্রিয় জাতি ও দেশের জন্য প্রয়োজন আর যা তাকে তার পূর্বের নেতৃত্বের কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। তা হল, এ জাতিকে বিশেষ করে জাতির সেই শ্রেণিকে যারা শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রাপ্ত এবং যাদের হাতে নেতৃত্বের ভার আসবে, তাদেরকে ইউরোপ, আমেরিকার মানসিক গোলামি থেকে মুক্ত করতে হবে।

সঠিক ভাষায় বলতে গেলে তাদেরকে ধর্মহীনতা ও পশ্চিমা খ্রিস্টানদের জাল থেকে মুক্ত করতে হবে এবং তাদের উপর যে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক পশ্চিমা চাপ

৭২. মাওলানা মনযূর নু'মানী (র)

রয়েছে তা দূর করতে হবে। যে সভ্যতার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বংশধর তাদের মনোবল, প্রেরণা, চেতনা ও স্বার্থ ত্যাগের প্রাণশক্তিশূন্য হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বস্তুগত চাকচিক্য ও আপাতঃসুন্দরের মুকাবিলা করার ও রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক চক্রান্তের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

যে মানবতা পাশ্চাত্যের বস্তুগত ও ধর্মহীনতার চক্রান্তের শিকার হয়েছে, তাকে বাঁচানোরও একমাত্র পথ এটিই। এজন্য শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, প্রচারমাধ্যম ও সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করতে হবে। এমন শিক্ষাক্রম ও সেসব কিতাবের প্রচলন করতে হবে যা নতুন বংশধর ও শিক্ষিত শ্রেণির মস্তিষ্ককে ইসলামী ছাঁচে গড়তে পারে। এ সকল কাজে তাড়াহুড়া ও ভাবা বেগের পরিবর্তে কৌশল, কল্যাণ ও ক্রমধারা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং শিক্ষিত শ্রেণির সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন যাদের হাতে সাংবাদিকতা ও প্রচারমাধ্যমসমূহ রয়েছে এবং যারা শিক্ষাদীক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষ। এর ভিত্তি হওয়া উচিত আল্লাহর প্রতি অভিনিবেশ ও নিষ্ঠা।

আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনার মধ্যে এ যোগ্যতা রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নেতৃত্বের এ সুযোগ দান করেছেন যা সাধারণভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাধরগণ পান না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পথ প্রদর্শন করুন! এ উম্মত ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েছে। আপনার মাধ্যমে তারা যেন এ জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আল্লাহ সে তাওফীক সকলকে দান করুন। আমীন!

আপনার একান্ত
আবুল হাসান আলী

আল্লামা নদভীর নামে প্রেরিত রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধান ও শিক্ষাবিদদের পত্র

✍ বাদশাহ্ ফয়সালের চিঠি

বরাবর

সম্মানিত শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা সর্ববিধ শান্তি-নিরাপত্তা ও সমূহ কল্যাণের দু'আ করছি।

১৫.১২.১৩৮৪ হিজরী তারিখে আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। এতে ব্যক্ত করা আপনার চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আপনার পবিত্র অনুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনার প্রখর ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের মূল্যায়নের সাথে সাথে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, আমি কখনো (রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে) এমন নির্দেশ জারি করিনি এবং ভবিষ্যতে করতে পারি না, যা আমাদের দীনে হানিফ[৭৩]–এবং এর প্রকৃত শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সেসব কাজের তাওফীক দান করেন, যা ইসলামের স্বার্থের অনুকূলে ও এর মর্যাদা সমুন্নত করার সহায়ক হয়। আর তিনি মুসলমানদের সেসব ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ করার তাওফীক দিন যাতে তাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন।[৭৪]

ফায়সল ইব্নু আবদুল আযীয আবদুর রহমান আ'লে সৌদি

৯.২.১৩৮৫ হিজরী।

বাদশাহ্ ফয়সালের আরেকটি পত্র

বরাবর

শ্রদ্ধেয় শাইখ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (আল্লাহ আপনার সুরক্ষা দিন)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

২৭ রজব ১৩৮৭ হিজরী তারিখে আপনার প্রেরিত পত্রটি পেয়েছি। আমি আপনার মহৎ ও পবিত্র অনুভূতির জন্য কৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে, আমাদের ভারতীয় ভাইদের সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের দেশের প্রতি তাঁদের নিখাদ ভালোবাসার ব্যাপারে আমরা বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ পোষণ করি না। আমাদের পক্ষ থেকে এ দেশে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কোনোরূপ সমস্যা হবে না এবং এ ব্যাপারে কোনো ধরনের জটিলতা ও কঠোরতার নির্দেশনাও দেয়া হয়নি। আপনার কাছে এ সম্পর্কে যে (নেতিবাচক) তথ্য দেয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। ভিন্ন রাষ্ট্রের মুসলমানকে ভিন্ন চোখে দেখার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। সবাই আমাদের ভাই এবং সবার সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা হয়ে থাকে।

---

৭৩. ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান ইসলাম

৭৪. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভী আকাবির ওয়া মাশাহীরে উম্মত কী নযর মে; শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী, মুযাফফরনগর, ইউ.পি. ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১২৫।

আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা রইল, তিনি আমাদের সকলকে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা যায় এমন কর্ম সম্পাদনের তাওফীক দিন। আল্লাহ আপনার সর্বোত্তম নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।[৭৫]

ফায়সল ইবনু আবদুল আযীয
৫.৮.১৩৮৭ হিজরী।

আল্লামা নদভীর বরাবরে ফিলিস্তিনের মুফতিয়ে আযম মুফতি মুহাম্মদ আমীন আল হুসাইনির পত্র

সম্মানিত ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ, নদওয়াতুল ওলামা ভারতের অভিভাবক, মুহতারাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

একজন প্রকৃত মুমিনোচিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে জাতির রোগ নির্ণয় ও তার সমাধান শনাক্ত করার তাওফীক আপনার অর্জিত হয়েছে। আপনি আপনার গ্রন্থ *মুযাক্কিরাতু সা'য়িহ্ ফিশ শারক্বিল আরাবী* (মধ্যপ্রাচ্য সফরের বিবরণী)–তে ফিলিস্তিনি সমস্যা –যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহরই সমস্যা– সম্পর্কে আপনার যে চিন্তাধারা এবং যার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন তাতে আমার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। ফিলিস্তিনের এক বিরাট অংশ হাতছাড়া হওয়ায় ইসলাম ও মুসলমানগণ যে সঙ্কটে বিপর্যস্ত এবং লক্ষাধিক নাগরিক (উদ্বাস্তুতে পরিণত করে) নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে– যারা বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ফলে মসজিদে আকসা ও তৎপার্শ্ববর্তী পবিত্র ভূমিগুলোকে বিপন্ন দশায় ঠেলে দেয়া হয়েছে আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন মুসলিম উম্মাহর মাঝে আপনার মতো আলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেন, আর আল্লাহ আপনাকে সর্বাঙ্গীণ হিফাযতের চাদরে আবৃত রাখুন![৭৬]

মুহাম্মদ আমিন আল হুসাইনি মুফতি ফিলিস্তিন
২৭ যিলক্বাদা, ১৩৭৩ হিজরী
২৭ জুলাই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

---

৭৫. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৭৬. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভী : আকাবির ও মাশাহীরে উম্মত কী নযর মে; শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ একাডেমী, মুযাফফরনগর, ইউ.পি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪২।

✍ সুদানের শাইখ মুহাম্মদ আল মুবারক আল জাযায়িরী কর্তৃক আল্লামা নদভীকে লেখা পত্র

শ্রদ্ধেয় ভাই, বিজ্ঞ আলিম জনাব সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (আল্লাহ আপনার হিফাযত করুন)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

দামেশকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ আমার জন্য একটি মূল্যবান সৌভাগ্য ছিল। আপনি হয়তো অনুভব করে থাকবেন; আপনার সাথে আমার যে একান্ত ভালোবাসা তা আর কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ ও দাঈ'র সাথে গড়ে উঠেনি। যদিও আমি তাঁদের সকলের জন্যই একই রকম সম্মান ও আন্তরিকতা পোষণ করি।

আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি; তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আপনার সাথেই আমাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় জায়গা দেন।[৭৭]

মুহাম্মদ আল মুবারক
১৬ রমজান, ১৯৮৪ হিজরী।

✍ হাকিমুল উম্মত[৭৮] হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)'র প্রেরিত পত্র আল্লামা নদভীর নামে

আশরাফ আলীর পক্ষ থেকে সর্ববিধ গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব (মানুষের মাঝে আপনার সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাক!)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আপনার প্রেরিত প্রিয় পত্রটি হস্তগত হয়েছে। সেই পত্রের প্রতিটি বর্ণ যেন ছিল প্রাণবন্ত। আমার প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভালোবাসার জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। আপনার সততা ও নিষ্ঠায় প্রভাবিত হয়ে আমার স্বভাব-প্রকৃতি প্রথমবারেই এক নিবিড় ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাধা পড়ে গেছে। তাই কোনো বিষয় আপনার কাছে প্রচ্ছন্ন রাখতে চাই না। এক্ষেত্রে আমি এতটুকু বলতে চাই যে

---

৭৭. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, প্রাগুক্ত ; শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ একাডেমী, মুযাফফরনগর, ইউ.পি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১২৯।

৭৮. হাকিমুল উম্মত অর্থ– জাতির প্রাজ্ঞ চিকিৎসক (আত্মিক), উপমহাদেশে তিনি শিক্ষিত মহলে এই উপাধিতে সমধিক পরিচিত।

এর মতপার্থক্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত আপনি তত্ত্বীয় ও সংক্ষিপ্ত ধারণাই রাখেন। কারণ আপনি মতপার্থক্যটাই দেখেছেন, আমাকে দেখেন নি। আমাকে দেখা হবার পর এই মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেয়ে যাবেন। সর্বোপরি এ সম্পর্কিত বিষয়ের অবগতিকে ছাড়িয়ে একটি আবেগ চেতনারও সংশ্লেষণ রয়েছে। এ মুহূর্তে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, আমার সম্পর্কে যে ইতিবাচক ধারণা আপনার রয়েছে তার ফলে এ বিষয়ে আপনার মনের ভারকে হালকা করে দেবে, যা অন্তরের প্রশান্তি যোগাবে। অদৃশ্যের কথা আল্লাহই জানেন।

হযরত খলিফা সাহেবের[৭৯] পয়গাম ও সালামে তার স্মরণ তাজা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাঁর বরকতকে বহুগুণ বৃদ্ধি করুন। বাকি আপনার জন্য দু'আ করি এবং দু'আ চাই সে বাক্য দিয়ে যা দীর্ঘকাল যাবৎ নির্বাচন করে রেখেছি–'হে আল্লাহ আপনি আমাদের হয়ে যান আর আমাদেরকেও আপনার আপন করে নিন।'[৮০]

ওয়াসসালাম

১৬ রবিউল আউয়াল ১৩৫৩ হিজরী।

✍ শাইখুল ইসলাম[৮১] হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর পত্র আল্লামা নদভীর নামে

(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, দারুল উলূম দেওবন্দ ও সাবেক সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ)

সহযোগে : **শাইখুল আদাব মাওলানা এ'যায আলী,** সাবেক পরিচালক (শিক্ষা) দারুল উলূম দেওবন্দ।

জনাব

মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া সাহেব! (আল্লাহ আপনার সম্মান বৃদ্ধি করুন)

সালামের পর মূল কথা হল, দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র সাজ্জাদ লাইব্রেরির সদস্যদের জোরালো আকাঙ্ক্ষা– তারা আপনার মূল্যবান উপদেশ ও

---

৭৯. হযরত খলিফা গোলাম মুহাম্মদ সাহেব দ্বীনপুরী উদ্দেশ্য। যিনি সমকালীন বড় আলিমদের অন্যতম।

৮০. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভী : আকাবির ও মাশাহীরে উম্মত কী নযর মেঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ একাডেমী, মুযাফফরনগর, ইউ.পি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৭।

৮১. অর্থ– ইসলামী জাহানের শীর্ষ মনীষী, উপমহাদেশে তিনি সর্বমহলে এই উপাধিতে অধিকতর পরিচিত।

পথনির্দেশনাবলি থেকে উপকৃত হবে। তাদের বাসনা পূরণে আপনার বিহিত মর্জি আশা করছি।[৮২]

ওয়াসসালাম

হুসাইন আহমদ

২০ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৭৩ হিজরী

মহান শিক্ষাগুরুর কথার সাথে আমি সম্পূর্ণ একাত্মতা পোষণ করছি।

মুহাম্মদ এ'যায আলী

আবুধাবী (সংযুক্ত আরব আমিরাত)– এর স্পষ্টবাদী শীর্ষ আলিম ও প্রধান বিচারপতি শাইখ আহমদ আবদুল আযীয আল মুবারক কর্তৃক আল্লামা নদভীকে লেখা পত্র

সম্মানিত মহান ভাই, ইসলামের শীর্ষ দাঈ, ক্ষুরধার লেখনী ও বলিষ্ঠ বাগ্মিতার অধিকারী, সুস্থ চিন্তাশীলতা ও উন্নত প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, নদভী বংশধারার গৌরবোজ্জ্বল তারকা ও অহঙ্কার আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্!

২৪.০৬.'৯৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আপনার প্রেরিত সূক্ষ্ম মর্মসমৃদ্ধ পত্র পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত হয়েছি।

হে সম্মানিত ভাই! আমি এবং আমার যেসব বন্ধুকে আপনার পত্রটি শুনিয়েছি তাঁরা সকলেই আপনার পায়ের অঙ্গুলিতে আঘাতজনিত কষ্টের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আপনার সুস্থতার জন্য নিজেরাও দু'আ করেছেন এবং অপরাপর বন্ধু-বান্ধবদের কায়মনোবাক্যে দু'আ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন– যাতে স্বীয় ক্ষেত্রে ইসলামের জন্য আপনার চলমান জিহাদ অব্যাহত রাখতে পারেন। বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত লড়াইও চালিয়ে যাবার তাওফীক যেন অটুট থাকে। আপনার লেখালেখির সংগ্রামেও যেন ছেদ না পড়ে। আপনার অংশ নেয়া সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সভা-সমিতিতে উপস্থাপিত সঠিক ও ঋজু বক্তব্যের ধারাও থাকে বহমান।

ভাই আমার! আপনার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের সাথে আলাপ ও পত্র বিনিময়কালে যুগপৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক প্রশান্তি-পুলক অনুভব করি। যেসব পত্রে আমরা পরস্পরের সাথে মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশা পর্যালোচনা করছি। এবং এভাবে নিজেদের হৃদয়ের ভার হালকা করছি। যেমনটি কবি বলেছেন–

'হৃদয়ের কষ্টগুলো ব্যক্ত করতে হলে মানবতাবোধ সম্পন্ন শ্রোতা চাই

সে তোমার সহমর্মী হবে কিংবা সান্ত্বনা দেবে নতুবা হবে দুঃখের অংশীদার।'

---

৮২. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

আমার বংশধরের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম গ্রহণ করুন। শাইখ আহমদ আল-বাইলীও আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন।[৮৩]

আপনার ভাই
আহমদ আবদুল আযীয আল মুবারক
প্রধান বিচারপতি, আবুধাবী

ড. ইউসুফ কারজাভীর পত্র আল্লামা নদভীর নামে

মুহতারাম
সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (আল্লাহ তাঁকে হিফাযত করুন; দীন ইসলামের খিদমতের স্বার্থে দীর্ঘায়ু করুন)
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!
আমরা (কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ওলামা ও শিক্ষক) আপনার বাদশাহ্ ফয়সল পুরস্কার লাভের জন্য অভিনন্দন জানাতে পেরে খুবই আনন্দিত ও পুলকিত। যদি বলি, আপনার মতো ব্যক্তিত্বের এরূপ পুরস্কার অর্জনে স্বয়ং পুরস্কারটি মর্যাদা লাভ করে; গৌরবান্বিত হয়। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত আল্লাহর আহ্বানকে বুলন্দ ও উচ্চকিত করার মিশনে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথের দাঈ হিসেবে আপনাকে কাজ করে যেতে দেখেছি। আপনি বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও গঠনমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। কখনো লেকচারার, কখনো হাদীস ভাষ্যকার, কখনো বা সুপথের দিকদিশারী ও সত্যের প্রবক্তা হিসেবে সফর করেছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে। চিন্তা, গবেষণা, মতামত উপস্থাপন করে জ্ঞানের সকল আসরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এবং বিভিন্ন ইসলামিক ফোরামে-- যেখানে আপনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সেমিনার ছিল কাতারে অনুষ্ঠিত 'আস্ সুন্নাতুন্ নবুভিয়্যাহ্ ওয়াস্সীরাহ্' বা নবী জীবনাদর্শ শীর্ষক অনুষ্ঠানটি[৮৪]। সংস্থাটির (আয়োজক) সকল শাখা আপনাকে এর ভাইস চেয়ারম্যান ও মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচন করতে ঐকমত্য পোষণ করেছে।

আমি এবং যারাই আপনার সাথে পরিচিত তাদের সকলের অকৃত্রিম অনুভূতি হল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনুগ্রহ করে যে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন; নিঃসন্দেহে তা মুজাদ্দিদে দীন বা যুগের ধর্মীয় সংস্কারকদের বৈশিষ্ট্য। চিন্তার

---

৮৩. কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলি, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভী : আকাবির ও মাশাহীরে উম্মত কী নযর মে; শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ একাডেমী, মুযাফফরনগর, ইউ.পি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২২।

৮৪. যা দোহাতে মুহাররম ১৪০১ হিজরী মুতাবিক নভেম্বর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বচ্ছতায়, বাকশক্তির জাদুকরী সঞ্জীবনীতে, আত্মশুদ্ধির পথে অবিচলতায়, কঠোর আত্মসমীক্ষায়, নিজের ও প্রভুর দরবারে জবাবদিহিনির্ভর সত্যাশ্রয়ী জীবনধারায়, দাওয়াতের সম্মোহনীশক্তিতে এ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সতত প্রকাশমান। যেমনি আপনার প্রাত্যহিক আচার-আচরণে ভারসাম্য, সুসমঞ্জস বিশেষভাবে লক্ষণীয়; যার মাধ্যমে আপনি খ্যাতি লাভ করেছেন। সকল শ্রেণির মুসলমান, সব ইসলামী সংগঠন, তাদের কাজের ক্ষেত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও আপনার কথার প্রভাব, রচনার পাঠকপ্রিয়তা, ব্যক্তিত্বের গ্রহণযোগ্যতা একটি সার্বজনীন অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। আপনার সাথে ভিন্নমত পোষণকারীগণও আপনার স্বীকৃতি এবং প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। আপনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জাতির জন্য এক অনন্য করুণা।

ইউসুফ আল কারজাভী,
কাতার।

৪.৪ সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে আল্লামা নদভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি

⊙ ফিলিস্তিনের গ্রান্ড মুফতি, আল-কুদ্‌স আন্দোলনের নেতা ও সেক্রেটারি, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আমীন আল হুসাইন (র) বলেন, 'সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী একজন নিষ্ঠাবান মু'মিন; যিনি জাতির সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান নির্দেশ করতে পারঙ্গম।'[৮৫]

⊙ মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অন্যতম শীর্ষ উপদেষ্টা, *তাযকিরাতুত্ দুআত, আ'দম আলাইহিস্ সালাম* ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা, আলবাহী আলহাউলী বলেন, 'সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী খাঁটি মু'মিন ও আল্লাহর রাস্তার মর্দে মুজাহিদ।'[৮৬]

⊙ সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলিম, শাইখ আবদুল ওয়াহ্হাবের অধস্তন পুরুষ, আমর বিল মা'রুফ নাহ্য়ি আনিল মুনকার (ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিকার) পরিষদের চেয়ারম্যান উমর ইবনুল হাসান আল আশ-শাইখ বলেন, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও হাজার তারকার মাঝে জ্যোতির্ময় চাঁদ।[৮৭]

---

৮৫. কারজাভী, ড. ইউসুফ, আশ্ শাইখ আবুল হাসান আন্ নদভী কামা আরাফতুহু; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১।
৮৬. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১।
৮৭. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১।

⊙ উপমহাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বরেণ্য আলিমে দীন হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (র)'র সম্বোধন (পত্রে)– "হে সকল যোগ্যতা ও গুণের সমাহার!"[৮৮]

⊙ মালিকী মাযহাব অনুসারী মরক্কোর বিশিষ্ট আলিম, মুহাম্মদ আল আরাবী যিনি মক্কার হারাম শরীফে দীর্ঘদিন হাদীস ও আরবী ভাষার অধ্যাপনা করেন, তিনি বলেন; "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী সুসাহিত্যিক, উঁচুমাপের আলিম, বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ এবং অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান"।[৮৯]

⊙ মক্কা শরীফের হারামে দীর্ঘদিন অধ্যাপনারত শীর্ষস্থানীয় আলিমদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হাসান মুহাম্মদ আল মুশাত বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী মহাজ্ঞানী"।[৯০]

⊙ মক্কা শরীফের হারামে দার্‌সদাতা সুপরিচিত আলিমদের অন্যতম সাইয়িদ আলী আব্বাস আল মালেকী বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী পূর্বসূরিদের নমুনা, উত্তরসূরিদের সৌভাগ্য, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান মনীষী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, রাসূলের মহান আদর্শের সৈনিক, উদার মহানুভব, অসি ও মসিতে সজ্জিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব"।[৯১]

⊙ আরব উপদ্বীপের শীর্ষ আলিম ও সৌদি আরবের প্রধান মুফতি আবদুল আযীয ইব্‌নু বা'য বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী একজন অবিসংবাদিত মহাজ্ঞানী।[৯২] "

⊙ দামেশ্‌কের শীর্ষ আলিম, রাশীদ রেযার সুযোগ্য শিষ্য, বিশিষ্ট মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ভাষাবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ বাহযাতুল বায়তার বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী বহুমাত্রিক জ্ঞান, মৌলিক সাহিত্য রচনা, সার্বজননীন, সুখপাঠ্য ও ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের অধিকারী।[৯৩]"

⊙ ইরাকের সুপরিচিত আলিম, আল্লামা মাহ্‌মুদ আলুসীর অন্যতম শিষ্য, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক, দামেশক ও বাগদাদের আরবী সাহিত্য পরিষদের

---

৮৮. নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম; সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউপি, দ্বিতীয় সংস্করণ রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. দ্বিতীয় মলাট দ্রষ্টব্য।

৮৯. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১।

৯০. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১।

৯১. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০১-২।

৯২. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০২।

৯৩. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত ; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০২।

প্রভাবশালী সদস্য মুহাম্মদ বাহযাতুল আসরী বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী অনুসন্ধিৎসু আলিম ও চিন্তাবিদ লেখক।[৯৪]"

⊙ আবুধাবীর প্রধান বিচারপতি আহমদ আবদুল আযীয মুবারক বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী ইসলামের এক মহান দা'ঈ, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন প্রতিরোধে বলিষ্ঠ বক্তা ও শক্তিমান কলমসৈনিক। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সুস্থ চিন্তক, প্রজ্ঞাপূর্ণ সমন্বয়ক, নবীবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ, নবভী রক্তধারার সজীব চিহ্ন।[৯৫]"

⊙ সিরিয়ার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আলিম, বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ্ বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানপ্রতিভার অধিকারী আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা, মহাজ্ঞানী ও দীনের দা'ঈ।[৯৬]"

⊙ সিরিয়ার বিখ্যাত আলিমে দীন, ইখওয়ানুল মুসলিমীন সিরিয়া শাখার সমন্বয়ক, *কিতাবুস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতিহা ফিত্ তাশরী* গ্রন্থের প্রণেতা, হাদারাতুল ইসলাম বা ইসলামী সভ্যতা পরিষদের চেয়ারম্যান (সিরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শরীআ' বা থিওলজি অনুষদ চালুর ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে) মুস্তাফা আস্ সিবা'য়ী বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্য সম্ভার, বিশিষ্ট দাওয়াতি প্রতিভা, নদভীর রচিত গ্রন্থগুলো জ্ঞান-গভীরতায়, সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় ও ইসলামী শরী'আহর জটিল বিষয়াবলি, সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর প্রতিষেধক।[৯৭]"

⊙ ইসলামের একজন শীর্ষ প্রচারক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ, ফি যিলালিল কুরআনসহ বহু গ্রন্থ রচয়িতা সাইয়িদ কুতুব শহীদ বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর ব্যক্তিসত্তা ও লেখকসত্তাকে আমি আলাদাভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি। আমি তাঁর মাঝে মুমিনের হৃদয় দেখেছি, প্রত্যক্ষ করেছি বিশ্বাসী মানুষের বুদ্ধিমত্তা। আমি তাঁর মধ্যে এক ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করেছি যিনি ইসলামকে অবলম্বন করে বাঁচেন, ইসলামের জন্য বেঁচে থাকেন, নিজস্ব আঙ্গিক ও রূপরেখায় ইসলাম অধিকতর রঙিন ও ঝলমলে হয়ে উঠে–আমি আল্লাহকে সাক্ষী মেনে এ কথার ঘোষণা দিলাম।[৯৮]"

---

৯৪. কারজাভী, ড. ইউসুফ, আশ্ শাইখ আবুল হাসান আন্ নাদভী কামা আরাফতুহু; দারুল কলম, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০২।

৯৫. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০২।

৯৬. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০২।

৯৭. কারজাভী, ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০২।

৯৮. কারজাভী ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৩।

ইসলামী ভাবধারার শক্তিমান লেখক, মিসরে ইসলামী সাংবাদিকতার পুরোধা বলে পরিচিত, (মিসর থেকে প্রকাশিত) *আদ্ দাওয়াহ* পত্রিকার প্রখ্যাত কলামিস্ট ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রকাশনা বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক সালেহ আশমাভী বলেন, "সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী একজন বিশিষ্ট আলিম, অনন্য আমিল (পুণ্যসাধক) আল্লাহর 'আরিফ ও বিচক্ষণ খোদাপ্রেমিক।[৯৯]

⊙ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) কর্তৃক প্রেরিত পত্রে আল্লামা নদভীকে সম্বোধন : 'যাবতীয় গুণের আধার মওলভী আবুল হাসান আলি সাহেব।'[১০০]

⊙ আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম দিকপাল মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র) প্রেরিত চিঠিতে আল্লামা নদভী সম্পর্কে বলেন, "আমার শ্রদ্ধেয়, একান্ত সম্মানের পাত্র, পবিত্র আত্মার অধিকারী হে আবুল হাসান।[১০১]"

⊙ তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (র.) প্রেরিত পত্রে সম্বোধন– "আমার শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয়, হে বিশ্ববরেণ্য! আপনার সম্মান অটুট থাকুক চিরদিন।"

⊙ শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী (র)-এর উক্তি–"মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী সর্বগুণে গুণান্বিত...।'[১০২]

⊙ উপমহাদেশের নেতৃত্বস্থানীয় শীর্ষ আলিম আল্লামা সুলাইমান নদভীর মন্তব্য–"আরবজাহান ও মিসরের বিস্তৃত দিগন্ত তাঁর (সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী) দাওয়াতি স্পন্দনে মন্ত্রমুগ্ধ, বিমোহিত।'[১০৩]"

⊙ প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদীর উক্তি, "ঝলমলে হাজারো তারার মাঝে তিনি (সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী) প্রদীপ্ত সূর্য।'[১০৪]"

---

৯৯. কারজাভী ড. ইউসুফ, প্রাগুক্ত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৩।

১০০. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম; সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউপি, দ্বিতীয় সংস্করণ রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. দ্বিতীয় মলাট দ্রষ্টব্য।

১০১. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউ.পি. দ্বিতীয় সংস্করণ, রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. প্রাগুক্ত।

১০২. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউ.পি. দ্বিতীয় সংস্করণ, রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. প্রাগুক্ত।

১০৩. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউ.পি. দ্বিতীয় সংস্করণ, রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. প্রাগুক্ত।

১০৪. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউ.পি. দ্বিতীয় সংস্করণ, রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. প্রাগুক্ত।

⊙ হারামাইনের ইমাম ও আরাফাত ময়দানের খতীব শাইখ আবদুল আযীয ইব্নু আবদুল্লাহ্ আ'ল উশ্ শাইখ বলেন–"শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী আর নদওয়াতুল উলামা দু'টো যেন আলোর মিনার।'[১০৫]"

৪.৫ মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সাথে আল্লামা নদভীর সাক্ষাৎ

১. জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন শরীফ হুসাইন (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ)। ২. আমীর হুসাইন বিন তালাল (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। ৩. সৌদ বিন আব্দুল আযীয আলে সৌদ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)। ৪. বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আযীয আলে সৌদ (একাধিক বার)। ৫. বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আযীয আলে সৌদ (একাধিকবার)। ৬. বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয আলে সৌদ (একাধিক বার)। ৭. শারজার আমীর সুলতান বিন মুহাম্মদ আল কাসেমী (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। ৮. মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। ৯. ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ (তা.বি.)। এবং ১০. পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হক (একাধিকবার)।

৪.৬ আল্লামা নদভীর (র) ইন্তেকালে বিশ্বের বিশিষ্ট মনীষীগণের অভিব্যক্তি

ড. আব্দুল্লাহ সালেহ আল-উবায়দ, মহাসিচব রাবেতায়ে আলমে ইসলামী:

'আল্লামা নদভীর ইন্তেকাল মুসলিম বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি।'

শাইখ মুহাম্মদ ইবন সুবাইল, ইমামুল হরম:

'শাইখ আবুল হাসান আলী নদভীর ইন্তেকালের ঘটনা বিশ্ব মুসলিমের জন্যে এক বড় পরীক্ষা।'

সাইয়িদ আস'আদ মাদানী, আওলাদে রাসূল (সা):

'শাইখ নদভীর ইন্তেকালে ভারত এবং মুসলিম বিশ্বে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা পূরণ হওয়া কঠিনতর মনে হচ্ছে।'

মুহিউস সুন্নাহ শাহ আরবারুল হক, খলিফা হযরত থানভী (র):

'হযরতের মৃত্যুর সংবাদে কি যে কষ্ট পেয়েছি তা প্রকাশ করার মতো নয়। আল্লাহ সবাইকে ধৈর্যদান করুন, আল্লামার মর্যাদা সমুন্নত করুন এবং তাঁর দিকনিদের্শনা মুতাবিক আমল করার সামর্থ্য দিন'!

---

১০৫. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, দারে আরাফাত, দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ, তাকইয়াকেলা রায়বেরেলী, ইউ.পি. দ্বিতীয় সংস্করণ, রবিউস সানী ১৪২২ হিজরী, পৃ. প্রাগুক্ত।

মাওলানা সালিম কাসেমী, দেওবন্দ:
'বিংশ শতাব্দীর শেষ-চতুর্থাংশে গোটা ইসলামী বিশ্বে আল্লামা নদভীর সমপর্যায়ের আর কোনো ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।'
মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হাসান, আমির জামাআ'তে ইসলামী ভারত:
মাওলানার নেতৃত্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর যে বর্ণাঢ্য খিদমত চালু ছিল আল্লাহ পাক এর সব অব্যাহত রাখুন এবং কবুল করুন।'
গোলাম মাহমুদ বানাতওয়াল, প্রেসিডেন্ট সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ:
'মানব বিশ্ব একজন বড় মাপের মনীষী থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।'
কৃষ্ণ কান্ত, উপ রাষ্ট্রপতি ভারত:
'ভারতের সকল সম্প্রদায়কে তিনি ভাবনার নতুন দিগন্ত দিয়েছিলেন।'
অটল বিহারী বাজপেয়ী, প্রধানমন্ত্রী, ভারত:
'আমরা এক মহান চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীকে হারিয়ে ফেলেছি।'
ভি.পি.সিং, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ভারত:
কংগ্রেস সভানেত্রী:
'আমরা কেবল একজন ইসলামী চিন্তাবিদকেই নয় বরং বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক সম্মানিত একজন ধর্মীয় পথ প্রদর্শককেও হারিয়েছি।'
উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী:
'ইসলামের এ আলিম মানবতার বাণীকে তাঁর জীবনের মিশনরূপে গ্রহণ করেছিলেন।'
মোলায়েম সিংহ যাদব, প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ, ভারত:
'যেসব বিষয়ে তিনি অন্যকে উপদেশ দিতেন সেসবের উপর তিনি নিজেও আমল করতেন।'
রামবিলাস পাসওয়ান, কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী, ভারত:
'আল্লামা নদভী এমন সময় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যখন তাঁর থাকার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।'[১০৬]

আরব, ভারতীয় ও অন্যান্য সংবাদপত্রের ভাষ্য

দৈনিক *আল-মদিনা:*
'বিংশ শতাব্দীর সাথে সাথে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানও বিদায়':
দৈনিক *ওকায* সৌদি আরব:
'এ মহান পথ প্রদর্শক বিশ্বের বুকে ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখে গেছেন।'
দৈনিক *উর্দু নিউজ* জিদ্দা:

---

১০৬. মুফাক্কিরে ইসলাম স্মারক গন্থ (সংগ্রহ ও ভাষান্তর) উবায়দুর রহমান খান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৮।

'আল্লামা নদভীর মৃত্যু চলতি শতাব্দীর শেষ দুর্ঘটনা।'

আরব সংবাদঃ (ARAB NEWS)

'আরও একটি প্রদীপ নিভে গেছে, বেড়েছে আঁধার।'[১০৭]

ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রঃ

তিনি ছিলেন ভারতের মুসলমানদের সকল স্বার্থ ও সম্পদের অতন্দ্র প্রহরী।
ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রদীপ্ত সূর্য স্তিমিত।
কা'বা ঘরের চাবি রক্ষক আর নেই।
একটি কর্মচঞ্চল শতকের অবসান।[১০৮]

৪.৭ আল্লামা নদভীর একটি সাক্ষাৎকার

◈ সৌদি আরবের সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রধান দৈনিক *আন্ নদ্ওয়ার* পক্ষ থেকে ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে নেয়া আল্লামা নদভীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার, যা ১৭ অক্টোবর তারিখে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়।

আন্ নদওয়া : আরব বিশ্বে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বেদনাদায়ক ঘটনা[১০৯] সাধারণ মানুষের উপর নানারূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল, জনমনে এক ধরনের অস্থিরতা ও হতাশাবোধ, যা জনজীবনে বড় ধরনের কোনো ঝড় বয়ে গেলে মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ বিপর্যয় অনেকের মনে গভীর ক্ষত, চিন্তায় বন্ধ্যত্ব ও হতবিহবল অবস্থার জন্ম দিয়েছে। তাদের মনে হচ্ছে, এইমাত্র তারা কোনো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় চোখের সামনেই ঘটে গেছে কোনো ভয়ানক দুর্ঘটনা। অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া নিজেদের লালিত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত নড়ে উঠেছে; সৃষ্টি হয়েছে নানামাত্রিক দ্বিধা-সংশয়। তৃতীয় প্রভাবটি হল, তারা নৈরাশ্যের শিকার ও নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছে। আপনার মতে এ সমস্যা উত্তরণের উপায় কী? আশা করি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বলবেন।

আল্লামা নদভী : আপনার প্রশ্নে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এ বেদনাদায়ক ঘটনা আমার জন্য ঠিক তেমনি কষ্টের, যেমনটি একজন প্রকৃত মুসলমানের হওয়াটাই স্বাভাবিক; বরং আমার কষ্টের অনুভূতি একজন আরব নাগরিকের মতোই। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে আমি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তাই আপনার

---

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৮-৫৪৯।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯।

১০৯. আরব বিশ্বের বর্বর বিভিন্ন দেশে ইসরাইলী হামলার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন ইসরাইল বায়তুল মাকদাস দখল করে।

প্রত্যাশা অনুযায়ী আমি চেষ্টা করব বিষয়টি খোলামেলাভাবে বলতে। আমি এমনিতেই যেকোনো বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত। আর এ বিষয়টি প্রকৃতই খোলাসা করে বলার দাবি রাখে। বিপদ-বিপর্যয়ে ভণিতা ও রাখঢাক খাটে না। আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ হল–'কাফেলার নিরাপত্তাকামী নিজের লোকদের অসত্য সংবাদ দিতে পারে না।' আমি এখানে আরেকটু যোগ করে বলতে চাই–ভান-ভনিতার আশ্রয় নিতে কিংবা 'মুখদেখা' কথা বলতে পারে না। এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য কোনো অপ্রত্যাশা উপায়ের কথা আমি বলব না। এ ঘটনা যে একদিন না একদিন ঘটবে এর সবগুলো পূর্বাভাস পূর্ব থেকেই দৃশ্যমান ছিল। কিছু নির্বাচিত মানুষ যাদেরকে আল্লাহ দূরদর্শিতা, ঈমানদীপ্ত বুদ্ধিমত্তা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। ঠিক যেন স্বচক্ষে দেখে দেখেই বলছেন। এটা নুবুওয়াত, ইলহাম (খোদায়ী আভাস) কিংবা অলৌকিকতার ব্যাপার ছিল না। ব্যাপারটি ঠিক এমন যে, কোনো লোকের সামনে একটি বেলুন এসে পড়ল। সে তা স্পর্শ করে সাফ জানিয়ে দিল এটার গায়ে সুচ ফুটালে তার কী দশা হবে।

এ যুদ্ধে আরব নেতৃত্বের অবস্থাও পুরোপুরি অনুরূপ ছিল। তারা শত্রুর সমরপ্রস্তুতি, শক্তিসঞ্চয় ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার হিসেব কষছিলেন কেবল কথামালার ফুলঝুরিতে। সাংবাদিকতার বাগাড়ম্বর, রেডিও-বেতারের ছন্দতরঙ্গ আর বাদ্য-বাজনাই তাদের প্রধান পুঁজি ছিল। শত্রুর মুকাবিলায় তাদের সেনাবিন্যাস ছিল নিতান্ত অপ্রতুল; বরং মূলত তা আপন ভাইদের বিরুদ্ধেই ছিল। যারা ভাই ছিল বিশ্বাসে, রক্ত ও বংশসূত্রে। কুরআন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে–'ঈমানদারদের বেলায় কোমল আর আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর।' কিন্তু তারা এটাকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী 'মুমিনদের বেলায় বজ্রকঠোর–রক্তপিপাসু আর কাফিরদের ক্ষেত্রে নমনীয়' হবার অবস্থাকে পছন্দ করেছে। মোটকথা, শত্রুর মুকাবিলায় তাদের সমুদয় প্রস্তুতি স্রেফ বাগাড়ম্বর ছিল। যেমন বিদ্যালয়ে ছেলেরা 'আলী বাবা ও চল্লিশ চোর' নাটকের মঞ্চায়ন করত। যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হল এবং প্রকৃত যোদ্ধাদের সামনাসামনি দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি, তখন এসব 'লড়াকু' লস্কর রণাঙ্গণের ভাগ্য পুরোপুরি শত্রুর দয়া ও অনুকম্পার উপর ছেড়ে দেয়। 'বাস্তবতা ও ডামি'র[১১০]

---

১১০. আল্লামা নদভীর 'ডামি ও বাস্তবতা' শীর্ষক বক্তৃতার দিকে ইঙ্গিত। এর আরবী তরজমা 'বাইনাছ ছূরতি ওয়াল হাক্বীক্বাহ্'।

মধ্যকার এটাই শাশ্বত পরিণতি। বিষয়টাকে সব সময় আমি এভাবেই চিন্তা করেছি এবং এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ উদাহরণ টেনে বহু বক্তৃতাও দিয়েছি।

আন্ নদওয়া : এ বেদনাদায়ক ঘটনার পরই এখানে আপনার আগমন। আপনি কি এখানকার লোকদের মাঝে এর কোনো রেশ লক্ষ করেছেন?

আল্লামা নদভী : আপনি আমার ক্ষতে খোঁচা দিলেন। আমার ব্যথাতুর অনুভূতিতে ঘা বসিয়েছেন। এবার আমি যাই বলব, এটা বলানোর দায় আপনার। তাই আশা করি, আমার কোনো জবাবে আপনি মনে কষ্ট নেবেন না। এ ঘটনার কোনো প্রভাব আমি এদেশের মানুষের মাঝে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে জীবনের চাকা ঠিক সেভাবেই ঘুরছে যেমনটি এ ঘটনার আগে আবর্তিত হচ্ছিল; যেন আদৌ কিছু ঘটেইনি। আমাদের আত্মমর্যাদায় কোনো আঁচড় লাগেনি। না কোনো পবিত্র বস্তু আমাদের হাতছাড়া হয়েছে আর না আমাদের জাতীয় সম্ভ্রমের কিছু আমরা হারিয়েছি। কিংবা মনে হয় না আমাদের অস্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো শঙ্কা তৈরি হয়েছে। অথচ যা ঘটে গেছে এবং আগামীর জন্য যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে আমাদের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আর দরকার ছিল মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই খানিকটা হতাশ ও উদাস হয়ে যাবার!

আন্ নদওয়া : আপনার কাছে সর্বশেষ প্রশ্ন, এই বিপর্যয়ের ধকল কাটিয়ে উঠার একক পথ কী বলে আপনি মনে করেন?

আল্লামা নদভী : এক কথায়– ইসলাম; 'নতুনভাবে ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত হওয়া।' আমি এমন সব স্থূল প্রস্তাবে মোটেও সন্তুষ্ট নই যে, যা আজ বহু কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী পেশ করে চলেছেন। আমি ওসব রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও কুটনৈতিক তৎপরতার ব্যাপারেও আস্থাশীল নই। যা আমরা বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। কথায় কথায় ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদাসের প্রসঙ্গ আওড়ানোর মধ্যেও কোনো কল্যাণ দেখি না। আজকাল যেকোনো বক্তা ও লেখক এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যে বস্তুটি প্রয়োজন এবং যা প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ তা হল, এক নতুন ইসলামী প্রজন্ম- যারা না অপমান সহ্য করবে আর না চিন্তাশূন্য–অসারকর্মে মনোনিবেশ করবে। এমন প্রজন্ম যাদের জীবন পরিশীলন ও বীরত্বের গুণে-বিশ্বাসে সজ্জিত হবে। যারা মেকি বা ডামি ইসলামের নয়; প্রকৃত 'ইসলাম'র ধারক হবে। এরা এমন এক প্রজন্ম যারা বিজয় ও আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বহন করবে। সম্মান ও মাথা উঁচু করে থাকাই যাদের নিয়তি।

আমাদের সাহিত্য-সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থা, জাতীয় দিকনির্দেশনা[১১১] মন্ত্রণালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এ কাজে অংশগ্রহণ করা। আমাদের মধ্যে এখনো যেটুকু ধর্মীয় চেতনা, মার্জিতবোধ ও বীরত্বের সম্পদ অবশিষ্ট আছে তার যথাযথ সংরক্ষণ জরুরি। এটাকে যেন কেউ খেলনার বস্তুতে পরিণত করার স্পর্ধা দেখাতে না পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর ফিরে পাবার মতো নয়। এটা সেই নুবুওয়াতের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ; মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহতে (সা) এসে যার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এটা সংস্কারক ও পুণ্যবান পূর্বসূরিগণের রেখে যাওয়া কল্যাণময় ঐশ্বর্য। এটা এদেশের সেই মূল্যবান সম্পদ যা পৃথিবীর নানা প্রান্তে সরবরাহ করা হত।[১১২]

১৯৭১ সালের *'নেদায়ে মিল্লাত'*– এ প্রকাশিত আল্লামা নদভীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার। এখানে সাক্ষাৎকারটির সারাংশ উপস্থাপিত হল।

নেদায়ে মিল্লাত : সম্প্রতি আপনার একটি নতুন গ্রন্থ *হায়াতে আবদুল হাই* প্রকাশিত হয়েছে। এটা পড়ে মনে হয়েছে আপনার সম্মানিত পিতা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই, আপনার পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই জ্ঞানী ও দীনমনস্ক নীরব বুযুর্গ ছিলেন– যাঁদের প্রকৃত অভিরুচি এবং পছন্দের কাজ ছিল লেখালেখি, গ্রন্থ প্রণয়ন এবং তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক সাধনা। ১৯৬৪ সালের আগে আপনার ব্যাপারেও কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে তেমন আগ্রহের কথা আমাদের জানা নেই। জ্ঞানচর্চা, অধ্যয়ন, লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার সাথে রাজনীতির হাত ধরাধরি করে চলার পথটি যেন সব যুগেই বেশ দুর্গম ও বন্ধুর। দু'য়ের মাঝে সম্পর্কটা সর্বদা সীসা আর আগুন বা তুলো আর অনলের অনুরূপ মনে করা হয় (বাংলা বাগধারায় যেমনটি সাপে-নেউলে বা দা-কুমড়া সম্পর্ক বলে)। আপনার জন্য রাজনীতির ময়দানে আসার মতো কোনো কার্যকারণ কি সৃষ্টি হয়েছে? আর আপনার রুচিতেই বা কোনো পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে কি? নাকি এটা স্রেফ জনশ্রুতি বা অপবাদ?

আল্লামা নদভী : আপনার অবাক হওয়ার ব্যাপারটি অহেতুক নয়। প্রকৃতই যারা আমার বংশের বুযুর্গদের সম্পর্কে অবগত তাঁরা এ'দুয়ের মাঝে বৈপরীত্য অনুভব

---

১১১. মিসর সহ বিভিন্ন দেশে' আল ইরশাদুল কওমী' অর্থাৎ 'জাতীয় দিকনির্দেশনা মন্ত্রণালয়' নামে আলাদা মন্ত্রণালয় ছিল। যার মূল কাজ হল জনগণের মনন-মানস ও চিন্তাধারার পরিগঠন, সঠিক দিকনির্দেশ এবং যথাযথ তথ্য উপস্থাপন ও সরবরাহ।

১১২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী;* মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, খণ্ড ২, পৃ. ৭৬-৭৭।

করবেন। কিন্তু সম্ভবত আপনি ভুলে গিয়ে থাকবেন আমার বুযুর্গরা যুগে যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিজয়ের জন্য সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ জন্য তাঁরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্যসব ব্যস্ততাকে বিদায় জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংস্কারক মুজাহিদে আযম[১১৩] হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদের নাম ও কীর্তি ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। হয়তো আপনার মনে থাকবে, আমি যৌবনের শুরুতেই তাঁর একটি জীবনী রচনা গ্রন্থ করেছি। যা *সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ* নামে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত ও সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। ওই রচনার প্রসঙ্গধারায় তাঁর দাওয়াত ও দীনের উপর অবিচলতা সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ ও বিশদ আলোকপাত করতে হয়েছে। একজন লেখক হিসেবে, বিশ্বাস ও বংশগত উত্তরাধিকারের কারণেও সেই নবতারুণ্যে মন ও মননে এর স্পষ্ট ছাপ পড়া এবং তদরূপ জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আর এ কারণেই হৃদয়ের শীলাখন্ডে এ রূপকল্প খোদিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা কবি ইকবালের ভাষায়– 'মৃত্তিকার ক্রোড়ে তাসবীহ ও মুনাজাতের উপর আকাশের বিশালতায় মুহুর্মুহু উচ্চকিত তাকবীর' প্রাধান্য পাবে সবসময়।[১১৪]

কিন্তু এ প্রত্যয়-প্রতীতির সমান্তরালে আমার জ্ঞানর্চচা ও লেখালেখির ব্যস্ততা ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করে নিয়েছে। আর এটা আমাকে আবার অধ্যয়ন ও লেখালেখির নিবিড়-শান্ত জগতে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু অন্তরের এই ব্যাকুলতা সবসময়ই ছিল যে, যখন পরিস্থিতির ব্যাপক বিবর্তন ঘটে গেছে; সেই জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে–যাতে আমরা সবাই আরোহী। আর আমাদের জাতীয় সম্পদ ভর্তি করা হয়েছে–এসব কাজ-কর্মের কতটুকুই বা বৈধতা থাকে? যার সুফল হাতেগোনা কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং হাজার বছর পর যার ফলোদয় হয়। এ চেতনার প্রথম ফসল ছিল ১৯৬৪ সালে আমার কলিকাতা, জামশেদপুর, রাউড়কেলার সফর। এর ফলেই মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত (মুসলমানদের জাতীয় পরামর্শ পরিষদ)–এর প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতিতে শুধু অংশগ্রহণ নয়; বরং দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামায় এর কার্যালয় স্থাপনের সুবাদে অভিভাবক হবার দায়িত্বও আমি কবুল করেছি। তখন একদিকে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতি, সংহতি ও আস্থা পুনরুদ্ধার, বৈরীভাব ও অবিশ্বাস দূর করা,

---

১১৩. আল্লাহর পথের মহান যোদ্ধা

১১৪. আল্লামা ড. ইকবালের কবিতার চরণটি এরকম–'ইয়া ওয়াস'আতে আফ্‌লাক মে তাকবীরে মুসালসাল♦♦ ইয়া খাক কি আ'গোশমে তাসবীহু মুনাজাত।'

মানবতা ও দেশাত্মবোধের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে– যাতে করে স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয়; যাতে সকল রকমের শিক্ষা, উন্নয়ন, সংস্কার ও গবেষণামূলক কার্যক্রম নির্বিঘ্নে সম্পাদনের সুযোগ থাকে। আর মুসলিম উম্মাহ নিজের শুধু টিকে থাকা নয়; এদেশ ও দেশবাসীকে সঠিক এবং আলোকিত পথ দেখাতে পারে; এভাবে তাঁরা 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, পরিস্থিতি মুকাবিলার সাহস এবং নিজেদের সমস্যা সমাধানের শক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তাদেরকে এক মঞ্চে নিয়ে আসা এবং বিভিন্ন দল ও সংগঠন নিয়ে (ভেঙে বা একীভূত করার পরিবর্তে) একটি বৃহত্তর জোট গঠনের চিন্তা সামনে আসে, যা সম্মিলিত ইস্যুতে এক ও বিশেষ কর্মসূচিগুলোতে যথারীতি আলাদাভাবে তৎপরতা চালাবে। এটাই ছিল ১৯৬৪ সালে লক্ষ্ণৌতে 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট। আর আমি এ সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে বিহার, উড়িষ্যা ও গুজরাট সফর করি।

নেদায়ে মিল্লাত : ক্ষমা করবেন! দেশের রাজনীতি ও নির্বাচনে মুসলমানদের কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে আপনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন? অথচ আপনার মন-মেজায ও অভিরুচি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও খাঁটি দীনি ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশে কেটেছে?

আল্লামা নদভী : ৬৭'র সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে আমার মনে এ বিষয়টির দিকে একপ্রকার জোর তাগাদা ছিল; এদেশে মুসলমানগণ নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব এবং এতে তাদের একক শক্তি প্রমাণের প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা রাখে। তারা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীন পার্টির লেজুড়বৃত্তি করবে না। স্বাধীনভাবে নিজেদের যথাযথ মত তুলে ধরতে পারবে। এটি সেসময়ের কথা যখন সাধারণভাবে মনে করা হত যে, মুসলমানদের ভাগ্য বিশেষভাবে কংগ্রেসের সাথে জড়িত। আর মুসলমানদের ভোট কংগ্রেসের পকেটে সংরক্ষিত। আমি একথা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, মুসলমানরা কারো জন্য দাসখত লিখে দেয়নি। আমি তখনও এবং এখনও একথা প্রমাণ করতে চাই যে, মুসলমানরা এসব ইস্যুতে কারো সুবিধা দেবার ক্ষমতা যেমন রাখে, অসুবিধায় ফেলার শক্তিও তাদের আছে (যদিও তারা নিজেদের চারিত্রিক ঐতিহ্যের কারণে এমনটি কখনও করে না)। যাতে কোনো দল তাদেরকে কেবল নিজেদের সুবিধা আদায়ের সিঁড়ি ভেবে মুসলমানদের সমস্যা, অধিকার ইত্যাদিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা না করে।

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লামা নদভী (র)-এর চিন্তাধারা

৫.১ আল্লামা নদভীর (র) পথনির্দেশনামূলক বাণীসমূহ

সংস্কৃতির পচন ও সমাজদেহে অস্ত্রোপচার

'সংস্কৃতি যখন তার নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে; যখন সে ভুলিয়ে দেয় চরিত্র ও নৈতিকতার যাবতীয় চেতনা; যখন নিছক প্রবৃত্তির লালসা ও জৈবিক চাহিদা ছাড়া আর সব ধরনের মার্জিতবোধকে এড়িয়ে যাবার উস্কানি দেয়, মানুষের বুকের পিঞ্জরে যখন মনুষ্য-হৃদয়ের পরিবর্তে নেকড়ের মন জায়গা করে নেয়; তার ভেতর যখন কেবল একটি নামসর্বস্ব উদর এবং অপ্রতিরোধ্য কু-প্রবৃত্তির পশু জন্ম নেয়; পৃথিবীর উপর যখন সওয়ার হয় উন্মাদনার পাগলা দানব, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এর শাস্তি প্রয়োগ এবং পাগলামির ভূত তাড়াতে পচনধরা সমাজদেহে অস্ত্রোপচারকারী নতুন নতুন চিকিৎসক প্রেরণ করতে হয়। বেপরোয়া শক্তি ও অপরিমেয় ক্ষমতা উন্মাদনার জন্ম দেয়
তৈমুর কিংবা চেঙ্গিস খান আল্লাহর পাঠানো একেকটি ছোরা।'[১]

মানবীয় সিদ্ধান্তের শক্তি

আল্লাহর শক্তির পর (এটাই প্রকৃত শক্তি) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হল, সেটাই মানুষকে যা পুরোপুরি সচল-সক্রিয় রেখেছে। এ শক্তিই পৃথিবীতে আনছে নিত্যনতুন নানাবিধ পরিবর্তন; কখনো বা পাহাড়কে সরিয়ে দিচ্ছে তার আসল জায়গা থেকে। ঘুরিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের স্রোত। সাম্রাজ্যের প্রদীপ নিভিয়ে দিচ্ছে। অকল্পনীয় সব ব্যাপার-স্যাপারকে রীতিমতো চোখের সামনে বাস্তবায়ন করে ছাড়ছে। এটা মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা শুধু ব্যক্তি বা জনসমাজ বলে কথা নয়; পুরো সম্প্রদায় ও মানবজাতির ভাগ্য বদলে দেয়। আল্লাহ মানুষকে তার সক্ষমতা প্রকাশ ও আপন অস্তিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্মানের জীবন-যাপনের পথ তৈরি করে নেবার শক্তি দিয়েছেন।

---

১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, তা'মীরে হায়াত, ২৫ নভেম্বর ২০০৬, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ।

অন্যদিকে সে ইচ্ছে করলে নিজের অযোগ্যতা, অকৃতজ্ঞতা, যুলুম-অনাচারে গা ভাসিয়ে জীবনের অধিকার ও আল্লাহর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে। 'যে পর্যন্ত কোনো জাতি নিজেদের ভাগ্য (আপন সম্পদ) উন্নয়নে সচেষ্ট হবে না; আল্লাহও (প্রাপ্ত নিয়ামত) তা পরিবর্তন করেন না।' (সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১১)[২]

ইনসাফের মর্যাদা

শাসক, রাজনীতিক, শিক্ষিত, জ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের সর্বদা ইনসাফের মানদণ্ড ঠিক পাল্লার মতোই ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে হবে। আমেরিকার যদি ন্যায়নীতির এ চেতনাবোধ থাকত, তাহলে ইসরাইলীদের খঞ্জর আরবদের বুকে বিদ্ধ হতো না। বৃটেনে যদি ইনসাফ থাকত, তাহলে শত বছর ধরে আমাদের পরাধীন থাকতে হতো না। আমাদের ভূ-সম্পত্তি বরবাদ এবং আমাদের শিল্পকারখানা ধ্বংস হত না। আমাদের মস্তকে তাহলে করাত চালানো হতো না। দুনিয়াতে তথাকথিত 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' চেপে বসত না। আমাদের দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকলে এত অরাজকতা দেখতে হত না। দুঃখ-দুর্দশা ও অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি থাকত না। আদালতে এত মামলার স্তূপ দেখা যেত না। হরতাল, বিক্ষোভে অচল হতো না দেশ-জনপদ। যখন ইনসাফ ছিল তখন বাঘ ও ছাগল এক ঘাটে পানি খেয়েছে।[৩]

পৈতৃক নিবাসের বৈশিষ্ট্য

তাকিয়ায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ রায়বেরেলীর বৈশিষ্ট্য এবং উক্ত স্থানের সাথে আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা নদভী (র) বলেন, এখানকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য চারটি–(১) সুন্নাহর অনুসরণ, (২) দীনকে সমুন্নত রাখা, (৩) নিখাঁদ তাওহীদ ও (৪) সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন।[৪]

কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষাজীবনের সূচনা

পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্য দিয়েই আমার শিক্ষাজীবনের 'বিসমিল্লাহ' হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে এমন ওস্তাদের নিকট পড়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, যিনি ঈমান ও কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি

---

২. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, তা'মীরে হায়াত, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ।

৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, তা'মীরে হায়াত, ২৫ মে ২০০৭, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ।

৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৫১।

কুরআন পড়তেন আর অঝোরে কাঁদতেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাকে যে তিলাওয়াত শুনিয়েছিলেন তা ছিল পুরোপুরি আবেগময়। আমার সৌভাগ্য যে, আমার জীবনের প্রথম শিক্ষকই ছিলেন বিনম্র ও কোমল চিত্তের। আমার প্রতি তাঁর ছিল গভীর বাৎসল্য ও আন্তরিকতা। তিনি ছিলেন শাইখ খলিল আরব ইয়ামানী।[৫]

দীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি

আমি আমার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি কস্মিনকালেও ঐসব লোকের দলভুক্ত নই, যারা দীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। আমি না তাদেরও দলভুক্ত যারা পূর্বেকার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সরে গিয়ে ইসলামের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যার দ্বারা ইসলাম যেকোনো সমাজব্যবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে (ইসলাম থেকে তার যোজন যোজন দূরত্ব হলেও) খাপ খেয়ে যায় এবং সব ধরনের সোসাইটিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। আমার তাঁদের সাথেও কোনো সম্পর্ক নেই যারা রাজনীতিকে কুরআনে উল্লিখিত আশ-শাজারাতুল মালউনাহ্ (অভিশপ্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষ) এর উদ্দেশ্য ও মর্ম বলে মনে করে। আমি ঐ সমস্ত লোকদের প্রথম সারিতে যাঁরা মুসলিম সমাজের মাঝে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করার প্রত্যাশী এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্ব দেবার অভিলাষী। আমি তাঁদের দলভুক্ত যাঁদের বিশ্বাস– ইসলামী সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত না ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী আইনই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ হয়। আমি এর একজন একনিষ্ঠ দা'ঈ এবং জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকব।[৬]

কুরআনের অলৌকিকত্ব

সুরুচিসম্পন্ন যোগ্য ওস্তাদের সার্বিক ও সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের বরকতে এবং দিনরাত সাহিত্যের আবহের মধ্য দিয়ে সময় যাপন করায় অল্প দিনের মধ্যে আরবী ভাষার সাথে আমার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে এ ভাষার সূক্ষ্ম কথার ইঙ্গিত ও ভাব বুঝতে আমার বেগ পেতে হত না। সহজেই সব

---

৫. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১ ।

৬. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২০৩।

রকমের সূক্ষ্মতা বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলাম। ফলে আমার কাছে কুরআনের অলৌকিকত্ব উদ্ভাসিত হল। আর আমি সেই অলৌকিকত্ব পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে লাগলাম। দ্বিতীয় কোনো দলিলের প্রয়োজন তো পড়তই না, বরং কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দই সাক্ষ্য দিত যে, এটি বিধাতারই বাণী।[৭]

নিয়তের উপর গুরুত্ব আরোপ

আমি মাওলানা ইলিয়াস (র)-এর জীবদ্দশায় নিযামুদ্দীনে (দিল্লির বড় তাবলীগী মারকায) এক বক্তৃতায় বলেছিলাম, মুসলমানদের নিয়ত খারাপ হয় না, বরং তাদের মধ্যে নিয়তহীনতা দেখা দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যে, তাঁরা নিয়ত ছাড়াই কুরআন তিলাওয়াত করে, খতম করে, সওয়াব বখশিয়ে দেয়। আমাদের অনেকে কাজ করি ঠিকই কিন্তু কাজের পূর্বে কোনো সুনির্ধারিত নিয়ত করি না; যেমন ওযু করি কিন্তু যেভাবে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হাত ধোয়ার সময় এ নিয়তে ধুতে হবে যে, হাতের দ্বারা যে পরিমাণ পাপ হয় তা মাফ হয়ে যাক, মুখমণ্ডল ধোয়া এবং কুলি করার সময় নিয়ত করতে হবে যে, চোখ ও মুখের দ্বারা কৃত পাপ পানির ফোঁটার সাথে বের হয়ে যাক। এভাবে অসুস্থ রোগীর সেবা-যত্ন ও সমবেদনা প্রকাশ করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, গরিব ও অসহায়দের সাহায্য করা, মুজাহিদদের সাহায্য করা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সাথে অংশ নেয়া– এ জাতীয় সবকিছুতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের নিশ্চয়তা রয়েছে।[৮]

ইখলাস ও আখলাক

আল্লাহর সাথে ইখলাস অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং মানুষের সাথে সদাচরণ প্রদর্শন জরুরি। প্রবাদ রয়েছে–'আখলাক তো আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপার'। আজকাল মানুষ কাশ্‌ফ ও কারামাত দেখার জন্য বুযুর্গদের কাছে যায়, অথচ উচিত ছিল তাঁদের চরিত্রমাধুর্য ও সদাচরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁদের কাছে যাওয়া।[৯]

---

৭. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৫৪-৫৫।

৮. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৬৯।

৯. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৬৬।

সর্বজনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার রহস্য

নামায, রোযা, হজ, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি অনেকেই করে থাকেন; কিন্তু আল্লাহর ওলীগণ তাঁদের উচ্চ মর্যাদা, প্রতিটি কাজে নিয়তের বিশুদ্ধতা, রাত জাগরণ ইত্যাদি সঠিক নিয়মে করার কারণে তাঁরা সফলকাম হন এবং সম্মানের উচ্চাসনে উন্নীত হন। তাঁরা পার্থিব কাজকেও সঠিক নিয়মের আওতায় ফেলে দীনের কাজে রূপান্তরিত করে নেন। আর এটাই তাঁদের আল্লাহর নিকট প্রিয়ভাজন ও গ্রহণযোগ্য হবার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[১০]

সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা

দীনের প্রচারকদের উচিত প্রথম থেকেই সাহিত্যচর্চা করা। এতে তাদের মধ্যে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, যাতে অভিনব পদ্ধতিতে যুগোপযোগী লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের কাছে দীনের দা'ওয়াত পৌছাতে সক্ষম হয়। ধর্মীয় মহলে এ বিষয়টির বড় অভাব। এর ফলে যখন তারা দীনি কোনো বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখে তাতে না থাকে কোনো প্রভাব-শক্তি, না থাকে কোনো আকর্ষণ। তাই নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। দীনের দাঈ'রা দীনি শিক্ষা অর্জনের পর সাহিত্য শিখলে তাতে জনসাধারণের উপর যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব পড়বে। এতে যথেষ্ট উপকারও হবে। তবে এ ক্ষেত্রে লেখকের লেখায়–'পাঠকের মেধা ও বোধশক্তির ধারণক্ষমতার অনুপাতে বক্তব্য পেশ' করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।[১১]

শিশুদের প্রতি উপদেশ

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শৈশবের স্বপ্নগুলো ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে বাস্তবে রূপায়িত হয়। আল্লাহ শৈশবের নিষ্পাপ অবস্থাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন, তাই শিশুদের কামনাগুলোকে পরবর্তী জীবনে কোনো-না-কোনোভাবে পূর্ণ করে দেন।

তাই আমি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলছি– তোমরা বড় বড় আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর। সুন্দর সুন্দর ইচ্ছে করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যে, ইসলামের মশালকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে। দীনের একনিষ্ঠ দাঈ' হবে। আল্লাহর ওলী ও তাঁর মাকবুল (নৈকট্যপ্রাপ্ত) বান্দা হতে চাও–এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে[১২]।

---

১০. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৬৮।

১১. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৬১।

১২. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. জীবন ও কর্ম*; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক -২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, পৃ. ২৬৩-৬৪।

মহানবী (সা)-এর অবদান ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার

নৈতিকতার অবক্ষয়, মনমানসিকতার অধঃপতন, বিবেকের পক্ষাঘাত ও মৃত্যুবরণ এবং মানবিক সৌজন্যের সর্বশেষ লক্ষণ থেকেও বঞ্চিত হওয়ার বড় প্রমাণ হচ্ছে ধর্মীয় দিকপাল, মানবতা সংস্কারক এবং এ পৃথিবী যাদের অবদানে ধন্য তাঁদের উপকার ভুলে যাওয়া; উপরন্তু তাঁদের উপর এমন জঘন্য ভাষায় ও কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা, যা কোনো নিকৃষ্ট মানুষের জন্যেও শোভনীয় নয়। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা কেবল তাঁদের কোটি কোটি অনুসারী ও নিবেদিতপ্রাণ ভক্তের হৃদয় ও মন রক্তাক্ত করে দেওয়াই হয় না; বরং সত্য ও বাস্তবতার প্রাণ হরণ করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে ধূলো দেয়ার প্রয়াসও চলতে থাকে। এ ধরনের ঘৃণ্য মানসিকতা লালনকারী বিবেকবিক্রেতা এবং অকৃতজ্ঞ লোকদের কোনো ভদ্র সমাজ কিংবা সভ্য দেশ মেনে নিতে পারে না।[১৩]

৫.২ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আল্লামা নদভীর রূপরেখা

মুসলিম উম্মাহর সঙ্কট-সম্ভাবনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, কল্যাণ ও উন্নতির পথে উপায়-অন্তরায় ও বিস্তার নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছেন আল্লামা নদভী। লেখকের কালজয়ী রচনা *মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন*-এর ভূমিকায় ইসলামের সামনে পথ আগলে থাকা বহুমুখী চ্যালেঞ্জের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এর মুকাবিলায় যে রূপরেখা ও পরিকল্পনা তিনি তুলে ধরেন, তাতে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ঈমানের নবায়ন, অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি, চেতনার দীক্ষা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থ বিসর্জন, প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার রূপরেখাটি এখানে উদ্ধৃত হল:-

মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

বিশ্বমানবতার সকল অশান্তি ও অকল্যাণের একটিই মাত্র সমাধান রয়েছে। তা হল বিশ্ব নেতৃত্ব ও পরিচালনা সেই পাপিষ্ঠ ও মানবতার রক্তে রঞ্জিত হাত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যা মানবজাতিকে চিরতরে নিমজ্জিত করার অঙ্গীকার করে

---

১৩. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, মহানবী (সা)-এর অবদান ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার; (অনুবাদ–ইউসুফ নূর, সম্পা–নদভী উবাইদুর রহমান খান), মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, দ্বিতীয় সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২-২৩।

রেখেছে। আমানতদার, দায়িত্বশীল, আল্লাহভীরু অভিজ্ঞদের হাতে এ নেতৃত্ব আসতে হবে, যাদেরকে মানবজাতির পরিচালনার জন্য আদিকাল থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সফল ও কার্যকর বিপ্লব হল, কেবল বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের দোসর প্রাচ্য ও এশিয়ার কর্তৃত্ব চলে আসতে হবে সেই জাতির হাতে, যার নেতৃত্বে রয়েছে মানবজাতির মহান নেতা বনি আদমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে। তাঁর কাছেই রয়েছে বিশ্বকে পুনর্নির্মাণ ও মানবতার পুনর্জাগরণের নীতিমালা ও শিক্ষা। যাঁর ঈমান বিশ্বকে বর্তমানের জাহিলিয়াত থেকে ঠিক তেমনি উদ্ধার করতে সক্ষম, যেমনটি সক্ষম হয়েছিল চৌদ্দশ' বছর পূর্বে।[১৪]

শানিত ঈমান

এ মহান কাজের জন্য ইসলামী জাহানকে অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, নিজেদের পরিশুদ্ধি ও পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রথমত, মুসলিম জাহানকে ইসলামের প্রতি গভীর আস্থা তথা ঈমানের নবায়ন করতে হবে। মুসলিম জাহানের জন্য কোন নতুন ধর্ম, নতুন জীবনদর্শন, নতুন পয়গাম্বর, নতুন শরী'আত ও নতুন শিক্ষার মোটেই প্রয়োজন নেই। ইসলাম হচ্ছে সূর্যের মতো; এটা কখনো পুরাতন ছিল না, তা কোনদিন পুরাতন হবারও নয়। রাসূলুল্লাহর নুবুওয়াত স্থায়ী ও চূড়ান্ত। তাঁর আনীত ধর্ম ইসলাম শাশ্বত। তাঁর শিক্ষা সদা জীবিত ও জীবন্ত। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম জাহানকে নব ঈমান ও চেতনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন ফিত্না, নতুন শক্তি, নতুন প্রচারণা ও নতুন আহকামসমূহের মুকাবিলায় দুর্বল ঈমান ও নিছক আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় যেমনটি মেয়াদোত্তীর্ণ কোনো ভবন প্লাবন ও নতুন ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া কোনো মতবাদের প্রবক্তাকে তার আপন মতবাদের প্রতি অবিচল বিশ্বাসী থাকতে হয়। তার মধ্যে এমন স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাণপ্রাচুর্য থাকতে হবে, যেন সে নতুন কোনো গুপ্ত ধনভাণ্ডার লাভ করেছে।

মুসলিম জাহান যদি বিশ্বমানবতার মধ্যে নতুন প্রাণ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং বিশ্বকে বর্তমানের বস্তুপূজা ও সন্দেহ-সংশয় থেকে উদ্ধার করতে চায়, তাহলে প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঈমানের নবায়ন ঘটাতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে জীবন্ত বিশ্বাস ও নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা।[১৫]

---

১৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

১৫. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানুকে উরুজ ও যাওয়ালকা আছর, ১৯৯৬ ; মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামী, লক্ষ্ণৌ, ভারত, পৃ. ৩৩০।

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

মুসলিম বিশ্ব যদি এ মহান দায়িত্ব পালন করতে চায়, তাহলে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। ধর্মবিবর্জিত পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করতে হলে তা শুধু অন্তসারশূন্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা সম্ভব নয়। তেমনি পাশ্চাত্য ভাষায় পারদর্শিতা ও পশ্চিমা জীবনধারা আয়ত্ত করার মাধ্যমেও তা সম্ভব হবে না। কেননা, জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং পাশ্চাত্যেও নৈতিকতা, ধর্মপরায়ণতা ও স্রষ্টামুখিতার যে তীব্র অভাব বিরাজ করছে, মুসলমানদের সেই অভাব পূরণ করতে হবে। ইসলামের প্রাণশক্তি, মুসলমানদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বাসের অবিচলতাই এ ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হবে। তাই মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। পার্থিব জীবনের মোহ পরিত্যাগ করতে হবে। প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে শাহাদাতের আগ্রহ ও জান্নাতের আশা তীব্র করতে হবে। পার্থিব সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্ব ও তুচ্ছতা তাঁদের অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। আল্লাহর পথে সকল বিপদ–মুসিবত আনন্দের সাথে বরণ করে নিতে তারা প্রস্তুত থাকবে। তাই তিনি বলেন, কুরআনের বাণী:

ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالايرجون

তোমরা কাফিরদের সন্ধানে দুর্বল হয়ে পড়ো না। যদি তোমরা আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো আহত হয়েছে– যেভাবে তোমরা আহত আর তোমরা আল্লাহর কাছে তা আশা কর যা তারা আশা করে না।[১৬]

তাই ঈমান ও আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের প্রত্যাশাই একজন মুমিনের বিজয়ের মূল শক্তি ও প্রেরণার উৎস। যদি মুসলিম বিশ্ব ইউরোপের মতো পার্থিব প্রাচুর্য ও বস্তুগত স্বার্থই কামনা করে এবং কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত উপকরণাদির উপরই আস্থাশীল হয়, তবে নিঃসন্দেহে বিজয় লাভ ও ক্ষমতা অর্জনের অধিকার ইউরোপেরই বেশি থাকবে। কারণ, বস্তুগত শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব ইউরোপের তুলনায় দারুণভাবে পিছিয়ে আছে। দৈহিক শক্তিতেও মুসলিম বিশ্ব ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে নেই। প্রকৃতপক্ষে

---

১৬. আল- কুরআনুল কারীম:সূরা আন নিসা, আয়াত-১০৪

একজন অমুসলিমের সাথে একজন মুসলমানের পার্থক্য থাকবে এখানেই। এমন মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

মুসলিম বিশ্বে এমন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে যখন মুসলমানদের এই রূহানী (আধ্যাত্মিক) শক্তির কোনো মূল্যায়ন হয়নি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে এই শক্তি স্তিমিত হতে হতে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব আছে কি না সে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মুসলিম জাহানের নেতৃবৃন্দ, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনসমূহের জন্য জরুরি হল মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের বীজ পুনরায় বপনের চেষ্টা করা, দীনি চেতনা উজ্জীবিত করা। নবী করীম (সা) প্রথমেই যে নীতিমালা অনুযায়ী মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলমানদের ঈমানের পথে আহ্বান জানাতে হবে। আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসের মাত্রা প্রবলতর করার জন্য শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে হবে। এ জন্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব পন্থা অবলম্বন[১৭] করা হয়েছিল, এখনও তা-ই অবলম্বন করতে হবে। একই সাথে সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ আধুনিক যুগে যেসব উপকরণ ও মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে, তা-ও ব্যবহার করতে হবে।[১৮]

চেতনার দীক্ষা

কোনো জাতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যাপার হল, তাদের মধ্যে সঠিক চেতনার অভাব। যে জাতি সকল প্রকারের যোগ্যতার অধিকরী হওয়া সত্ত্বেও ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না, শত্রু-মিত্র চিনতে পারে না, অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে না, পরিচালক ও নেতৃবৃন্দের জবাবদিহিতা আদায় করতে পারে না, দুষ্টদের দমন করতে পারে না, স্বার্থপর নেতাদের বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং বারবার প্রতারিত হয়, সে জাতি কখনোই উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না।

পশ্চিমা জাতিগুলোর মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দারুণ শূন্যতা বিরাজ করলেও তাঁদের মধ্যে নাগরিক চেতনা, রাজনৈতিক সচেতনতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের আসনে এমন ব্যক্তিদের অধিষ্ঠিত হতে দেয় না যারা অযোগ্য কিংবা জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে আপোসকামী।

---

১৭ নদভী,সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *মা-যা খাসিরাল আলম বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন*, ১৯৯২, দারুল কালাম লিন্ নাশ্‌র ওয়াত্ তাওজীহ, কুয়েত, পৃ. ২৪২।

১৮. শফি', আল্লামা মুহাম্মদ : মা'আরিফুল কুরআন (বাংলা) মদিনা মুনাওয়ারা, তা.বি. পৃ. ৫৮।

মুসলিম জাহানের জন্য নেহায়েত প্রয়োজন হল, মুসলিম মিল্লাতের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করা এবং দীনি মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে চেতনার উপস্থিতি প্রমাণিত হয় না- যদিও শিক্ষার ব্যাপকতা ও শিক্ষার প্রসার চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে; কিন্তু ব্যাপকভাবে চেতনা সৃষ্টির জন্য সুশৃংখল ও ব্যাপক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। তাই আল্লামা শফি' তাঁর তফসীর মা'আরিফুল কুরআনে সূরা বাকারার আয়াত "বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন তা হল সরল পথ" এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশি, তা হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয় বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।[৩]

ইসলাম একটি আসমানী ধর্ম। ওহী ও নুবুওয়াতই ইসলামের ভিত্তি। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এক বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করেছে, যা সবচেয়ে পরিপূর্ণ, প্রশস্ত ও গভীর এবং জাহিলী চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এক আত্মোপলব্ধি দিয়েছে যা ব্যাপক ও সম্প্রসারণশীল হওয়া সত্ত্বেও সাংঘর্ষিক ও নীতিবিরুদ্ধ চিন্তাধারা এবং যুক্তিপদ্ধতির সাথে আপস করে না।

ইসলামী চেতনার দীক্ষা লাভের কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোনো অন্যায় ও ভুল সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিতেন না। এমনকি স্বয়ং খলিফার কাজেও তাঁরা আপত্তি তুলতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ কারণে বনু উমাইয়া শাসকগণকে পদে পদে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে। যতদিন একজন সাহাবাও জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বনু উমাইয়া শাসকদের পক্ষে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা চালানো সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে কোনো বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য জনগণের মধ্যে চেতনার অনুভূতি একান্ত প্রয়োজন। যখন কোনো সমাজ বা দেশের চেতনা জাগ্রত হয় এবং মানুষের মন কোনোদিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন সে জনতার যে প্লাবন সৃষ্টি হয় তা রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসি বিপ্লব সম্ভব করে তুলেছিলেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। তাঁরা বিরাট পরিবর্তনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। এ কারণেই সেখানে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

পশ্চিমা বিশ্বে শত অধঃপতন এবং অনৈতিকতা সত্ত্বেও যে কারণে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রাধান্য বিস্তার অব্যাহত রয়েছে, তা হল নাগরিক জীবনে দায়িত্বশীলদের সচেতনতা ও রাজনৈতিক অনুভূতি। এখন পর্যন্ত ইংরেজ ও আমেরিকান নাগরিকদের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে জাতীয় স্বার্থ পদদলিত

করে কিংবা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় অথবা অকেজো যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করে। পশ্চিমাদের অনৈতিকতা তাঁদের ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্ত সীমিত। সেখানকার নেতৃবৃন্দ মিথ্যাচার করেন, প্রতারণা করেন, অন্য কোনো জাতিকে বশীভূত করতে অপকৌশল অবলম্বন করেন কিন্তু এসবই তাদের জাতীয় স্বার্থে, ব্যক্তিস্বার্থে নয়। ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত, কারো সাথেই কারো স্বার্থেই অনৈতিক আচরণ ইসলামে সমর্থিত নয়। কিন্তু পশ্চিমা কোনো ব্যক্তি যা কিছুই করে তা সচেতনতা ও এক বিশেষ নৈতিক দর্শনের অধীনে। পক্ষান্তরে, প্রাচ্যের কোনো ব্যক্তি যা করে তা অবচেতন ও ব্যক্তিগত স্বার্থের অধীনে করে।

মুসলিম দেশগুলোর শাসক ও নেতৃবৃন্দের জন্য অসম্ভব নয় ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা আরাম-আয়েশের জন্য নিজের দেশকে বন্ধক রাখা, কিংবা কারো কাছে দাসখত দেয়া, কিংবা নিজের জনগণকে গরু ছাগলের মতো বিক্রি করে দেয়া, কিংবা দেশকে এমন যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা যাতে দেশের বা জনগণের কোনো স্বার্থ নেই, বরং ক্ষতি রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তা সত্ত্বেও তাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব বহাল থাকে। জনগণ এমন নেতাদেরই জয়গান করে; তাদের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে। নেহায়েত অসচেতন কিংবা আত্মভোলা না হলে কোনো জাতির পক্ষে এমনটি সম্ভব হয় কি?

এমন অনেক মুসলিম দেশ রয়েছে, যেখানে মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই। জনগণের সাথে জন্তু-জানোয়ারের মতো আচরণ করা হয়। জনগণের জন্ম যেন শুধু ক্লেশ করার জন্য; আর শাসক ও অভিজাত শ্রেণির জীবন শুধু ভোগবিলাসের জন্য। সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী হয়, মানবতার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, শরী'আতের বিধান পদানত করা হয়। কিন্তু জনগণের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, কারো অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধের অভাবেই এমন ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তাই মুসলমানদের মধ্যে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা মুসলিম জাহানের জন্য বিরাট খিদমত হবে। যে চেতনা কোনো অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করবে না, ধর্ম ও নৈতিকতায় কোনো বিচ্যুতি মেনে নেবে না, ভুল-শুদ্ধ, নিষ্ঠা-শঠতা, শত্রু-মিত্র ও কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে অনায়াসে পার্থক্য করতে তারা সক্ষম হবে। কোনো অপরাধী ক্ষোভ ও ভর্ৎসনা থেকে রেহাই পাবে না। নিষ্ঠাবান পাবে স্বীকৃতি ও প্রশংসা। জনগণ তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে জ্ঞানীসুলভ ও পরিপক্কতার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ও যোগ্য হবে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ চেতনা সৃষ্টি না হবে, কোনো মুসলিম দেশ ও জাতির কর্মোদ্যম, যোগ্যতা,

দীনি জাগরণ এবং ধর্মীয় জীবনের দৃশ্য ও আচার-অনুষ্ঠানে কোনোই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না।"[১৮]

ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থ বিসর্জন

ইসলামে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেবার কোনো অবকাশ নেই। কোনো স্থান নেই ব্যক্তিগত প্রাধান্য, গোষ্ঠিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিস্বার্থের। তেমনি ইউরোপ-আমেরিকায় সংগঠন বা দলের স্বার্থরক্ষার যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তারও কোনো অনুমোদন ইসলামে নেই। নতুন ইসলামী নেতৃত্বের জন্য তাই সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে মুসলিম মিল্লাতের সামষ্টিক স্বার্থকে।[১৯]

শিল্প-প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি

ইসলামী বিশ্বের দায়িত্ব এখানেই শেষ নয়। যদি ইসলামের বাণী প্রচার করতে হয় এবং বিশ্বের নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাহলে বিশেষ শক্তি, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য ও সমরবিদ্যায় পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বকে সকল ক্ষেত্র ও প্রয়োজনে পশ্চিমাদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হতে হবে। খাদ্য ও বস্ত্র শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। খনিজ সম্পদ আহরণে অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। নিজেদের প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদেরই সম্পদ ও লোক দিয়ে চালাতে হবে। মুসলিম দেশগুলোর সমুদ্রসীমায় মুসলমানদের নৌবহর থাকতে হবে। শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে নিজেদের নির্মিত জাহাজ, গোলবারুদ ও অস্ত্র দিয়ে। আমদানির তুলনায় রপ্তানি করতে হবে বেশি। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন যেন না পড়ে। কারো পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণের কিংবা কোনো বলয়ে অন্তর্ভুক্তিতে তাকে যেন বাধ্য হতে না হয়।

মুসলিম বিশ্ব যতদিন পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে, পাশ্চাত্য ততদিন মুসলিম দেশগুলোর রক্ত চুষতে থাকবে। মুসলিম বিশ্বেরই উৎপাদিত ফসলাদি পশ্চিমাদের কারখানার

---

১৮. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানুকে ওরুজ ও যাওয়ালকা আছর, ১৯৯৬ (সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত) মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামী , লক্ষ্ণৌ, ভারত, পৃ. ৩৩৫-৩৪৪, ।

১৯. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকবে। মুসলিম বিশ্বের বাজার ছেয়ে যাবে পশ্চিমাদের উৎপাদিত পণ্যে। মুসলিম দেশগুলো যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমাদের নিকট থেকে ঋণ নিতে থাকবে, নিজেদের প্রশাসন পরিচালনায়, গুরুত্বপূর্ণ কী-পোস্টগুলো পূরণে, নিজেদের সৈন্যদের ট্রেনিং দিতে পশ্চিমাদের অনুগ্রহের দাস হয়ে থাকবে, সেখানকার বাণিজ্য ও শিল্পপণ্য আমদানি, তাদের বুদ্ধিজীবী, মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক মনে করবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের পক্ষে পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, তাঁদের প্রতি চোখ তুলে তাকানোও সম্ভব নয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব নিকট অতীতে খুবই উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করেছে। যার ফলে দীর্ঘকাল যাবত মুসলিম বিশ্বকে যাপন করতে হয়েছে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও করুণানির্ভর জীবন। এরপর এখানে আধিপত্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমাদের। পশ্চিমারা এ সুযোগে বিশ্বব্যাপী খুন-খারাবি ও ধ্বংসলীলা ছড়িয়েছে। যদি এখনও মুসলিম দেশগুলো বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসর না হয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে ভুল করে, তাহলে তাদের ভাগ্যে থাকবে বঞ্চনা ও নিগ্রহ এবং তাতে বিশ্বমানবতার দুর্ভোগের মেয়াদ আরো বৃদ্ধি পাবে।[১৯]

নতুন শিক্ষাব্যবস্থা

মুসলিম জাহানের জন্য প্রয়োজন এমন এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তি ও পয়গামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বস্তুত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্বের মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্ব প্রাচীন বিশ্বকে শাসন করেছিল। ইসলামী বিশ্ব প্রাচীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-কালচারের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। পৃথিবীর সাহিত্য ও দর্শনের গভীরে ইসলামই মজবুত অবস্থান নিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভ্য দুনিয়া ইসলামী দর্শনের আঙ্গিকে চিন্তা করত, ইসলামী ধারায় সাহিত্য রচনা করত। ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতের লেখক-সাহিত্যিকগণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে চাইলে আরবীতে লিখতেন। অনেকে মূলগ্রন্থ আরবীতে লিখে তার সার-সংক্ষেপ ফার্সিতে প্রস্তুত করতেন। যেমন ইমাম গাযযালী *কিমিয়ায়ে সা'আদাত-এ* করেছেন। যদিও আব্বাসী যুগে প্রবর্তিত এই শিক্ষা আন্দোলন

---

১৯. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *মা-যা খাসিরাল আলমি বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

গ্রীক ও অনারব প্রভাবিত ছিল এবং ইসলামী চেতনা ও স্বচ্ছ ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাছাড়া বিজ্ঞান ও ধর্মীয় দিক দিয়ে তাতে বেশ কিছু দুর্বলতা ছিল, তথাপি শক্তি ও সজীবতার কারণে তা সারা দুনিয়াতে স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা তার সামনে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

তারপর ইউরোপের অগ্রগতি ও উন্নতির যুগ এলো। ইউরোপ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এ সুপ্রাচীন ব্যবস্থাকে জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে নতুন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে। ইউরোপের দর্শন, চিন্তাধারা ও মনস্তত্ত্বের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রক্ষা করে এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল। এই শিক্ষা-পরিবেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী বের হত তাদের শিরা-উপশিরায় এ বস্তুবাদী চেতনা সঞ্চারিত হত। এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। বিশ্ব দ্বিতীয়বারের মতো এ শিক্ষাব্যবস্থার কাছে করেছে আত্মসমর্পণ। বিশ্বকেও স্বাভাবিক নিয়মেই এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হল। কেননা, দীর্ঘকাল ধরে এখানে জ্ঞানের অধোঃগতি ও চিন্তার জড়তায় রুগ্ন অবস্থা বিরাজ করছিল। মুসলমানদের পেয়ে বসেছিল হীনমন্যতায়। তারা নিজেদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ইউরোপের অনুকরণেই নিহিত বলে মনে করতে লাগল। তাই সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব এ শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করল, যা ইসলামী বিশ্বে আজ অবধি চালু রয়েছে।

স্বাভাবিক নিয়মেই ইসলামী ভাবধারা ও নতুন ভাবধারার মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হল। ইসলামী নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিকধারার মধ্যে রশি টানাটানি হতে লাগল। বস্তুর মূল্যায়ন ও মর্যাদা নির্ধারণে নতুন মাপকাঠি ও পুরাতন মাপকাঠির মধ্যে শুরু হল যুদ্ধ। এ শিক্ষাব্যবস্থার ফল দাঁড়াল যে, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে সংশয়বাদিতা, শঠতা, অস্থিরতা, জীবনের প্রতি মোহ, প্রবৃত্তি পূজা ও বিলম্বিত লাভের তুলনায় তাৎক্ষণিক উপকারকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হল। পশ্চিমা সভ্যতার অনিবার্য অনুষঙ্গ স্বরূপ আরো যেসব নেতিবাচক দিক রয়েছে তা সবই সৃষ্টি হল।

মুসলিম বিশ্ব যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় তাহলে কেবল শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়; বরং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদেরকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। এটি কোনো সহজ কাজ নয়। এর জন্য গভীর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। এজন্য ব্যাপকভাবে রচনা সংকলন এবং বিভিন্ন শাস্ত্র নতুন করে বিন্যস্ত করার কাজ শুরু করা প্রয়োজন। এ কাজের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ পরিমাণ অবগতি ও গভীর দৃষ্টি রাখবেন, যা যাচাই ও সমালোচনার পর্যায়ে পৌঁছে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয় ও শাস্ত্রের তিনি পর্যবেক্ষক, বিশ্লেষক এবং সমালোচকের পর্যায়ে উন্নীত হবেন)। এ কাজ এতই কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ যে, কোনো একটি সংগঠন বা সংস্থার পক্ষেও তা সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। এটি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের কাজ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমত, প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে হবে।

এমন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের নির্বাচন করতে হবে, যাঁরা প্রতিটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য রাখেন। তাঁরা এমন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করবেন, যাতে একদিকে থাকবে কিতাব ও সুন্নাহর অপরিহার্য ও দীনের অপরিবর্তনীয় বিষয়াদি ও অন্যদিকে প্রয়োজনীয় আধুনিক বিদ্যাসমূহ। তাঁরা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক বিদ্যা-শাস্ত্রসমূহ নতুনভাবে বিন্যস্ত করবেন যা ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামের মৌলিক চেতনার ভিত্তিতে হবে। তাতে এমন প্রতিটি বিষয় থাকবে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয়। যা দ্বারা তারা নিজেদের জীবন সাজাতে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিজেদের সম্পদ কাজে লাগাতে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হবে না। তারা নিজেদের অর্থব্যবস্থা নতুন করে সাজাবে এবং ইসলামী ভাবধারার আলোকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যে, প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যবস্থাপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং অর্থসংক্রান্ত যেসব সমস্যার সমাধানে পশ্চিমা বিশ্ব হার মেনেছে ও অসহায়ত্ব স্বীকার করেছে, সেগুলোর সমাধান করবে। এই আধ্যাত্মিক কারিগরি ও সামরিক প্রস্তুতি এবং শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্ব উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে, বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছাতে পারবে এবং ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কারণ, নেতৃত্ব কোনো খেল-তামাশার বস্তু নয়; এটা খুবই গুরু-গম্ভীর বিষয়। এ জন্য প্রয়োজন কঠোর শ্রম-সাধনা, সুশৃঙ্খল সংগ্রাম, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও যথাযথ প্রস্তুতি। অতএব বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাহানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আরব জাহানের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক বেশি। আরবী কবির ভাষায়–

وكل أعرئ يجري إلى ـــــــ يوم الهياج بما استعدا

(প্রস্তুতি নিয়েই প্রত্যেক ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যায়)[২০]

---

২০. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (অনু. আবু সাঈদ মু. ওমর আলী), মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭ (পরিমার্জিত)

৫.৩ আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা

আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

এক শতাব্দী আগে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রপ্রবণ মানসিকতা ও খ্রিস্টানদের বস্তুগত সহযোগিতার মিলনে মুসলিম বিশ্বকে টুকরো টুকরো করার নীল নকশা চূড়ান্ত হয়। বিভিন্ন সময় ধাপে ধাপে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। এ নীল নকশা বাস্তবায়নের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল তুর্কিদের আরব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। মুসলমানদের হাতেই ইসলামী খিলাফতকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করে দেয়া। তুর্কিদের রুখতে আরবদের মুখেই প্রথম 'জাতীয়তাবাদের স্লোগান' তোলা হয়। পরবর্তীকালে এ স্লোগানকে রীতিমতো একটি আন্দোলনে রূপ দেয়া হয়। ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব আবাসভূমি থেকে উৎখাত করে সেখানে ইয়াহুদীদের পুনর্বাসন করা হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাদের সরকার। এদের পাহারাদারির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে পশ্চিমা গোষ্ঠি। এরপরও তাদের স্বস্তি নেই। তাদের আশঙ্কা ছিল, যদি মুসলিম বিশ্বের সাথে আরববিশ্বের মজবুত বন্ধন থাকে, তাহলে হয়তো এক সময় মুসলমানরা পৃথিবীর এক বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এ মতলব নিয়েই গঠন করা হল আরব লীগ। যা 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ'–এর জন্য মৃত্যুঘণ্টা প্রমাণিত হয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ আরবীয় মানসিকতার একটি অংশে পরিণত করতে মিসরের 'কিবতী' ও ইরাক, সিরিয়া আর লেবাননের ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। খিলাফত উৎখাতের জন্য ১৯২১ সালে তারা 'আধুনিক আরবী' সাহিত্যের উদ্ভাবন ঘটায়। যার জন্ম ছিল সেক্যুলারিজমের উদরে। খ্রিস্টানদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি 'আল্লাহর হক আল্লাহকে দাও, সরকারের প্রাপ্য সরকারকে; গির্জা আর রাষ্ট্রের কোনো সংযোগ থাকতে পারে না'; 'ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার'; 'মানুষ নিজের হাতেগড়া ঈশ্বরকে যেভাবে খুশি পূজা করুক'–তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু শর্ত হবে তারা যেন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মাথা না ঘামায়।

মিশনের এই পর্যায়টি সম্পন্ন হবার পর তাদের যাত্রা শুরু হয় দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ মাতৃভূমির পূজার দিকে। আমেরিকা ও ইউরোপে অভিবাসী কতিপয় আরব্য ইয়াহুদী, খৃস্টান লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ওখানে বসে নিজেদের ছেড়ে যাওয়া জন্মভূমি সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশের স্মরণ করতে লাগলো সেভাবে, যেমনটি একজন নিষ্ঠাবান বান্দা তাঁর প্রভুর ইবাদত করে

থাকে। তাঁদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচারণা আরব যুবকদের প্রভাবিত করে। অন্যদিকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব তাদের মগজে এ ধারণার উন্মেষ ঘটায় যে–'ধর্ম হল পায়ের শিকল।'[২১]

প্রকৃপক্ষে আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রথম দিককার নেতৃবৃন্দ ও প্রবক্তারা ছিলেন খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী এবং সেসব কবি-সাহিত্যিক, তুর্কিদের সাথে যাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল না।[২২]

লেবাননী মুসলিম বুদ্ধিজীবী নাসিরুদ্দিন তাঁর বহুল প্রচারিত গ্রন্থ *কাদিয়্যাতুল আরব* এ লিখেছেন : 'একজন স্বাধীনচেতা, সজ্ঞান, ভদ্র, সজ্জন, হৃদয়বান, আত্মমর্যাদাশীল উদার মুসলমানের কাছে ঈমানের প্রশ্নের চেয়ে আরবদের প্রশ্ন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের প্রতি বিশ্বাস তেমনি হতে হবে যেমনটি আল্লাহর প্রতি হয়।'[২৩] এ জাতীয়তাবাদ ধর্ম ও রাজনীতির ভিন্নতায় বিশ্বাস করে। এতে ধর্মীয় ব্যক্তিদের রাজনীতির অনুমতি থাকবে না।" তিনি আরো লিখেছেন– "আরব জাতীয়তাবাদ স্বয়ং একটি ধর্ম। কেননা, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের আগমনের পূর্বেও তা পৃথিবীতে ছিল। এতে আসমানী ধর্মের নৈতিকতা, আচরণ ও মাহাত্ম্য বর্তমান রয়েছে। আরবরা যতদিন পর্যন্ত আরব জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবে গণ্য না করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা উন্নতি লাভ করতে পারবে না। মুসলমানরা যেমন তাদের নবী ও কুরআন মজিদের প্রতি, ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা যেমন বাইবেলের প্রতি, প্রটেস্ট্যান্টরা যেমন লুথারের সংস্কারমূলক শিক্ষার প্রতি, ফরাসিরা যেমন বিপ্লবের প্রতি, রাশিয়ানরা যেমন সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহান্ধ, আরবদের তেমনি আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও উদ্দীপ্ত হতে হবে।[২৪]

মোটকথা, আরব মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যের সংখ্যালঘু অথচ ধূর্ত খ্রিস্টানদের চক্রান্তের শিকার হল। খ্রিস্টানরা মনে করে এভাবেই তারা আরব বিশ্বের নেতৃত্ব অর্জন করতে পারবে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে মুসলিম জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে

---

২১. নদভী, মাওলানা আবদুলাহ্ আব্বাস, মীরে কারওয়াঁ, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, সংস্করণ ২০০১, পৃ. ৪২৬।

২২. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, বক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৭।

২৩. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, বক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

২৪. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, বক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৭-৮।

সক্ষম হবে।[২৫] আরব জাতীয়তাবাদের এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়েই ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল মুসলমানদের ঐক্য ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক উসমানী খিলাফত। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ভুলে মুসলমানরা তুর্কিদের ছেড়ে পশ্চিমা মিত্রদের পক্ষপুটে আশ্রয় নেয়াকেই শ্রেয় মনে করল। ধূর্ত লবেন্সের প্রোপাগান্ডায় আরব জাতীয়তাবাদের লাভা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র আরববিশ্বে। আর তার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল মুসলমানদের ঐক্য ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক উসমানী খিলাফত।[২৬] মুসলিম বিশ্ব যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, তাহলে তাদেরকে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণপ্রীতি ত্যাগ করতে হবে। তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে একদল দক্ষ জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও শক্তিমান লেখক, যারা পশ্চিমা সভ্যতা ও প্রাচ্যবিদদের লেখনীর জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তার বাস্তবরূপ তুলে ধরবে– যাতে করে ইউরোপ আমেরিকার প্রাচ্যবিদরা তাঁদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারে। মুসলিম বিশ্ব ও আরববিশ্বের বড় বড় শহর ও রাজধানীগুলো হয়ে উঠবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের তীর্থস্থান। যেভাবে বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় শহরগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বিবেচিত হচ্ছে।

কারণ ইউরোপের বড় বড় শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মুসলিম বিশ্বের শহরগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি, ধর্মীয় জ্ঞান এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র হওয়ার বেশি উপযুক্ত। মুসলিম বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী নগরীগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় নেতৃত্বহারা হওয়া তাদের হীনমন্যতা ও ভীরুতার পরিচায়ক।[২৭]

আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা নদভীর ভূমিকা

এক্ষেত্রে নদওয়াতুল ওলামা থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত আরবী মাসিক পত্রিকা 'আল বা'ছুল ইসলামী' অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এতে আল্লামা নদভীর এমন তেজোদ্দীপ্ত নিবন্ধসমূহ প্রকাশিত হলে মিসর সরকারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদ জানাতে হয় এবং আল্লামা নদভীকে পররাষ্ট্র

---

২৫. সালমান। মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, সেকশন-১২, বক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

২৬. নদভী , সাইয়িদ আবুল হাসান আলি: *মা-যা খাসিরাল আলমি বি-ইনহিতিতিল মুসলিমীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

২৭. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين পৃ. ২৪৩-২৪৫

মন্ত্রণালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিসর, দামেশ্‌ক ও বাগদাদে এ জার্নাল এর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আল্লামা নদভীর (র) সাথে সেখানকার ওলামায়ে কিরাম বিশেষ করে ইসলামী বিপ্লব প্রত্যাশীদের পত্র যোগাযোগ ছিল। মক্কা মুকাররমায় তাদের সাথে সাক্ষাতও হত। এমন পরিস্থিতি অবগতির ভিত্তিতে তিনি একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেন যা একটি পুস্তিকার আকার ধারণ করে। "রিদ্দাতুন ওয়াল্লা আবাবাকরা লাহা" অর্থাৎ "ধর্মত্যাগ ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে অথচ এর মুকাবিলায় কোনো আবু বকর আজ নেই"–শীর্ষক এ পুস্তিকা সিরিয়ার যুব সমাজ লক্ষাধিক কপি প্রকাশ করে এবং হজের সময়ে মিনা ও আরাফাতে বণ্টন করে। তাছাড়া তাঁর আরেকটি পুস্তক *ইসমা'উহা মিন্নী ছারিহাতান আইয়্যুহাল আরব* (হে আরব জাতি! আমার স্পষ্ট কথা শোনো) এর লক্ষাধিক কপি ছেপে বণ্টন করা হয়।[২৮]

তিনি সমগ্র মিসরবাসীকে সম্বোধন করে জামাল আবদুন নাসের–এর আরব জাতীয়তাবাদের স্লোগানকে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ঈমানের পরিপন্থী ঘোষণা করেন। কখনো সিরিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে দীপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন–ঈমান নবায়নের বলিষ্ঠ তাগিদ। কুয়েতবাসীকে লক্ষ করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন– "হে মরূদ্যানের বাসিন্দাগণ! হৃদয়ের কান দিয়ে শুনে রাখুন– পেট্রোল-সম্পদের চেয়ে ঈমানের সম্পদ বহুগুণ মূল্যবান।" মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিচরণ করতে গিয়ে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যকার বিদ্যমান আড়ালকে ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন; আবার তুরস্কে গিয়ে ইসলামের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বারকে উন্মুক্ত রাখার ডাক দিয়েছেন। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে দা'ওয়াতে মুহাম্মদীর পতাকা উড্ডীন ও পৃথিবীতে তাওহীদের বন্ধনকে দৃঢ় করার পরামর্শ দিয়েছেন। কখনো বা 'আবূ বকর বেঁচে থাকতে ধর্মহীনতার অস্তিত্ব বরদাশত করা হবে না'–মর্মে ঐতিহাসিক উক্তির উচ্চারণে আরবে ঢুকে পড়া পাশ্চাত্য জীবনধারার পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।[২৯] এভাবে আরব জাতীয়তাবাদ যখন একটি সর্বগ্রাসী ফিতনারূপে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামের সার্বজনীনতাকে মূলোৎপাটন করার উপক্রম হয়েছিল, তখন তিনি আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পালন করেন ঐতিহাসিক ও সময়োপযোগী বলিষ্ঠ ভূমিকা।

---

২৮. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, সেকশন-১২, বক -১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২১০।

২৯. কাসেমী, ডা. মুহাম্মদ সউদ আলম, মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) আফকার ওয়া আসার; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর (রাজস্থান), প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৩-৭৪।

৫.৪ ভারতীয় মুসলমানদের অভিভাবকের ভূমিকায় আল্লামা নদভী

আল্লামা নদভী মূলত একজন জ্ঞানতাপস, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা'ঈ হলেও ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় দুর্দিন ও সঙ্কটকালে তাঁকে স্বজাতির পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মতো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে আল্লামা নদভী বলেন, "শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও মানস-চেতনার যে পরিবেশে আমি বেড়ে উঠি; যে জীবনদর্শন ঐকান্তিক নিজস্বতার সাথে বহির্জগতের পারিপার্শ্বিক আবহের সর্বদা নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার পথ ধরে চলেছে তা আমাকে এরূপ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার শিক্ষা দেয়নি। এ যুগে ও ঐ দেশে বসবাস করে মুসলমানদের জাতীয় সমস্যাবলি ও সামষ্টিক স্বার্থগুলোর অনুকূলে সক্রিয় ভূমিকা রাখার ব্যাপারে চোখ বুঁজে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।"[৩০]

তাঁর তিন দশকের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার, রুচি, মেযাজ, মানসপ্রবণতা ও পরিবেশ-প্রতিবেশ বিচারে যেখানে তিনি একজন কেবলই জ্ঞানসাধক, দরবেশ পরিচিতি নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার কথা, সেখানে তাঁর এরূপ বহুমাত্রিক ভূমিকার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বললেন, "কিন্তু মানুষ আমাকে (তাঁদের ধারণার বিপরীতে) অবাক বিস্ময়ে দেখলো; আমি নিখিল ভারত 'মজলিসে মুশাওয়ারাত"–সর্বোচ্চ পরামর্শ পরিষদের শুধু একজন আহবায়কই নই বরং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়ে ময়দানে হাযির। আমি দেশের জাতীয় সমস্যাগুলোকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় আগ্রহ উদ্দীপনা রাখি। এ সংগঠনের প্রতিনিধিদলের সাথে বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং মহীশুর রাজ্যে দীর্ঘ সফর করেছি; বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করেছি। 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর পাতায় আমার সেসব লেখা ছাপতে শুরু করল– যেখানে বর্তমান পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা, মুসলিম সমাজের হুমকিসমূহ চিহ্নিত, মুসলমানদের আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন বরং তাদের নৈতিক ও মৌলিক নেতৃত্বের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।"[৩১]

আল্লামা নদভী (র) তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা জীবনের প্রথমেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের মাটিতে মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবং জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু হিফাযতের একমাত্র উপায় হল,

---

৩০. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কা'রওয়ানে যিন্দেগী;* মাকতাবায়ে ইসলাম, ২৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮৬-৮৭।

৩১. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; মাকতাবায়ে ইসলাম, ২৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮৫।

প্রতিবেশী জাতিকে মানবতার প্রতি সহমর্মিতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামের উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা দ্বারা তাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। প্রতিবেশী বিশাল জনগোষ্ঠির সাথে রাজনৈতিক ও দৈহিক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াকে তিনি মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী পদক্ষেপ মনে করতেন। ভারতীয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আল্লামা নদভী (র)–এর উপদেশ ছিল এ যে, আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, প্রতিবেশী অমুসলিম জাতির সামনে আমরা আদর্শ ইসলামী সমাজের একটা ক্ষুদ্রতম নমুনাও তুলে ধরতে পারিনি, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান এবং পরকালের বিশ্বাস এ ধরনের পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সন্দেহ নেই যে, হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জনতার সামনে ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদের বক্তব্য তুলে ধরা খুবই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু আল্লামা নদভী এটাকে ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমানের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। তাই তিনি ১৯৫১ সালে লক্ষ্ণৌর আমীনুদ্দৌলা পার্কে এক হিন্দু-মুসলিম জনসভার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন।[৩২]

ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থে তাঁর সামষ্টিক পরিসর ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র ছাড়াও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তিনি গরিব-দুঃখী অসহায় পরিবারকে সাহায্য করা নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। বেশ কিছু লোককে তিনি মাসিক ভাতা দিতেন। অনেক গরিব-অসহায় ছাত্রদের কাছে তিনি মানি অর্ডারে টাকা পাঠাতেন। রায়বেরেলী অবস্থান করলে এ ধরনের অসহায় মানুষের ভিড় জমে যেত। সে সময় কাউকে তিনি খালি হাতে ফেরাতেন না। তারা অপেক্ষায় থাকত কখন তিনি রায়বেরেলী আসবেন। রামাদানে তাঁর এই জযবা আরো বেড়ে যেত। রোগীদের সেবা করা ছিল তাঁর একটি বড় গুণ। তাঁর খানদান, নিকট বা দূর আত্মীয় কেউ অসুস্থ হবার খবর পেলে তিনি হাসপাতালে ছুটে যেতেন। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি সেবা খাতে ব্যয় করেন।[৩৩]

---

৩২. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫১৮।

৩৩. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২১।

ভারতীয় মুসলমানদের সুখ-দুঃখ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে তিনি এত বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত লেখালেখি, শিক্ষকতা ও জ্ঞানচর্চার মানসিকতা আর পারিপার্শ্বিকতার সাথে অনেক সময় রাজনৈতিক দিকনির্দেশনাকে একীভূত করে ফেলতেন। '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর ভারতীয় মুসলমানগণ যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বৈরিতার শিকার হয়েছে তা থেকে উত্তরণে আল্লামা নদভী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নদওয়াতুল উলামায় জাতীয় মতবিনিময় ও পরামর্শ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। কলিকাতা, রাভিড়কেলা, জামশেদপুরের দাঙ্গার পর তিনি এত বিচলিত হয়ে উঠেন যে, (তাঁর দৃঢ় অবস্থানের ফলে) জয় প্রকাশ নারায়ণ ভানুবাবু থেকে এর প্রতিকারে গান্ধীজির নির্দেশ জারির আবেদন করেন। এজন্যে তিনি দীর্ঘ সফরও করেন। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হল বাবুজী 'গো-হত্যার' ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারিতে উদগ্রীব হলেও মানবহত্যা বন্ধে নিষেধাজ্ঞায় মোটেও স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না।"[৩৪]

মানবতাবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রদান

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ও উম্মাহ্‌র চেতনার এই আবেগ-অনুভূতির কারণে আল্লামা নদভী ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে অমুসলিম নেতৃত্বের পরামর্শ ও বোঝাপড়ার একটি ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৩৫]

মুসলমানদের সামাজিক অধিকার ও পারিবারিক আইন সংরক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড'-এর নেতৃত্বস্থানীয় ওলামাদের সাথে তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন এবং সংগঠনটির দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি নির্বাচিত হন।[৩৬]

---

৩৪. কাসেমী, ডা. মুহাম্মদ সউদ আলম, প্রাগুক্ত; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর (রাজস্থান), প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৭।

৩৫. কাসেমী, ডা. মুহাম্মদ সউদ আলম, মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) আফকার ওয়া আসার; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর (রাজস্থান), প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৭।

৩৬. কাসেমী, ডা. মুহাম্মদ সউদ আলম, প্রাগুক্ত; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর (রাজস্থান), প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. প্রাগুক্ত।

মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড

স্বাধীনতার পর ভারতে হিন্দুত্ববাদ ও প্রতিমাপূজার পুনরুজ্জীবন-তৎপরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির পক্ষ থেকে আওয়াজ তোলা হয় 'ভারতের অধিবাসী সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য একই পারিবারিক আইন পাস করা হোক'। এটা ছাড়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বন্ধন গড়ে উঠা সম্ভবপর নয়। প্রচ্ছন্ন ভাষায় সরকারও তাদের সহযোগিতা দিতে থাকে। মুসলমানদের উত্তরাধিকার, নিকাহ্-তালাক ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো হিন্দুয়ানী আইন ও প্রথায় সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা আরোপের একটি আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। আবদুল হামিদ দিলওয়ায়ী নামের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কিছু লোক সরকারের সহযোগিতায় মাঠেও নামে। উপর্যুক্ত শঙ্কায় উদ্বিগ্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাত আলী রহমানী (আমীরে শরী'আত বিহার) ছিলেন অগ্রবর্তী ভূমিকায়। তাঁর অবস্থান, তৎপরতা ও জ্ঞানগত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে যথাযথ দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। এ হীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাফল্য দান করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ প্রচেষ্টা রুখে দিতে একটি সুবিন্যস্ত সংগঠন ও নিয়মিত আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে তিনি মুসলিম পরামর্শ পরিষদ, জামা'আতে ইসলামী, দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার সহযোগিতায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৭-২৮ ডিসেম্বর মুম্বাইতে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' কনভেনশন' আহ্বান করেন। সে সম্মেলনে বেরেলভী, শিয়া ইসনা আশরিয়া[৩৭] (ইমামিয়া), বোহরা সম্প্রদায়,[৩৮] আহলে হাদীস ও জামা'আতের মুখপাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড।[৩৯]

---

৩৭. ইসনা আশারিয়া; শিয়ারা বহুদলে বিভক্ত। বিভক্ত এ উপ সম্প্রদায়ের একটি হল দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী ' ইসনা আশারিয়া' উপ সম্প্রদায় (ঝঁন- ঝবপঃং.)। আর দ্বাদশ ইমাম হল যথাক্রমে ১। হযরত আলি (রা), ২। ইমাম হাসান (রা), ৩। ইমাম হুসাইন (রা), ৪। ইমাম যায়নুল আবেদীন (রা), ৫। ইমাম মুহাম্মদ আলি বারেক (রা), ৬। জা'ফর সাদিক (রা), ৭। মূসা আল-কাযিম (রা), ৮। আলি রেজা (রা), ৯। মুহাম্মদ আল-যায়িদ (রা), ১০। ইমাম আল-হাদি নকী (রা), ১১। হাসান আল-আসকারী (রা) ও ১২। মুহাম্মদ আল-মুনতাযার (রা)। কে আলি, ইসলামের ইতিহাস, আলি পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৮৭ (১০ম সংস্করণ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।

৩৮. বোহরা সম্প্রদায়। এটিও ইসলামের একটি ধর্মীয় উপদল।

৩৯. নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ্ আব্বাস; মীরে কারওয়াঁ, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলামী, লক্ষ্ণৌ, প্রকাশকাল-২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৭৯-৮০।

এ কনভেনশনে আল্লামা নদভী উপস্থিত ছিলেন। আলীগড়ে বোর্ডের দ্বিতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনও করেন তিনি। এ সম্মেলনে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা পরিগঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল।[৪০]

মুসলিম মিল্লাতের এমন সম্মিলিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক মহাসমাবেশ অতীতে খুব বেশি দেখা যায়নি। এই সম্মেলনে বেরেলভী আলিমদের প্রতিনিধি মাওলানা বোরহানুল হক জবলপুরী, ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মাওলানা কাল্‌ব আবেদ, বোহরা সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ডা. নাজমুদ্দিন প্রমুখ ছাড়াও আহলে হাদিসের বহু প্রতিনিধিত্বশীল ওলামা উপস্থিত ছিলেন। রাতে মদনপুরার ওয়াই.এম.সি.এ'র ময়দানে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় লাখের কাছাকাছি জনসমাগম হয়। এতে বহু জ্ঞানগর্ভ, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হয়। মুম্বাই বরং পুরো মহারাষ্ট্রের মুসলমানগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় এ সম্মেলনে ব্যাপক ও স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা দেয়। অত্যন্ত উদারতার সাথে তাঁরা অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। এখানে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠিত হয়।[৪১]

কেন মুসলিম পারিবারিক আইন!

ভারতে বসবাসরত মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় বলয়ে অবস্থান করে ব্যক্তিত্ব (Personality) ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন কি না, এমন একটি প্রশ্ন দেখা দেয় সাম্প্রতিককালে। সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির চরমপন্থী শ্রেণির মনোভাব হচ্ছে; ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একই দেওয়ানী-আইন (Uniform Civil Code) হওয়া চাই। এটা ছাড়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হতে পারে না। মুসলমানদের সামনে এ বিপদাশঙ্কা মাত্রা ছাড়িয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে হাযির হলো। সরকারের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির মধ্যে অনেকের প্রদত্ত বিবৃতি ও অভিমত অভিন্ন দেওয়ানী আইন প্রবর্তনের দাবিকে শক্তি যোগায়। আবদুল হামিদ দিলওয়ায়ী নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি চিহ্নিত গ্রুপও ওই একই দাবি জানাতে থাকে এবং রীতিমতো আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এ দাবি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক নৈরাজ্যের ইন্ধন এবং ইসলামী শরী'আতের সাথে বিদ্রোহের শামিল।[৪২] আল্লাহর নির্ধারিত বিধান যারা লঙ্ঘন করে, তারা মুসলমান অভিধায় পরিচিত হতে পারে

---

৪০. নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ্ আব্বাস; প্রাগুক্ত, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলামী, লক্ষ্ণৌ, প্রকাশকাল-২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৮০।

৪১. নদভী ,সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৮।

৪২. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; হিন্দুস্তানী মুসলমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী যারা জীবন পরিচালনা করে না তারা কাফির।'[৪৩]

উপর্যুক্ত আশঙ্কাকে সামনে রেখে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যার আমীরে শরী'আত মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাত আলী রাহমানী ছিলেন এ বোর্ড গঠনের অন্যতম পুরোধা। ১৯৭২ সালে ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত বোর্ডের প্রথম সাধারণ সম্মেলনে নিখিল ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বী, ঘরানা ও সংগঠনের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের এত বড় সম্মেলন আর হয়নি। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান পরিচালক আল্লামা ক্বারী তৈয়্যব (র) বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন।[৪৪]

আল্লামা নদভী হিন্দুস্থানী মুসলমান গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, "১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব ইন্তেকাল করেন। ওই বছরের ২৭-২৮ ডিসেম্বর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের বার্ষিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।"[৪৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ সংক্রান্ত একটি বিতর্কিত রায় প্রদান করেন যা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় বিধানে সরাসরি হস্তক্ষেপ। পবিত্র কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা ইসলামী শরী'আতের অমর্যাদার শামিল। এ রায় ভারতীয় মুসলমানদের ঈমানী ভিত, আত্মমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুমুলভাবে নাড়া দেয়। সুপ্রিম কোর্টের এই বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে পুরো ভারত জুড়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু হয়। এটা ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। পরিশেষে মুসলিম মহিলার খোরপোষ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মসুলিম জনগণের আন্দোলন বিজয় লাভ করে। ১১ ঘণ্টা দীর্ঘ উত্তপ্ত আলোচনার পর ১৯৮৬ সালের ৫ ও ৬ মে বিপুল ভোটাধিক্যে 'তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম অধিকার সংরক্ষণ বিল' মধ্যরাতে পার্লামেন্টে পাস হয়। এভাবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড তাদের আন্দোলনের প্রথম ধাপ সফলতার সাথে অতিক্রম করে।[৪৬]

---

৪৩. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা মায়িদা, আয়াত : ৪৪।
৪৪. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, হিন্দুস্তানী মুসলামন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।
৪৫. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০০।
৪৬. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০১, ২০৫।

আল্লামা নদভী (র) মুসলিম বিশ্বের বিশেষত আরব জাহানের বহু মানবতাবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। কায়রোর 'আন্তর্জাতিক দা'ওয়াতে ইসলামীর' সর্বোচ্চ পরিষদ, রাবাতের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ, দামেশ্কের আরবী একাডেমী, অ্যারাবিক একাডেমী কায়রো, জর্ডানের ইসলামী রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।[৪৭]

বৈশ্বিক পরিসরে ইসলামী সাহিত্যের গতিশীল বিকাশ ও প্রসারে তাঁর প্রধান কীর্তি হল– 'রাবিতাতুল আদব আল আলামি আল ইসলামী' (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা) 'র প্রতিষ্ঠা। তিনি এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। এর একটি কার্যালয় লক্ষ্ণৌতে, অপরটি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে। রিয়াদ থেকে 'মাজাল্লাতুল আদাবিল ইসলামী' নামে সংস্থার একটি আরবী মুখপাত্র প্রকাশিত হয়।[৪৮]

মুসলমানদের ধর্মীয়-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান

মুসলমান পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা, নাস্তিকতার পরিবেশ ও সরকারি শিক্ষানীতির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য আল্লামা নদভী অব্যাহত চিন্তা-ভাবনা ও নিয়মিত প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কাজী আদীল আব্বাসী প্রতিষ্ঠিত দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের তিনি আজীবন চেয়ারম্যান ছিলেন। উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে প্রতিটি বিদ্যালয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে 'বন্দে মাতরম' 'ভূজ মন্ত্র' ইত্যাদি ঈমানবিরোধী হিন্দুয়ানী কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী কর্মসূচি ও বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, "ইসলাম পরিপন্থী কোনো কাজে আমরা আপোস করতে প্রস্তুত নই।[৪৯]

এছাড়াও মুসলমানদের ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বহু সংস্থা-সংগঠনের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে বহুসংখ্যক মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকদিশারী ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষানীতির প্রতি জনমত গঠনে

---

৪৭. আখতার, সফীর মাওলানা নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি হায়াত ওয়া আফকারকে চন্দ পেহলো; ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, সংস্করণ ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৩৪-৩৫।

৪৮. আখতার, সফীর প্রাগুক্ত; ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, সংস্করণ ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৩৫।

৪৯. কাসেমী, ডা. মুহাম্মদ সউদ আলম, প্রাগুক্ত; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর (রাজস্থান), প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৮।

সংশ্লিষ্টদের তিনি প্রেরণা যুগিয়েছেন। দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার দায়িত্বপালনের সুবাদে এ প্রতিষ্ঠানকে শুধু দেশীয় নয়, বৈশ্বিক পরিসরে এর একটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি দাঁড় করিয়েছেন। পাশাপাশি এর শত-সহস্র শাখা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এটাকে ইসলামী শিক্ষা ও হিদায়াতের স্বর্ণসূত্রে রূপান্তরিত করেন।[৫০]

দীনি তা'লীমী কাউন্সিল

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি আল্লামা নদভী (র)-এর দ্বিতীয় প্রধান অবদান হল, মুসলিম শিশু-কিশোরদের দীনি শিক্ষার আন্দোলন।[৫১] ভারত বিভাগের পর সরকারি প্রচেষ্টায় হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়।[৫২] মুসলমানেরাও স্রোতের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে হিন্দুয়ানী সভ্যতার দিকে দ্রুত ছুটে চলছিল। এ দুর্যোগ মুকাবিলায় বস্তি জেলার কাজী আদীল আব্বাসী নামক একজন মর্দে মুজাহিদ মুষ্টি চাঁদার ভিত্তিতে মসজিদভিত্তিক সকাল-সন্ধ্যা দীনি শিক্ষার একটা সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা বেশ উপযোগী প্রমাণিত হয়। আল্লামা নদভী (র) যখন কারো মধ্যে কোনো সদগুণ দেখতেন তখন তিনি তাকে আরো উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সব ধরনের সহযোগিতা করতেন। ১৯৫৯ সালের ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৬০ সালের ১ জানুয়ারি কাজী সাহেবের আহ্বানে 'বস্তি'তে তিন দিনব্যাপী এক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দীনি তা'লীমী কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে আল্লামা নদভীকে এর সভাপতি মনোনীত করা হয়।[৫৩]

তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়াত (মানবতার পয়গাম-আন্দোলন)

এছাড়াও সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবগোষ্ঠির জন্য তিনি মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনা করেন। এর সুবাদে মাতৃভূমির অন্যান্য

---

৫০. কাসেমী, ডা. মুহাম্মদ সউদ আলম, প্রাগুক্ত; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর (রাজস্থান), প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৫১. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি (র) : জীবন ও কর্ম; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫১৯।

৫২. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত ; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬৮।

৫৩. সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; আল-ইরফান পাবলিকেশন্স, সেকশন-১২, ব্লক –১২/ধ ২/৮৯, মিরপুর, ঢাকা, ২০০২ খৃ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির মধ্যে ঈমান, পরকাল ও ইহজীবনে ভালো-মন্দ কাজের পারলৌকিক পরিণাম সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানানো সম্ভব হল। সদ্ভাব-সম্প্রীতির মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াতী বৃক্ষকে আরো সজীব এবং দা'ওয়াতে দীনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করার যে উদ্যোগ আল্লামা নদভী নিয়েছিলেন তাতে দা'ওয়াতের পথ আরো সুগম ও প্রশস্ত হয়।[৫৪]

আল্লামা নদভী তাঁর এক স্নেহপ্রতিমের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আপন বাসগৃহটির ধ্বংস সহ্য করতে পারে না। কেননা, এখানে তাকে জীবনযাপন করতে হয় এবং এখানে সংরক্ষিত থাকে তার সহায়-সম্পদ। এটা সেই স্বদেশ যা গড়তে তার পূর্বসূরিগণ সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম এবং সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটি অকাতরে ব্যয় করেছেন। যেকোনো সুস্থ চিন্তা বরং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই সে নৌযানটিকে ফুটো করার অনুমতি দিবেন না যিনি নিজেই তার আরোহী। অন্যকথায় এভাবে বলা যায়, যে ঢালে সে চড়ে আছে, মস্তিষ্কবিকৃতি না ঘটে থাকলে কোনোক্রমে সে নিজে যেমন উক্ত ডালে করাত চালাতে পারে না, তেমনি অন্যকেও সে এ অনুমতি দিতে পারে না।

প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলছিল, আমাদের দেশটি খুব দ্রুত নৈতিক অবক্ষয় বরং সামাজিক ও জাতীয় আত্মহননের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। চারিত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে নির্মমভাবে। ব্যক্তিস্বার্থ বরং কায়েমী স্বার্থপরতা সবার উপর জেঁকে বসেছিল। অবশ্য, তাদের কথা ব্যতিক্রম, যেকোনো কারণে ধর্মীয় কঠোর বন্ধনে যারা নিয়ন্ত্রিত এবং যারা সংসারবিরাগী মানুষের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর মর্যাদা ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে; ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সহজেই বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। কর্মে ফাঁকি, দায়িত্বজ্ঞানের ক্রমাবনতি, সূদখোরী, চোরাকারবারি, মজুতদারি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রভৃতি এই নৈতিক দেউলিয়াত্বের অনিবার্য ফসল। অনেক প্রতীক্ষার পর প্রায় সহায়-সম্বলহীনতার উপলব্ধি সত্ত্বেও আমরা ময়দানে নেমে পড়ি এবং দলমত, গোষ্ঠি-সাম্প্রদায়িক ভেদগণ্ডির উর্ধের উঠে সাধারণ মানুষের অন্তরে আমরা কড়া নাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। কোনো গ্রাম-মহল্লায় আগুন লাগলে তখন নিজের শক্তি-সামর্থ্যের দিকে কারো

---

৫৪. পারীখ মাওলানা আবদুল করিম, সাপ্তাহিক নয়ী দুনইয়া, *পয়ামে ইনসানিয়্যাতকে পয়গাম্বর, মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা আলি মিয়া নদভী সংখ্যা ৮–১৪ ফেব্রুয়ারি(সম্পা) ২০০০* খ্রিস্টাব্দ, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ১৩

ভ্রুক্ষেপ থাকে না। তখন বোবাও যেন চিৎকার দিয়ে উঠে; পঙ্গুও যেন দৌড়ে যায়।

উপরন্তু কোনো দেশে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সৃষ্টিশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশের সার্বিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকাটা হচ্ছে পূর্বশর্ত। যেখানে বার বার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, ঝড়ের তাণ্ডবে যে জনপদ বারবার বিপর্যস্ত হয়, বন্যা, খরা ও মন্দা যে শহরকে উদরস্থ করে নেয়; সেখানে শিক্ষার উন্নতি ও জাতিগঠনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবেই। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে এটি সহজবোধ্য ব্যাপার যে, নৈতিক উৎকর্ষও মানবতা ও মানবাধিকারের আহ্বান মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্বটি সকল ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর জন্য বিকল্পহীন রক্ষাকবচ। এর মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট সব প্রচেষ্টা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।'[৫৫]

এ তৎপরতার ধারাবাহিকতায় বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও ইউপি'র সফরও গণসংযোগ হয়। এ সফরে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু সফল পরামর্শ সভা হয়েছে। এসব মিটিঙে অমুসলিমও সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির বিরাট অংশ যোগদান করে। গভীর অভিনিবেশে সবাই আলোচনা শুনেছেন এবং মুক্তমনে নিজেদের অনুভূতিও ব্যক্ত করেছেন। ১৯৭৫ সালে লক্ষ্ণৌর ঐতিহাসিক গঙ্গাপ্রসাদ স্মৃতি মিলনায়তনে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক শিক্ষিত ব্যক্তি ও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।[৫৬]

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট তারিখে ঈদের দিন মুরাদাবাদে সংঘটিত হয় ইতিহাসের এক লোমহর্ষক ঘটনা। পুলিশ ও পিআইসি ঈদগাহে মুসলমানদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। এতে শহীদ হন সহস্রাধিক মুসলমান। মুহূর্তেই লাশের স্তূপ বনে যায় ঈদগাহ। এর প্রতিক্রিয়ায় চারদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তখন আল্লামা নদভী 'তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়্যাত'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে নিয়ে মুরাদাবাদ সফরে বেরিয়ে পড়েন এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তার অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সামনে তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরেন। আলাপ ও মতবিনিময় থেকে তিনি আঁচ করলেন এখনও ওদের অন্তরে ঘৃণার হলাহল, বিদ্বেষজীবাণু এবং সন্দেহের বীজ

---

৫৫. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ২, পৃ. ১১০-১৩।

৫৬. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ২, পৃ. ১১৯।

লুক্কায়িত আছে এবং এটা দূর করতে উঁচু মাপের প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও সময়ের প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক মুখপাত্রদের কর্তব্যের বাইরে 'তাহরীকে পয়ামে ইনসানিয়্যাত'কে নিজস্ব পদ্ধতিতে আন্দোলন ও কর্মসূচি নিয়ে এগুতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এখানেই সঙ্কটের টেকসই ও কার্যকর সমাধান নিহিত। এ চিন্তা থেকেই ২৭-২৮ অক্টোবর লক্ষ্ণৌ-এর বারাদরীতে অনুষ্ঠিত হয় 'পয়ামে ইনসানিয়্যাতের' নিখিল ভারত কনভেনশন। এর কিছুদিন পর একটি প্রতিনিধিত্বশীল সভা অনুষ্ঠিত হয়- যেখানে সারাদেশের বাছাই করা বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বর্তমান ও সাবেক বহু সংখ্যক মন্ত্রী, রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা নদভী 'দেশের প্রকৃত সমস্যা ও বাস্তব হুমকির স্বরূপ' শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেন। কনভেনশন শেষে তিনি অত্যন্ত আবেদনময়ী ও জ্বালাময়ী ভাষণ দেন, যা তাঁর স্মরণীয় বক্তৃতাগুলোর অন্যতম। এ ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, জোরালো কণ্ঠে ও দৃঢ় সাহসিকতার সাথে সমাজের প্রকৃত চিত্র পর্যালোচনা করেন। সমগ্র ভারতের সর্বপ্লাবী নৈতিক অবক্ষয়, মানবতা ও চরিত্রবিধ্বংসী অনাচারের সমালোচনা করে খোলামেলা বক্তব্য দেন। ভাষণটি পরিস্থিতির উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে এটি অনুকূল পরিবেশের সহায়ক প্রমাণিত হয়।[৫৭]

৫.৫ আল্লামা নদভীর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের অংশবিশেষ

অচলায়তন ভাঙার আন্দোলনগুলো স্বয়ং অচল[৫৮]

এটি ইতিহাসের এমন একটি শিক্ষা যা বারবার ঘুরে ফিরে আমাদের সামনে হাযির হচ্ছে। আমাদের উচিত, এটা থেকে 'শিক্ষা গ্রহণ' করা যে, মৌলিক সংস্কারের মহৎ লক্ষ্যে গড়ে উঠা অনেক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষেই জন্ম নিয়েছে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের জড়তা ও বন্ধ্যত্বের অচলায়ন ভাঙ্গার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এ আন্দোলন ইসলামের তরঙ্গায়িত সমুদ্রের কূলে জমে উঠা

---

৫৭. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম; সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, তাকইয়াকেলাঁ, রায়বেরেলী, ইউ.পি, ১৪২২ হিজরী, পৃ. ১৭১-৭২।

৫৮. ১৯ নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ২০ রবিউস সানী ১৪০৯ হিজরী আবুধাবীর আল মাজমাউস সাক্বাফী হলে ' ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ' শীর্ষক বিষয়ের উপর তিনি ভাষণটি প্রদান করেন।

শেওলা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে। সমাজে গড়ে উঠা সেসব কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা ও প্রথার শিকল ভেঙে ফেলবে যার না কোনো ধর্মীয় ভিত্তি আছে আর না কোনো যৌক্তিকতা। যে আন্দোলন জড়তাগ্রস্ত বিবেককে ঝাঁকুনি দেবার জন্যে, ঘুমন্ত চেতনাবোধ জাগাবার লক্ষ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে; যাতে নতুন প্রজন্ম সমকালীন যুগ ও যুগের সমস্যাবলি অনুধাবনে সক্ষমতা অর্জন করে। যুগের যৌক্তিক ও সুস্থ চাহিদার সমাধান করতে পারে। সময়ের হাত ধরে চলতে পারে। শুধু সময়ের সাথে চলা নয়– বরং সময়ের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শকের আসন গ্রহণ করতে পারে। ইসলাম যে সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম, সকল চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা এবং সর্বযুগে নেতৃত্ব দেবার যোগ্য– এর জ্ঞানগত প্রমাণ পেশ করে।

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, এ ধরনের সংস্কার আন্দোলন–যদি এসবকে বিপ্লবী আন্দোলন না বলা হয়–যুগের বিবর্তনে নিজেই একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, যা কি না জড়তার সাথে পাঞ্জা লড়তে ময়দানে নেমেছিল। নিজের প্রাথমিক কর্মনীতিকে সে জিঞ্জিরাবদ্ধ দেখতে পায়। এরূপ আন্দোলনের সূচনাকালে সমকালীন যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে সীমিত চাহিদাগুলোই পূরণের জন্য এসব নীতি প্রণীত হয়েছিল। এই আন্দোলনসমূহ ও এর সাথে সংশ্লিষ্টজনেরা অঙ্কিত পথরেখাগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছে, যা এর প্রতিষ্ঠাতা-পূর্বপুরুষগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, চিন্তা-ভাবনা, যুগচাহিদার যথাযথ বিবেচনা ও রাসূলের (সা) সেই হাদীস অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে তৈরি করেছিলেন; যাতে ইরশাদ হয়েছে–'প্রতি প্রজন্মের ন্যায়বান সুবিবেচক ও খোদাভীরু লোকেরাই এই জ্ঞানসম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যারা চরমপন্থীদের বিকৃতি, ভ্রান্ত লোকদের সূত্র নির্দেশ ও মূর্খদের অসংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যা অপনোদন করবে?

কিন্তু এসব দল ও আন্দোলন ঐসব কর্মনীতির পথরেখা এমনভাবে আঁকড়ে রইল যেমনটি কুরআনের অকাট্য বাচনিক নির্দেশনাকে অবিচলভাবে অনুসরণ করা হয়–যাতে না কোনো সংযোজন বিয়োজনের সুযোগ আছে আর না আছে কোনো সংকোচন সম্প্রসারণের অবকাশ। যার ফলে এসব দীনি দা'ওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় লোকদের চিন্তারজগত এক প্রকার জড়তা দেখা দিয়েছে। এতে আবার কখনো চরমপন্থাও লক্ষ করা যায়। তারা নিজেদের কর্মনীতি থেকে চুল পরিমাণও সরতে নারাজ। সর্বক্ষণ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করতে থাকে যেন তা আসমানী কিতাবের অকাট্য নির্দেশনা– অবতীর্ণ কোনো আয়াত।

এর কারণ এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, এসব সংগঠন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতা খুইয়েছে। পরিস্থিতি ও পরিপার্শ্ব বিচার, যুগের প্রাণপরিচিতি, নতুন নতুন চাহিদার মূল্যায়ন ও সময়ের শিরা নির্ণয় আর ব্যাধি শনাক্তের কোনো ক্ষমতা তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তাদের দা'ওয়াত কর্মকৌশল, জীবনের স্বরূপ-প্রকৃতি-চাহিদার মাঝে সমন্বয় ও ভারসাম্য সৃষ্টিতে পারঙ্গম নয়।

অথচ বাস্তবতা হল, ইসলাম কখনো যুগের পেছনে পড়ে থাকেনি। সকল যুগেই সে সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে; আপন শিক্ষা ও নীতি-আদর্শের সাথে সময়ের চাহিদার বাস্তব সমন্বয় সাধনে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে।[৫৯]

ব্যক্তির হৃদয়ে শান্তির দু'টি নীড়[৬০]

প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'টি ঘর থাকে। একটি তো সেই ছোট্ট বাসগৃহটি যেখানে তার আত্মীয়-পরিজন ও আপন লোকেরা বসবাস করে থাকে। যেকোনো ব্যক্তিমাত্রই এ ঘরটি সার্বিকভাবে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকাটা কামনা করে– যাতে তাদের বসবাস ও অবস্থান হয় পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বেগ। বসবাসকারীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, আস্থা-বিশ্বাস ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। এ ছোট্ট নীড় প্রতিটি মানুষের মাথা গোঁজার ঠাই। এর প্রয়োজনীয়তা একেবারেই প্রাকৃতিক।

প্রথম গৃহের মতোই প্রত্যেকের জন্য দ্বিতীয় ঘরটিও সমানভাবে প্রয়োজন, যা 'প্রথম ঘরের তুলনায় বেশ বড়। এই 'দ্বিতীয় ঘর'টি তার দেশ, যেখানে সে জীবনযাপন করে। প্রায়শই আমরা ভুলে যাই যে দু'টি ঘর আমাদেরই। একটি তো ছোট ঘর–চাই সেটা যত বৃহৎ পরিসরে বা বিস্তৃত জমিতেই নির্মিত হোক না কেন, তা দেশের তুলনায় একেবারেই ক্ষুদ্র– যেখানে বহু সম্প্রদায় ও অসংখ্য মানুষের অধিবাস। এভাবে প্রতিটি ছোট ঘরের সমূহ সুবিধা বড় ঘরের সুবিধাগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত; বরং বাস্তবতা হল, এই বড় ঘর (রাষ্ট্র)–এর কল্যাণ ছোট ঘর ও ব্যক্তি নিবাসের সাথে ততটুকু জড়িত নয় যতটা

---

৫৯. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক, মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ৪, পৃ. ৫২।

৬০. ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর হায়দারাবাদের সরওয়ার হোটেলে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত 'পয়ামে ইনসানিয়্যাত' (মানবতার ডাক) সম্মেলনে সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী,একটি ভাষণ প্রদান করেন; এটি তার সুনির্বাচিত অংশ।

তার বিপরীতটা বিজড়িত। যখন এ বড় ঘর স্থিতিশীলতা ও শান্তি-সুখের নীড় হয়, এখানে জীবন যাপনকারীদের মধ্যে স্থিতি, আস্থা, বিশ্বাসের পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকে, প্রত্যেক নাগরিক অপরের অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে, নিজের মতোই অপর ভাইয়ের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে, তখন এ বৃহৎ ঘরটি হয়ে উঠে স্বস্তি ও শান্তি-সুখের ঠিকানা।

কোনো সমাজের বিকৃতি, নৈতিকতার মানদণ্ডগুলোর প্রতি অবজ্ঞা, অসংযত লোভ-লালসা ও অনিয়ন্ত্রিত সম্পদলিপ্সা, যুলুম, সীমালঙ্ঘন, জবরদখল ইত্যাদি অনাচারের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি কেবল প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদেরই ধ্বংস ডেকে আনে না; বরং এর সর্বগ্রাসী কুফল পুরো সমাজকে গ্রাস করে। যে সমাজের লোকেরা অন্যায়-অনাচারের প্রতিকারের প্রশ্নে উদাসীন, তারা স্বয়ং সেই অনাচারে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় আমরা এমন অনেক সভ্যতা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করি যা দীর্ঘকাল যাবত উন্নতির চূড়ায় অবস্থান করেছিল, কিন্তু যখন সংশ্লিষ্ট সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, দুর্নিবার লোভ ও সম্পদ আহরণের বেপরোয়া লালসা যখন সবকিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, শুরু হয়ে যায় তখন মানবতাকে পদদলিত করার প্রবণতা, ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতা, চারিত্রিক মূল্যবোধ পরিত্যক্ত হয়–বরং এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে এসে ঐ উন্নত সভ্যতার পতন ঘটে। পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় এর অস্তিত্ব। যেমন রোমান সভ্যতা প্রসঙ্গে বলা যায়–ঠিক ওই সময় সে তার পাপাচারের আগুনে জ্বলছিল যখন ওখানকার দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিকগণ নিজের অনুসন্ধান, চিন্তা-গবেষণা ও নানামাত্রিক সৃষ্টিকর্মে ছিল পুরোদমে ব্যস্ত ও অভিনিবিষ্ট। নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে সমাজকে চমকে দিচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু সমাজের ভেতর থেকে ঘুণে ধরেছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণি-গোষ্ঠি পরস্পরের বিরুদ্ধে ছিল দ্বন্দ্বমুখর এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন, ফলে তাদের পতন ও ধ্বংস ইতিহাসের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। ভারতে আমরা অত্যন্ত উদ্বেগাকুল চিত্তে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখতে পাচ্ছি।[৬১]

---

৬১. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৮।

সাহিত্য ও শিষ্টাচার পরস্পরে যুক্ত[৬২]

'আদব' শব্দটি আরবী, ফার্সি, উর্দু ও তুর্কি ভাষায় এসেছে। প্রাচীনকাল থেকেই শব্দটির ভেতর সচ্চরিত্রের অর্থ নিহিত ছিল। উন্নত নৈতিকতা, মার্জিত আচরণ, স্বভাবজাত সৌজন্য, শিষ্টাচার ও উঁচুমাপের মানবিক মূল্যবোধ বোঝাতে শব্দটি আজো ব্যহৃত হয়ে আসছে। বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে উত্তমরূপে আদব (শিষ্টাচার) শিক্ষা দিয়েছেন।"[৬৩] আমার জানামতে, কোনো অমুসলিম জনগোষ্ঠির বা পাশ্চাত্য ভাষায় সাহিত্য বোঝাতে এমন কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় না, যার অন্তর্নিহিত মর্মে চরিত্র, সভ্যতা, সুআচরণ ও উঁচু মানবিক মূল্যবোধ রয়েছে। সাহিত্য ও শিষ্টাচারের মাঝে এই নিবিড় সেতুবন্ধনের প্রতি প্রীতিসিক্ত অনুরাগ পোষণ করা। বিশেষত এ যুগে যখন ভালো-মন্দ, সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ের ক্ষেত্রে সাহিত্য একটি শক্তিশালী প্রভাবকের কাজ দিচ্ছে, এমন যুগে সাহিত্য ও শিষ্টাচারের আত্মীয়তাকে দুর্বল হতে দেয়া যাবে না।[৬৪]

নিষ্ঠাও আল্লাহ সন্তুষ্টি[৬৫]

মুসলমানদের যিন্দেগীর কামিয়াবীর প্রথম কথা হল ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যত। বড় বড় বুযুর্গানে দীন, ইমাম ও মুজতাহিদীন এবং জ্ঞানসাধক ও যুগসংস্কারক, পৃথিবীতে যারা অমর হয়েছেন এবং ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম স্বর্ণোজ্জ্বল হয়েছে, যদি তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখতে পাবেন, ইখলাসই ছিল তাঁদের জীবন বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লিল্লাহিয়্যত ও আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনই তাঁদের প্রতিটি কর্ম ও কীর্তিকে এমন অমরত্ব দান করেছে।

দরসে নিযামীর প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দিনের কথাই ধরুন। দীনি শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে দরসে নিযামীর প্রতিহত প্রভাব যুগ যুগ ধরে শুধু পাক-ভারতে নয়,

---

৬২. ১২ আগস্ট ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার সম্মেলনে নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন, এ অংশ সে বক্তৃতা থেকে নির্বাচিত।

৬৩. ইমাম, সাখাভী, *আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ;* দারুল কুতুব, বৈরুত, পৃ. ২৯-৩০।

৬৪. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী,* প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ৪, পৃ. ৯৫।

৬৫. ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাসমাপনকারী ছাত্রদের বিদায়ী অনুষ্ঠানে আল্লামা নদভী যে ভাষণ দেন এটি তাঁর চুম্বক অংশ।

পৃথিবীর বহু দূরাঞ্চলেও অব্যাহত রয়েছে। এত সংস্কার-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে 'টস থেকে মস' করা সম্ভব হয় নি। কিসের জোরে, কিসের বলে, শুধু জ্ঞান-প্রতিভা ও বুদ্ধি-প্রজ্ঞার বলে নয়। কেননা তাঁর সমকালে তার চেয়ে অগ্রসর না হলেও সমকক্ষ অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু লুকিয়ে আছে কী? এমন রহস্য যে, মোল্লা নিযামুদ্দিন তো আজও আলোচিত, অথচ অন্যদের আলোচনা বিলুপ্ত! বরং তাদের নাম উচ্চারিত হয় এ সুবাদে যে, তাঁরা ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। আপনি যদি চিন্তার সঠিক রেখায় অগ্রসর হন এবং তাঁর জীবন ও কর্মের গভীরে প্রবেশ করেন তাহলে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতেরই মহাশক্তিকে সেখানে ক্রিয়াশীল দেখতে পাবেন।[৬৬]

এ আগুন নেভাতে হবে[৬৭]

আজ দেশে পারস্পরিক অবিশ্বাসের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে– এরূপ পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য-সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বাগান তৈরির চেষ্টা আমরা তা চালিয়ে যাচ্ছি; পাগলামির নামান্তর। এটা সদাচরণ ও মানবিকতাকে পুরোপুরি ঝলসে দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে সৎ, নীতিবান ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার মানুষ মূল্যবোধের তাজা-সজীব ফুল ফোটাতে সক্ষম হবেন কিভাবে? পশুর চাইতেও জঘন্য চরিত্রের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় মানবীয় আদর্শের চর্চা ও বিকাশ কিভাবে সম্ভব? হিংস্র-জানোয়ারের পৃথিবীতে মানবতাকে কিভাবে বাঁচানো যাবে– কথাগুলো হয়তো কঠোর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতির যে ভয়াবহতা তা ব্যক্ত করার জন্য যত রূঢ় ভাষাই প্রয়োগ করা হোক না কেন বাস্তবতার বিপরীতে তা নিতান্তই কোমল। পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতারবদ্ধ হোন! এ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসুন! কে আগুন লাগিয়েছে, কিভাবে লাগিয়েছে তা তদন্ত ও যাচাই-বাছাইয়ের সময় এটি নয়; বাস্তবতা হল– আগুন লেগেছে; তা নেভাতে হবে। ব্যাপারটি অমুক তমুক সম্প্রদায় টিকে থাকা-না থাকার নয়, এটি হচ্ছে সভ্যতা ও মানবিক জীবনধারা আর পাশবিক জীবনপ্রণালীর মধ্য থেকে একটি বেছে নেবার সময়। এদেশ থেকে মানবিক জীবনধারাকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেয়া না হয়। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বলতে

---

৬৬. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, জীবনপথের পাথেয় (*পা জা ছুরাগে যিন্দেগী*, অনুবাদ–আবু তাহের মিসবাহ);দারুল কলম, সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৫।

৬৭. ১৯৪৭ সালের ৭ নভেম্বর জামিয়া মিল্লিয়া দিল্লীতে পয়ামে ইনসানিয়্যাতের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আল্লামা নদভী (র) এ মানবাধিকার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য তুলে ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, বক্তৃতাকালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রথম সারিতে বসা ছিলেন।

চাই, এদেশেরই উচিত পৃথিবীর আদর্শিক (Moral) নেতৃত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়া। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র ও বৃহৎ শক্তিগুলো বহু আগেই এ কাজের যোগ্যতা হারিয়েছে। বরং একজন বাস্তববাদী মানুষমাত্রই প্রত্যক্ষ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে যত নৈরাজ্য হয় পশ্চিমারাই এর পেছনে কলকাঠি নাড়েন। সৎ, যোগ্য ও আদর্শ নেতৃত্বের উত্থান তারা সব সময় ঠেকিয়ে রাখে। এসব দেশে এমন নেতৃত্ব কখনও সৃষ্টি হয়ে গেলে তারা বেশিদিন এর অস্তিত্ব সহ্য করে না। তারা সেসব দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় নাক গলাতে শুরু করে। আপনাদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে যাচ্ছি– বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে বসার মতো বড় দেশের আসনটি আজ খালি পড়ে আছে। মানবতার মুক্তির জন্য পৃথিবীকে প্রকৃত খোদাভীতি ও খোদাপ্রেমের রঙে রঙিন হতে হবে।[৬৮]

পূর্ব ঐতিহ্য অস্তিত্বের নিরাপত্তা নয়[৬৯]

পৃথিবীর বুকে কোনো প্রতিষ্ঠান শুধু এ যুক্তিতে এগিয়ে যেতে পারে না যে, আজ থেকে একশ দু'শ বছর আগে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতির জীবনে তার অবদান রয়েছে। তার সুবর্ণ অতীত ও গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। শুধু ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এবং শুধু অতীতের দোহাই দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো দল ও আন্দোলন এবং কোনো দর্শন ও ব্যবস্থা না বিগত দিনে চলেছে, না আগামী দিনে চলবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিংবা তার অনুকূলে কিছু সুবিধা লাভের জন্য আপনি যদি তাঁর ইতিহাস ও অতীত অবদান তুলে ধরেন, তাহলে কেউ তা কান পেতে শুনতে পর্যন্ত রাজী হবে না। কোনো কারণে আজ যদি মানুষ চুপ থাকে, তাহলে আগামীকাল ভেতর থেকে জোর দাবি উঠবে যে, এর বোঝা নামাও; এ আপদ দূর কর। এমনকি বিনোদনের জগতেও দেখুন, আজকের নন্দিত তারকা আগামীকাল কিভাবে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। এ পৃথিবীতে করুণার কোনো স্থান নেই। এমনকি যোগ্যতরের মুকাবিলায় যোগ্যেরও এখানে কোনো স্থান নেই।

এ বিশ্বজগতে আল্লাহর যে অটল বিধান শুরু থেকে কার্যকর এবং আল-কুরআন আমাদের সামনে যে সত্য তুলে ধরে তা এই যে, অধিকতর উপকারীই শুধু টিকে

---

৬৮. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৪০।

৬৯. ২ মার্চ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া রাহমানিয়া খানকায়ে মুঙ্গীর দারুল হাদীসে তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ থেকে চয়িত। আমীরে শরী'আত মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী মাহফিলের সভাপতি ছিলেন।

থাকবে। আজকের পৃথিবী অবশ্য যোগ্যতরের (Survival of the fittest) অধিকারের কথা বলে। কিন্তু আল-কুরআন ঘোষণা করেছে অধিকতর উপকারীর বেঁচে থাকার বিধান এবং এটাই আসল সত্য। পবিত্র কুরআনের সূরা রা'দ আপনারাও হয়তো বার বার পড়েছেন এবং তাফসীরও দেখেছেন–

'ফেনা ও খড়কুটা যা, তা ভেসে যাবে, আর যা মানুষকে উপকার দান করে তা যমিনে টিকে থাকবে। এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ তুলে ধরেন।'[৭০]

বাংলা ভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন[৭১]
(বাংলাদেশী ওলামাগণের প্রতি আল্লামা নদভীর আহবান)

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো এদেশের ভাষা ও সাহিত্য। বাংলা ভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে গ্রহণ করুন এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলা সাহিত্যচর্চা করুন! কে বলেছে এটা অস্পৃশ্য ভাষা ? কে বলেছে এটা হিন্দুদের ভাষা? কে বলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় পুণ্য নেই, পুণ্য শুধু আরবীতে উর্দুতে, কোথায় পেয়েছেন এ ফতওয়া? এ ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা বর্জন করুন! এটা অজ্ঞতা, এটা মূর্খতা এবং আগামীদিনে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এ যুগে ভাষা ও সাহিত্য হল চিন্তার বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় ধ্বংসের। বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের ঈমান ও বিশ্বাসের বাহনরূপে ব্যবহার করুন! অন্যথায় শত্রুরা একে ধ্বংস ও বরবাদীর এবং শিরক ও কুফরীর বাহনরূপে ব্যবহার করবে।

সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে হবে। আপনাদের হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক সাহিত্যিক ও বাগ্মী-বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা। আপনাদের লেখা হবে শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আপনাদের লেখনী হবে জাদুময়ী ও অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত সমাজ, অমুসলিম ও নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে উঠে এবং আপনাদের কলম জাদুতেই আচ্ছন্ন থাকে।[৭২]

---

৭০. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, জীবনপথের পাথেয় (*পা জা ছুরাগে যিন্দেগী*–অনুবাদ–আবু তাহের মিসবাহ); দারুল কলম, সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫০-৫১।

৭১. ১৪ মার্চ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে কিশোরগঞ্জের জামি'আ ইমদাদিয়া প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

৭২. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, জীবনপথের পাথেয় (পা জা ছুরাগে যিন্দেগী–অনুবাদ–আবু তাহের মিসবাহ);দারুল কলম, সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২১৭।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও পরিবেশ[৭৩]

প্রিয় সুধী! আজ পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে জিনিসটির তা হলো–একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ– যে সমাজ হবে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় এবং মানবজাতির জন্য সর্বাঙ্গীণ কল্যাণময়। যা বিশ্বাসে, চরিত্রে, কাজ-কারবারে অনন্তর জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলামী শিক্ষার দর্পণ রূপে সাব্যস্ত হবে। চোখে পড়ার মতো এমন সমাজ পৃথিবীর কোথাও গোচরীভূত হয় না। এমন আদর্শ সমাজ পৃথিবীর সর্বাধিক প্রয়োজন। আজকের দুনিয়া এমন সমাজের জন্য তৃষ্ণিত ও প্রতীক্ষমান। বর্তমান পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যদি সম্ভব হয়, তবে এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা সম্ভবপর। প্রয়োজন আজকের জন্যই নয়; এটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। আর এ বাস্তবতার কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার অর্থ এটা কোনো নতুন কিছু আপনাদের অবগত করার প্রচেষ্টা নয়; আপনারা ভালোভাবেই জানেন, ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল বিস্ময়কর দ্রুততায়। আল্লাহ্‌র এ দীনকে অসাধারণ বিজয় দান করেছিলেন, যা প্রত্যক্ষ করে ইতিহাস রচয়িতা ও কার্যকারণ বিশ্লেষকদের পিলে চমকে যায়।

ইসলাম জীবনকে দিয়েছে এক নতুন জগতের সন্ধান, নতুন রঙ ও নতুন অবয়ব। এমন বিজয় ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিশ্বে আজো দৃশ্যমান। শুধু ইসলামের শিক্ষা, দিকদর্শন ও মৌলিক নীতিমালা কেবল ইসলামের স্থায়িত্বেরই গ্যারান্টি দেয় না; বরং এটি এক জীবন, সমাজের সৌভাগ্যের সুফল। শত শতাব্দীকাল ব্যাপী পৃথিবীতে এমন সমাজের অভাব ছিল তীব্র। সন্দেহ নেই নৈতিক শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তা ছিল আসমানী কিতাবের পৃষ্ঠাবন্দী (যদি সে কিতাব অবিকৃত থাকে! নয়তো বলা যায়, এটা ছিল বড় ধরনের বিকৃতি ও ক্ষয়প্রাপ্ত)। প্রাক-ইসলামী যুগে এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, যাতে মানুষ শান্তি ও স্বস্তিতে প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারে। রাসূল করীম (সা) এমন এক আদর্শ সমাজের গোড়াপত্তন করেন। এটি প্রথমে মদিনায় এবং পরবর্তীকালে সকল বাধা ডিঙিয়ে পৃথিবীর সব প্রান্তে বিস্তৃত হয়।[৭৪]

---

৭৩. ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুতাবিক ১৪১০ হিজরীর ২২ রজব সৌ'দি আরবে আবদুল্লাহ্ আলি বাছফর তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বিশাল বাড়িতে আরবের সেরা জ্ঞানী দাওয়াতি ও সংস্কার তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আল্লামা নদভী (র) '*বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও পরিবেশ*' শীর্ষক বক্তৃটি প্রদান করেন।

৭৪. নদভী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি, *কারওয়ানে যিন্দেগী*, প্রকাশক মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, খণ্ড ৪, পৃ. ১৭১-৭৩।

আল্লামা নদভীর রচনাবলি থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

"ولكن برغم كل ما أصيب به المسلمون علة وضعف فإنهم هم الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تعد خصيم الأمم الغربية وعزيمتها ومنافستها في قيادة الأمم، ومزاحمتها في وضع العالم، والتي يعزم عليها دينها ان تراقب سير العالم وتحاسب الأمم على اخلاقها وأعمالها ونزعاتها، وأن تقودها إلى الفضيلة والتقوى، وإلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة" وتحول بينها وبين جهنم ماستطاعت من القوة، والتي يحرم عليها دينها ويأبى وضعها وفطرها أن تتحو أمة جاهلية.

هذه هي الأمة التي يمكن أن تعود حين من الأحيان خطر " على النظام الجاهلي الذي بستطه أوروبا في الشرق والغرب وأن تحبط مساعيها".[75]

শত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও পৃথিবীর বুকে এখনো মুসলমানরাই একমাত্র জাতি যারা বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ বিবেচিত হতে পারে। মুসলমানরাই একমাত্র জাতি যারা বিশ্ব মানবতার নৈতিকতা, ক্রিয়াকর্ম ও আবেগ-অনুভূতির হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এখনো পৃথিবীর বুকে মুসলমানরাই একমাত্র জাতি, যারা মানবতাকে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও খোদাভীতির পথে পরিচালিত করতে পারে। পরিচালিত করতে পারে পার্থিব ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও সফলতার পথে। মুসলমানরাই পারে বিশ্বমানবতাকে জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে জাহান্নামের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতে।

মুসলমানরাই সেই জাতি যারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ইউরোপের সৃষ্ট জাহিলী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াতে পারে। ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে ইউরোপের সব প্রচেষ্টা।

"وكان المحور الذى تدور عليه سياسة سيدنا علي نظام حكمة وإدارته، وهو تقديم المبادئ والقيم والمثل الإسلامية، على المصالح السياسية والإدارية،

---

৭৫. নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; *মাযা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীনা*, দারুল কলম, কুয়েত, ১৯৯৬, পৃ. ২৩৭।

والمحافظة على روح خلافة الانبياء ومنهج الخلفاء الراشدين، وقد كان يعتبر الخليفة داعياً إلى الدين ونموذجاً وقدوة المسلمين، قبل وأكثر من كونه حاكماً وولي أمر المسلمين، وقد كان مستعداً كل الاستعداد لأن يدفع قيمة هذا المنهج، وإيثار هذا الجانب على جانب الاعتبارات السياسية والملاحظات الإدارية، وقد دفع قيمة إيثار هذا المنهج باهظة، راضياً بذلك قرير العين."[76]

হযরত আলী (রা)-এর রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থের চেয়ে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়া এবং 'খিলাফতে আম্বিয়ার চেতনা ও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতিতে অবিচল থাকা। তিনি খলিফাকে মুসলমানদের নেতা ও শাসক হওয়ার পরিবর্তে ধর্মের প্রচারক ও বাস্তব আদর্শ হওয়াকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

তিনি সব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে যেকোনো মূল্যে তাঁর এই নীতি ও বিশ্বাসে অটল থাকতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বাস্তবেই এই নীতিতে অটল থাকার জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল।

"لم يتفق إلى الآن أن نصلي الجمعة في جامع كبير من من جوامع القاهرة ونرى العادات البلدية في صلاة الجمعة فقد أصبح مع الأسف لكل بلد طابع ديني خاص وعادات وشعائر لاتوجد في بلد آخر بما دخل في الدين وطرا عليه مما ليس منه من العادات والأوضاع المحلية، وآخرنا أن نصلي اليوم في الجامع الازهر، وصلنا قبل الصلاة بساعة وجلسنا بعد ركعتين خفيفتين وشرع القارئ في القرأة على المزياع وكلما قرأ آية هتفت الناس بأعلى صوتهم يمحون حسن صوته ورخامته ويستزيدونه ويشهدون ما قرأ، فلا يشعر الإنسان بسبب هذه الجلبة واختلاط الأصوات وارتفاعها إلا أنه في الهراج أو في مجلس مشاعرة" في الهند يقولون : ياجدع ! والقارئ يقرأ آية ثم يعيدها على ثلاثة أوجه أوأربعة أو أكثر ويظهر برعاية الفنية والناس يطربون لها يهتفون بها، ونحن منهدشون بهذا الوضع العريب لانستطيع أن ننتقل ولا أن نستلذ بهذا القرأ وننصت لها، وعجبت

৭৬. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আল হাসানিয়্যু; আল মুরতাদা, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৯, পৃ. ২৩৩।

كيف أباح رجال الأزهر وعلماء هذا التمثيل غير اللائق بجلال القرآن وأدب المسجد في أكبر مسجد، له مركزه الدين وكل ما يكون فيه يحتج به ويكون كالفتوى في الأرياف والقرى، ولم تكن الصلاة سارة في الحقيقة في أعظم مسجد في بلد من أعظم بلاد الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون."[77]

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামায পড়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা নদভী লিখেছেন, "এখন পর্যন্ত আমাদের কায়রোর কোনো বড় মসজিদে নামায পড়ার সুযোগ হয়নি এবং এদেশের জুমার নামাযের রীতিনীতি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি।

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটার কারণে একেক দেশে ইবাদতের একেক নিয়ম দেখা যায়।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামায পড়ব। আমরা নামাযের এক ঘণ্টা পূর্বে পৌঁছে গেলাম। সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত নামায পড়ে বসে গেলাম। মিসরের প্রচলিত নিয়মানুসারে একজন কারী সাহেব দাঁড়িয়ে মাইকে উচ্চস্বরে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত শুরু করলেন। একটি আয়াত তিলাওয়াত শেষ করতেই শ্রোতারা উচ্চস্বরে তার সুকণ্ঠের প্রশংসা করেন এবং আয়াতটি আবার তিলাওয়াত করার অনুরোধ করেন। কারী সাহেব কিরাতের বিভিন্ন পদ্ধতিতে আয়াতটি তিনবার, চারবার থেকে সাতবার পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তিনি তাঁর দক্ষতা ও পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। শ্রোতারা তার প্রশংসায় স্লোগান দিতে থাকেন। ভারতের কোনো লোক এ দৃশ্য দেখলে নিশ্চিতভাবে এটাকে কবিতা পাঠের আসর কিংবা গানের অনুষ্ঠান মনে করবেন।

আমরা এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। আমরা চলেও যেতে পারছি না। বিস্মিত মনে ভাবতে লাগলাম, আযহারের বিদগ্ধ ওলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতরা এ ধরনের একটি নিয়মকে কীভাবে বৈধতা দিলেন! যা কুরআন ও মসজিদের আদব আর ভাবগাম্ভীর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাও মিসরের সবচেয়ে বড় মসজিদে। অথচ এ মসজিদের একটি ধর্মীয় অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। এখানে যা কিছু হয় তা গ্রামে-গঞ্জে, মিসরের অন্যান্য এলাকায় ফাতওয়া হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলামী বিশ্বের অন্যতম বড় শহরের বৃহত্তম মসজিদে নামায পড়ার অভিজ্ঞতা আমার জন্য খুব সুখকর ও আনন্দদায়ক হয়নি।"

---

৭৭. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; মুযাক্কিরাত সায়িহ্ ফীশ শারকিল আরবীয়্যি, দারুল কলম, দামিশক, বৈরুত, ২০০১, পৃ. ৯৯-১০০।

তাই তিনি আরো বলেন,

"لسيت المسئلة مسئلة انحطاط في الأخلاق، وضعف في العبادات، وترك للشعائر وتقليد للأجانب، وإن كانت مسئلة تسحق العناية والجهاد، ولكن مسئلة العالم الإسلامي اليوم أعظم وأضخم من كل ذلك، وإنه مسألة كفر وإيمان – أنها مسئلة بقاء على الإسلام وخله له، أن المعركة قائمة بين الفلسفة الغربية اللادينية وبين الإسلام آخر الرسالات، وبين المادية والشرائع السماوية ولعلها آخر معركة تقوم بين الدين واللادينية وأنها تحدد مصير العالم"[78].

নৈতিক অধঃপতন, ইবাদতের প্রতি অবহেলা, ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি উদাসীনতা, বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার অনুকরণপ্রীতি—এসব আজকের মূল সমস্যা নয়। যদিও এ সমস্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কুফর ও ঈমানের সমস্যা। ইসলামকে ধারণ করে বেঁচে থাকা আর ইসলামকে পরিত্যাগ করার সমস্যা। ধর্মহীন পাশ্চাত্য দর্শন ও সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের মধ্যে যুদ্ধ চলমান। বস্তুবাদ ও আসমানী বিধানের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। হয়তো এটাই ধর্ম ও ধর্মহীনতার মধ্যকার সর্বশেষ যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধই বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

"فالأسلوبان والمنهجان متفرقان كل الافتراق – تترأى في أحدها – وهو أسلوب القرآن الحكيم عظمة الكتاب الإلهي وجلاله وتأثيره وأبديته، ويلمح منه نور الوحي وسناده . تفيد دراسته لأول وهلة أن موضوعه ليس موضوعا تاريخيا ولا سردا للأحداث، ووالواقع، إنما موضوعه الهدى والعبرة والعظمة.

وإن تحديد السنين والاحصاءات وعدد الأشخاص وجميع تلك الجزئيات والتفصيلات التي تتصل بموضوع التاريخ وكتب الأنساب حذفت منه في جمال وتوازن واتقان.

واختيرت من القصص تلك الحلقات الخاصة التي تبقى عبرة وموضوعة على مراسنين."[79]

---

৭৮. নদভী, আবুল হাসান আলি আল হাসানি; আল মাদখাল ফিদদিরাসাতিল কুরআনিয়্যাহ, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৭ (৫ম মুদ্রণ), পৃ. ৬৩।

৭৯. নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি; মুযাক্কিরাত সায়িহ্ ফীশ শারকিল আরবীয়্যি, দারুল কলম, দামেশক, সিরিয়া, ২০০১, পৃ. ৯৯-১০০।

কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের বর্ণনাশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনের বর্ণনাশৈলীতে আসমানী গ্রন্থের মহত্ত্ব, বড়ত্ব, চিরন্তনতা ও প্রভাব প্রস্ফুটিত হয়। তার প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর থেকে ওহীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। কুরআন গবেষণা করলে প্রথমেই মনে হয়; ইতিহাস বর্ণনা করা কিংবা গল্প বলা কুরআনের উদ্দেশ্য নয়। বরং কুরআনের বিষয় হচ্ছে মানবতার হিদায়াত, শিক্ষা ও উপদেশ।

কুরআন শৈল্পিক নৈপুণ্য, ভাষাগত ভারসাম্য, ও দক্ষতার মানে ইতিহাসের খুঁটিনাটি তত্ত্ব, পরিসংখ্যান এড়িয়ে গেছে। ইতিহাস ও গল্পের সেই সার অংশই শুধু তুলে ধরেছে যা যুগ যুগ ধরে অনন্ত মানবতার শিক্ষা ও আদর্শ হয়ে থাকবে।

"وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا، وتشعبون شعبا، فمنهم من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين، ويعد عليها بالنواجز، ومنهم يحتج بحكايات الصالحين، وأساطير الأولين، ومنهم من يثبت بكلام من تسمى بالعلماء، وامتاز بتشدد اللسان وحدة الذهن، ومنهم من يركض ركائب العقل في هذا الميدان، ويرمي لها العنان.

وكان الأفضل الأعدل أن يرد الإنسان كل ذلك إلى الله ورسوله فيصدر عما ثبت عنهما، ويتحاكم إليه، ويتخذه بيانا شافيا، حكما قاطعا، فيقبل من قصص المشائخ الصالحين، من كلام العلماء الوعاظ المركزين، ما وافق الأصول والنصوص، وينبذ من الكلام الأحاديث، من العادات والتقاليد ما خالفها[৮০]."

ধর্মের ক্ষেত্রে বর্তমানে মুসলমানরা বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসারী হয়ে পড়েছে। কেউ পূর্বসূরিদের রীতি-রেওয়াজ শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। কেউ বা আউলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গগণের বিভিন্ন কল্প-কাহিনীকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করছে। কেউ বা কিছু আলিম নামধারী বাচাল ও ধূর্ত ওয়ায়েযীনের কথাকে অনুসরণ করছে। কেউ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে ধর্মের মাপকাঠি ঠিক করে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে।

অথচ এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনাকেই মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা। সুতরাং আউলিয়ায়ে কিরামের গল্প ও ওলামাদের ওয়াযের যতটুকু কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা গ্রহণ করা আর যা তার পরিপন্থী তা বর্জন করা।

---

৮০. নদভী, আবুল হাসান আলি আল হাসানি, রিসালাতুত তাওহীদ, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ২৪-২৫।

উপসংহার

আল্লামা নদভী (র) ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত আলিমে দীন ও ইসলামী চিন্তাবিদ, উঁচুমাপের গ্রন্থকার, মুবাল্লিগ এবং আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষ। এসব গুণের সমাবেশ তাঁকে বিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণের পুরোধাগণের কাতারে স্থান করে দিয়েছে। তিনি ছিলেন চিন্তা ও জ্ঞানগবেষণায় এক রকমারি বর্ণের পুষ্পস্তবক– যাতে সমকালীন বিশ্বের বহু চিন্তাবিদ আর দাঈ'র দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর মধ্যে ড. আল্লামা ইকবালের দরদ ও তাড়না, আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সাইয়িদ সুলাইমান নদভীর ইতিহাস-চেতনা, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্দলভী, মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী ও মাওলানা যাকারিয়া (র)–প্রমুখের যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং রূহানিয়্যত লক্ষণীয়। আল্লামা নদভীর মাঝে সমবেত এসব গুণের পরস্পরে কোনো দ্বন্দ্ব নেই বরং একে অপরের পরিপূরকরূপে অবস্থান করেছে। এটি এমন একটি দিক যা জ্ঞানবিশ্লেষক ও শাস্ত্রসমালোচকগণ এড়িয়ে গেছেন।[৮১] কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে নিরাপদ দূরত্বে থাকা, নিজেকে গুটিয়ে রাখা বা এড়িয়ে চলা আল্লামা নদভীর জাতীয় মর্যাদাবোধ, দেশীয়-আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শকসুলভ গুণের পরিপন্থী ছিল। তাই ভারত কিংবা বহির্বিশ্বের যেকোনো প্রত্যন্ত জনপদে মুসলিম উম্মাহর কোনো সমস্যার সমাধানে তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারতেন না। সত্যোচ্চারণে কোনো অজুহাত বা প্রতিবন্ধকতা তাঁকে রুখতে পারেনি। ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠক্রমে হিন্দুত্ববাদী দর্শন প্রবিষ্ট করানো, দত্তক সন্তান প্রসঙ্গ, বন্দে মাতরম ইস্যু, শাহবানু মামলা, মুসলিম পার্সোনাল ল'-তে যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ইস্যুতে আল্লামা নদভী কখনো নির্বিকার বসে থাকার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। বরং বক্তব্য, বিবৃতি, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সময়োচিত প্রতিবাদে সক্রিয় হয়েছেন আপন অবস্থান থেকে এবং স্বজাতির দুর্দিনে আমজনতার পাশে দাঁড়িয়েছেন নিঃসঙ্কচিত্তে।[৮২] ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের

---

৮১. আখতার সফীর; (সম্পা.) প্রকাশককথন, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদভী; হায়াত ওয়া আফকার কে ছন্ত পেহলো, ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫-১৬

৮২. কাসেমী, ড. মুহাম্মদ সউদ আলম; (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২।

বাকী মসজিদ ধ্বংসের মর্মান্তিক ঘটনার পর উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর অসামান্য বাড়াবাড়ি এবং যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

আল্লামা নদভী উদারচিত্ত মনীষার অধিকারী ছিলেন। সূফী, দা'ঈ, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক, সর্বোপরি তিনি একজন স্বজাতির দরদী, প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান ছিলেন। মৌলিকভাবে তিনি নদওয়াতুল ওলামার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। এ ছাড়াও অসংখ্য গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ–এর কৃতি সন্তানগণ আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসে যে অবদান রেখেছেন তা উপমহাদেশের অন্য কোনো শিক্ষায়তনের সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ইতিহাস রচনা ও ইতিহাস বর্ণনায় যে বিশ্লেষণী ধাঁচের দৃষ্টান্ত আল্লামা শিবলী নু'মানী স্থাপন করেছিলেন সে ধারা ও আঙ্গিকের মূলে কেবল শক্তি সঞ্চার নয়; বরং তাকে আরও বিকশিত ও আলোকমণ্ডিত করার বেলায় নদওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেই অনন্যসাধারণ বর্ণনাশৈলীর আকাশে আল্লামা নদভী এক ধ্রুবতারা। আরবী ভাষায় তাঁর সক্ষমতা ও ভাব-ব্যঞ্জনার চমকপ্রদ প্রতিভা যুগস্বীকৃত। তাঁর লিখিত *মা'যা খাসিরাল আলামি বিইনহিতাতিল মুসলিমীন* আরব বিশ্বে রীতিমত তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে– যা ইসলামী দুনিয়ায় পাঠদান ও গবেষণায় একটি 'ক্লাসিক' বিষয়রূপে পরিগণিত।[৮৩]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্য ক্রুশবাদের প্রাধান্য পূর্ণতা পায় এবং ক্রমশ মুসলিম শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অমুসলিম শাসকগণ পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের উপর মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা চাপিয়ে দেয় এবং তাদের বিশ্বাসগত চেতনা ও অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ করে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে। একদিকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিক্ষা-দীক্ষার হাতছানি অন্যদিকে ভয়াবহ চিন্তাধারা ও দূষিত জীবনবোধ ছড়িয়ে দেবার তৎপরতা ব্যাপক মাত্রায় ক্রিয়াশীল। যাতে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের এক ক্রান্তিকালে আল্লামা নদভী পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ ও মানসগঠনে শিক্ষাবান্ধব পারিবারিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক আবহের ভূমিকা যেমন ছিল সমান্তরালে; নদওয়ার শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবও ছিল ক্রিয়াশীল। ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের প্রতি প্রবল

---

৮৩. আখতার সফীর; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

অনুরাগ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁকে বিশ্বসমাজে সুউচ্চ আসন করে দিয়েছে। আল্লামা নদভীর জীবনে মহান আল্লাহ বরকতের প্রাচুর্য দান করেছিলেন। তাঁর ৮৬ বছর বয়সের প্রতিটি মুহূর্ত যেন সফল, প্রতিটি সময় আলোকিত ছিল। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ, খোদাপ্রেম, প্রভুর দরবারে দু'আ-প্রার্থনায় মশগুল এক নিবেদিত জীবন আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন; যার সামান্যটুকু সময় কণাও যদি শত বছরের জীবনে মিলে সে দীর্ঘ জীবনকে সাফল্যের সনদ দেয়া যায়।[৮৪] আল্লামা নদভীর চিন্তাধারা পরিমণ্ডলে যেমন আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমান্তরাল উপস্থিতি লক্ষণীয়, তেমনি ঋজুভাষায় 'তরবারী-বারুদ' এর মৌলিক প্রয়োজনীয়তা অভিব্যক্ত হওয়ার পাশাপাশি 'মানবতার বার্তা' প্রভৃতি আন্দোলনের তাৎপর্যের বিশ্বাস্ সমভাবে ঝলসে উঠেছে। তাঁর ভাবনায় মুসলিম বিশ্বের বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও দা'ঈর চিন্তাধারার এত চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে যা একেবারে নজীরবিহীন না হলেও বিরল অবশ্যই। আরও এক উজ্জ্বল বাস্তবতা হল 'নদওয়াতুল ওলামা'র প্রতিষ্ঠাতাদের বিমূর্ত স্বপ্ন তাঁর অবয়বে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বক্তব্য শুনে, তাঁর লেখা পড়ে গোটা বিশ্বে নদওয়াতুল ওলামার চিন্তাধারা সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহল ও গবেষণার তৃষ্ণা ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে এর বিকাশ, বিস্তৃতি পুরো দুনিয়াকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

চিন্তার ভারসাম্য, রুচির শুদ্ধতা ছিল আল্লামা নদভীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা তাঁর ভাবনা-চিন্তা, লেখনী-বক্তৃতা, দা'ওয়াত ও আন্দোলন এবং ব্যক্তিগত জীবনের পরতে পরতে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে। তাঁর এই সুষম চিন্তাধারার সুবাদে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন মত, পথ ও ঘরানার নানা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন-সংগঠন তাঁর প্লাটফরমে স্বাচ্ছন্দে কাজ করেছেন।[৮৫] একজন সংস্কারকের ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণ আবশ্যক মনে করা হয় তন্মধ্যে সত্যোপলব্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণতার গুরুত্ব ব্যাপক। এর সবক'টিই আল্লামা নদভীর চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা নদভী এক অতল মহাসমুদ্র। তাঁর জীবনের নানা অনুষঙ্গ-শাখা নিয়ে পৃথিবীর বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা হচ্ছে। তবে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে এ গবেষণায় আমাদের প্রয়াস হল তাঁর কর্ম-প্রতিভার মূল্যায়ন করা।

---

৮৪. নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫।

৮৫. নদভী বেলাল আবদুল হাই হাসানি, প্রাগুক্ত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী, পৃ. ৫১২-১৩।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন আল কারীম :

নদভী, বেলাল আবদুল হাই হাসানি : *সাওয়ানেহে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী*; সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, তাকইয়াকেলাঁ, রায়বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ১৪২২ হিজরী

নদভী, মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস : মীরে কারওয়াঁ; মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ২০০১ খৃ.

আখতার সফীর,(সংকলন ও সম্পা.) : *মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, হায়াত ওয়া আফকারকে ছন্দ পেহলো*; ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ২০০২ খৃ.

নদভী, মুনাওয়ার সুলতান : *নদওয়াতুল উলামা কা ফিকহী মিযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিকহী খিদমাত;* আল-মা'আহাদুল আলী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, জুলাই ২০০৪ খৃ.

কাদের, ড. এম আব্দুল : *টিপু সুলতান*; ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : কারওয়ানে যিন্দেগী ১ম খণ্ড, মাকতাবায়ে ইসলাম, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, আগস্ট ১৯৮৩ খৃ.

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনু. ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন), সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮/ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম; প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : মুসলমানোঁ কে খুন ছে লহু-লাগান হে জঙ্গে আযাদী, *নয়ী দুনিয়া*; মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা; ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

www.moulanaabulkalamazad.net : নভেম্বর ২০১২

হাসান, মাহমুদুল ড. সৈয়দ : *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লি. মুদ্রণ মার্চ ১৯৮৭।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ইফাবা, ঢাকা ১৯৮৬।

www.mohammadabduhu.net।	:	ডিসেম্বর ২০১৩
www.akbarelahabadi.net।	:	ডিসেম্বর ২০১৩
গুরুগৃহ প্রকাশনী	:	*সেলফ কনফিডেন্স ১৫শ' বি.সি. এস প্রিলিমিনারী গাইড*, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	:	উপক্রমণিকা মে ৩১,২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
		ড. কাজী দীন মুহম্মদ, *শতাব্দীর এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা; ধর্মদর্শন বিভাগ*, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ আগস্ট ২০০০ খৃ.
আযাদ, মাওলানা আবুল কালাম (অনুলিখক–হুমায়ুন কবীর)	:	*ভারত যখন স্বাধীন হল*, ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী	:	*হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারীখী জায়িযাহ;* মজলিসে তাহকীককাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম,লক্ষ্ণৌ ভারত, ১৯৯২ (২য় মুদ্রণ)
www.guzarat.net	:	সর্বশেষ আপডেট ২০১১।
করিম, কাজী ফজলুল	:	হকের পতাকাবাহী দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস; *মাসিক মেহরাব*, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯, বাংলাদেশ পারসপেক্টিভ রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাড়ি # ২২, রোড # ১১২, গুলশান, ঢাকা।
www.mohammadibnqashem.net:		ইন্টারনেট সর্বশেষ সম্পা : ডিসেম্বর ১৫, ২০১১।
www.sultanmohammad ghuri.net	:	ডিসেম্বর ২০১২।
হোসেন, ড.আ.ফ.ম খালিদ	:	চেরামন জামে মসজিদ : ভারতবর্ষের প্রথম মসজিদ; *মাসিক আত্-তাওহীদ*, ৫ম সংখ্যা, মে-২০১০ খৃ. চট্টগ্রাম।
মোর্তজা, গোলাম আহমাদ	:	*চেপে রাখা ইতিহাস*; বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, মদিনা মার্কেট মেমারী, বর্ধমান ৭১৩১৪৬ (প.ব.) অষ্টম সংস্করণ ২০০০ খৃ.
আস্ সাফতী, মুহাম্মাদ সাইয়িদ	:	*ড. সৈয়দ আলী আশরাফ রহ. এর দৃষ্টিতে শিক্ষার ইসলামীকরণ একটি পর্যালোচনা*; (ভাষান্তর–মাহমুদুল হাসান ইউসুফ),

সৈয়দ আলী আশরাফ ইনস্টিটিউট অব হাইয়ার ইসলামিক লার্নিং, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আমীনুল হক, ড. এ.এফ.এম : মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, জুন ২০০২।

হোসেন ড. আ.ফ.ম খালিদ : (সম্পা), মোল্লা নিযামুদ্দিন সাহালভী ও দরসে নেজামী, *কওমী মাদরাসা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান জঙ্গিবাদ কওমী মাদরাসা এবং আকাবিরদের ভাবনা*, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, জুন ২০০৯।

হোসেন, ড.আ.ফ.ম খালিদ : (সম্পা), *নিসাবে তা'লীম: জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের দর্পণ*, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল–জুন ২০০৯।

আদরবী, নিজামুদ্দিন আসীর : *একটি জীবন একটি আন্দোলন হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুভী : জীবন ও কর্ম*, আল আবরার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০, মে, ২০০৯।

গিলানী, মাওলানা মানাযির আহসান : *সাওয়ানেহে কাসেমী*; খণ্ড- ২, তা.বি।

কাসেমী, মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ আসআ'দী : *দারুল উলুম দেওবন্দ, মাদরাসাহ ফিকরিয়্যাহ তাওজীহিয়্যাহ*,শাইখুল হিন্দ একাডেমী, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত, ২০০ খ্রিস্টাব্দ

কাসেমী, মুফতি মীযানুর রহমান : *দারুল উলূম দেওবন্দ, উলামায়ে দেওবন্দ : কর্ম ও অবদান*; দারুল উলূম লাইব্রেরি, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০; প্রথম সংস্করণ, ২০০৯ খৃ.

রহমান, ড. মু. ফজলুর : *আল মু'জাম আল ওয়াফী* (আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান প্রকাশনী ২০০৫।

আবদুস সাত্তার : *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস* (অনু. মোস্তাফা হারুন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র*; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (অনু. আবু সাঈদ ওমর আলী ৩য় খণ্ড, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, (২০০৩)।

করিম, অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউল ও সৈকত আসগর ড. : (সম্পা,) *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস; উৎস ও উপাদান* ১৯৯৩।

আল-মুস্তফা, মাওলানা শফিউল্লাহ : *মাসিক আত্ তাওহীদ*, জুলাই ২০১০ সংখ্যা, আল-জামিআ' আল ইসলামীয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

নদভী, মুনাওয়ার সুলতান : *নদওয়াতুল উলামা কা ফিক্হী মেযাজ আওর আবনায়ে নদওয়া কী ফিক্হী খিদমাত*; আল-মা'হাদুল আ'লী আল-ইসলামী, হায়দারাবাদ, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০০৪ খৃ.

ইকরাম, প্রফেসর ড. শায়েখ মুহাম্মদ : *উপমহাদেশে ইসলাম শিক্ষা সংস্কৃতির* ইতিহাস ও উপাদান। অনু. মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আল হাসানি, সাইয়িদ মুহাম্মদ : *সীরাতে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গিরী (রাহ.)*; মাকতাবায়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্মৌ, সংস্করণ এপ্রিল ১৯৬৪।

সালমান, মাওলানা মুহাম্মদ : *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. জীবন ও কর্ম;* (সংকলন) মিরপুর-১২, ব্লক -ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা, ২০০২ খৃ.

সাক্ষাৎকার : মাওলানা উবাইদুল কাদের কাসেমী নদভী, অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুশ শরফ আল-ইসলামীয়া, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। *তা'মীরে হায়াত*, ২০ এপ্রিল, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ, দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্নৌ।

মাওলানা আজমী নূর মুহাম্মদ : হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৬। প্রকাশক : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা

আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ : *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১)*, ইফাবা, ১৯৮৬।

আরাফাত (সম্পা.) : ঢাকা, ৫ জুন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

আলী, মুহাম্মদ : আরাফাত (সম্পাদকীয়), ঢাকা, ৪ জুন, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা : দৈনিক মুনসেফ *মানারায়ে নূর প্রকাশনী*, হায়দারাবাদ, ১৮/২০০৪।

আলী, সৈয়দ মো. ইকবাল
হক, মোঃ জহুরুল, খায়রুল হক ও
এনাম : (সম্পা) *গ্রোফোসম্যানের ভূচিত্রাবলী*, ঢাকা, ১৯৯১।

সম্পাদনা : *মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী (রাহ. নদভী,) হায়াত ও আফকার কা চান্দ পেহলো* (সাইয়িদ রিদওয়ান আলী নদভীর প্রবন্ধ),ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী বায়নাল আক্বওয়ামী ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ২০০২।

আনসারী মুহাম্মদ হাসান : মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, (রাহ.) হায়াত আউর কারনামেঁ; মাকতাবায়ে জামিআ'তুল মু'মিনাত, দুবাগা, হারদুই রোড, লক্ষ্ণৌ,তা.বি।

Edt. P. Poovendran : *The Road of India*, 1995

হাসানি, হাকীম সাইয়িদ মাওলানা
আবদুল হাই : *নুযহাতুল খাওয়াতির*, মাকতাবা দার- আল আরাফাত, দাইরা–ই–শাহ্ আলামুল্লাহ্, রায়বেরেলী, ভারত, ২-৭ খণ্ড, ১৯৯১।

হাসানি, হাকীম সাইয়িদ মাওলানা
আবদুল হাই : *নুযহাতুল খাওয়াতির*, মাকতাবা দার- আল আরাফাত, দাইরা–ই–শাহ্ আলামুল্লাহ্, রায়বেরেলী, ভারত, ৪র্থ খণ্ড, তা.বি।

ই.ফা.বা, ঢাকা : (সম্পা), *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড, ১৯৯৭।

C.E. BOSWORTH E. Van
Danzel W.P. Heinrichs and
the Late C. H. Pellath : (Edited) The Encyclopaedia of Islam. Vol. 7, Leiden-New York, E.J. Brill. 1993.

সম্পাদনা : *উর্দু পাক্ষিক, তা'মীরে হায়াত*; মুফাক্কিরে ইসলাম সংখ্যা, ১০ জুলাই–২৫ আগস্ট ২০০০, দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কোলকাতা : *ভারতকোষ* (সম্পা), ১৯৯১, ৫ম খণ্ড।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কোলকাতা : *ভারতকোষ*, (সম্পা) ১৯৬৭, ২য় খণ্ড।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা : *ভারতকোষ* (সম্পা) ১৯৯১, ১ম খণ্ড।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ৮ম খণ্ড, ১৯৯৩।

ইফাবা, ঢাকা : (সম্পা) *ইসলামী বিশ্বকোষ* জুন ১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

সাক্ষাতকার গ্রহণ : অধ্যাপক ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি, ০২/০৫/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, জুন ২০০২।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রাহ.) (অনু) ইফাবা, খণ্ড ১, আগস্ট ২০০৩।

নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলী : *ইনসানী দুনয়া পর মুসলমানোঁকে উরুজ ওয়া জাওয়াল কা আছর*, মজলিশ-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ (১৯৯৬)।

চৌধুরী, হাসান আলী : ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস, আইডিয়েল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৯৩।

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : ঈমান যখন জাগল, (অনু. মাওলানা আবূ সাঈদ ওমর আলী) মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

হাসানি, মাওলানা আবদুল হাই : *নুযহাতুল খাওয়াতির*, মাকতাবা দার- আল আরাফাত, দাইরা-ই-শাহ্ আলামুল্লাহ্, রায়বেরেলী, ভারত, তা.বি।

গূরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ : *সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানি আন-নদভী ইমামুল মুফাক্কির আদ্দায়ীয়াতুল আদীবু* , দার ইবন কাছীর, বৈরুত ১৯৯৯।

ই.ফা.বা, ঢাকা : (সম্পা) ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ ই.ফা.বা, ঢাকা

: (সম্পা) ইসলামী বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রাহ. (অনু.) ই.ফা.বা, ১ম খণ্ড, ২০০৩ খৃ.

রহমান, হাফেজ হাবিবুর : *আমরা যাঁদের উত্তরসূরী (তাযকিরায়ে মাশায়িখ-ই - দেওবন্দ* আল-কাউসার প্রকাশনী ২১৭ ব্লক-ত, মিরপুর -১২, ঢাকা ১৯৯৮, ১ম খণ্ড।

আহমদ, সোহরাব উদ্দিন : মুসলিম জাহান; ই.ফা.বা, ১৯৯৯।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রাহ.) ২য় খণ্ড, (অনু.) ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ.

খান, মাওলানা শামস তাবরীয : *তারিখই নদওয়াতুল ওলামা,২য় খণ্ড*, দফতর নিযামত, পোস্ট বক্স নং ৯৩, লক্ষ্ণৌ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

ই.ফা.বা. ঢাকা : (সম্পা.) ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

সম্পাদনা : আল-বাছ আল-ইসলামী আ'দদ মমতাজ , দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ

নদভী, ড. মুহাম্মদ আকরাম : আ'লামুল মুসলিমীন, আবুল হাসান আন-নদভী, আল-আলীমুল মুরব্বী ওয়াদ্দা'য়িতুল হাকীম (১৯১৪-১৯৯৯) দারুল কলম কুয়েত, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা : *আল ইরফান পাবলিকেশন্স, ১১বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১০, মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী স্মারক গ্রন্থ।*

নদভী, মাওলানা আবুল হাসান আলী : *যিকর খাইর* (অনু. আমার আম্মা) মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৯৮।

কারজাভী, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ : আশ্ শাইখ আবুল হাসান আলী আন্ নদভী *কামা আরাফতুহু*, (অনু.) ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, রাহনুমা প্রকাশনী, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯, জানুয়ারি-২০১২।

গূরী, সাইয়িদ আবদুল মাজিদ : সিলসিলাতু আ'লামিল উলামা, আবুল হাসান আলী আল হাসানি, আন্ নদভী আল ইমামুল মুফাক্কির আদ্ দাঈআতু আল আদীব, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮, দার ইবন্ কাছীর, দামেশ্ক, সিরিয়া।

জাফর, মাসউদ নদভী : মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাহ ওয়া সালকে আয়নামে।

নদভী, মাওলানা সায়ীদুর রহমান, আযমী : মুফাক্কির ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী আওর ইসলামী আদব মে উনকা বুলন্দ মকাম, *মাসিক বাঙ্গে দরা*, মুফাক্কির ইসলাম মে-জুলাই সংখ্যা (সম্পা)-২০০০।

নদভী, আবু সাহবান রুহুল কুদ্দুস : *মাওলানা আলী মিয়াঁ আউর ইলমে হাদীস*, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

হোসেন, ড.আ.ফ.ম খালিদ : *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.):, তাঁর ইতিহাস চর্চা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা;* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২।

উসমানী, মুফতি মুহাম্মদ তাকী : বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ, মাকতাবাতুল আশরাফ, ১১, (সম্পাদিত) বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবী' হাসানি : প্রবন্ধ সংকলন '*আল মাসহা আল আদাবিয়্যা ফী কিতাবাতি শাইখ আবিল হাসান আলী আন্ নদভী*', প্রকাশক– মাকতাবাতু রাবিতাতিল আদাব আল ইসলামিয়্যা ফী শিবহিল কাররাহ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

রহমান, মোঃ হাবীবুর : ইসলামী দা'ওয়াহ প্রসারে মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য: একটি পর্যালোচনা (পি এইচ.ডি গবেষণা কর্ম), ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

ইয়ামানী, ড. মুহাম্মদ আবদুহু : আন্ নাদভী দাঈয়াতুল করন ওয়া রাজুলুন মাওয়াকিফ, *আর-রায়িদ*, (সম্পা) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

আন্-নদভী, ড. মুহাম্মদ ইজতেবা : *শাখছিয়্যাহ মুতামায়্যিযাহ ফিদ্দাতুন্ ফাকাদতহাল বাশরিয়্যাহ্ জামআ*, (সম্পা) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ।

কারজাভী, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ : আল্লামা আর-রাহেল আবুল হাসান আলী আন্ নদভী; রাব্বানিউল উম্মাহ ওয়া দাঈয়াতুল ইসলাম, *মানারুশ শারক*; ৭ম সংখ্যা, মুহাররম–জুমাদাল উখরা ১৪২১ হিজরী।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি : *মা-যা খাসিরাল আলমী বিইনহিতাতিল মুসলিমিনা*, দারুল কলম, কুয়েত, (১৪ তম মুদ্রণ) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, প্রফেসর মুহসিন উসমানী : *মুতালাআয়ে তাসনীফাতে মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী*, আরশী পাবলিকেশন্স, ইন্ডিয়া, ১১৬৪, চোডিওয়ালান, দিল্লী, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, আবুল হাসান আলী আল-হাসানি : আস্-সীরাতুন নবুভিয়্যা, দারুশ্ শুরুক, জিদ্দা, সৌদি আরব, ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি : *আল-মুরতাদা*, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

আন্ নাজরামী, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস : ফক্বীদুল উম্মাহ সামাহাতুল ইমাম আস সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি আন্ নদভী (রাহ.) *আর-রায়িদ*, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, (সম্পা) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী, আল হাসানি : *আল-আরকানুল আরবাআ*, দারুল কলম কুয়েত, তা.বি

নদভী, আবুল হাসান আলী আল হাসানি : *রাওয়াইউ 'ইকবাল*, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

আল-আহদাল, কাদেরী ড. আবদুল্লাহ : মাআশ শাইখ আন্ নাদভী; *আর-রায়িদ*, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, (সম্পা) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী, আল হাসানি : *আত-তারিকু ইলাল মদিনাতিল মুনাওয়ারা*, আল- মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৭ম মুদ্রণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি : *ইলাল ইসলাম মিন জাদীদ*, আল-মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৫ম মুদ্রণ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *কাসাসুন নবীয়্যিন*, ১ম খণ্ড, মাকতাবায়ে দারুল উলূম, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ,

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলা আল হাসানি : *ইযহাব্বাত রীহুল ঈমান*, আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, তা.বি।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি : *আল আকিদাতু ওয়াল ইবাদাতু ওয়াস্‌সুলক* আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৪ (২য় মুদ্রণ)

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি : আল-ইসলাম ওয়াল মুসতাশরিকুনা, আল-মাজমাউল ইসলামী আল-ইলমি নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত, তা.বি.

ইয়াহইয়া, আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ : দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস, ঐতিহ্য, অবদান, আল আমিন রিসার্চ একাডেমী, ৬৯৮/৩ সি, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

মুগীছী, মাওলানা আবদুল্লাহ সিদ্দিকী : হামাগীর তারীখসাজ শাখসিয়াত মুফাক্কির ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আন-নদভী, মুফাক্কির ইসলাম সংখ্যা ২০০০, সাপ্তাহিক নয়ী দুনয়া।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (অনু.), ২য় খণ্ড, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা,

ই.ফা.বা, ঢাকা : (সম্পা.) *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড.* ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (অনু.) ৩য় খণ্ড, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

কাসেমী, ড. মুহাম্মদ সউদ আলম (সম্পা) : *মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী আফকার ওয়া আ'ছার*; আল-হিদায়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জয়পুর, রাজস্থান, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *তাবলিগ-ই-দাওয়াত কা মু'জিযানা উসলূব*, মজলিশ-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮১ (১ম মুদ্রণ)

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারীখি জায়িযাহ*, মজলিশ-ই- তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত ১৯৯২, (৩য় মুদ্রণ)

মেসবাহ, আবু তাহের : *জীবন পথের পাথেয়* অনু (মূল: *পা-জা সুরাগে যিন্দেগী*। মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী), দারুল কলম, লালবাগ, ঢাকা, ২০০২।

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *পা-জা সুরাগে যিন্দেগী;* মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, মুহাম্মদ তারিক যুবাইর : *Nadwi & his literature in English*; একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *মহানবী (সা:)-এর অবদান ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার;*(অনু. ও সম্পা) মাকতাবাতুল আশরাফ, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, দ্বিতীয় সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *ইনসানী দুনইয়া পর মুসলমানুঁকে উরুজ ও যাওয়ালকা আছর*, ১৯৯৬ ; মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামী, লক্ষ্ণৌ, ভারত।

শফি', আল্লামা মুহাম্মদ : মা'আরিফুল কুরআন (বাংলা) মদিনা মুনাওয়ারা, তা.বি।

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী (অনু.) : মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২ অনুবাদ : আবূ সাঈদ উমর আলী

নদভী, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমাত*, তা.বি

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *কা'রওয়ানে যিন্দেগী;* মাকতাবায়ে ইসলাম, ২৭ গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

কে আলী, ইসলামের ইতিহাস : আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৮৭ (১০ম সংস্করণ), ৪র্থ খণ্ড।

পারীখ, মাওলানা আবদুল করিম : সাপ্তাহিক *নয়ী দুনইয়া, পয়ামে ইনসানিয়্যাতকে পয়গাম্বর, মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা আলী মিয়া নদভী সংখ্যা ৮–১৪ ফেব্রুয়ারি (সম্পা)* ২০০০ খ্রিস্টাব্দ *লক্ষ্ণৌ ভারত।*

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *করওয়ানে যিন্দাগী* ৪র্থ খণ্ড, প্রকাশক– মাকতাবায়ে ইসলাম, ৩৭, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, তা.বি

ইমাম, সাখাভী : *আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ*; দারুল কুতুব, বৈরুত, তা. বি

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *মুযাক্কিরাত সায়িহ্ ফীশ শারকিল আরবীয়্যি*, দারুল কলম দামেশ্ক বৈরুত,২০০১ খ্রিস্টাব্দ

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *আল মাদখাল ফিদদিরাসাতিল কুরআনিয়্যাহ*, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৭ (৫ম মুদ্রণ)।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী আল হাসানি : *রিসালাতুত তাওহীদ*, আল মাজমাউল ইসলামী আল ইলমি, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, তা.বি।

আযাদী, আবদুস সালাম : আত্তাসিলুল *ইসলামী লি লুগাতিল আরাবিয়্যা ওয়া আদাবিহা ফি জুহুদিস শাইখ আন-নদভী*, কায়রো, দারুল মানার ১ম (মুদ্রণ) ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

কাসেমী, মাওলানা মমশাদ আলী : *হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, আকাবির ওয়া মাশাহীরে উম্মতকে নযর মেঁ:* শাহ ওয়ালীউল্লাহ একাডেমী, মুযাফ্ফরনগর, ভারত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

হাসানি, মুহাম্মদ হামযা : *মাকতুবাতে মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী*, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

হাসানি, মুহাম্মদ হামযা : *মাকতুবাতে মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী*, সাইয়িদ আহমদ শহীদ একাডেমী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

নদভী, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী : *কারওয়ানে যিন্দেগী* ১-৭ খণ্ড, মাকতাবায়ে ইসলাম, গোয়েন রোড, লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৯

ইফা–২০১৭-২০১৮–প্র/০৩২.০৭.০৮৫–(উ–৩২৫০)

পরিশিষ্ট

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারে আল্লামা নদভী (র)

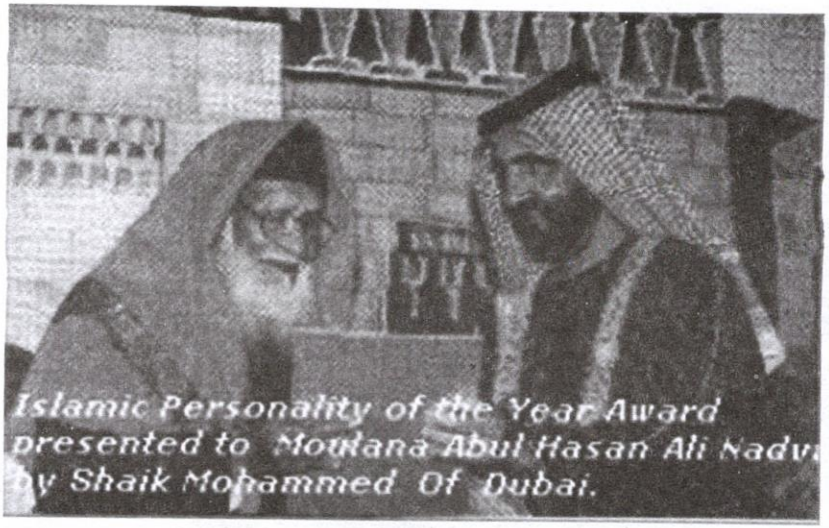

আল্লামা নদভীকে দুবাই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কারের সনদপত্র হস্তান্তর করছেন আরব আমিরাতের প্রধানমন্ত্রী

একটি অনুষ্ঠানে হারামাইন শরীফাইন অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ও খতীব এবং প্রধান বিচারপতি সালেহ বিন হুমাইদ মাওলানা রাবে' হাসানি নদভী এবং আল্লামা নদভী

রাবেতা আলমে ইসলামীর অনুষ্ঠানে মসজিদে বাইতুল্লাহর খতীব আবদুল্লাহ আস-সুবাইল, রাবেতার সেক্রেটারি জেনারেল ও আল্লামা নদভী

যুবক আল্লামা নদভী

আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার পাকিস্তান শাখার অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি আল্লামা নদভী ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ

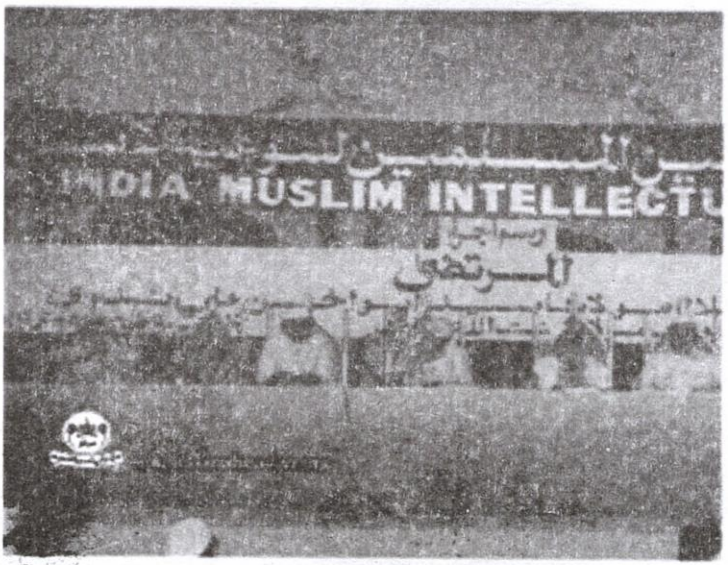

আল্লামা নদভী রচিত 'আল-মুরতাদা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উর্দূ একাডেমী ভারতের চেয়ারম্যান ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ডীন ইউনুস বিলগ্রামী, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল উড়িষ্যার আমিরে শরীআত মিন্নাতুল্লাহ রহমানী ও লেখক আল্লামা নদভী

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারে ভাইস চ্যান্সেলর, শারজাহর গভর্নর এবং প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী সহযোগে আল্লামা নদভী (র)

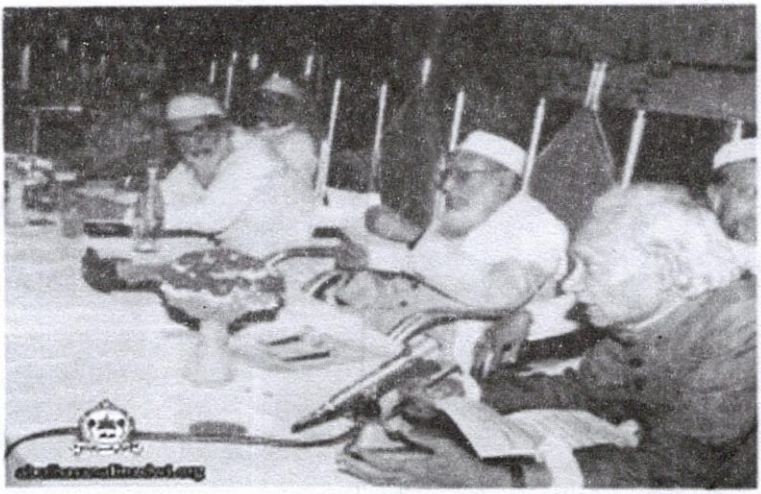

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের অনুষ্ঠানে সভাপতি আল্লামা নদভীর সাথে ভারতের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এবং সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল উড়িষ্যার আমিরে শরীআত মিন্নাতুল্লাহ রহমানী

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের অনুষ্ঠানে সভাপতি আল্লামা নদভীর সাথে ভারতের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এবং সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল উড়িষ্যার আমিরে শরীআত মিন্নাতুল্লাহ রহমানী এবং উত্তর প্রদেশের গভর্নর।

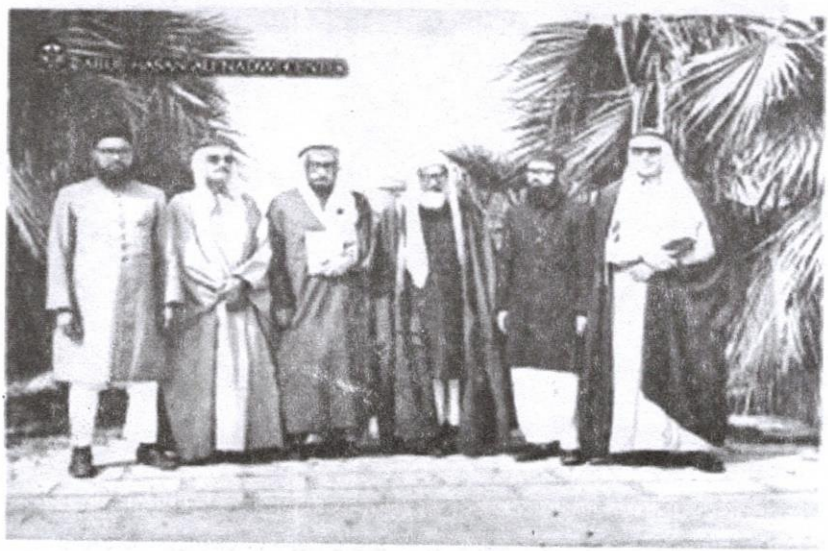

আল্লামা আবুল হাসান আলি নদভী গবেষণা সেন্টারে আল্লামা নদভীর সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের আরব প্রতিনিধিদল ও নদওয়ার শিক্ষকবৃন্দ

আল্লামা নদভীর সাথে আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বক্তব্য দানরত আল্লামা নদভী

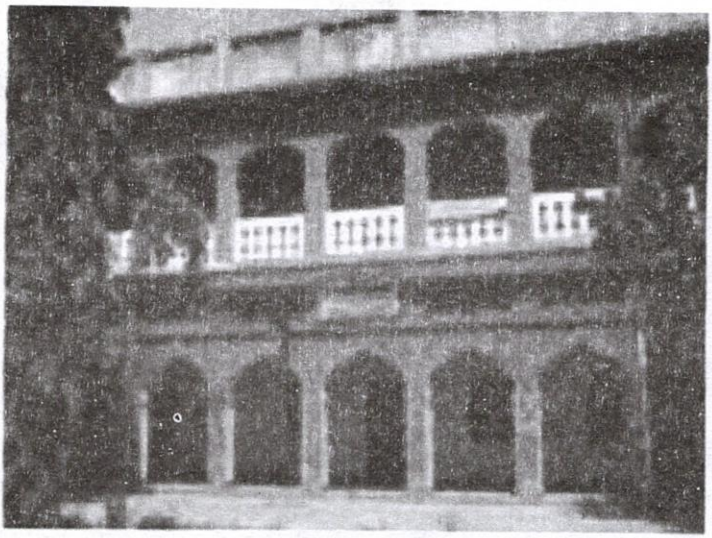

দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার পুরাতন ফ্যাকাল্টি ভবন

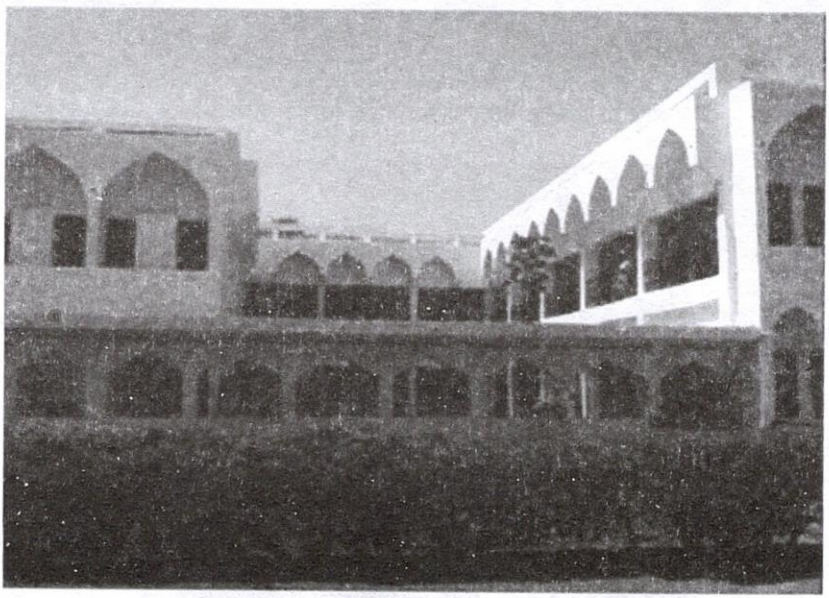

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার কেন্দ্রীয় ফ্যাকাল্টি ভবনের একাংশ

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার দৃষ্টিনন্দন কেন্দ্রীয় মসজিদ

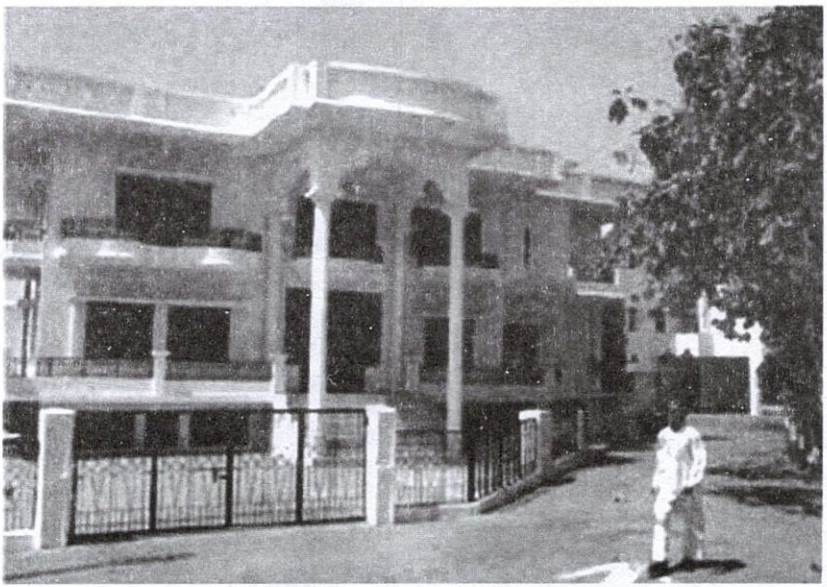

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার নতুন ফ্যাকাল্টি ভবনের একাংশ

আল্লামা শিবলী নু'মানী গ্রন্থাগার, দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামা

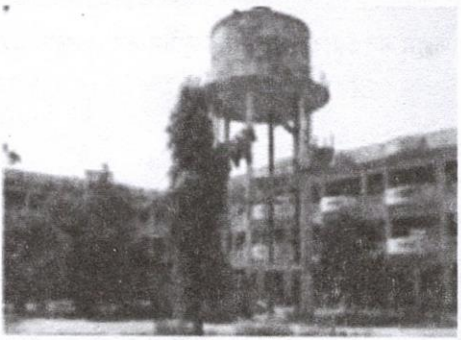

দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার ফ্যাকাল্টি ভবন

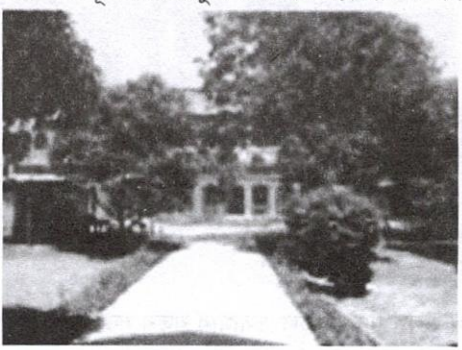

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ছাত্রাবাসের একাংশ

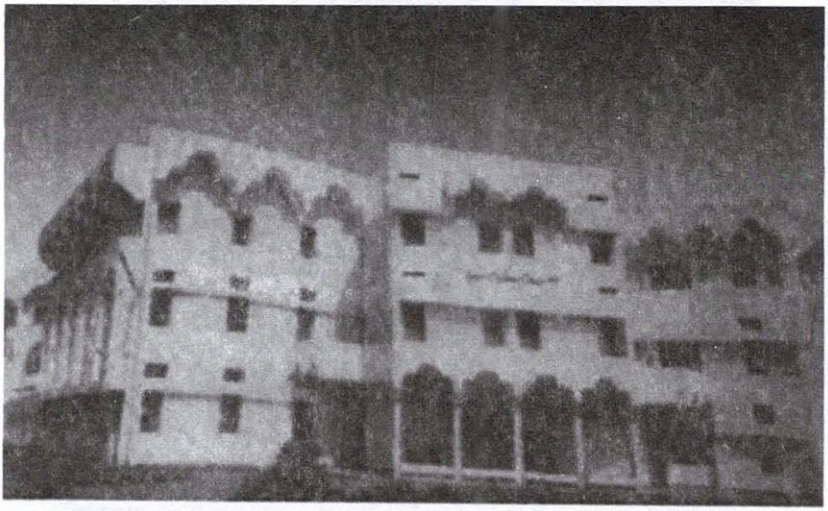

আল কুরআন ইনস্টিটিউট, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা

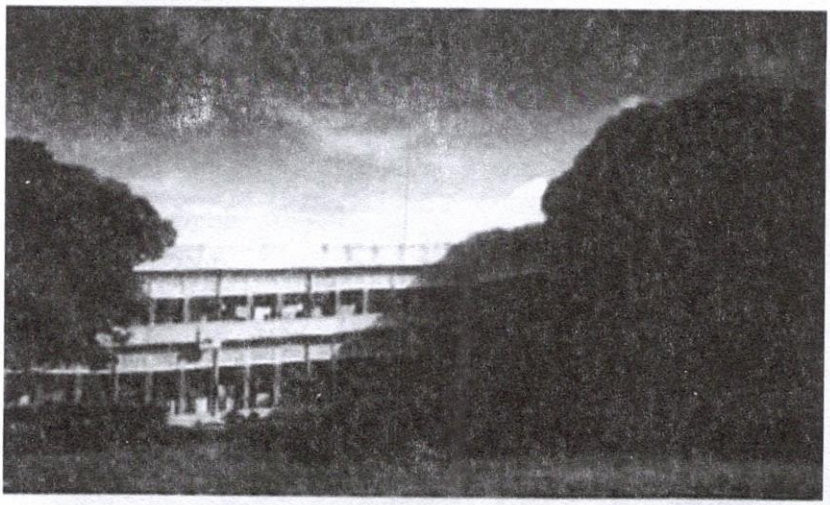

আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী ছাত্রাবাস, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা

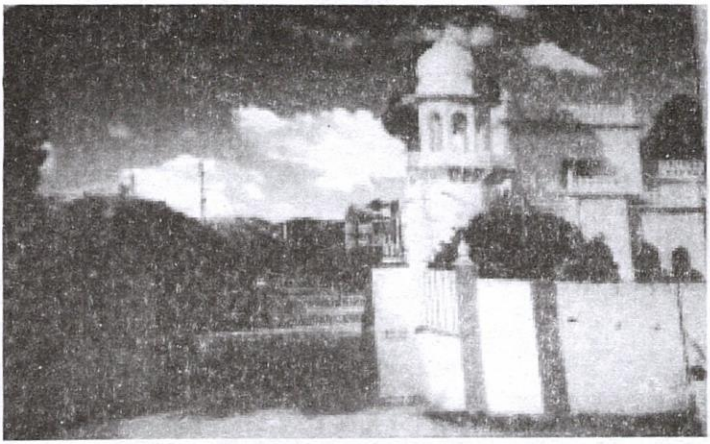

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার প্রধান ফটক

দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার কেন্দ্রীয় ভবন

আল্লামা নদভীর প্রাপ্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারের **সনদপত্র ও ক্রেস্টের** ছবি নিম্নরূপ

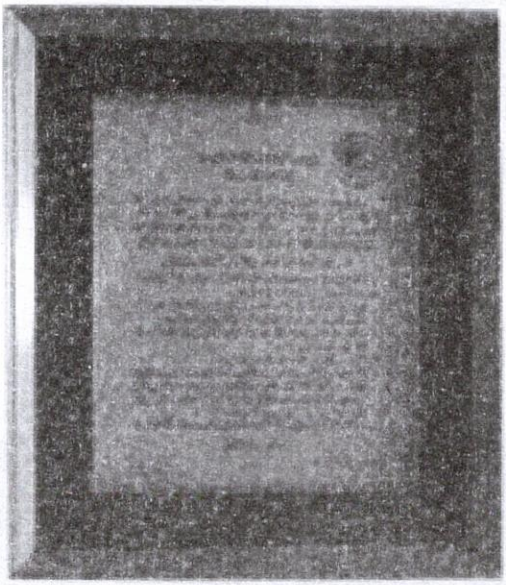

King Faisal Award - Certificate of Honour-Awards (17)

All India Muslim Personal Law Board-Awards (33)

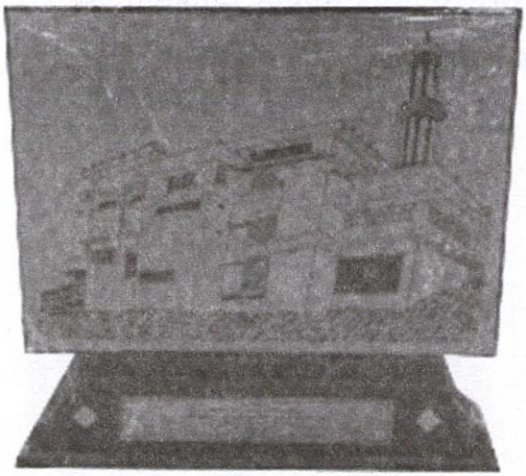

Award--Awards (28)

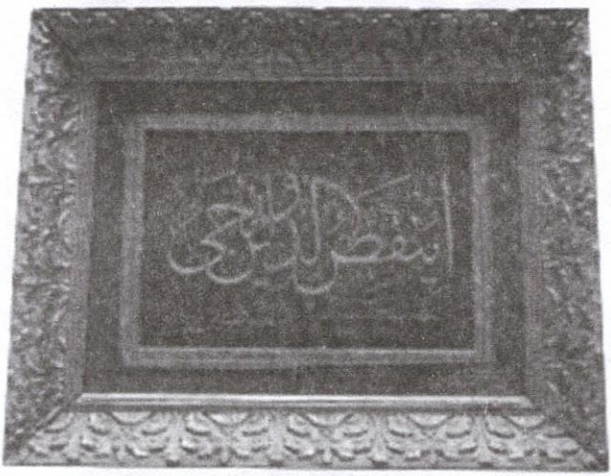

Awarded by Jamia Islamia Madinah Al Munawwarah on restoring Islamic values--Awards (25)

Awarded by Jamia Islamia Madinah Al Munawwarah on restoring Islamic values--awards (25)

By ISESCO on his remarkable contribution in Islamic Literature--Awards (9)

The Sultan Hassanal Bolkiah International Award--Awards (12)

Certificate by ISESCO for Excellence_Awards (14)

Certificate of Honour by Jamia Ashrafia - Lahore--Awards (19)

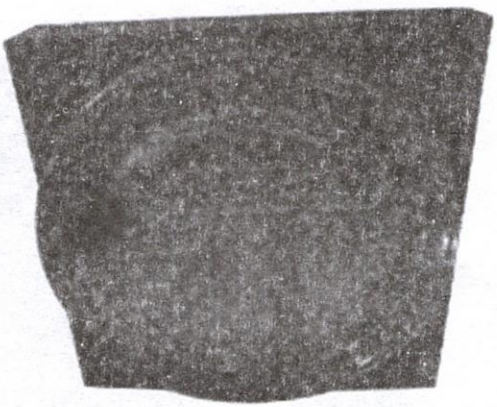

The Sultan Hassanal Bolkiah International Prize 1995 Awards (13)

Sitara-e-Hind Award--Awards (6)

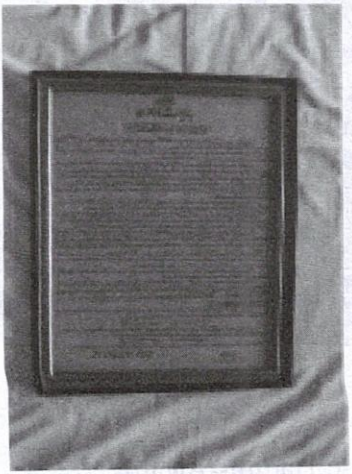

Sipas Nama--Awards (16)

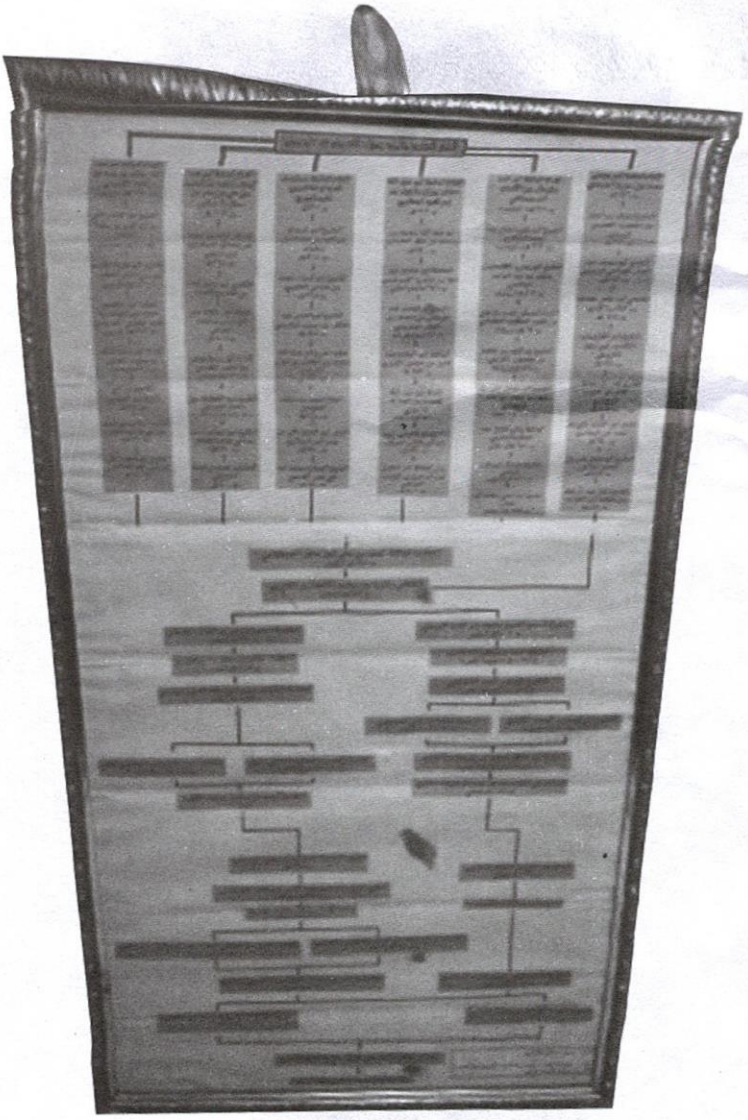

Silsila-e-Hadith--Awards

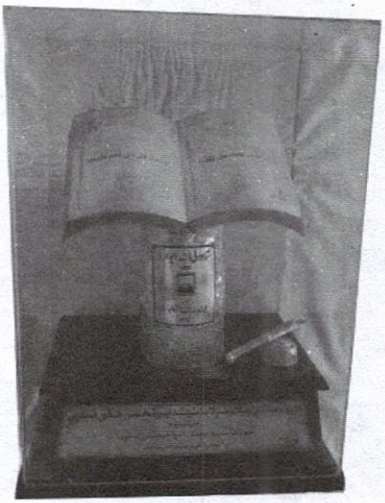

Shah Waliullah Award--Awards (11)

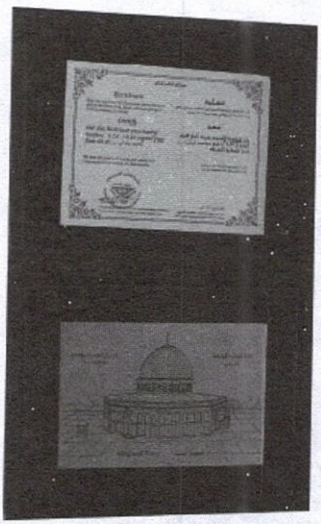

Original Piece from the Dome of Rock--Awards (8)

Islamic Social and Cultural Forum--Awards (31)

Dubai Award--Awards (7)

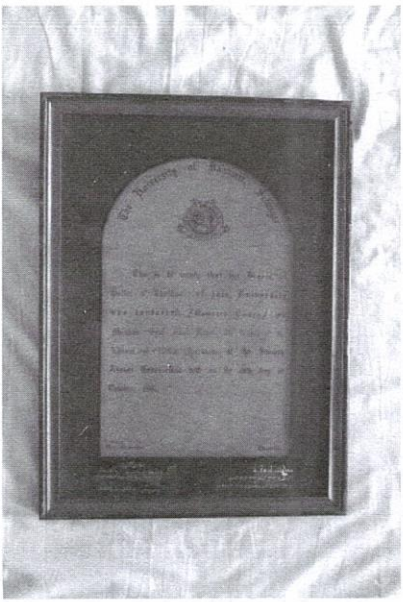

Doctorate Certificate by University of Kashmir--Awards (24)

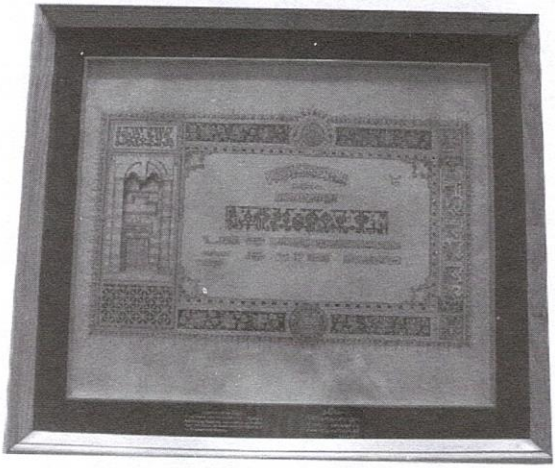

Certificate of Honour on Arabic Literature in Syria--Awards (18)

Certificate of Honour by Madrasatul Falah - Indore--Awards (36)

Awards Almira_markaz

রায়বেরেলীতে আল্লামা নদভীর বিশ্রামকক্ষ

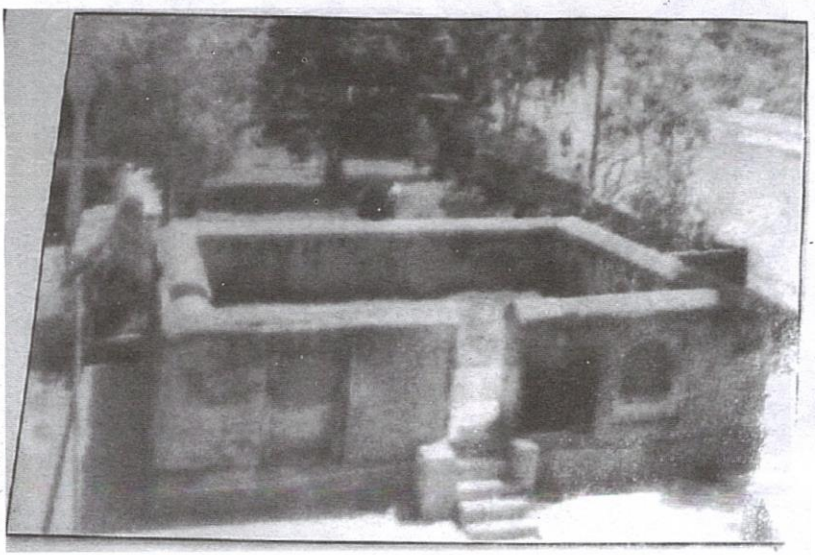

শাহ আলামুল্লাহ কবরস্থান রায়বেরেলী,
এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আল্লামা নদভী (র)

ইফা-২০১৭-২০১৮-প্র/০৩২.০৭.০৮৫-(উ)-৩২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]